হরিদ্রাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শঠী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে ঐ চূর্ণ ৪ মাষা মাত্রায় কিঞ্চিৎ তিলতৈল সহ লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রাণহর শ্বাস আরোগ্য হয়। ইহা হিক্কাশ্বাসে অতি উত্তম যোগ। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধি°)

হরিদ্রাদিবর্গ (পুং) হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, যষ্ঠ্যাহ্ব, পৃশ্নিপর্ণী ও কুটজোদ্ভব দ্রব্য। গুণ—আমাতীসারনাশক, মেদ ও কফ-জনক এবং স্তন্য-দোষনাশক। (বাভট সূত্র° ১৫ অ°)

হরিদ্রাদ্যঘৃত (ক্লী) পাণ্ডুরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মহিষঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, মিলিত ১ সের। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃতসেবনে কামলা-রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° পাণ্ডুরোগাধি°)

হরিদ্রাদ্বয় (ক্লী) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

হরিদ্রাপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চবিধ হরিদ্রা, যথা—হরিদ্রা, আম্রহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী ও বিকঙ্কত। (বৈদ্যকনি°)

হরিদ্রাপত্রকণ্টকা (স্ত্রী) দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°)

হরিদ্রাভ (পুং) হরিদ্রায়া আভা ইব আভা যস্য। ১ পীতশাল, পিয়াশাল। ২ কর্পূরক। (শব্দচ°) ৩ পীতবর্ণ। (ত্রি) ৪ পীতবর্ণবিশিষ্ট।

"হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হারিদ্রবসনং বিভুং।" (তন্ত্রসার)

হরিদ্রামেহ (পুং) পিত্তজন্য প্রমেহরোগবিশেষ। মেহরোগীর পিত্তবিকৃত হইয়া দাহযুক্ত ও হরিদ্রাবর্ণ মেহস্রাব হয়।

(সুশ্রুত নিদান ৬ অ°)

হরিদ্রামেহিন্ (পুং) হরিদ্রামেহরোগবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

হরিদ্রারাগ (ত্রি) হরিদ্রায়া রাগ ইব রাগো যস্য, অচির-স্থায়িত্বাদেবাস্য তথাত্বং। অস্থিরসৌহৃদ, ক্ষণমাত্রানুরাগী।

'ক্ষণমাত্রানুরাগী চ হরিদ্রারাগ উচ্যতে।' (হলায়ুধ)

হরিদ্রিক (ত্রি) হরিদ্রাযুক্ত।

হরিদ্রু (পুং) হরিদ্বর্ণঃ দ্রুর্ব্বৃক্ষঃ। ১ বৃক্ষ। (হেম) ২ দারুহরিদ্রা, পীতদারু। [হরিদ্রা দেখ]

হরিদ্রুক (ত্রি) দারুহরিদ্রাযুক্ত।

হরিদ্বার (ক্লী) হরেস্তৎপ্রাপ্তের্দ্বারমিব। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহর ও পুরাতন একটী তীর্থস্থান। এই সহরটী উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৯° ৫৭´ ৩০´´ উঃ এবং অক্ষা° ৭৮° ১২´ ৫২´´ পূঃ। রুরকি হইতে ১৭ মাইল এবং সাহারাণপুর সহর হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। যেখানে শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া সমতলে পড়িয়াছে, তাহার নাতিদূরে গঙ্গার দক্ষিণতীরে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহরটী বিদ্যমান। গঙ্গার বামতীরে চণ্ডী-পাহাড়ের শৃঙ্গে যে মন্দির আছে, তাহার সহিত হরিদ্বারের মন্দিরগুলির সংযোগ রহিয়াছে। গঙ্গা এইস্থানে ছোট ছোট উপনদীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের দ্বারা এই স্থানটি সমাকীর্ণ। হুয়েনচুয়ং ভ্রমণবৃত্তান্তে 'ময়ুলো' নামে যে সহরটির কথা লিখিয়াছেন, তাহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী মায়াপুর গ্রাম। এই গ্রামটির পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই।

শরভনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা বেনের প্রাচীন গড় পর্য্যন্ত নদীর দক্ষিণসীমা হইতে উত্তরসীমা শিবালিক পাহাড় পর্য্যন্ত স্থানের ভূপরিমাণ ১৯,০০০ ফিট, অর্থাৎ প্রায় ৩১॥০ বর্গমাইল। এই সীমার মধ্যে ৭৫০ বর্গফিট জুড়িয়া পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ ইহা রাজা বেনের কীর্ত্তি। এই স্থানটী যে বহু প্রাচীন তাহা ভূপ্রোথিত ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমিত হইতে পারে এবং স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন কারুশিল্পের খণ্ড খণ্ড নমুনা পাওয়া যায়। এখান হইতে অনেক পুরাতন মুদ্রা প্রতিবৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণশিলার মন্দিরটী বহু পুরাতন এবং ইহার ভগ্নাংশসমূহ হইতে একটী ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মায়াদেবীর মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার গাত্রে যে প্রস্তর-লিপি আছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই মন্দিরটী খৃষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের মধ্যে প্রধান যে মূর্ত্তি, তাহা মায়াদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার তিনটী মস্তক ও চারিটী হাত, তাঁহার এক হাতে একটী চক্র আছে, তাঁহা দ্বারা তিনি একটী পরাজিত মূর্ত্তিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একটী হাতে তিনি মুণ্ডধারণ ও একটী হাতে ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন। এই আকৃতি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা মায়াদেবীর মূর্ত্তি নহে, ইহা শিবপত্নী অসুর-মর্দ্দিনী মহামায়ার মূর্ত্তি।

হরিদ্বার নামটি আধুনিক, পূর্ব্বে ইহা কপিল নামে অভিহিত হইত। কথিত আছে, এই স্থানে কপিলের তপোবন ছিল এবং এখনও তাহা কপিলস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক নাম লইয়া শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কলহ হয়। শৈবগণ মনে করেন যে, ইহা হরিদ্বার নহে, ইহার প্রকৃত নাম হরদ্বার। বহুপূর্ব্ব হইতেই এই স্থান একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই। তথাপি প্রতি-বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে এখানে তীর্থ করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে "হরিকা

চরণ" নামক ঘাট একটী সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুর চরণচিহ্ন উর্দ্ধস্থিত একটী প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। শুভমুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয় এই বিবেচনা করিয়া যাত্রীদিগের মধ্যে সকলেই সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থানে ডুব দিতে যায়। ইহাতে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত। এখন গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও সুবন্দোবস্তে সেরূপ দুর্ঘটনা বড় হয় না। প্রতি বার বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা হয়। প্রতিবর্ষের মেলাতে এখানে প্রায় একলক্ষ লোকের আগমন ঘটে; কিন্তু কুম্ভমেলা উপলক্ষে অন্যূন তিনলক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে; এই সকল উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হইয়া থাকে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৈরাগী ও গোঁসাইদিগের মধ্যে যে মারামারি হয়, তাহাতে প্রায় ১৮০০ লোকের মৃত্যু হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শিখযাত্রিগণ ৫০০ গোঁসাইবধ করিয়াছিল।

হরিদ্বার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানে অশ্ববিক্রয় হয় এবং গবর্মেণ্ট সাধারণতঃ হরিদ্বার হইতে ভারতসৈন্যদিগের জন্য অশ্বক্রয় করেন। এই স্থানে ভারত এবং য়ুরোপজাত পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥
সবাসবাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হরিদ্বারং মনোরমং।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুনে॥
দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরং।
মনুষ্যপক্ষিকীটাস্তাস্তে লভন্তে পরং পদং॥"

(ক্রিয়াযোগসা° ৩ অ°)

সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম এই তিন স্থানে গঙ্গা অতি দুর্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই হরিদ্বারে সমাগত হইয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী এই স্থানে দেহত্যাগ করে, তাহারা পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। এই তীর্থ হরিপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, এইজন্য ইহার নাম হরিদ্বার। এই তীর্থে গঙ্গাস্নানই প্রধান। এই তীর্থে গমন করিয়া বিধিবিধানে স্নান করিয়া দান করা আবশ্যক। তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধও করিতে হয়। যে দিন এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেইদিনই শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। গঙ্গাস্নান করিলেই সকল পাতক বিনষ্ট হয়, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে স্নান করিলে জন্মজন্মার্জ্জিতপাপ বিনষ্ট হয় এবং ইহলোকে নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য ও অন্তে হরিপদলাভ হইয়া থাকে। এই হরিদ্বার গঙ্গাদ্বার নামেও অভিহিত হয়। গঙ্গা এই স্থান হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া ইহাকে গঙ্গাদ্বার কহে। পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণেও হরিদ্বারতীর্থের বিশেষ বিবরণ ও প্রশংসা লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

হরিধায়স্, (ত্রি) হরিস্বর্ণধারক রশ্মিবিশিষ্ট। "তামিন্দ্রো হরিধায়সং পৃথিবীং" (ঋক্ ৮।৪৪।৩) 'হরিধায়সং হরিতো হরিত-বর্ণা ধায়সো ধারকা রশ্ময়ো যস্যাঃ সা' (সায়ণ)

হরিনদী, (স্ত্রী) রাঢ়দেশে গঙ্গার পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত একটী নদী।

হরিনন্দন, ১ মুহূর্ত্তরত্নাকর ও তাহার টীকাকার। ২ যুদ্ধরত্নস্বর-রচয়িতা।

হরিনাথ, ১ ভগবন্নামকৌমুদীটীকারচয়িতা। ২ বৈদ্যজীবনের একজন টীকাকার। ৩ বাসুদেবের পুত্র, ধরণীধরের পৌত্র। রামবিলাসনামক সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা। ৪ বিশ্বধরের পুত্র, কেশবের ভ্রাতা। ইনি কাব্যাদর্শমার্জ্জন নামে কাব্যাদর্শটীকা ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণমার্জ্জন নামে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের টীকা রচনা করেন।

হরিনাথ আচার্য্য, সঙ্কেতকৌমুদী ও সন্তানদীপিকা নামে জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

হরিনাথ উপাধ্যায়, স্মৃতিসার নামে ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধরচয়িতা। বাচস্পতিমিশ্র, রঘুনন্দন প্রভৃতি ইঁহার গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিনাথ কবি, গুজরাত পরে কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি 'অলঙ্কারদর্পণ' ও 'পোথী শাহ মুহম্মদশাহী' রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে মুহম্মদশাহের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

হরিনাথ মহাপাত্র, অক্‌বর বাদশাহের সভাস্থ একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ফতেপুরজেলাস্থ অসনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিবর নানা রাজসভায় নিজ কবিত্বের পরিচয় দিয়া বেড়াইতেন। রেবার বঘেলরাজ নেজারাম তাঁহার একটি দোহা শুনিয়া লক্ষ মুদ্রা এবং অম্বরপতি মানসিংহ তাঁহার দুইটী দোহা শুনিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজসম্মানিত ও বহু অর্থসম্ভার লইয়া ফিরিবার কালে এক নাগা সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তিনি সন্ন্যাসীর মুখে সুন্দর দোহা শুনিয়া তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তাঁহাকে দিয়া ফেলেন। এইরূপে তিনি যখন যে রাজসভায় যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই পথে বিতরণ করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেন।

হরিনামন্ (ক্লী) হরের্নাম। শ্রীহরির আখ্যান। শ্রীহরিনাম। শাস্ত্রে হরিনামের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বদাই জীবের হরিনাম করা আবশ্যক। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম হইয়া থাকে।

অতএব এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া হরিনাম না করিয়া বৃথা দিনযাপন করিলে জন্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। যতক্ষণ জীবন ও ইন্দ্রিয় সকল সবল থাকে, ততক্ষণ কায়মনোবাক্যে হরিনাম করা আবশ্যক। ইহাতে দিন, ক্ষণ, সময়, অসময় প্রভৃতি কিছুই নাই। জ্ঞান, দেবার্চ্চন, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, যম, প্রত্যাহার ও সমাধি প্রভৃতি হরিনামের তুল্য নহে। কলিকালে একমাত্র হরিনামই সত্য, এই নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

"ন কালনিয়মস্তত্র ন দেশনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক:॥
জ্ঞানং দেবার্চ্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ।
প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ হরিনাম সমং ন চ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
(হরিভ° বি° ১১ বি°)

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে হরিনাম করিয়া থাকেন। এই হরিনাম সকল পাতকনাশক। রাধাতন্ত্রে শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যে ত্রিপুরা-বাসুদেব-সংবাদে দ্বিতীয় পটলে লিখিত আছে যে, হরিনাম মন্ত্রের ঋষি বাসুদেব, ছন্দঃগায়ত্রী, শ্রীত্রিপুরা দেবতা, নিজের মহাবিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি করিয়া দ্বাত্রিংশদক্ষর হরিনাম মন্ত্র, এই মন্ত্র অমৃতস্বরূপ, যেমন অমৃতপানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই হরিনামামৃত পান করিলে জীবের আর ভববন্ধনের ভয় থাকে না। [হরিশব্দ দেখ] (পুং) হরের্নাম নাম যস্য। ২ মুদ্গ। (ত্রিকা°)

হরিনারায়ণ, ১ মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুরাগী নৃপতি। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তপণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র ইঁহারই সভা উজ্জ্বল করিতেন এবং ইঁহারই উৎসাহে কৃত্যমহার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। [স্মৃতিশব্দে ইতিহাস দ্রষ্টব্য]

২ জ্যেষ্ঠমিশ্রের পুত্র ও গোবর্দ্ধনের পৌত্র। মধুবিধ্বংসভাস্কর-প্রণেতা। ৩ মুহূর্ত্তমঞ্জরীরচয়িতা। ৪ শুদ্ধিতত্ত্বকারিকাকার।

হরিনারায়ণ (পুং) হরি ও নারায়ণ।

হরিনেত্র (ক্লী) হরের্নেত্রমিব। ১ শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°) ২ শ্রীহরির লোচন।

"বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াং।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীং॥" (চণ্ডী)

৩ হরিদ্বর্ণ চক্ষুঃ। (পুং) হরের্মর্কটস্যেব নেত্রমস্য। ৪ পেচক।

হরিন্দর (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

হরিন্মণি (পুং) হরিদ্বর্ণো মণিঃ। মরকতমণি, চলিত পান্না।

হরিন্মুদ্গ (পুং) হরিদ্বর্ণো মুদ্গঃ। শারদ মুদ্গ, চলিত হরিমুগ।

হরিপঞ্চকব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, শ্রীহরির উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রত।

হরিপণ্ডিত, রামায়ণব্যাখ্যা-রচয়িতা।

হরিপর্ণ (ক্লী) ১ কৃষ্ণচন্দন। ২ হরিৎপত্র, মূলক।

হরিপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৯।১২)

হরিপা (ত্রি) হরি হরিদ্বর্ণং সোমং পিবতীতি পা-কিপ্। হরিদ্বর্ণ-সোমপায়ী। "যো হরি পা অবর্দ্ধত" (ঋক্ ১।৬১।৮) 'হরিপা হরিৎবর্ণসোমপা' (সায়ণ)

হরিপাল, ১ পালবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার নামানুসারে হুগলীজেলায় 'হরিপাল' গ্রাম বিদ্যমান। প্রবাদ এই খানে হরিপালের রাজধানী ছিল। ২ একজন প্রসিদ্ধ শিলাহাররাজ, অপরাদিত্যের পুত্র, ইনি উত্তরকোঙ্কণে রাজত্ব করিতেন।

হরিপিণ্ডা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত)

হরিপুর (হরিহরপুর বা হরিপুরগড়)। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বারিপদা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এখানে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী ছিল। পূর্ব্ব সমৃদ্ধির প্রচুর ভগ্নাবশেষ এখানে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

নয়াবসানের শ্যামকরণের গৃহে যে বংশবিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরিহরভঞ্জ ভঞ্জবংশের একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, ১৩২২ শক অর্থাৎ ১৪০০খৃঃ অব্দে একটি নগর স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

এই স্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী কুসুমিয়া বা বনকাটিগড় প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, হরিহরভঞ্জের পূর্ব্বেই এই সহরটি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন হরিহরপুর হইয়া উৎকলে যাত্রা করেন,সেই সময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে ইহা একটা প্রধান নগররূপে গণ্য হইত। এই স্থানে মহাপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তন করিতে গিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন মহাপ্রভু উৎকলে আঠার বৎসর কাটাইয়াছিলেন, তখন ভঞ্জ-রাজগণ শাক্ত ছিলেন, এবং মহাপ্রভুর হরিভক্তিতে তাঁহারা আর্দ্র হন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ইঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

দেববিগ্রহবিধ্বংসকারী কালাপাহাড়ের হাতে হরিহরপুরের রাজবংশের অনেক দুর্গতিভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজপরি-

বারের সকলেই তখন পর্ব্বতগুহা-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর হইতে ময়ূরভঞ্জে প্রায়ই মুসলমানআক্রমণ হইতে লাগিল। বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দাউদ খাঁ হরিপুরের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাউদ খাঁ টোডরমল্লের নিকট পরাজিত হইয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার পরাজয়ের পরে উৎকল মোগলাধীন হয়। যখন দাউদ খাঁ হরিপুরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ রাজগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি রসিকানন্দ ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পরে ময়ূরভঞ্জবাসী সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথের পরবর্ত্তী ভঞ্জরাজগণ হরিহরপুরে নানাপ্রকার বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ভঞ্জ এই স্থানে রাধামোহনের নানাচিত্রবিচিত্র এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া উৎকল আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন ময়ূরভঞ্জের রাজা জগন্নাথ ভঞ্জ অসম সাহসে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যখন মুর্শিদকুলি খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, তখনও ময়ূর-ভঞ্জের রাজা আলিবর্দ্দী খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি মহাশক্তিশালী আলিবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াও হরিহরপুরে বিলাসসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁ বিপক্ষসৈন্যকে পরাজিত করিয়া ময়ূরভঞ্জকে তাঁহার শাসনাধিকারে আনয়ন করিলেন।

ইহার পর হইতে হরিহরপুরের অবনতি হইতে লাগিল। মরাঠা বর্গিগণ আলিবর্দ্দী খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ময়ূরভঞ্জ আক্রমণ করিয়া তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিল। হরিপুরের সৌধরাজপ্রাসাদ তাহারা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। আজীবন ভঞ্জরাজগণ যে দেবতাকে পূজা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, লুণ্ঠনের সময় মরাঠারা তাঁহারও পবিত্রতা রক্ষা করিল না। এখান হইতে তাহারা লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তিকে বালেশ্বরে স্থানান্তরিত করিল। এখনও হরিহরপুরে মরাঠা-লুণ্ঠনের চিহ্নরূপ ভগ্নাবশেষ, মন্দির ও বিধ্বস্ত প্রাসাদ বিদ্যমান।

যদিও মরাঠাগণের অত্যাচারে হরিহরপুর পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভঞ্জরাজ আপনাকে হরিহরপুরের অধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন।

হরিহরপুর এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ইহার জঙ্গলমধ্যে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে রসিকরায়ের ভগ্ন মন্দির ; এই মন্দিরটী দেখিতে অতীব সুন্দর। ইষ্টকোপরি কারুকার্য্যের নৈপুণ্যে সমগ্র উড়িষ্যায় ইহা অদ্বিতীয় মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই মন্দিরটির সন্নিকটে রাণী হংসপুর। ইহা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর, তাহারই অদূরবর্ত্তী দরবারগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। রসিকরায়ের মন্দিরের ২৭০ ফিট্ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে জগন্নাথের মন্দির। জগন্নাথের মূর্ত্তিটি প্রতাপপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। হরিহরপুরের দক্ষিণসীমায় মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি আছে। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিটির পার্শ্বে কোটবাসিনীদেবীর মূর্ত্তি।

হরিপুর, ১ পঞ্জাবের হজারাজেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৫৯´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ১৫´´ পূঃ। দোরনদীর বাম কূলের নিকট একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। হজারায় শাসনকর্ত্তা শিখসর্দ্দার হরিসিংহ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজাধিকারের প্রথমে এখানেই সদর হয়, তৎপরে আবটাবাদে উঠিয়া আসে।

২ পঞ্জাবের কাঙ্গড়াজেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ৩২° উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে এক কতোচরাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রবাদ এইরূপ, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ত্রিগর্ত্তরাজ হরিচাঁদ এখানে বাণগঙ্গানদীতীরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ অন্যায়পূর্ব্বক এই দুর্গ দখল করেন। এখন এখানে পূর্ব্ব রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই। ডাকঘর, পুলিস থানা ও স্কুল আছে।

হরিপ্রবোধ (পুং) হরেঃ প্রবোধঃ। হরির জাগরণ, বিষ্ণুর উত্থান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আষাঢ় মাসে শয়ন-একাদশীতে অর্থাৎ শুক্লা-একাদশীর দিন বিষ্ণুর শয়ন হইয়া থাকে এবং কার্ত্তিকী একাদশীর দিন বিষ্ণুর প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণ হইয়া থাকে।

হরিপ্রসাদ (পুং) হরেঃ প্রসাদঃ। শ্রীহরির অনুগ্রহ, ভগবানের প্রসাদ।

হরিপ্রসাদ, ১ পিঙ্গলসাররচয়িতা। ২ শাস্ত্রজলধিরত্নপ্রণেতা। ৩ মাথুরমিশ্র গঙ্গেশের পুত্র। ইনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কাব্যালোক ও সদ্ধর্ম্মতত্ত্বাখ্যাহ্নিক রচনা করেন। ৪ কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী পণ্ডিত, ইনি কাশীপতি চেৎসিংহের উৎসাহে সংস্কৃতপদ্যে বিহারীর 'সৎসই' অনুবাদ করেন।

হরিপ্রিয় (ক্লী) হরেঃ প্রিয়ং। কৃষ্ণচন্দন। (শব্দচ°) ইহা কালীয়ক বা কালিয়া নামে খ্যাত।

"কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনং।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকং॥" (ভাবপ্র°)

২ উশীর। (রাজনি°) (পুং) হরেঃ প্রিয়ঃ। ৩ কদম্ববৃক্ষ। এই বৃক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন, এজন্য এই বৃক্ষ তাঁহার অতিশয় প্রিয়। ৪ পীতভৃঙ্গরাজ। ৫ বিষ্ণুকন্দ। ৬ করবীর। ৭ শঙ্খ। ৮ বন্ধুক। ৯ শ্যামাকধান্য, শ্যামাধান। ১০ শিব। ১১ বাতুল। ১২ কঞ্চুক। ১৩ শ্রীহরির প্রিয়।

হরিপ্রিয়া (স্ত্রী) হরেঃ প্রিয়া। ১ লক্ষ্মী। (অমর) ২ তুলসী। ৩ দ্বাদশীতিথি। ৪ পৃথিবী।

হরিবালুক (ক্লী) হরিপ্রিয়া বালুকা যত্র। এলবালুক। (অমর)

হরিবীজ (ক্লী) হরের্বীজং। হরিতাল। [হরিতাল শব্দ দেখ]

হরিব্রহ্মদেব, রায়পুরের একজন হৈহয়বংশীয় নৃপতি, রামদেবের পুত্র। রায়পুর ও খলারি হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৪৫৮ সংবৎ হইতে ১৪৭১ সংবৎ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

হরিভক্ত (পুং) হরের্ভক্তঃ। হরিসেবক। ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বজীবেষু যো বিষ্ণুং ভাবয়েৎ সমতাধিয়া।
হরৌ করোতি ভক্তিশ্চ হরিভক্তঃ স চ স্মৃতঃ॥"

যিনি সকল জীবে সমতাবুদ্ধি দ্বারা বিষ্ণুকে ভাবনা করেন, এবং সর্ব্বদা ভগবান্ হরির প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে হরিভক্ত কহে। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হরিসেবক।

হরিভক্তি (স্ত্রী) বিষ্ণুভক্তি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বহু জন্মজন্মার্জ্জিত তপস্যা থাকিলে জীবের হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

হরিভক্তিবিলাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ। দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণ শ্রীমদ্গোপালভট্ট বিরচিত। [গোপালভট্ট দেখ।] প্রবাদ এইরূপ, যখন সমস্ত অঙ্গ-বঙ্গকলিঙ্গে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মমত প্রচলিত হইল, যখন লক্ষ লক্ষ লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপনির্ব্বাহের জন্য রীতিমত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত ছিল না, তখনও গৌড়বঙ্গের নানাস্থানে শাক্তসম্প্রদায় বিশেষ প্রবল, একারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবস্মার্ত্ত ও শাক্তস্মার্ত্তগণের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসম্পাদনের বিধিব্যবস্থা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজকে নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত করিবার জন্য মহাত্মা গোপালভট্ট প্রচলিত সমুদয় স্মৃতি, পুরাণ ও বৈষ্ণবতন্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া 'ভগবদ্ভক্তিবিলাস' প্রকাশ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, সনাতন গোস্বামীই প্রথমতঃ 'হরিভক্তিবিলাস' প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি যবনদোষদূষিত বলিয়া পাছে উচ্চ হিন্দুসমাজ তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, এই আশঙ্কায় তিনি গোপালভট্টের নামে নিজ শাস্ত্রনিবন্ধ চালাইয়া যান, তৎপরে গোপালভট্ট প্রত্যাদিষ্ট হইয়া 'ভগবদ্ভক্তিবিলাস' প্রকাশ করিলে তাহাও নাকি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ন্যায় 'হরিভক্তিবিলাস' নামেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তিবিলাসনামে হরিভক্তিবিলাসের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী নিজে হরিভক্তিবিলাসের টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরব বাড়াইয়া যান। আজ পর্য্যন্ত হরিভক্তিবিলাসই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। অদ্যাপি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থাই এই হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ কারণ নিম্নে এই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের বিষয়সূচী প্রদত্ত হইল :—

১ম বিলাসে—মঙ্গলাচরণ, লেখ্যপ্রতিজ্ঞা, শ্রীগুরূপসত্তিকারণ, শ্রীগুরূপসত্তি, গুরূপসত্তিনিত্যতা, শ্রীগুরুলক্ষণসমূহ, অগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুতে উপেক্ষা, শিষ্যপরীক্ষা, বিশেষরূপে শ্রীগুরুসেবাবিধি, শিষ্যের প্রার্থনা, শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য, শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্য, দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরমাহাত্ম্য, নরসিংহানুষ্টুভ্ মন্ত্রের মাহাত্ম্য, শ্রীরামমন্ত্রসমূহের মাহাত্ম্য, শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্য, অষ্টাদশাক্ষরমাহাত্ম্য, অধিকারনির্ণয়, সিদ্ধসাধ্যাদিশোধন, মন্ত্রবিশেষে অপবাদ, মন্ত্রসংস্কার।

২য় বিলাসে—দীক্ষাবিধি, দীক্ষার নিত্যতা, দীক্ষামাহাত্ম্য, দীক্ষাকাল, দীক্ষাতে মাসশুদ্ধি, বারশুদ্ধি, নক্ষত্রশুদ্ধি, তিথিশুদ্ধি, তিথির অপবাদ, মণ্ডপনির্ম্মাণবিধি, কুণ্ডনির্ম্মাণবিধি, দীক্ষামণ্ডলবিধি, দীক্ষাঙ্গপূজা, কুম্ভস্থাপনবিধি, শঙ্খস্থাপনবিধি, কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধি, দীক্ষাহোমবিধি, অঙ্গদেবতা, অষ্টমূর্ত্তিসমূহ, হোমদ্রব্যপরিমাণ, গুরুশিষ্যনিয়মাদি, তদ্দিনকৃত্য, অভিষেচনবিধি, অভিষেকমন্ত্র, মন্ত্রকথনবিধি, বরাহপুরাণোক্তদীক্ষাবিধি, সংক্ষিপ্তদীক্ষা, সাতপ্রকার মৃত্তিকা, উপদেশতত্ত্বসার, মন্ত্রদানমাহাত্ম্য।

৩য় বিলাসে—দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, সদাচার, সদাচারের নিত্যতা, সদাচারমাহাত্ম্য, নিত্যকৃত্য, প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন, স্মরণের নিত্যতা, স্মরণমাহাত্ম্য, পরমশোধকত্ব, পাপোন্মূলকত্ব, সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্ব, দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্ব, সর্ব্বমঙ্গলকারিত্ব, সর্ব্বসৎকর্ম্মফলদত্ব, কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারিত্ব, সর্ব্বাকর্ম্মাধিকত্ব, সর্ব্বভয়াপহারিত্ব, মোক্ষপ্রদত্ব, ভগবৎপ্রসাদন, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, সারূপ্যপ্রাপণ, শ্রীভগবদ্বশীকরণ, স্বতঃ পরমফলত্ব, প্রাতঃপ্রণাম, বিজ্ঞাপন, প্রণামবাক্য, প্রাতর্ধ্যান, ধ্যানমাহাত্ম্য, কলিদোষহরত্ব, সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্ব, মোক্ষপ্রদত্ব, বৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রবোধন, নির্ম্মাল্যোত্তারণ, শ্রীমুখপ্রক্ষালন, দন্তকাষ্ঠার্পণমাহাত্ম্য, মঙ্গলনীরাজন, প্রাতঃস্নানার্থোত্থান, মৈত্রকৃত্যাদিবিধি, শৌচবিধি, মূত্রত্যাগবিধি, আচমনবিধি, বৈষ্ণবাচমন, দন্তধাবনবিধি, দন্তধাবনের নিত্যতা, দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনসকল, দন্তকাষ্ঠে প্রতিনিধি, দন্তকাষ্ঠে অপবাদ, দন্তকাষ্ঠ কেশপ্রসাধনাদি, স্নাননিত্যতা, স্নানমাহাত্ম্য, স্নানবিধি, স্নানে বিশেষত্ব, চরণামৃতধারণমন্ত্র, শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্য, চরণামৃতধারণে নিত্যতা, সামান্যতঃ দেবাদিতর্পণ, বৈদিকীসন্ধ্যা, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, তদ্বিধি, কামগায়ত্রী, মতান্তরে তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধি, জলে শ্রীভগবৎপূজাবিধি, বিশেষরূপে দেবাদিতর্পণ, স্নানাদিতে সন্ধ্যাপেক্ষা।

৪র্থ বিলাসে—শ্রীভগবন্মন্দিরসংস্কার, মন্দিরসংমার্জ্জনমাহাত্ম্য, উপলেপনমাহাত্ম্য, অভ্যুক্ষণমাহাত্ম্য, মণ্ডলমাহাত্ম্য, স্বস্তিকলক্ষণ, ধ্বজপতাকাদ্যারোপণ, ধ্বজারোপণমাহাত্ম্য, পতাকারোপণমাহাত্ম্য, বন্দনমালা, কদলী-স্তম্ভারোপণমাহাত্ম্য, পীঠপাত্রবস্ত্রাদি-সংস্কার, পীঠের সংস্কার, তৈজসাদিপাত্রের সংস্কার, বস্ত্রাদির সংস্কার, ধান্যাদির সংস্কার, পূজার্থ-তুলসীপুষ্পাদি আহরণ, গৃহস্নানবিধি, দ্বাদশনাম, উষ্ণোদকস্নান, স্নানে নিষিদ্ধদিন, আমলকস্নান, তিলস্নান, তৈলস্নান, তুলসীজলাভিষেকমাহাত্ম্য, বস্ত্রধারণবিধি, পীঠ, আসনবিধি, দ্বাদশতিলকবিধি, কিরীটমন্ত্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনিত্যতা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-

নির্ম্মাণবিধি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যছিদ্রনিত্যতা, হরিমন্দিরলক্ষণ, তিলকরচনাঙ্গুলিনিয়ম, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃত্তিকা, গোপীচন্দনমাহাত্ম্য, গোপীচন্দনোর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, তুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্য, মুদ্রাধারণনিত্যতা, মুদ্রাধারণমাহাত্ম্য, মুদ্রাধারণবিধি, চক্রাদির লক্ষণসমূহ, মালাদিধারণ, মালাধারণবিধি, মালাধারণনিত্যতা, মালাধারণমাহাত্ম্য, গৃহে * সন্ধ্যোপাসনাবিধি, শ্রীগুরুপূজা, শ্রীগুরুমাহাত্ম্য, গুরুমাহাত্ম্যের অপবাদ, গুরুভক্তিফল।

৫ম বিলাসে—দ্বারপূজা, গৃহপ্রবেশমাহাত্ম্য, গৃহান্তঃপূজা, পূজার্থ আসন, আসনমন্ত্র, আসনসমূহ, বিশেষ আসনদোষগুণ, আসনে পাত্রাসাদন, পাত্রসমূহ, পাত্রমাহাত্ম্য, মঙ্গলঘটস্থাপন, অর্ঘ্যাদিপাত্র, মঙ্গলশান্তি, বিঘ্ননিবারণ,গুর্ব্বাদিনতি ভূতশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধির প্রকার, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধির ধ্যান, প্রাণায়ামমাহাত্ম্য, প্রাণায়ামের আদিতে মাতৃকান্যাস, কেশবাদিন্যাস, কেশবাদির ধ্যান, শ্রীমূর্ত্তির তত্ত্বন্যাস, পুনঃ প্রাণায়ামবিশেষ, প্রাণায়ামে কালসংখ্যাদি, পীঠন্যাস, পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিস্মরণ, অঙ্গন্যাস, অক্ষরন্যাস, পদন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মুদ্রাপঞ্চক, শ্রীনন্দনন্দনভগবদ্ধ্যানবিধি, অন্তর্যাগ, অন্তর্যাগে প্রার্থনাবিধি, শঙ্খপ্রতিষ্ঠা, স্বদেহে পীঠপূজা, দেবাঙ্গে মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাস, বাহ্যোপচারে অন্তঃপূজা, অন্তর্যাগমাহাত্ম্য, বহিঃপূজা, পূজাস্থানসমূহ, শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, শালগ্রামের বর্ণাদিভেদে গুণদোষ, শালগ্রামশিলার লক্ষণবিশেষণ, সংজ্ঞাবিশেষ, শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্য, বাহুল্যে শালগ্রাম শিলার ফলবিশেষ, ক্রয়বিক্রয়নিষেধ, প্রতিষ্ঠানিষেধ, সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রেষ্ঠতা, শালগ্রামশিলা-পূজানিত্যতা, শালগ্রামশিলায় শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলাসংযোগমাহাত্ম্য, দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণ, দ্বাদশচক্রমাহাত্ম্য, চক্রভেদে ফলভেদ, বর্ণাদিভেদে দোষগুণ ও পূজ্যত্বাপূজ্যত্ব।

৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপূজনমাহাত্ম্য, মূর্ত্তির প্রসাদন, আত্মাদিশুদ্ধি, পীঠপূজা, আবাহনাদি, আবাহনাদিবিধি, আবাহনাদ্যর্থ, আবাহনমাহাত্ম্য, মুদ্রামাহাত্ম্য, আসনাদ্যর্পণ, আসনাদ্যর্পণ-মাহাত্ম্য, স্নান, স্নানপাত্র, অভ্যঙ্গদ্রব্য, অভ্যঙ্গের মাহাত্ম্য, পঞ্চামৃত-স্নপন, পঞ্চামৃতের পরিমাণ, ক্ষীরাদি-স্নপন-মাহাত্ম্য, স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্য, উদ্বর্ত্তন ও তন্মাহাত্ম্য, কূর্চ্চ ও তাহার মাহাত্ম্য,শুদ্ধজল-স্নপন, জলপরিমাণ, জলগ্রহণকাল, স্নপন-মাহাত্ম্য, সর্ব্বৌষধি, শঙ্খমাহাত্ম্য, তন্মন্ত্র, ঘণ্টামাহাত্ম্য, স্নানে বাদ্যাদিমাহাত্ম্য, সহস্রনামমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদ্গীতামাহাত্ম্য, পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণ, শ্রীমদঙ্গমার্জ্জনমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণনিষিদ্ধ, বস্ত্রার্পণাপবাদ, যজ্ঞোপবীত, উপবীতার্পণমাহাত্ম্য, পাদ্যতিলকাচমন প্রভৃতি, ভূষণ ও ভূষণার্পণমাহাত্ম্য, গন্ধ ও অনুলেপনমাহাত্ম্য, তুলসীকাষ্ঠচন্দন-মাহাত্ম্য, অনুলেপে নিষিদ্ধ, বীজনমাহাত্ম্য।

৭ম বিলাসে—পূজার্হ পুষ্পসকল, সামান্যতঃ সকল পুষ্পমাহাত্ম্য, পুষ্পবিশেষমাহাত্ম্য, দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্য, জাতিপুষ্পমাহাত্ম্য, কার্ত্তিকে জাতিপুষ্পের মাহাত্ম্যবিশেষ, কমলের মাহাত্ম্য, কমলে বর্ণবিশেষে মাহাত্ম্যবিশেষ, পদ্মের কার্ত্তিকে বিশেষ, নীলোৎপলের মাহাত্ম্য, কুমুদের মাহাত্ম্য, কদম্বের মাহাত্ম্য, আষাঢ়ে বিশেষত্ব, করবীরের মাহাত্ম্য, পুরুষ্কিপুষ্পের মাহাত্ম্য, অগস্ত্যপুষ্পের মাহাত্ম্য, কার্ত্তিকে তাহার বিশেষত্ব, কেতকীপুষ্পের মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ আষাঢ়ে, শ্রাবণে ও কার্ত্তিকে বিশেষমাহাত্ম্য, কুন্দের মাহাত্ম্য, পাবন্তীকুসুমের মাহাত্ম্য, কর্ণিকারের মাহাত্ম্য, রক্তশতপত্রিকার মাহাত্ম্য, সেবন্তীপলাশপুষ্পমাহাত্ম্য, কুব্জের মাহাত্ম্য, চম্পকের মাহাত্ম্য, অশোক ও বকুলের মাহাত্ম্য, পাটলের মাহাত্ম্য, তিলকের মাহাত্ম্য, জবার মাহাত্ম্য, অটরূষকের মাহাত্ম্য, কুসুম্ভের মাহাত্ম্য, মল্লিকার মাহাত্ম্য, কুন্তীপুষ্পমাহাত্ম্য, গোকর্ণাদির মাহাত্ম্য, দূর্ব্বাদিপুষ্পের মাহাত্ম্য, পুষ্পমণ্ডপাদি, পুষ্পমণ্ডপমাহাত্ম্য, বিশেষতঃ কার্ত্তিকে, সুবর্ণাদিপুষ্প, স্বর্ণপুষ্পাদি-মাহাত্ম্য, নিষিদ্ধপুষ্প, বিশেষরূপে নিষিদ্ধ পুষ্পনির্দ্দেশ, পুষ্পগ্রহণকালাদি, নিষিদ্ধপুষ্পসংগ্রহশ্লোক, পত্র, শ্রীতুলস্যার্পণনিত্যতা, তুলসীমাহাত্ম্য তুলসীদানে পরমোত্তমতা, শ্রীভগবদ্দুর্লভতা, শ্রীভগবদর্পণ দ্বারা পাপহারিত্ব, বৈরিনাশকত্ব, সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্ব, পরমপুণ্যজনকত্ব, সর্ব্বার্থসাধকত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রীণনত্ব, কার্ত্তিকাদিতে ফলবিশেষ, মাঘে, চাতুর্ম্মাস্যে, ও বৈশাখে তুলসীগ্রহণবিধি, তুলসীমন্ত্র, তন্মাহাত্ম্য, তুলসীচয়ননিষেধকাল অঙ্গোপাঙ্গপূজা, আবরণপূজা, শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা।

৮ম বিলাসে—ধূপন ধূপ সকল, ধূপে নিষিদ্ধ, ধূপনমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদানমাহাত্ম্য, মহাদীপমাহাত্ম্য, শোণমলিনাদিবস্ত্রের বর্ত্তি দ্বারা দীপদান নিষেধ, দীপনির্ব্বাপণাদিদোষ, ভূমিতে দীপদাননিষেধ, নৈবেদ্য, নৈবেদ্যার্পণবিধি, নৈবেদ্যপাত্র, পাত্রপরিমাণ, ভোজ্য, নৈবেদ্যে নিষিদ্ধভোজ্য, ভক্ষ্যসমূহ, নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্য, পানক ও তন্মাহাত্ম্য, ধ্যান ও হোম, বলিদান, তদ্বিধি, বলিদানমাহাত্ম্য, জলগণ্ডূষাদ্যর্পণ, মুখবাসাদিমাহাত্ম্য, পুনর্গন্ধার্পণ, মহারাজোপচারার্পণ, মহাচারোপচারে চামরমাহাত্ম্য, ছত্রের মাহাত্ম্য, ধ্বজের মাহাত্ম্য, ব্যজনের মাহাত্ম্য, বিতানের মাহাত্ম্য, খড়্গাদির মাহাত্ম্য, গীতবাদ্যনৃত্য, নিষিদ্ধ গীতাদি, বিশেষ গীতের মাহাত্ম্য, নৃত্যের মাহাত্ম্য, বাদ্যের মাহাত্ম্য, শক্তিতে পুনঃপূজা, নীরাজন, নীরাজনমাহাত্ম্য, শঙ্খাদিবাদনমাহাত্ম্য, সজলশঙ্খনীরাজন, স্তুতিবিধি, স্তোত্রসকল, বিশেষ কলিকালে স্তোত্র, স্তুতিমাহাত্ম্য, অভিবন্দন, প্রণামবিধি, নমস্কারমাহাত্ম্য, প্রণামনিত্যতা, নমস্কারে নিষিদ্ধ, প্রদক্ষিণ, প্রদক্ষিণ-সংখ্যা, প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য, প্রদক্ষিণ স্থলে নিষিদ্ধ, কর্ম্মাদ্যর্পণ, কর্ম্মার্পণবিধি, আত্মার্পণমাহাত্ম্য, জপ, জপের মন্ত্র, প্রার্থনা, অপরাধক্ষমা, অপরাধসমূহ, অপরাধশমন, নির্ম্মাল্যধারণনিত্যতা, শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্য, পূজাবিধিবিবেক।

৯ম বিলাসে—শঙ্খোদকমাহাত্ম্য, তীর্থধারণ, চরণোদকপানমাহাত্ম্য, শঙ্খকৃত পাদোদকমাহাত্ম্য, শ্রীভগবদগ্রে শঙ্খস্থাপন-মাহাত্ম্য, শ্রীতুলসীবনপূজা, অর্ঘ্যমন্ত্র, পূজামন্ত্র, স্তুতি, প্রার্থনা, প্রণামবাক্য, তুলসীবনপূজামাহাত্ম্য, তুলসীস্তুতিমহিমা, তুলসীবনমাহাত্ম্য, তুলসীমৃত্তিকাকাষ্ঠাদিমাহাত্ম্য, তুলসীপত্রধারণমাহাত্ম্য ; তুলসীভক্ষণমাহাত্ম্য, ধাত্রীমাহাত্ম্য ; স্নাননিষেধকাল ; বৃত্তিসম্পাদন ; শুক্লবৃত্তি ; গ্রাহ্যাগ্রাহ্য ; মাধ্যাহ্নিককৃত্যাদি, বৈষ্ণববৈশ্বদেবাদিবিধি, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্য ; ভগবদর্পণে নিষিদ্ধ, পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষ ; অনর্পিত ভোগনিষেধ ; নৈবেদ্য ভক্ষণবিধি ; নৈবেদ্যমাহাত্ম্য।

১০ম বিলাসে—শ্রীভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ ; শৈবে শিবকৃষ্ণভেদবিশেষত্ব ; শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা ; বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা ; শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা ; শ্রীভগবৎকথাপরতা ; নামপরতা ; স্মরণপরতা ; অন্তর্বিজয়ে বৈরাগ্যাদির স্মরণ ; পূজাপরতা ; বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতা ; একান্তিতা ; তদ্বিজ্ঞানদ্বারা অনন্তপরতা ; বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বনিরপেক্ষতা ; বিদ্যাকুলত্বে মনোন্নতিপরতা ; প্রেমৈকপরতা ; প্রেমে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ; ভগবদ্ভক্তনিরূপণগণের মাহাত্ম্য , ভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্য ; ভগবৎকথামৃতপানৈকহেতুতা ; শ্রীভগবদ্বশীকারিতা ; অসৎসঙ্গদোষ ; অসৎনিষ্ঠা ও শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষ ; শ্রীবৈষ্ণবসমাগমবিধি , বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা ; বৈষ্ণবস্তুতি ; বৈষ্ণবাভিগমনমাহাত্ম্য ; বৈষ্ণবস্তুতি মাহাত্ম্য ; বৈষ্ণবসম্মানমাহাত্ম্য , বৈষ্ণবশাস্ত্রমাহাত্ম্য ; শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য ;

ভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃতামাহাত্ম্য ; শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণমাহাত্ম্য ; স্ফূর্ত্ত্যাদিসর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্ব ; প্রকর্ষদ্বারা সর্ব্বমঙ্গলকারিত্ব ; সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্ব ; শ্রোত্রেন্দ্রিয়সাফল্যকারিত্ব, আয়ুঃসাফল্যকারিত্ব, পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্ব, সংসারতারকত্ব, সর্ব্বার্থপ্রাপকত্ব, মোক্ষাধিকত্ব, বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, প্রেমসম্পাদকত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, পরমপুরুষার্থতা, শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষ, ভগবৎকথাসক্তি, শ্রীভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনমাহাত্ম্য, ভগবদ্ধর্ম্ম, শ্রীভগবদ্ধর্ম্মমাহাত্ম্য ও শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্য।

১১শ বিলাসে—সায়ন্তনকৃত্য, শ্রীভগবদ্ভক্তের কর্ম্মপাতিত্যপরিহার, ত্রিকালার্চ্চনাবিধিবিশেষ, নক্তকৃত্য, অহোরাত্রের সকলকর্ম্মার্পণবিধি, পূজাফলসম্প্রাপ্ত্যুপায়, অশক্ত পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়দর্শনমাহাত্ম্য,শ্রীভগবন্মূর্ত্তিদর্শননিত্যতা, দানবিশেষফল, বিবিধোপচার, অলক্ষসমাধান, শয়নবিধি, শ্রীভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্য, পূজানিত্যতা, শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য, কামবিশেষে শ্রীভগবন্নামবিশেষসেবামাহাত্ম্য, সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য,কীর্ত্তন-কারীর কুল ও সঙ্গাদিপাবনত্ব,সর্ব্বব্যাধিনাশিত্ব, সর্ব্বদুঃখোপশমনত্ব, কলিবাধাপহারিত্ব, নারকীর উদ্ধারত্ব, প্রারব্ধবিনাশিত্ব,সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্ব,সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্ব, সর্ব্ববেদাধিকত্ব, সর্ব্বতীর্থাধিকত্ব সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব, সর্ব্বার্থপ্রদত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, জগদানন্দকত্ব,জগদ্বন্দ্যতাপাদকত্ব অগত্যেকগতিত্ব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্যত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব, শ্রীভগবৎপ্রীণনত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, ভক্তিপ্রকারমধ্যে শ্রেষ্ঠতা, শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্য, শ্রীমন্নামস্মরণমাহাত্ম্য, শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহাত্ম্য,শ্রীকৃষ্ণেতিনামমাহাত্ম্য.শ্রীমন্নামকীর্ত্তননিত্যতা, শ্রীভগবন্নামার্থবাদকল্পনাদূষণ, নামাপরাধ, অপরাধভঞ্জন, শ্রীমদ্ভক্তির দুর্ল্লভত্ব, শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য, বিষয়ভোগেও তদ্দোষনিরাকরত্ব, মনঃপ্রসাদকত্ব, পরমপাবনত্ব, পরমধর্ম্মত্ব, সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্ব, অহঙ্কারোন্মূলনত্ব, সর্ব্বমার্গাধিকত্ব, সর্ব্বার্থসাধকত্ব, মোক্ষাধিকত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব. শ্রীভগবত্তোষণ ও শ্রীভগবৎসঙ্গ, শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব, পরমপুরুষার্থতা, শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা. শ্রীমদ্ভক্তিলক্ষণ, প্রেমভক্তিলক্ষণ, প্রেমসম্পত্তিচিহ্ন, শরণাপত্তি, তন্নিত্যতা, শরণাপত্তিমাহাত্ম্য, শরণাপত্তিলক্ষণ ও আচারনিয়মাদি।

১২শ বিলাসে—পক্ষকৃত্য, একাদশীব্রতের নিত্যতা, একাদশীব্রতে শ্রীভগবৎপ্রীতিহেতুত্ব, একাদশীতে ভোজননিষেধ ও অকরণে প্রত্যবায়, বিধবাবিষয়ে বিশেষ-দোষ, উভয়পক্ষেই নিত্যত্ব, সংক্রান্তির দিনে ও সূতকাদি অশৌচে নিত্যত্ব, উপবাসদিনে শ্রাদ্ধনিষেধ, অধিকারী অশক্ত হইলে প্রতিনিধি, বিশেষতঃ নক্তাদি একাদশীমাহাত্ম্য, উপবাসদিননির্ণয়, সামান্য বিদ্ধোপবাসদোষ, সংপূর্ণালক্ষণে বিদ্ধালক্ষণ, অরুণোদয়বিদ্ধাপরিত্যাগ, অরুণোদয়লক্ষণ, অরুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষ অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধাসমাধান, শুদ্ধাবিশেষপরিত্যাগ, উন্মীলনীভেদ, বঞ্জুলীদ্বাদশীব্রতবিধি, ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী ও সন্দেহনিরসনবিধি।

১৩শ বিলাসে—উপবাসের পূর্ব্বদিনকৃত্য, সঙ্কল্পমন্ত্র, ক্ষার হবিষ্য ও অন্য নিয়ম, তন্মাহাত্ম্য, একভক্তলক্ষণ, উপবাসদিনকৃত্য, উপবাসলক্ষণ, ভোগবিধি, ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতকর্ম্মাদি, পূজাদি জাগরণপ্রকরণ, জাগরণে গীতাদিনিবারণনিষেধ, জাগরণদর্শনাবশ্যকতা, জাগরণবিধি, জাগরণনিত্যত্ব, জাগরে গীতাদিনিত্যত্ব, জাগরণমাহাত্ম্য, জাগরণমাহাত্ম্যফল, জাগরণ অকরণে দোষ,পারণদিনকৃত্য,পারণে সমর্পণমন্ত্র,শ্রীভগবানের প্রাতঃস্নপন, পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণ; দ্বাদশীদ্বয়ে কৃত্যসমাধানসঙ্কটে পারণ-সমাধান, হরিবাসরকালে পারণনিষেধ, অল্পকালে দ্বাদশীনিয়ম, উন্মীলন্যাদি অষ্টমহাদ্বাদশীর নিরূপণ, অষ্টমহাদ্বাদশীর-নিত্যত্ব, পারণকালনির্ণয়, উন্মীলনীব্রত, বঞ্জুলী-ব্রত ত্রিস্পৃশাব্রত, পক্ষবর্দ্ধিনী-ব্রত, জয়া-ব্রত, বিজয়া-ব্রত, জয়ন্তী-ব্রত, পাপনাশিনী-ব্রত ও ধাত্রীপূজা।

১৪শ বিলাসে—মাসকৃত্যপ্রসঙ্গে মার্গশীর্ষকৃত্য,পৌষকৃত্য, মাঘকৃত্য,মাঘস্নাননিত্যত্ব, অধিকারিনির্ণয়, মাঘমাহাত্ম্য, বসন্তপঞ্চমী, ভীষ্মাষ্টমী, ভৈমী, একাদশী, ফাল্‌গুনকৃত্য, শিবরাত্রিব্রত, শিবরাত্রিব্রতনির্ণয়, শিবব্রতবিধি ও ব্রতমন্ত্র, তাহার পারণনির্ণয়,শিবরাত্রিব্রতমাহাত্ম্য, শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী,তন্মাহাত্ম্য, আমর্দ্দকীব্রতবিধি, বসন্তোৎসবমাহাত্ম্য, চৈত্রকৃত্য, শ্রীরামনবমী, তদ্ব্রত-নিত্যত্ব তদ্ব্রত, মাহাত্ম্য,তদ্ব্রত-নির্ণয়,শ্রীরামনবমীব্রতবিধি,একভক্তনিবেদনমন্ত্র, উপবাসনিবেদনমন্ত্র, সঙ্কল্পমন্ত্র,কৌশল্যাদ্যর্চ্চা,দোলমহোৎসব,দোলমহোৎসবমাহাত্ম্য, দোলোৎসববিধি দমনকারোপণোৎসব, দমনকাধিবাসবিধি, দমনকার্পণবিধি, দমনকারোপণমন্ত্র, বৈশাখকৃত্য বৈশাখকৃত্যনিত্যতা, বৈশাখমাহাত্ম্য, বৈশাখে কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্য, প্রাতঃস্নানমাহাত্ম্য,বৈশাখে ভগবৎপূজা-মাহাত্ম্য ও স্নানবিধি, বিশেষতঃ অক্ষয়তৃতীয়া-কৃত্য, শুক্লা-সপ্তমী, নরসিংহচতুর্দ্দশী, নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রতনিত্যতা, তাহার অধিকারিনির্ণয়, তন্মাহাত্ম্য, তদ্ব্রতদিননির্ণয়, তদ্ব্রতবিধি, বৈশাখী পূর্ণিমা, সমস্তবৈশাখকৃত্য ও অসমর্থপক্ষে কৃত্য।

১৫শ বিলাসে—জ্যৈষ্ঠকৃত্য,জলে ভগবৎপূজাবিধি, তন্মাহাত্ম্য,নির্জ্জলৈকাদশী, নির্জ্জলৈকাদশী-ব্রতবিধি, তাহার নিয়মমন্ত্র, আষাঢ়কৃত্য, তপ্তমুদ্রাধারণ, তপ্তমুদ্রাধারণ-নিত্যতা,চক্রনির্ম্মাণ, তাহার অনাদরে দোষ, তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্য, তপ্তমুদ্রাধারণ-বিধি, চক্রাদির বাহনমন্ত্র, ধারণমন্ত্র, চক্রাদিপ্রতিকৃতিদ্রব্য, শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসব, চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাবশ্যকতা, চাতুর্ম্মাস্যনিয়ম, চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিয়মমাহাত্ম্য,শ্রাবণ-কৃত্য, পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোপণ-মাহাত্ম্য, পবিত্রারোপণবিধি, পবিত্রাধিবাসন, পবিত্রার্পণ, পবিত্রবিসর্জ্জন-বিধি,পবিত্রাবসর্জ্জনমন্ত্র ও তৎফল, তাহার মুখ্যগৌণকালনির্ণয়,ভাদ্রকৃত্য, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত,জন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তি, জন্মাষ্টমীব্রতনিত্যতা,উপবাসপূর্ব্বকপূজা ও বিশেষমহোৎসবাদিব্রতত্যাগেপ্রত্যবায়, শ্রীমজ্জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্য, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়, রোহিণীযুক্তাষ্টমী, অর্দ্ধরাত্রযুতাষ্টমী, সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমীব্রত-নিষেধ, জন্মাষ্টমীপারণফল, জন্মাষ্টমীব্রতবিধি, সূতিকাগৃহনির্ম্মাণবিধি, পূজোপক্রম, পূজামন্ত্র, স্নানমন্ত্র, বস্ত্রদানমন্ত্র, ধূপদানমন্ত্র, নৈবেদ্যার্পণমন্ত্র, চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র,নিয়মমন্ত্র, দেবকীপূজামন্ত্র,শ্রীকৃষ্ণপূজামন্ত্র দেবকীধ্যান,পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব,অভ্যর্থনমন্ত্র, শ্রবণদ্বাদশীব্রত ও তন্মাহাত্ম্য,শ্রবণদ্বাদশীব্রতনির্ণয়, শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাস, শ্রবণনক্ষত্রযুক্তৈকাদশ্যুপবাস, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, শ্রীরামনবমীব্রত-বিধি, বামনপূজামন্ত্র,আশ্বিনকৃত্য,বিজয়োৎসববিধি, কার্ত্তিককৃত্য, কার্ত্তিকব্রতনিত্যতা,কার্ত্তিকমাহাত্ম্য,কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্য, কার্ত্তিকব্রতের অঙ্গাদি, দীপদানমাহাত্ম্য, পরদীপপ্রবোধনমাহাত্ম্য, শিখরদীপমাহাত্ম্য, দীপমালামাহাত্ম্য. আকাশদীপমাহাত্ম্য, আকাশদীপদানমন্ত্র, কার্ত্তিককৃত্যবিধি, কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয়, শ্রীরাধাদামোদরপূজাবিধি, শ্রীদামোদরাষ্টক ও শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য, কৃষ্ণত্রয়োদশীকৃত্য, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্য, অমাবস্যাকৃত্য, অমাবস্যানির্ণয়, চতুর্দ্দশীবিদ্ধানিষেধ, শুক্লাপ্রতিপদ্ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবিধি, গোপূজা-মন্ত্র, গো-ক্রীড়া, শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা, যমদ্বিতীয়া-কৃত্য, শুক্লাষ্টমী-কৃত্য, প্রবোধনীকৃত্য তাহার নিত্যতা, প্রবোধনীমাহাত্ম্য, প্রবোধকালনির্ণয়, ভগবৎপ্রবোধনবিধি, রথযাত্রামাহাত্ম্য, রথযাত্রাবিধি, রথানুগমনাদি-নিত্যতা, প্রবোধনীজাগরণমাহাত্ম্য, পারণদিনকৃত্য, ব্রতে দান ও ভীষ্মপঞ্চকাদি, অধিবাসকৃত্য।

১৬শ বিলাসে—পুরশ্চরণ, পুরশ্চরণের আবশ্যকতা, পুরশ্চরণমাহাত্ম্য, পুরশ্চরণ-স্থাননিয়ম, স্থানবিশেষে ফলবিশেষ পুরশ্চরণের ভূমিপরিগ্রহ, কূর্ম্মচক্র, তাহাতে ভক্ষ্যনিয়ম, আসননিয়ম, জপমালা, তন্নিত্যতা, মালামণি-

নির্ণয়, তৎপরিমাণাদি, মালার মণিবিশেষে বিশেষত্ব, মালানির্ম্মাণবিধি, মালাসংস্কার, মালাভেদে অধিকারিভেদ, জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়, মালার নিয়মান্তর, জপে গুণ ও জপে দোষনির্ণয়, দোষপ্রায়শ্চিত্ত, জপভেদ ও তাহার লক্ষণাদি, জপমাহাত্ম্য, জপপ্রকারবিশেষে ফলবিশেষ, জপবিধি, হোম-নিয়ম, জপসংখ্যানিয়ম, তর্পণাদি, মার্জ্জন, রিক্তপূরণ,সংক্ষিপ্তপুরশ্চরণ ও তাহার প্রকারান্তর, সিদ্ধমন্ত্রলক্ষণ, সিদ্ধমন্ত্রকৃত্য, অসিদ্ধসাধনোপায়, যন্ত্র।

১৭শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাব, শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবমাহাত্ম্য, শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণ, আরম্ভে কৃত্য, অঙ্গুলীপরিমাণ, বিস্তার, শ্রীগোপালদেবের বিশেষত্ব, স্ত্রীপ্রতিমা; বিশেষ বিশেষ মৃণ্ময়মূর্ত্তি, পরিমাণ-বিশেষাদি বরাহমূর্ত্তি, নরসিংহমূর্ত্তি, ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি, মৎস্যমূর্ত্তি, কূর্ম্মমূর্ত্তি, মহাবিষ্ণুমূর্ত্তি, লোকপাল-বিষ্ণুমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি, প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি, অনিরুদ্ধমূর্ত্তি ও চক্রাদির বিবিধ মূর্ত্তির স্বরূপনির্ণয়, বামনমূর্ত্তি, ভৃগুরামমূর্ত্তি, দাশরথিমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, বলদেবমূর্ত্তি, কামদেবমূর্ত্তি,শাম্বমূর্ত্তি,গোপালমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, নরনারায়ণমূর্ত্তি, বিবিধ মূর্ত্তিভেদ, লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তি, যোগস্বামীমূর্ত্তি, দশাবতারের মূর্ত্তি, শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গাধিক্যাদিদোষ, দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্ত্তিভেদ, শিলাগ্রহণ, শিলালক্ষণ, শিল্পিকৃত্য ও পিণ্ডিকালক্ষণ।

১৮শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠালক্ষণ, প্রতিষ্ঠামাহাত্ম্য, প্রতিষ্ঠা-কাল, প্রতিষ্ঠাস্থান, প্রতিষ্ঠাধিকারী, স্থাপকতায় যাহা যাহা বর্জ্জনীয়, প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকার্য্য না করিলে দোষ, স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভ, আচার্য্যাদিবরণ, মণ্ডপাদিনির্ম্মাণ, বেদ্যাদিনির্ম্মাণ, কুম্ভস্থাপন, স্নানমণ্ডপাদিনির্ম্মাণ, ধ্বজপতাকাস্থাপন, ধ্বজার্পণ, লোকপালপূজাবিধি, প্রতিষ্ঠাকর্ম্মারম্ভ, কলসাধিবাসন, অর্ঘ্যদ্রব্যাদিস্থাপন, শ্রীমূর্ত্তির স্নানমণ্ডপে প্রবেশ, শিল্পিপরিতোষণ, স্নপন, নেত্রোন্মীলন, নেত্রাভ্যঞ্জন, অর্ঘ্যার্পণাদি, মাঙ্গল্যাচরণ,অমাঙ্গল্যনিবারণ, পুনর্বিশেষ স্নপনবিধি,স্নপনমাহাত্ম্য,শ্রীমূর্ত্ত্যুত্থাপন, অধিবাসমণ্ডপে প্রবেশ, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপ্রকার, শ্রীমূর্ত্ত্যাধিবাসন, ব্রাহ্মণস্থাপন, দ্বারে জপনিয়ম, শান্তিঘটোদকস্নানাদি, অধিবাসনমাহাত্ম্য প্রাসাদাদির গর্ত্ত-নির্ম্মাণাদি,পিণ্ডিকাশোধন,প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তিবিজয়, রত্নাদিন্যাস, রত্নন্যাসমন্ত্র,কাম-বিশেষে দ্রব্যবিশেষন্যাস, মঙ্গলস্নপন, গর্ত্তলেপনাদি, ইন্দ্রাদিবলিদান, প্রাসাদান্তে শ্রীমূর্ত্তিপ্রবেশ, পিণ্ডিকান্যাসাদি, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন, শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনানন্তরকৃত্য, মন্ত্রদ্বারা অঙ্গালম্ভন, জপবিধিবিশেষ, মহাপূজা, মহাপূজায় ভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণাদি, আচার্য্যাদির সম্মান, শ্রীমূর্ত্তিস্থিরতাপাদন, দিনান্তরোৎসব,কৃত্যবিশেষে ফলবিশেষ, চতুর্থীকর্ম্ম, অবভৃথস্নান, হোমসমাধান, যজমানাভিষেক, পুনরাচার্য্যাদিসম্মান, ধ্বজারোপণ, চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্য তন্মণ্ডপাদিনির্ম্মাণ-বিধি, মণ্ডলবিধি, ব্রাহ্মণবরণাদিবিধি, বাস্তুদেব-পূজাবিধি, স্নপনবিধি,বস্ত্রার্পণ-বিধি, স্তুতিবলিদানাদি, অধিবাসনবিধি, স্থাপনবিধি, আচার্য্যাদিসম্মান প্রতিষ্ঠাফল, একাক্ষরপ্রতিষ্ঠাবিধি, তৎপ্রতিষ্ঠাফল, বৈগুণ্যে পুনঃসংস্কার ও পুনঃ সংস্কারমাহাত্ম্য।

১৯শ বিলাসে—শ্রীভগবন্মন্দিরনির্ম্মাণ, শ্রীভগবন্মন্দিরমাহাত্ম্য মন্দিরনির্ম্মাণ-কাল, প্রাসাদস্থানশোধন, ভূমিপরিগ্রহ, দিক্‌সাধন, শল্যোদ্ধারণ, বাস্তুমণ্ডল, বাস্তুপূজা, প্রাসাদমূলারম্ভ, শিলালক্ষণ,ইষ্টকালক্ষণ, শিলাদিন্যাসব্যবস্থা,পীঠলক্ষণ, প্রাসাদাদিলক্ষণ, মণ্ডপলক্ষণবিশেষ, মণ্ডপের দ্বারনির্ণয়, প্রাকারাদিনির্ণয়, বৃক্ষ-রোপণনির্ণয়, জীর্ণোদ্ধার, তুলসীবিবাহ, প্রতিষ্ঠাবিধি, উপসংহার।

হরিভট (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৬।৯৬)

হরিভট্ট, ১ সুভাষিতবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। ২ অন্ত্যকর্ম্ম-দীপিকাকার। ৩ মুহূর্ত্তমুক্তাবলিরচয়িতা। ৪ বিবাহরত্নপ্রণেতা। ৫ একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ। সঙ্গীতকলানিধি ও সঙ্গীত-দর্পণরচয়িতা। দামোদর তাঁহার সঙ্গীতদর্পণে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিভদ্র, ১ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একজন রাজা। (৪।৫)

২ জাতকসার ও তাজিকসাররচয়িতা। ৩ একজন অসাধারণ জৈনপণ্ডিত। ইঁহার 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়' একখানি উপাদেয় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহার জম্বূদ্বীপসংগ্রহণী হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৩৯০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

হরিভদ্র (ক্লী) হরের্ভদ্রং তৃপ্তির্যস্মাৎ। হরিবালুক, এলবালুক।

হরিভদ্রক (ক্লী) কুষ্ঠৌষধি, চলিত কুড়। (বৈদ্যকনি°)

হরিভানু শুক্ল, ১ একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ইনি ছান্দো-গ্যোপনিষৎপ্রকাশিকা, পুরাণকপ্রভানামে ভাগবতপুরাণটীকা, শাস্ত্রসারাবলী, সপ্তশ্লোকব্যাখ্যা, সিদ্ধান্তরত্নাবলী নামে সারস্বত-প্রক্রিয়ার টীকা ও জৈমিনিসূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন।

২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী। হরিবংশনামেও পরিচিত। ইনি গণকমোদকারিণী, গণিতভূষণ, জাতকরত্নটীকা, জাতকাল-ঙ্কারটীকা, তাজিকসংগ্রহ, তিথ্যাদিচন্দ্রিকা, তিথ্যাদিভাস্বতী ও প্রশ্নপঞ্জিকা রচনা করেন।

হরিভারতী, চিকিৎসাসাররচয়িতা।

হরিভাবিনী (স্ত্রী) হরিং ভাবয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা, হরি-ভূ-ণিনি-ঙীপ্। হরিভাবনশীলা। (মুগ্ধবোধব্যাক°)

হরিভাস্কর শর্ম্মন্, একজন নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। আপাজী-ভট্টের পুত্র ও হরিভট্টের পৌত্র। ইনি অধ্যাত্মরামায়ণপ্রকাশ, গঙ্গাস্তুতি, পদ্যামৃততরঙ্গিণী, পরিভাষাভাস্কর, ভাস্করচরিত্র, যশোবন্তভাস্কর, লক্ষ্মীস্তুতি, বৃত্তরত্নাকরসেতু, শুদ্ধিপ্রকাশ ও স্মৃতিপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। ইহার বৃত্তরত্নাকরসেতু হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কাশীবাসী ছিলেন।

হরিভুজ, (পুং) হরিং ভেকং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। সর্প।

হরিমণ্ডল, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একজন রাজা। (২।২৭)

হরিমাণিক্য, জয়ন্তার একজন রাজা, রঙ্গগৃহে ইহাঁর রাজধানী ছিল। (দেশাবলি)

হরিমন্, (পুং) শরীরগত কান্তি, হরণশীল বাহ্যরোগ বা শরীরগত হরিদ্বর্ণ রোগপ্রাপ্ত বিবর্ণতা। "মমস্থর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়" (ঋক্ ১।৫০।১১) 'হরিমাণং শরীরগতকান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

হরিমন্থ (পুং) ১ গণিকারিকা। (শব্দরত্না°) ২ চণক, চলিত ছোলা। (রাজনি°) ৩ দেশবিশেষ। (ভরত)

হরিমন্থক (পুং) হরিমন্থ এব স্বার্থে কন্। চণক। (অমর) ২ অগ্নিমন্থ, চলিত গণিয়ারি। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হরিমন্থজ (পুং) হরিমন্থে দেশে জায়তে ইতি জন (হনজনা-দিতি জন-ড। চণক, হরিমন্থদেশে ছোলা অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এই শব্দ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্বাদুপাকরসং শাকং দুর্জ্জরং হরিমন্থজং।" সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)
২ কৃষ্ণমুদ্গ। (হেম)

হরিমন্দির (ক্লী) হরের্মন্দিরং। হরির গৃহ, বিষ্ণুমন্দির।

হরিমন্যুসায়ক (ত্রি) শক্রহন্তাভিগন্তা। "ছায়ী স্বশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক" (ঋক ১০।৯৬।৩) 'হরিমন্যুসায়কো যস্য মন্যু সায়কঃ শক্রহস্তাভিগন্তা বা ভবতি। যদ্বা শক্রহন্তা কোপঃ সায়কঞ্চ যস্য স তাদৃশো ভবতি' (সায়ণ)

হরিমিশ্র, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের একজন প্রাচীন কুলাচার্য্য। ইনি মহারাজ দনৌজামাধবের সময় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ কুলবিধি প্রচলিত ছিল, তাহা তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থ হরিমিশ্রের কারিকা নামে প্রথিত।

হরিমুদ্গ (পুং) সারদমুদ্গবিশেষ, ঘাসিমুগ, হারিমুগ (Phaseolues mungo) ইহার গুণ—কষায়, মধুর, পিত্তকফঘ্ন, রক্তমূত্ররোগ-নাশক, শীতল, লঘু ও দীপন। (রাজনি°)

হরিমূলা (স্ত্রী) শালপর্ণী।

হরিমেধ (পুং) অশ্বমেধ।

হরিমেধস্ (পুং) ১ বিষ্ণু। 'সংসারং হরতি মেধা যস্য' (ভাগবতে স্বামী) ২ হরির পিতা। (ভাগ° ৮।১।৩০)

হরিম্ভর (পুং) ইন্দ্র। "সহস্রশোকা অভবদ্ধরিংভরঃ।" (ঋক ১০।৯৬।৪) 'হর্যোর্ভর্ত্তেন্দ্রঃ' (সায়ণ)

হরিয় (পুং) হরিং পীতবর্ণং যাতি প্রাপ্নোতীতি যা-ক। পীতবর্ণ ঘোটক।

হরিযশস্ মিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, ঠাকুরদাসের পুত্র, অনুবন্ধপ্রদর্শন (বেদান্ত), ভগবদ্গীতাটীকা ও বাক্যবাদটীকা-রচয়িতা। ইনি নিজ গীতাটীকায় মধুসূদনের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিযূপীয়া (স্ত্রী) ঋগ্বেদোক্ত প্রাচীন জনপদ। (ঋক্ ৬।২৭।৫)

হরিযোগ (ত্রি) অশ্বযোজনবিশিষ্ট।

"রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃত্বসং" (ঋক্ ১।৫৬।১)
'হরিযোগং হর্যোর্যোগো যস্মিন্' (সায়ণ)

হরিযোজন (ক্লী) রথে অশ্বযোজন।

"নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম হরিযোজনায়।" (ঋক্ ১।৬২।১৩)
'হরী অশ্বৌ রথে যোজয়তীতি হরিযোজনঃ' (সায়ণ)

হরিযোনি (ত্রি) হরি বা বিষ্ণু হইতে জাত, ব্রহ্মা। (ভারত অনু)

হরিয়াণা, পঞ্জাবের হিসারজেলাস্থ একটী ভূভাগ। প্রবাদ এই যে, অযোধ্যা হইতে আগত রাজা হরিচাঁদ হইতে হরিয়াণা নাম হইয়াছে। এই ভূভাগ পূর্ব্বোক্ত জেলার ঠিক মধ্যভাগে সমতল বালুমাটী ও গুল্মলতাকীর্ণ ভূভাগ লইয়া গঠিত। পূর্ব্বে হিন্দুরাজগণের সময় ইহা উর্বরভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল, ইহার মধ্য দিয়া পশ্চিম-যমুনা-খাল যাওয়ার পর হইতে তাহার উভয় তীরস্থ জমি এখন কৃষিপ্রধান হইয়াছে। কিন্তু ভাল বর্ষা না হইলে এ অঞ্চলে আদৌ শস্য উৎপন্ন হয় না। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত হান্‌সি হরিয়াণার রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। তৎপরে হিসারে রাজধানী ছিল। মোগলপ্রভাব যখন খর্ব্ব হইয়া আসে, ঐ সময়ে মরাঠা, ভট্টি ও শিখসর্দ্দারগণের রণভূমি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। সর্দ্দারগণ স্ব স্ব অধিকার-স্থাপনাশায় দারুণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা 'সন্‌চালিস্' নামে আজও অধিবাসিবর্গের হৃদয়ে আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছে। এই সময়ে কিছুকাল হরিয়াণা মরুভূমি ও শ্মশানবৎ পড়িয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ টমাস্ হিসার ও হান্‌সি অধিকার করিয়া বসেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দ্দারগণ একত্র হইয়া টমাস্‌কে তাড়াইবার জন্য সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনানায়ক পেরোঁকে অনুরোধ করেন। পেরোঁপ্রেরিত ফরাসীসেনাপতি বোঁকুই সদলবলে গিয়া টমাস্‌কে হরিয়াণা হইতে তাড়াইয়া আসেন।

২ পঞ্জাবের হুসিয়ারপুরজেলাস্থ হুসিয়ারপুর তহসীলের সদর ও প্রধান নগর। হুসিয়ারপুর সহর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৩৮´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৪´ পূঃ। এখানে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। এখানকার সুমিষ্ট আম্র ও ইক্ষু বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে ধনী ও মোগলপরিবার-গণের বাস আছে এবং মোটা কম্বল ও মোমের ব্যবসা যথেষ্ট। এস্থানে মধ্যইংরাজী স্কুল, সরাই ও মিউনিসিপালিটী আছে।

হরিয়াল (দেশজ) পক্ষিভেদ, একপ্রকার কপোত।

হরিরত্ন, কালবোধিনী নামে নলোদয়টীকা-রচয়িতা।

হরিরস-কবি, জ্যোতিস্তত্ত্বপঞ্চাশিকাকার।

হরিরাও হোলকর, ইন্দোরের একজন রাজা। ওয়মল্‌হর রাওর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

হরিরাজ, ১ কাশ্মীরের একজননৃপতি। ১০২৮ খৃষ্টাব্দে কএক দিনের জন্য রাজ্যভোগ করেন। [কাশ্মীর দেখ]

২ রেবার কৌরববংশীয় একজন মহারাণক। সলক্ষণবর্ম্মার পুত্র ও কুমারপালের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আধিপত্য করিতেন।

হরিরাম, ১ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইহাঁর রচিত অত্রিস্মৃতিটীকা, আহ্নিকসার, গঙ্গামাহাত্ম্য, পরিভাষাভাস্করটীকা, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা, প্রায়শ্চিত্তসার, বুধস্মৃতিটীকা, ভৈরবীসপর্য্যাবিধি, মলমাসতত্ত্বটীকা, মহাভাগ্যপ্রদীপটীকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণটীকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষাটীকা, ব্যবহারপ্রকাশ, শব্দেন্দুশেখরটীকা, শ্রাদ্ধবর্ণন ও ষট্‌কর্ম্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২ দর্শনসংগ্রহ, দ্বাদশমহাকাব্যটিপ্পণ, ও অদ্বৈতমকরন্দটীকাকার। ৩ আচার্য্যমতরহস্য প্রণেতা। ৪ কাতন্ত্রব্যাখ্যাসার। ৫ গ্রহস্থিতিবর্ণন নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার। ৬ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি। ইহাঁর 'নখ্‌শিখ্‌' উপাদেয় কবিতা। শিবসিংহ ইঁহার 'পিঙ্গল' গ্রন্থের নাম করিয়াছেন।

হরিরাম তর্কালঙ্কার, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে রঘুনন্দনের বংশধর মনে করেন। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর ও রঘুদেবের গুরু। ইনি নব্যন্যায়সম্বন্ধে ছোটবড় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পাওয়া যায়—অনুমিতিপরামর্শবিচার, অনুমিতিমানস, এবকারবাদার্থ, কর্ত্তৃবাদ, কারকবাদ, ক্তাপ্রত্যয়বিচার, চিত্ররূপপদার্থবিচার, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা প্রত্যাসত্তিবাদ, নব্যমতরহস্য, পক্ষতারহস্য, পরামর্শবাদ, প্রতিযোগিজ্ঞানকারণতা, প্রামাণ্যবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, মঙ্গলবাদ, রত্নকোষবাদ, লকারবাদ, কাব্যবাদ, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবাদ, বিষয়তা, সামগ্রীবাদ, স্বপ্রকাশরহস্য। গদাধর ইহাঁর রচিত তত্ত্বচিন্তামণিটীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিরাম বাচস্পতি, গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসারটীকার বৃত্তিকার।

হরিরাম শুক্ল, অপর নাম ব্যাসস্বামী। বুন্দেলখণ্ডের উর্চ্ছাবাসী একজন গৌড়ব্রাহ্মণ, হরিব্যাসী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি অল্পবয়সেই রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া কৃষ্ণভক্তিশিক্ষা করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস ও স্বনামে একটী বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি নিমাদিত্য বা নিম্বার্কের শিষ্য।

হরিরি, বসোরাবাসী একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পূর্ণ নাম আবুমুহম্মদ কাসিম্-বিন্-আলি-বিন্ উস্‌মান্ অল্ হরির অল্ বস্‌রি। ইনি 'মুকামাৎ-হরির' নামে বক্তৃতা, কবিতা, ধর্ম্মনীতি ও উপহাসরসাত্মক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান মুহম্মদ অলজুকীর প্রধান মন্ত্রী অনুশের্বানের অভিপ্রায় অনুসারেই উক্ত গ্রন্থখানি রচিত হয়। ১২২২ খৃষ্টাব্দে বসোরা নগরেই হরিরি পরলোক গমন করেন। তাঁহার 'মুকামাৎ' কি কবি কি ঐতিহাসিক সকলেরই নিকট কোরাণের পরই সমাদৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় ও এসিয়ার নানা ভাষায় উক্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে।

হরিরায়, ১ বেদান্তকারিকা, সপ্তশ্লোকিবিবৃতি, স্বরূপনির্ণয় ও স্বামিনীস্তোত্রটীকাকার। ২ দশকর্ম্ম ও তাহার টীকাকার। ৩ প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থকার।

হরিরিপু (পুং) বাজীশত্রু, করবীরবৃক্ষ।

হরিরুদ্, আফগানস্থানের একটী প্রধান নদী। অক্ষা° ৩৮° ৫০´ উঃ দ্রাঘি° ৬৬° ২০´ পূঃ। কোহিবাবা গিরিমালা হইতে বাহির হইয়া ৩০০ মাইলের পর হরিরুদ্ নাম ধারণ করিয়া পশ্চিমমুখে শাহরেক, ওবে ও হিরাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী অতি খরপ্রবাহা।

হরিরুদ্র (পুং) হরি ও রুদ্র, বিষ্ণু এবং শিব।

হরিরোমন্ (ত্রি) অশ্বরোমযুক্ত।

হরিলাল, ১ আচারাদর্শদীপিকা প্রণেতা। ২ তিথ্যুক্তিরত্নাবলিরচয়িতা। ৩ সিদ্ধান্তসারনামক জ্যোতির্গ্রন্থের একজন টীকাকার।

হরিলে (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন।

হরিলোচন (পুং) হরেরিব লোচনমস্য। ১ কুলীর, কর্কট। ২ পেচক। ৩ দৈত্যভেদ। (ত্রি) ৪ হরিদ্বর্ণ চক্ষুযুক্ত।

হরিব, হরিভ। বৌদ্ধমতে কালভেদ। (ব্যুৎপত্তি)

হরিবংশ (পুং) হরি বা কৃষ্ণের বংশ। যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজবংশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও 'হরিবংশ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থ মহাভারতের খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া গণ্য। ইহার রচনা ও ভাষা আলোচনা করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাভারত-রচনার বহু পরে হরিবংশ রচিত। আবার কাহারও মতে লক্ষ শ্লোকাত্মক যে মহাভারত, তন্মধ্যেই হরিবংশ পরিগণিত। [মহাভারত দেখ।] জৈনদিগের তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি কৃষ্ণের জ্ঞাতি বলিয়া তিনিও হরিবংশমধ্যে গণ্য। জৈনদিগের হরিবংশে নেমীনাথের জীবনাখ্যায়িকা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার বংশবিবরণ বিবৃত হইয়াছে। প্রচলিত হরিবংশ হইতে সেই পুস্তকের বিবরণ সম্পূর্ণ পৃথক্। [পুরাণ শব্দে জৈন পুরাণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

হরিবংশ, ১ ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন প্রাচীন কবি। ২ নেপালের ললিতপুরবাসী একজন পণ্ডিত। সূর্য্যশতকটীকাকার।

হরিবংশ কবি, নরপতিজয়চর্য্যার জয়লক্ষ্মী নামে টীকাকার।

হরিবংশ গোস্বামিন্ বা হরিবংশ হিতজী, রাধাবল্লভীসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক একজন কবি ও পণ্ডিত। ১৫৫৯ সংবতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মানন্দ ও রাধারসসুধানিধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দীভাষায় চোরাসিপদরচয়িতা।

হরিবংশ ভট্ট, রসমঞ্জরীটীকাকার।

হরিবংশ্য (ত্রি) হরিবংশীয়।

হরিবৎ (ত্রি) ১ হরি নামক অশ্বযুক্ত। (ইন্দ্র) "শিপ্রী হরিবান্ দধে" (ঋক্‌১।৮১।৪) 'হরিবান্ হরিনামকাশ্বোপেত ইন্দ্রঃ' (সায়ণ) ২ হরিৎবর্ণযুক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।১২)

হরিবৎ (ত্রি) হরিরশ্বোঽস্যাস্তীতি মতুপ্ (ছন্দসী বঃ। পা ৮।২।১৫) ইতি মস্য বঃ। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ হরি বিশিষ্ট। "জুষাণো বর্হি হরিবান্ ন ইন্দ্র" (শুক্লযজু° ২০।২৯)

হরিবর্ণ (পুং) সামভেদ।

হরিবর্পস্ (ত্রি) হরিদ্বর্ণযুক্ত।

"বিশংতু হরিবর্পসং গিরঃ।" (ঋক্ ১৩।৯৬।১)

হরিবর্ম্মন্, ১ ভোজপ্রবন্ধধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

২ রাষ্ট্রকূটবংশীয় হস্তিকুণ্ডের একজন রাজা। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ মৌখরিবংশীয় একজন মহারাজ। [মৌখরি দেখ] ৪ এক প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। পূর্ণচন্দ্রোদয়পুরাণের (৩য় সর্গে) ইহার বিবরণ আছে। ৫ পূর্ব্ববঙ্গের একজন নৃপতি। ইহারই সময়ে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। [বঙ্গদেশ ও পাশ্চাত্য বৈদিক শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হরিবর্ম্মাপুর, রেবাতীরস্থ একটী প্রাচীন তীর্থস্থান। (রেবাখ°)

হরিবর্ষ, জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষভেদ। নিষধ ও হেমকূট পর্ব্বতের মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে ইলাবৃত বর্ষ। উৎসেধ অযুত যোজন। এখানে ভগবান্ নরহরিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইহার হরিবর্ষ নাম হইয়াছে। এখানকার দৈত্য-দানব সকলেই হরিভক্ত। (ভাগবত ৫।১৬-১২ অঃ) ২ অগ্নীধ্রের পুত্র, ইহারই অংশে হরিবর্ষ পড়িয়াছিল। (বিষ্ণুপু°)

হরিবল্লভ (পুং) মুচুকুন্দবৃক্ষ।

হরিবল্লভ, ১ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, উৎপ্রভাবতীয় শ্রীবল্লভের পুত্র। ইনি বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণদর্পণ ও বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভূষণসারদর্পণ রচনা করেন। ২ সুধোদয়রচয়িতা। ৩ একজন হিন্দী কবি। শিবসিংহসরোজে ইহার নাম উদ্ধৃত করিয়াছে।

হরিবল্লভা (স্ত্রী) হরের্বল্লভা। ১ জয়া। ২ তুলসী। ৩ লক্ষ্মী।

হরিবাল, একজন বিখ্যাত ভক্ত। হিন্দী ভক্তমালে ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

হরিবালুক (ক্লী) এলবালুক।

হরিবাস (পুং) ১ পীতভৃঙ্গরাজ, চলিত পীতপুষ্প ভীমরাজ। (রাজনি°) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ শ্রীহরির বাসস্থান।

হরিবাসর (ক্লী) হরের্বাসরং। শ্রীহরির দিন। একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটী তিথি, সাধারণতঃ একাদশী তিথিকেই হরিবাসর কহে, সময়ে সময়ে তিথির ন্যূনাতিরেকে দ্বাদশী তিথিতে একাদশীর উপবাস করিতে হয়, এই জন্য দ্বাদশীতিথিও হরিবাসর নামে কথিত হয়। অতএব একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটী তিথিই হরিবাসর। শ্রবণা-দ্বাদশী প্রভৃতি স্থলে একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিতেই উপবাস বিহিত হইয়াছে, কারণ এই দুই তিথির দেবতাই হরি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে পারণ করিতে হয়। অতএব একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ না করিয়া যদি উপবাস করা হয়, তাহা হইলে বিধিলোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই আশঙ্কা করিয়া বিশেষভাবে লিখিত আছে যে, একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিরই দেবতা হরি, সুতরাং এই দুই দিন উপবাস করিলে বিধিলোপ হইবে না।

"একাদশী দ্বাদশী চ প্রোক্তা শ্রীচক্রপাণিনঃ।
একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই হরিবাসরে উপবাসই প্রশস্ত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপই এই হরিবাসরে অন্নাশ্রয়ে থাকে, অতএব এই দিন যিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, তিনি কেবল পাপভক্ষণই করিয়া থাকেন। অতএব হরিবাসরে সকলেরই উপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে একাদশী তিথিতে একাদশীর উপবাস হয়, তথায় দ্বাদশীর প্রথম পাদ হরিবাসর নামে কথিত। অতএব এই পারণস্থলে এই প্রথম পাদ অতিক্রম করিয়া তবে দ্বাদশীতে পারণ করা বিধেয়।

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্তি হরিবাসরে।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥
দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

হরিবাসরে উপবাসমাহাত্ম্যই শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে. তিথি ও একাদশীতত্ত্বে হরিবাসরে বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলেরই উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই হরিবাসরের দিনে উপবাসে নিতান্ত অসমর্থ হইলে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে উপবাসের অনুকল্প জল, মূল, ফল ও পয়ঃ পান করা যাইতে পারে। অসমর্থের পক্ষে এই বিধান। সমর্থ ব্যক্তি উপবাসই করিবেন, কদাচ ভোজন করিবেন না। এই হরিবাসরে ভোজন না করিলে সকল পাপই ক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অর্থাৎ বৈষ্ণব-দিগের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রতিপাল্য বলিয়া জানিতে হইবে।

হরিবাসর উপলক্ষ্যে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করা

বিধেয়। হরিভক্তিবিলাসে এই জাগরণের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, এই তিথিতে উপবাস করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণ-পাঠ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা ভগবদর্চ্চনা ও প্রহরে প্রহরে আরত্রিক করা বিধেয়। এই দিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়া দানাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে হরিবাসর-রাত্রিতে জাগরণ করিবে। যিনি এই প্রকারে উপবাস ও জাগরণ করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুতে লীন হইয়া থাকেন।

"শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি জাগরস্ত তু লক্ষণং।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দুর্লভো ন জনার্দ্দনঃ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনন্তথা।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধানুলেপনং॥
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদা যুক্তং ক্রিয়ান্বিতং॥
সাশ্চর্য্যং চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবর্জ্জিতং।
প্রদক্ষিণাভিসংযুক্তং নমস্কারপুরঃসরং॥
নীরাজনসমাযুক্তমনির্বিণ্ণেন চেতসা॥
যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ।
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ॥
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি॥"

(হরিভক্তিবি° ১৩ বি°)

হরিভক্তিবিলাসে ১৩ বিলাসে হরিবাসরের বিশেষ বিধান ও ফলাদির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

অধুনা বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকগণ হরিবাসর তিথিতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে হরিবাসর করিয়া থাকেন। দশমীর রাত্রে একটী তুলসীর মঞ্চ করিয়া বিধিবিধানে অধিবাসপূর্ব্বক একাদশীর দিন সূর্য্যোদয় হইতে তুলসীমঞ্চের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া কেবল শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপ কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর অর্থাৎ দিবারাত্র ব্যাপিয়া হইবে। ইহার মধ্যে নামের বিশ্রাম হইবে না। নাম করিতে ২ শ্রান্তি হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অপর কেহ নাম করিতে থাকিবে। এইরূপ হরিবাসরে প্রায় চারি পাঁচ দল কীর্ত্তনকারী থাকে। এইরূপে তাহারা সমস্ত দিবারাত্রি কীর্ত্তন করিয়া পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর নাম ভঙ্গ করিয়া নগর কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিধানে যিনি হরিবাসর করেন, তাঁহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়, অন্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। হরিবাসর বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পর্ব্ব। তাঁহাদের মতে এই হরিবাসর তুল্য পাপধ্বংসকর আর কিছুই নাই।

হরিবালুক (ক্লী) হরিবালুক, এলবালুক।

হরিবাহন (ত্রি) হরের্ব্বাহনঃ। ১ গরুড়। (হারাবলী) হরি-রুচ্চৈঃশ্রবা বাহনং যস্যেতি। ২ ইন্দ্র।

"তত আনায্য তনয়ং বিবিক্তে হরিবাহনঃ।
সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্ব্বাক্যৈঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত॥"

(ভারত ৩।৪৪।৫২)

হরিবীজ (ক্লী) হরের্বীজং বীর্য্যং। হরিতাল। (জটাধর)

হরিবীর পাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্য নৃপতি। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে ইঁহারই অধিকারমধ্যে পরঞ্জোতিনামে এক ব্রাহ্মণ মথুরাপুরাণনামে হালাস্যমাহাত্ম্যের একটী তামিলসংস্করণ প্রকাশ করেন।

হরিবৃক্ষ (পুং) হরিদ্রুবৃক্ষ। দারুহরিদ্রা। (সুশ্রুত)

হরিবৃষ (পুং) হরিবর্ষ। (ভূরিপ্র°) [হরিবর্ষ দেখ]

হরিবোলা, একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়। হরিনামগান ও নাম-কীর্ত্তনই ইহাদের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ইহারা হরিবোলা নামে অভিহিত। ইহাদের জপমালা নাই, মনেমনেই হরিনাম জপ করিতে হয়। গুরুই ইহাদের প্রধান দেবতা। গুরুর অঙ্গই হরির অঙ্গ বলিয়া ইহারা গুরুভজনা করিয়া থাকে। ইহাদের গানেই ইহাদের মতের আভাস পাই—

"কর হরিনাম গান।
আমার যাবে ভবভয়, শুন ওরে মন,
জেনে শুনে না হইলি চেতন।
হরিনামের মরম জেনে, শিব জপেন আপন মনে,
পঞ্চমুখে করেন সাধন॥
তার সাক্ষী দেখ জগাই মাধাই গেল বৃন্দাবন।
ওরে আমার মন, বলি কথা শোন,
হরিনামে কর দিন গুজারণ।
অন্য চিন্তা ছাড়, গুরু চিন্তা কর,
ঐ পদে মন রাখ সর্ব্বক্ষণ॥"

স্থানে স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। আখড়ায় কোথাও রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। ইহারা ভেক লয় না বা ডোরকৌপীন ধারণ করে না। গৌড়বৈষ্ণবদের মত কণ্ঠীধারণ করে। ইহারাই রাঢ় বঙ্গে হরির লুট্ প্রচলিত করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সকল কাজেই হরির লুট দেওয়ার নিয়ম।

হরিব্যাস, হরিব্যাসী-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। নিম্বার্করচিত দশ-শ্লোকীর টীকাকার। ইনি হরিব্যাসমুনিনামেও খ্যাত। শ্রীভট্টের শিষ্য, পরশুরামদেবের গুরু। [হরিরাম গুরু দেখ।]

হরিব্যাসদেব, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইনি অর্থপঞ্চক, গোপালপটল ও বেদান্তসিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি রচনা করেন।

হরিব্যাস মিশ্র, অর্জ্জুনমিশ্রের পুত্র, ইনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্ত-মুক্তাবলি রচনা করেন।

হরিব্রত (ক্লী) হরের্ব্রতং। ১ ভগবান্ শ্রীহরির উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রত। ২ (ত্রি) ১ পিঙ্গলবর্ণ বা হরিম্বচ্। "চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরং" (ঋক্ ৩৩৫)'হরিব্রতং পিঙ্গলবর্ণং হরিত্বচং বা'(সায়ণ)

হরিব্যাসী, হরিব্যাসপ্রবর্ত্তিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই একটী শাখা। হরিব্যাসরচিত গ্রন্থই ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ।

হরিশঙ্কর, ১ যন্ত্রচিন্তামণিদীপিকারচয়িতা। ২ যোগবিবেক, রামপূজাবিধি ও ষড়্দর্শনবিবেকপ্রণেতা।

হরিশপুর, ১ উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত একটী কেল্লা। এখন উক্ত নামে পরগণা হইয়াছে। ২ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

হরিশয়ন (ক্লী) হরেঃ শয়নং। শ্রীহরির নিদ্রা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশীর দিন বিষ্ণুর শয়ন হইয়া থাকে, এই জন্য এই একাদশী শয়নএকাদশী নামে কীর্ত্তিত। এই দিন হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত বিষ্ণুর শয়ন-কাল। কার্ত্তিকের একাদশীতে বিষ্ণুর উত্থান হইয়া থাকে। এই কারণে এই একাদশী উত্থান-একাদশী নামে কথিত হয়। এই শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্ত ব্রতারম্ভ করিতে হয়।

"একাদশ্যাং জগৎস্বামী শয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবং ॥
অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ।
লব্ধ্বা পীতাম্বরধরং দেবং নিদ্রাং সমানয়েৎ ॥" (স্মৃতি)

একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া বিষ্ণুর শয়নকল্পন করিতে হয়। বিষ্ণুর শয়নকল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"পশ্যন্তু মেঘাস্তপি মেঘশ্যামং ছ্যাপাগতং সিচামানং মহীমিমাং।
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্নাতু লোকনাথ বর্ষাস্বিমং পশ্যন্তু মেঘবৃন্দং ॥
জ্ঞাত্বা চ পশ্যেব চ দেবনাথ মাসাশ্চত্বারি বৈকুণ্ঠস্ত তু পশ্য নাথ ॥
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর শয়ন দিতে হয়। এইরূপে শয়ন কল্পনা করিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশীতে বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন কল্পনা করিবে। এই পার্শ্বপরিবর্ত্তনেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে—

"ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরং ॥"

এইরূপ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কল্পনার পর কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উত্থান কল্পনা করিতে হয়, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর উত্থান কল্পনা করিবে—

"মহেন্দ্ররুদ্রৈরভিনুয়মানো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়ঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং কিল কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ॥
মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃ শারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ পুণ্যহেতোর্জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন উত্থিতং ভুবনত্রয়ং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুর উত্থান করাইতে হয়।

বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় চারিমাস কাল সকলেরই জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করা উচিত। ব্রাহ্মণ ও যতিগণ এই চারিমাস সংযমী হইয়া চাতুর্ম্মাস্ত করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে এই চারিমাস কাল গুড় পরিত্যাগ করিলে মধুস্বর হইয়া থাকে, তৈল বর্জ্জন করিলে সুন্দর শরীর, কটু তৈল অর্থাৎ সর্ষপতৈলপরিত্যাগে শত্রুনাশ, স্থালীপাকে ভোজন করিলে দীর্ঘায়ুঃ সন্ততিলাভ, মধু ও মাংসবর্জ্জনে সদা মুনি ও যোগী, এবং আধি ও ব্যাধি শূন্য হইয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। একান্তরা উপবাস অর্থাৎ দিবাভাগে ভোজন করিয়া রাত্রিতে অনশন থাকিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। এই চারি মাস নখ ও কেশাদি ক্ষৌর করিতে নাই। ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল, তাম্বুল পরিত্যাগ করিলে ভোগী ও রক্ত কণ্ঠ, ঘৃত ত্যাগ করিলে লাবণ্য শরীর স্নিগ্ধ এবং ফল ত্যাগ করিলে বুদ্ধি ও বহু পুত্র লাভ হয়। শয়নকালের এই চারিমাস পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। এই চারিমাস সর্ব্বদাই "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে, উক্ত মন্ত্র জপ করিলে ও বিষ্ণুর উদ্দেশে উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফল হইয়া থাকে। সর্ব্বদা বিষ্ণুর পাদাভিবন্দন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়।

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
মধুস্বরো ভবেন্নিত্যং নরো গুড়বিবর্জ্জনাৎ ॥
তৈলস্য বর্জ্জনাদেব সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং স্থালীপাকমভক্ষয়ন্ ॥
সদা মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ।
নিরাধির্নীরুগোজস্বী বিষ্ণুভক্তশ্চ জায়তে ॥

একান্তরোপবাসেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ধারণান্নখলোম্নাঞ্চ গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে ॥
তাম্বূলবর্জ্জনাদ্ভোগী রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে।
ঘৃতত্যাগাৎ সুলাবণ্যং সর্ব্বং স্নিগ্ধং বপুর্ভবেৎ ॥
ফলত্যাগাত্তু মতিমান্ বহুপুত্রশ্চ জায়তে।
নমো নারায়ণায়েতি জপ্ত্বানশনজং ফলং ॥"(তিথিত° মৎস্যপু°)

হরিশয়নকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিধিনিষেধ সকল মানিয়া চলা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হরিশর (পুং) হরিঃ শরো যস্য। শিব। হরি তাহার শর হইয়া ছিলেন।

"রথঃ ক্ষোণীযন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।" (মহিম্নঃ স্তোত্র)

হরিশর্ম্মন্, ১ একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক আচার্য্য। শক্তিরত্নাকরে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ এক জন স্মার্ত্ত। রঘুনন্দন নানাস্থানে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ উপাধিপ্রকরণ রচয়িতা।

হরিশিপ্র (ত্রি) হরিতবর্ণনাসিক, হরিদ্বর্ণ নাসিকাযুক্ত বা হরিদ্বর্ণ হনু।"তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'হরিশিপ্রঃ সোমপানরভসেন হরিতবর্ণনাসিকস্তদ্বর্ণহনুর্বা' (সায়ণ)

হরিশ্চন্দী (হরিশ্চন্দ্রী) ভারতের যুক্তপ্রদেশবাসী এক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। সূর্য্যবংশ-প্রথিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের কোপে পড়িয়া সংসারত্যাগী হন। তাঁহার বৈরাগ্য ও দৈন্যই এই সম্প্রদায়ের প্রধানতম শিক্ষা। রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীর শ্মশানে শ্মশানাধিকারী চণ্ডালের অধীনে ডোমরূপে অবস্থান-কালে তাহাকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই ইহাদের অন্যতম শিক্ষা। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই ডোম। ইহারা বিষ্ণুকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে।

হরিশ্চন্দ্র (পুং) ১ হরিতবর্ণদীপ্তি। ২ হরিত ধারাবিশিষ্ট। "হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ" (ঋক্ ৯।৬৬।২৬) 'হরিশ্চন্দ্রঃ হরিতবর্ণ-দীপ্তিং হরিতধারাবান্ বা' (সায়ণ) ২ স্বনামখ্যাত রাজভেদ। ইনি ত্রেতাযুগে অষ্টাবিংশরাজ, পর্য্যায়—ত্রিশঙ্কুজ।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—মান্ধাতৃবংশে রাজা ত্রিশঙ্কু জন্ম গ্রহণ করেন। এই ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। কোন সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়া তাঁহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে যাতনা দেন। বশিষ্ঠ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে এই শাপ দেন যে, তুমি অতিশয় অন্যায়াচরণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছ, এই জন্য তুমি আড়ী পক্ষী হও, বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে 'তুমি বক হও' বলিয়া অভিশাপ দেন। পরে এই বক ও আড়ী পক্ষীতে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (ভাগবত ৯।৭-৮ অ°)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত ও স্বর্গভ্রষ্ট হন। [ত্রিশঙ্কু দেখ]

ত্রিশঙ্কু ঘৃণায় রাজধানী অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরবাসী হইলে হরিশ্চন্দ্র রাজসিংহাসনে সমাসীন হইলেন। নবীন রাজার আদেশ মত সচিববর্গ চণ্ডালবেশী ত্রিশঙ্কুকে নগরে আনয়নার্থ গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইলে ত্রিশঙ্কু স্বীয় অনিচ্ছা জানাইয়া এবং পুত্রকে যথোচিত উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে বনাশ্রম হইতে প্রত্যাগত হইতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা অযোধ্যা নগরে ফিরিয়া আসিয়া পবিত্র দিবসে হরিশ্চন্দ্রের অভিষেক কার্য্যসম্পন্ন করিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্র পিতার আদেশ স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবলে দিব্য শরীর ধারণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া-ছেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রীতমনে পত্নীসনে রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুকাল অতীত হইল, তথাপি তাঁহার সন্তানাদি কিছু হইল না দেখিয়া, রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া বশিষ্ঠকে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহাকে বরুণ-দেবের আরাধনা করিতে আদেশ দেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র তদনুসারে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া বরুণ-দেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বরুণদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,"রাজন্! যদি কার্য্য-সিদ্ধির পর তোমার গুণবান্ পুত্রকে আমার প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত কর অর্থাৎ যদি তুমি সেই পুত্রকে পশুস্থানীয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমার যাগানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব।" তদুত্তরে রাজা কহিলেন, দেব! আমার বন্ধ্যাত্ব-দোষ দূর করুন, আমি পুত্র পাইলে তাহাকে পশু করিয়া আপনার যাগ করিব, এই সত্যে আবদ্ধ রহিলাম।

বরুণের বাক্যে প্রীত ও স্থিরসংকল্প হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বরদানবার্ত্তা পত্নীকে জ্ঞাপন করিলেন। অনতিকালমধ্যেই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী পট্টমহিষী পতিব্রতা শৈব্যা বরুণদেবের কৃপায় গর্ভবতী হইলেন। দশমাস পূর্ণ হইলে রাণী শৈব্যা এক সুকুমার প্রসব করিলেন। নৃপতির ভবনে অপার আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। অপরিসীম ধন, ধান্য, রত্ন, ভূমিদান ও নানা গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হইল।

পুত্রজন্ম-নিবন্ধন মহোৎসব আরম্ভ হইলে বরুণদেব বিপ্র-বেশে রাজসকাশে সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ, আমাকে বরুণ বলিয়াই জানিবেন। আপনাকে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইতে আসিয়াছি। মনোমত পুত্র পাইয়াছেন, আপনার বন্ধ্যতা-দোষ দূর হইয়াছে, এক্ষণে পুত্র দ্বারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের তাদৃশ বাক্যে বিশেষরূপ মর্ম্মপীড়া পাইলেন; কিন্তু মানবগণের কল্যাণকামনাকারী দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে না পারিয়া মনোহারী বাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "দেব! আমি বেদোক্ত বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। নরমেধযজ্ঞে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অধিকারী, সুতরাং কৃপা করিয়া আমার পত্নীর শুদ্ধিকাল এক মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

বরুণদেব বলিলেন, "রাজন্! আমি একমাস পরে পুনরায় আসিব, তুমি পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করিয়া তদনন্তর আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিও।" যথাসময়ে রাজা পুত্রের রোহিতাশ্ব নাম রাখিলেন। বরুণদেব পুনরাগত হইলে বলিলেন, দন্তহীন পশু যজ্ঞে প্রশস্ত নহে, সুতরাং পুত্রের দন্তোদ্গম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ সমাধান করিব। এইরূপে রাজা মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া বরুণ-দেবকে পুত্রের চূড়াকরণ-কার্য্যসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এবারেও তিনি রাজাকে ইক্ষ্বাকুবংশোচিত কার্য্য-পরিপালনের আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। চূড়াকার্য্য আরম্ভ হইলে পাশধর পুনর্ব্বার নৃপতি-সদনে উপনীত হইয়া রাজাকে যজ্ঞারম্ভ করিতে বলিলেন। কিন্তু তখনও রাজা পুত্রস্নেহে বিহ্বল, তিনি পুত্রের একাদশ বর্ষে সংস্কারকার্য্য সমাপন ও তাহার শূদ্রত্বমোচনপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রিয়ার উপযুক্ত করিয়া যজ্ঞারম্ভ করেন, এই বাঞ্ছা বরুণপদে নিবেদন করিলে, 'তাহাই হউক' বলিয়া বরুণ স্বস্থানে গমন করিলেন।

একাদশবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার আরম্ভ হইলে বরুণ আসিলেন। রাজাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা এবারেও বিনয়পূর্ব্বক বরুণ সমীপে প্রার্থনা করিলেন যে, এই পুত্রদ্বারা আমি নিশ্চয়ই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সমাধান করিয়া আপনার অভিমত কার্য্য করিব, কিন্তু যখন আপনি কৃপা করিয়া পুত্র দান করিয়াছেন, তখন সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন।

রাজকুমার বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পিতাকে বিষাদে কাতর ও যজ্ঞের সময় বিদিত হইয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। পরে স্বীয় সহচর সচিবপুত্রগণের নিকট আপন বিনাশবার্ত্তা জানিতে পারিয়া গোপনে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র বনপ্রস্থিত ভীত পুত্রের অন্বেষণার্থ চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন; কোন ফল হইল না। বরুণদেব আসিলে তাঁহাকে পুত্রের সংবাদ দিলেন এবং "আজ্ঞা করুন কি করিব" বলিয়া বরুণ দেবসমক্ষে স্বীয় ভাগ্যের দোষ দিতে লাগিলেন। তখন বরুণদেব কুপিত হইয়া 'নিদারুণ জলোদর ব্যাধি তোমাকে ব্যথিত করুক' বলিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগপীড়িত হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন শুনিয়া রাজকুমার বনমধ্যে দারুণ সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া পিতৃ-সন্দর্শনে গমন করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিপ্র-বেশে রাজপুত্রসকাশে সমুপস্থিত হইয়া নানারূপ অনুকূল যুক্তি দ্বারা পিতার নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন এবং আরও বলিয়া দিলেন, এখন গমন করিলে নিশ্চয়ই তোমায় যজ্ঞীয় পশু রূপে বলি দিবে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর গমন করিলে তোমার রাজ্যলাভ অনিবার্য্য। ইন্দ্রের আশ্বাসবাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া রোহিতাশ্ব বন হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না।

এদিকে হরিশ্চন্দ্র পীড়ায় কাতর হইয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-দেবকে রোগশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বশিষ্ঠ রাজাকে বলিলেন, আপনি মূল্য দিয়া একটি পুত্র ক্রয় করুন, ক্রীত পুত্র দশবিধ পুত্রের অন্যতম; সুতরাং তাহাকে দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে বিঘ্ন ঘটিবে না, বরং বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া আপনাকে শাপবিমুক্ত করিয়া সুখী করিবেন।

রাজা বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রীকে পুত্রান্বেষণে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি শত গোমূল্যের লোভে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞের নিমিত্ত বিক্রয় করিলেন। নরপতির আদেশে ঐ বালক নরমেধ যজ্ঞের পশুরূপে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইল। সেভয়ে কম্পান্বিত কলে-বর হইয়া অতি দীন ভাবে রোদন করিতে লাগিল। মুনিগণ এই কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শমিতা এই শিশুবধ করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল না। তখন বালকের পিতা অজীগর্ত্ত রাজার জন্য স্বয়ং পুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। সভাস্থলে দারুণ কোলাহল দেখিয়া কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নৃপতি-সন্নিধানে সমাগত হইয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! কাতর ও ক্রন্দনরত বালক শুনঃশেফকে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়ই তোমার ব্যাধিনাশ ও যজ্ঞ পূর্ণ হইবে। তুমি দ্বিজপুত্র ক্রয় ও নাশ করিয়া নিদারুণ পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছ। আমার

বাক্য ধর, আমি তোমার পিতা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডালদেহে স্বরলোকে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি ইহা বিদিত আছ। আর তোমার এই রাজসূয়যজ্ঞে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ইহা পূর্ণ না করিলে তোমাতে প্রার্থনা-ভঙ্গ-জনিত পাপ স্পর্শিবে।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'গাধেয়, আমি জলোদর পীড়ায় মহাক্লেশ ভোগ করিতেছি, অতএব কথনই আমি ইহাকে মোচন করিতে পারিব না। আপনি অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করুন। আমার কার্য্যে বিঘ্ন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।' তখন বিশ্বামিত্র রাজার উপর সাতিশয় কুপিত হইয়া শুনঃশেফকে বরুণমন্ত্র প্রদান করিয়া মনে মনে জপ করিতে বলিলেন। শুনঃশেফ মন্ত্র জপ করিলে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন। রোগাতুর নৃপতি হরিশ্চন্দ্র ও সভাস্থ সকলে বরুণাগমনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার স্তবে বরুণদেব সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন এবং বরুণস্তবকারী দ্বিজপুত্রকে শাপবিমুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর মহামুনি বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।*

রাজপুত্র রোহিত বরুণের প্রীতি ও রাজার রোগ-মুক্তির বিষয় অবগত হইয়া দুর্গম পার্ব্বত্য বনপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজসন্নিধানে সমাগত হইলেন। অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজা বিপুল আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। অনন্তর নরমেধযজ্ঞের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পুত্রকে বলিয়া পুত্র সহ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন গত হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বশিষ্ঠ ঋষিকে যজ্ঞের হোতৃপদে বরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋষিকে বিপুলধন দিয়া সম্মান করিলেন। এই সময় একদিন সুরসদনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ হয়। শচী-পতির সভায় বশিষ্ঠকে সম্মানিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি এ মহতী পূজা কোথায় পাইলেন? তচ্ছ্রবণে মুনিবর বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাপ্রতাপবান্ রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয়যজ্ঞে আমাকে এই মহার্ঘ্য পূজা দান করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠমুখে হরিশ্চন্দ্রের এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিয়াছেন মনে করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া বলিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তুমি যাহার এতাদৃশ প্রশংসা করিতেছ, সেই ধূর্ত্ত বরুণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কপটবাক্যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি আজন্ম তপস্যা ও অধ্যয়ন দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি এবং তুমিও তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ তাহাই পণ কর। আমি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিব, নতুবা আমার সমগ্র পুণ্য লোপ হইবে। এইরূপ পণবদ্ধ হইয়া ঋষিদ্বয় স্বর্গলোক হইতে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর এক দিন রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে রমণীর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাজা রমণীর কাতর ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং অনতি দূরে রোরুদ্যমানা এক চারুলোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, সুমধ্যমে! সুস্থির হও, রোদন করিও না। আমার রাজ্যে পরস্ত্রী-পীড়ক পাপিষ্ঠের স্থান নাই।

নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের বাক্যে রমণী কর দ্বারা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! আমি সিদ্ধিরূপিণী, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন। আমি কোমলস্বভাবা কমনীয়া নারী, কৌশিকই আমার সমুদায় ক্লেশের স্রষ্টা।

রমণীর রোদনের কারণ সবিশেষ অবগত হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বামিত্র সন্নিধানে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহর্ষে! লোকের কষ্টদায়ক কঠোর তপস্যায় প্রয়োজন নাই। আপনার অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। রাজা বিশ্বামিত্রকে এবম্প্রকারে নিষেধ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলে, মুনিবর কৌশিকও ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ইন্দ্রসদনে বশিষ্ঠের সহিত হরিশ্চন্দ্রের ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে তাঁহার যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। রাজা তাঁহাকে অন্যায়রূপে তপস্যা হইতে নিরত করিলেন, তাঁহার ধার্ম্মিকতা কোথায়? বশিষ্ঠই বা ইহার জন্য পণবদ্ধ হইলেন কেন? ইত্যাদি বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তিনি কুপিত ও প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। অনেক চিন্তার পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্র শূকরাকৃতি এক ভীমকায় দানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সেই মহাবল শূকর ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে রাজার উপবনে প্রবেশ করিল। রক্ষকগণ নানা অস্ত্র লইয়া তাহাকে তাড়না করিল, কিন্তু

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।৩ ও শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে ১৫।১৭ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ, শুনঃশেফকে যজ্ঞীয় পশুরূপে যূপনিবদ্ধকরণ ও রোহিতের প্রসঙ্গ আছে। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শুনঃশেফকে বরুণমন্ত্রদান ও তাহার পুত্ররূপে গ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিশদ রূপে বিবৃত আছে। মৈত্র্যুপনিষদে (১।৪) হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গে তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া বর্ণনা আছে।

কিছুতেই তাহার আলোড়ন হইতে উপবন রক্ষা করিতে পারিল না। বরং তাহারাই নিপীড়িত হইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া তাহারা রাজার শরণাপন্ন হইল এবং বলিল, মহারাজ! উপবনে এক মহাকায় শূকর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা তাহাকে বিশিখ, লকুটাস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা প্রহার করিলাম, তাহাতে সে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কাননের সমস্ত বৃক্ষাদিই উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে।

রাজা রক্ষকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সদলে অশ্বারোহণে উপবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজাকে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আসিতে দেখিয়া সেই ঘূর্ণমান বরাহ বদন ব্যাদান করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। রাজা বরাহকে বিনাশ করিবার জন্য শরবর্ষণ করিলেন। শূকর এক লম্ফে রাজাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইল। রাজাও শরাসন আকর্ষণ করিয়া বেগবান্ অশ্বে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে রাজা এক গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মধ্যাহ্নকালে রাজা ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইলে শূকর তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজা সেই বিজনবিপিনে দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন, সহসা এক স্বচ্ছসলিলা নদী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। রাজা সম্মুখে নদী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অশ্ব সহ নদীবক্ষে অবতরণ করিয়া উভয়ে জলপান করিলেন। অতঃপর তিনি নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার সেই বিজন বনপ্রদেশে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা আনুপূর্ব্বিক শূকরানুসরণ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমি অযোধ্যাধিপতি হরিশ্চন্দ্র, আমি রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি। আমার নিকট যখন যে যাহা প্রার্থনা করে আমি তখনই তাহাকে তাহা দিয়া থাকি। হে দ্বিজবর, আপনার যদি যজ্ঞানমিত্ত ধনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহারে আমাকে পথ দেখাইয়া অযোধ্যানগরে চলুন, আমি বিপুল অর্থদানে আপনাকে তুষ্ট করিব।

ব্রাহ্মণবেশী মহর্ষি কৌশিক হাস্য সহকারে বলিলেন, মহারাজ! এই তীর্থ অতি পবিত্র। এক্ষণে পুণ্যকাল উপস্থিত, আপনি এখানে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করুন। তদনন্তর, আমি আপনার পথপ্রদর্শন করিব। ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা নদীতীরে গমন করিয়া যথারীতি স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন ও দেবপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করুন, আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন কৌশলে দানশীল রাজাকে বঞ্চনা করিবার জন্য গান্ধর্ব্বী মায়া দ্বারা সুন্দরাকৃতি এক কুমার ও কুমারী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদনার্থ ধন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মায়ায় মোহিত রাজা তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কোনরূপ দ্বিরুক্তিও করিলেন না। অতঃপর বিশ্বামিত্র পথপ্রদর্শন করিলে রাজা নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

নরপতি রাজধানীতে অগ্নিশালায় উপস্থিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! বিবাহবিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদ্য এই বেদীমধ্যে আমার অভিলষিত ধন দান করুন।

রাজা বিশ্বামিত্রের প্রার্থিত বস্তু কি তাহা জানিতে চাহিলে মহর্ষি বলিলেন, রাজন্! এই পবিত্র বেদীমধ্যেই আপনি আমাকে ছত্র, চামরাদি, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত রত্নপরিপূর্ণ রাজ্য দান করুন। রাজা মুনিবাক্যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকে তাঁহার বিশাল রাজ্য দান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র দানের উপযুক্ত সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ দক্ষিণা চাহিলেন, রাজা তখন ত্বরিতগমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিভ্রংশের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুনির কপটতায় সপরিচ্ছদ রাজ্য দান করিয়াছেন, এক্ষণে সুবর্ণ কোথায় পাইবেন, ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল ভাবে অন্তঃপুরে পদচারণা করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞী পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভো! বিমনা হইবার কারণ কি? নরপতি মহিষীকে বিশ্বামিত্র-সম্পর্কীয় শুভাশুভ বিষয় বর্ণন করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে মনোনিবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়াছেন, এমন সময়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং প্রতিশ্রুত সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া আপনার সত্যবাদিত্বের পরিচয় প্রদান করুন। রাজা মুনিকে সর্ব্বসমৃদ্ধি সহ রাজ্য দান করিয়াছেন, রাজকোষে বা রাজ্যের যাহা কিছু তাহাতে তাঁহার অধিকার নাই। সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পত্নীপুত্র লইয়া রাজ্যত্যাগী হইলেন। বিশ্বামিত্র ছাড়িলেন না, তিনিও নগর হইতে বহির্গত রাজার পশ্চাদ্গমন করিয়া প্রতিশ্রুত দক্ষিণা চাহিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পত্নী-পুত্র এবং আপনাকে বিক্রয় করিয়া দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মাসান্তে দক্ষিণা দিবেন বলিয়া বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

মাসান্তে বিশ্বামিত্র বারাণসীতে আসিয়া রাজার নিকট দক্ষিণা চাহিলেন। তখন অর্দ্ধদিনমাত্র বাকী আছে। রাজা পত্নী ও পুত্র কোন এক কাশীবাসীর নিকট বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিপ্রবেশধারী কৌশিক সহসা বৃদ্ধব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দাসীক্রয় মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে দাসীরূপে রাজমহিষী মাধবীকে ক্রয় করিলেন, তৎপরে মহিষীর অনুরোধে বালক রোহিতকে ক্রয় করিয়া লইলেন।

অতঃপর নিজরূপে বিশ্বামিত্র দেখা দিয়া দক্ষিণা চাহিলে রাজা পত্নী ও পুত্রবিক্রয়লব্ধ একাদশকোটি সুবর্ণমুদ্রা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে মুনিবরের মন উঠিল না। তিনি রোষভরে বলিলেন, এই সামান্য অর্থ দক্ষিণার উপযোগী নহে, আপনি অন্য ধন সংগ্রহ করুন। আমি দিবসের অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ অপেক্ষা করিব, তাহার পর চলিয়া যাইব।

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা আত্মবিক্রয়ে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্ম নির্দ্দয় চণ্ডালরূপে ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বামিত্রের কথায় সেই প্রবীর নামধেয় চণ্ডাল এক সহস্র রত্ন এক সহস্র মণি, এক সহস্র মুক্তা ও ১ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা এবং প্রয়াগ মণ্ডলের দশযোজন বিস্তীর্ণ রত্নময়ী ভূমি প্রদান করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া চলিলেন। তখন আকাশবাণী হইল "মহাভাগ অদ্য অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়া ঋণমুক্ত হইল।"

প্রবীর কাশীর দক্ষিণস্থ মহাশ্মশানে হরিশ্চন্দ্রকে লইয়া চলিলেন, তথায় মৃতদেহের বস্ত্রাদি সংগ্রহ ইত্যাদি তাঁহার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্মশানে থাকিয়া পত্নীপুত্রের চিন্তায় ঘৃণিত অন্নাদিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া রাজা অতিকষ্টে দ্বাদশমাস অতিবাহিত করিলেন, এই সময়ে একদিন কাশীর অনতিদূরে বালক রোহিত ব্রাহ্মণের দর্ভ ও সমিধ্ আহরণে পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জলপান করিয়া যেমন সমিধ্ভার উত্তোলন করিলেন, অমনি এক কৃষ্ণসর্প আসিয়া তাহাকে দংশন করিল ও তৎক্ষণাৎ রোহিতের মৃত্যু হইল।

রোহিতের সঙ্গীরা তদ্দণ্ডে সেই সংবাদ তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করিল। রোহিতের মাতা এই সংবাদ শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার প্রভু কাতরা বিপ্রদাসীর পুত্রশোকে মর্ম্মপীড়া না পাইয়া বরং মর্ম্মবিদারক কঠোর বাক্যে তাহাকে অধিকতর উৎপীড়ন করিলেন। সমস্তদিন গৃহকার্য্য ও মধ্য রাত্রিপর্য্যন্ত বিপ্রের পাদসংবাহন করিলে বিপ্র দাসীকে বলিলেন, তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। শীঘ্র পুত্রের দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আইস। রাজপত্নী মাধবী সেই গভীর রাত্রে স্বীয় মৃতপুত্রকে বক্ষে লইয়া কান্দিতে কান্দিতে রাজপথ দিয়া শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গভীর আর্ত্তনাদে নগরপালেরা ভীত হইল। তাহারা রাজমহিষী মাধবীকে যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এ কাহার পুত্র, তুমি কে, তোমার পতি কোথায়?" বিলাপবিহ্বলা অশ্রুধারাবিগলিতনয়না রাণী তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ততই রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে মায়াবিনী বালঘাতিনী রাক্ষসী জ্ঞান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বলপূর্ব্বক ধৃত করিলেন ও চণ্ডালের আলয়ে বধের জন্য লইয়া গেলেন। চণ্ডাল পরুষবাক্যে "রে দাস ইহাকে বধ কর্। এই স্ত্রী দুষ্টা, ইহার বধবিষয়ে বিচারের আবশ্যক নাই।" রাজা চণ্ডালের কথায় রমণীবধে বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে চণ্ডাল রাজার করে খড়্গ দিয়া ঐ রমণীর শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র তখন শ্মশানভূমিতে রাজ্ঞীকে উপবিষ্ট হইতে বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদের জন্য অসি উত্তোলন করিলেন, রাজ্ঞী তখন বলিলেন, 'চণ্ডাল, তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও, অগ্রে আমার সর্পদষ্ট পুত্রের দাহকার্য্য সমাধা করিতে দাও'। প্রবাসকষ্টে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি এতই বিকৃত হইয়াছিল, যে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পারেন নাই। রাজ্ঞী যখন বিলাপ করিতে করিতে পুত্রকে শ্মশানভূমে রক্ষা করিলেন। রাজা তৎকালে শবসন্নিধানে আসিয়া শবের মুখ ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া লইলেন এবং মাতার ক্রোড়ে শয়ান মলিন দেহ বালকের রাজলক্ষণ ও আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি রুদ্ধশ্বাস হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীর হৃদয়দ্রাবী বিলাপে রাজার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। রাজা ও রাজ্ঞী সেই শ্মশানভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরস্পর পরস্পরকে যখন চিনিতে পারিলেন, তখন শোকপ্রবাহ অধিকতর প্রবাহিত হইল। অতঃপর হুতাশন প্রজ্বালিত করিয়া রাজ্ঞী ও রাজা প্রাণপরিত্যাগ করিবেন স্থির হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রোহিতের শব স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পত্নীসহ জগদীশ্বরী পরমেশানীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বাসবাদি দেবতাবর্গ ধর্ম্মকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, রাজন্! আমি লোকপিতামহ, স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ মরুদ্গণ, লোকপালগণ, চারণগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, অপরাপর সমস্ত দেবতাগণ এবং বিশ্বামিত্র স্বয়ং আসিয়া তোমার অভীষ্ট দান করিতে একান্ত

অভিলাষী হইয়াছেন। ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিয়া চিতামধ্যস্থিত শিশুর প্রাণপ্রদান করিলেন। তখন আকাশমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। ইন্দ্রের প্রসাদে পুত্রকে পাইয়া রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন। সকল প্রকার অভীষ্ট লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজা স্বীয় কর্ম্মফলে পুত্র ও কলত্র সহ স্বর্গে আরোহণ করিয়া পরম সম্পত্তি লাভ কর।'

রাজা স্বীয় শ্বপচ প্রভুর বিনানুমতিতে স্বর্গারোহণ করিতে চাহিলেন না। তখন ধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি মায়ায় শ্বপচরূপ ধারণ করিয়া তোমায় চণ্ডালপুরী প্রদর্শন করিয়াছি। আমিই সেই ব্রাহ্মণ এবং আমিই কৃষ্ণসর্প হইয়া তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই ধর্ম্মবলে স্বর্গে আরোহণ কর।' রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, অযোধ্যাবাসী অনুগত মানবগণ আমার বিরহে শোকসন্তপ্ত, তাদৃশ ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্যক্ অনুচিত। অতএব হে সুরেন্দ্র! যদি তাহাদিগকে আমার সহিত যাইতে দেন, তাহা হইলে আমি স্বর্গে গমন করিতে পারি। 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দিলেন। পরে সংসারবাসনাবিহীন রাজানুগৃহীত ব্যক্তি মাত্র স্ব স্ব পুত্রের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহে দিব্যবিমানে চড়িলেন। রাজা স্বীয় পুত্র রোহিতাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পুণ্যপ্রভাবে কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত দেবদুর্ল্লভ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহাকে রথে উপবিষ্ট দেখিয়া দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য বলিয়া দিলেন, "আহা দানের কি মহিমা! যাহার প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ মহেন্দ্রের সালোক্য লাভ করিলেন।" (দেবীভা° ৭।১২-২৭ অ°) ব্রহ্ম-পুরাণের ৮ ও ১০৪ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ৮ অঃ ও স্বর্গ-খণ্ডের ২৪অঃ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৭-৮ অঃ, ৯।১৬।৩১ ও ১০।৭২।২১, স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ড এবং হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যে হরিশ্চন্দ্রের কথা ও বিশ্বামিত্রমাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মহাভারত বনপর্ব্বে এবং রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে অম্বরীষ প্রসঙ্গে শুনঃশেফের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামায়ণোক্ত ত্রিশঙ্কু-রাজের পরবর্ত্তী অম্বরীষ হরিশ্চন্দ্র হইলেও ঘটনাটী কিছু বিকৃত। গরুড়পুরাণের ১৪২ অধ্যায়ে অম্বরীষ রাজা ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্রের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। কূর্ম্মপুরাণের ২১ অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্র, সত্যব্রত ও সত্যধনার পুত্র বলিয়া কথিত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায়ে যে উপাখ্যান আছে, তাহার অনেক স্থলে দেবীভাগবতবর্ণিত উপাখ্যানের ঐক্য দৃষ্ট হয় এবং অনেক স্থানই স্বতন্ত্র। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না। এতদ্ভিন্ন অপর সকল পুরাণেই হরিশ্চন্দ্রের বংশবর্ণন দেখা যায়।

হরিশ্চন্দ্র, ১ ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র নামে খ্যাত, এক জন প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থকার। টোডরানন্দ, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহারও মতে ভট্টার হরিশ্চন্দ্র ও ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। [হরিশ্চন্দ্র দেখ।]
২ এক জন জৈন গ্রন্থকার। পুরুদেবচম্পূ রচয়িতা। ৩ মালবের পরমারবংশীয় এক জন প্রাচীন সামন্তরাজ। লক্ষ্মীবর্ম্মার পুত্র। ৪ কনোজের শেষ নৃপতি জয়চন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ৫ কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় এক জন নৃপতি। ইনি ১০৮৩ শকে রাজত্ব করিতেন। ৬ কাষ্ঠার টাকবংশীয় এক জন সামন্ত নৃপতি, মদনপালের পিতামহ। [মদনপাল দেখ।]

হরিশ্চন্দ্রগড়, বোম্বাইপ্রদেশে আহ্মদনগর জেলাস্থ একটী গিরিদুর্গ। মরাঠাদিগের যতগুলি গড় আছে, তন্মধ্যে এই গড়টী বিশেষ প্রসিদ্ধ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৮৯৪ ফিট্ উচ্চ।

হরিশ্চন্দ্রপাল, পূর্ব্ববঙ্গের এক জন প্রসিদ্ধ পালনৃপতি। প্রবাদ এইরূপ যে, সাভারে ইঁহার রাজধানী ছিল, এখনও সাভার জঙ্গলে তাঁহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। দেশাবলির মতে, আদিশূরের পূর্ব্বে ইনি রাজত্ব করিতেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর (স্ত্রী) হরিশ্চন্দ্রস্য পুরং। হরিশ্চন্দ্র, রাজনগর-শৌভপুর।

হরিশ্চন্দ্র বাবু, কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি। বর্ত্তমানকালে সকল হিন্দীকবি অপেক্ষা বিখ্যাত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র সাহু ওরফে গিরিধর বনারসী. গিরিধরও এক জন পরিহাসরসিক কবি ছিলেন। ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ৯ বর্ষের বালক হরিশ্চন্দ্রকে রাখিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। হরিশ্চন্দ্র কাশীর কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হিন্দীরচনার দিকে লক্ষ্য ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত হিন্দীসাহিত্যের উন্নতিকামনায় তিনি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন। অল্প দিনেই 'তিনি হরিশ্চন্দ্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।

তাঁহার রচনাকৌশলে সমস্ত হিন্দুস্থান বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্র স্বেচ্ছায় তাঁহাকে 'ভারতেন্দু' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। তাঁহার মত বিপুল সাহিত্য-সম্পদ্ ইদানীং আর কেহই হিন্দীভাষায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুন্দরীতিলক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সবাইয়া ছন্দে ৬৯ কবির সুন্দর সুন্দর কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ভারতীয় ও য়ুরোপীয় স্মরণীয় মহাত্মগণের জীবনী অবলম্বনে 'প্রসিদ্ধ মহাত্মাও কা জীবনচরিত্র' প্রকাশ করেন।

তাঁহার 'কাশ্মীর কুসুম'গ্রন্থেও তিনি কতকটা সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ও স্বরচিত গ্রন্থাবলির তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত তালিকা ছাড়াও তিনি কাশী-কা-ছটায় চিত্র ও 'কবিবচনসুধা' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিন্দু পেট্রিয়টের জনৈক সম্পাদক, বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বদেশভক্ত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরে মাতুলালয়ে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম, তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় উচ্চ কুলীনবংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহ, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়।

তখনকার সময়ের নিয়মানুসারে পিতৃ-পরিত্যক্ত কুলীন বালকেরা মাতুলালয়ে লালিত হইত। ৭ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া স্থানীয় ইউনিয়ন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন; এখানে ছয় বৎসর পড়িয়া তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িতে হইল। চাকুরীর খোঁজে বাহির হইয়া তাঁহাকে বহু অপমান ও কষ্টের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। তাঁহার ইতিহাস এখানে দিব না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণবালক নানা বাধাবিপত্তি গণ্য না করিয়া নানা প্রকার অর্থক্লেশের মধ্য দিয়া অবশেষে মেসার্ তুলা এণ্ড কোম্পানির আপিসে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একটি কেরাণীগিরি পাইলেন। তাঁহার জীবনে যে দুঃখ গিয়াছে, তাহারই একটি ঘটনা উল্লিখিত হইল।

একদা তাঁহাদের গৃহে একাহার করিবার এক কণা চাউলও ছিল না, তখন তিনি একটী কাঁসার বাটী বিক্রয় করিয়া অথবা বাঁধা দিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবেন মনস্থ করিতে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তখন ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁহার ছাতাও ছিল না, কাজেই বাহির হওয়ার উপায়ও নাই। এই অবস্থায় তাঁহার যে কষ্ট হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময়ে একটি মোক্তার তর্জ্জমার জন্য একখানি দলিল লইয়া আসিলেন, এবং সেই কাজটি করিয়া তিনি ২৲ টাকা পাইলেন; ঈশ্বরভক্ত যুবক হরিশ্চন্দ্র তাহা ঈশ্বরের দান মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন।

তুলা-এণ্ড কোম্পানীর সহিত তাঁহার বনিল না, সামান্য একটা কারণবশতঃ তিনি মনে করিলেন যে, তিনি অপমানিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র না ভাবিয়া তেজস্বী দরিদ্র বালক কাজ ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভাল কাজ জুটিল; মিলিটারি অডিটার জেনারলের আফিসে প্রতিযোগিতায় জিতিয়া তিনি ২৫৲ টাকা মাহিয়ানায় কাজ পাইলেন। এই আফিসেই তিনি আজীবন কাজ করেন। এখাতে ২৫৲ টাকায় আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার ৫০০ টাকা মাহিনা হইয়াছিল। এখানে তিনি কর্ণেল চাম্পনেস ও কর্ণেল গোগুির সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পুস্তক ও সংবাদপত্র দিয়া তাঁহাকে জ্ঞানোপার্জ্জনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্কুল ছাড়িবার পরও তিনি লেখাপড়ার সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। সময় পাইলেই তিনি শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। কর্ণেল গোগুির কৃপায় শীঘ্রই তিনি ৪০০ টাকা মাহিনায় আসিষ্টাণ্ট মিলিটারি অডিটর কাজ পাইলেন।

অল্প বয়সে উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্র চট্টের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার যখন ষোল বৎসর বয়স তখন একটি সন্তান হয়, দুই তিন বৎসরের মধ্যেই শিশুটি মারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন; তিনি পারিবারিক জীবনে কখনও সুখী ছিলেন না, তাহা ছাড়া তিনি অল্প বয়সে মদ্যে আসক্ত হন।

হরিশ্চন্দ্র প্রথমে Hindu Intellegencer পত্রিকায় লিখিতেন, তৎপরে Englishman পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত। বড়বাজারে মধুসূদন রায়ের প্রেস হইতে হিন্দুপ্রেট্রিয়ট প্রকাশ হইত, তিনি তাহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালী ও ইংরাজি শিক্ষিতের দল মুষ্টিমেয় ছিল এবং এদেশীয় সাহেবগণও টাকা খরচ করিয়া দেশী পত্রিকা পড়িতে চাহিতেন না। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও হিন্দু পেট্রিয়টের নাম শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৫৪ খৃঃ-অব্দে যখন মধুসূদন রায় মহাশয় অসুস্থ হইয়া দেশে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ছাপাখানা বিক্রয় হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র তৎপরে নিজে একটী প্রেস কিনিলেন এবং তাঁহারই 'হিন্দু পেটিয়ট প্রেস' হইতে "হিন্দু পেটিয়ট" প্রকাশ হইতে লাগিল। যখন ডালহৌসি উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুতে অনেকগুলি দেশীয় করদরাজ্য বৃটীশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিতে লাগিলেন, তখন হিন্দু-পেট্রিয়টে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছিল। গবর্ণরকে অনেক সময়ে হরিশ্চন্দ্রের মত রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। তৎপরে সিপাহিবিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দেশের সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনে তিনি গবর্মেণ্টের সহিত যোগদান করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পরিশেষে সমুদায় সাহেবদিগের মতের বিরুদ্ধে যখন ক্যানিং দয়ানীতি অবলম্বন করিলেন, তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

নীলকরদিগের অত্যাচারে যখন সমস্ত বঙ্গবিভাগ হাহাকার করিতেছিল, তখন হরিশ্চন্দ্র নির্ভীক ভাবে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টা

ও উদ্যমে গবর্মেণ্টের অনেক গণ্যমান্য সাহেব প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ" নাটকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"নীলবানরে সোণার বাঙ্গলা কল্লে ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার॥"

হরিশচন্দ্র ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে মারা যান। জনসাধারণের জন্য তিনি যেরূপ স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন।

হরিশ্মশ্রু (পুং) দানবভেদ। (ভাগবত ৭।২।১৮) (ত্রি) হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট।

হরিশ্রী (ত্রি) অশ্বকর্ত্তৃক সেব্য। "অদ্রিংবা হরিশ্রিয়ং" (ঋক্ ৮।১৫।৪) 'হরিশ্রিয়ং হরিভ্যাং অশ্বাভ্যাং শ্রয়ণীয়ং সেব্যং' (সায়ণ)

হরিশ্রীনিধন (ক্লী) সামভেদ।

হরিষ (পুং) হর্ষণ।

হরিষাচ্ (ত্রি) সোমসংভক্তা। "হরিষাচো হরিদ্রবঃ" (ঋক্ ১০।৯১।১২) 'হরিষাচঃ সোমস্য সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

হরিষেণ (পুং) জিনচক্রবর্ত্তিবিশেষ। হরিসুত। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশজ।

'হরিষেণো হরিসুতো জয়ো বিজয়নন্দন।
ব্রহ্মদত্তস্তুর্ব্বক্ষদত্তঃ সর্ব্বে চেক্ষ্বাকুবংশজঃ॥' (হেম)

হরিষেণ, ১ এক জন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ১৪৪৯ শকে ইনি 'জগৎসুন্দরীযোগমালা' রচনা করেন। ২ বারাণসীবাসী এক জন পণ্ডিত, ইনি রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৩ এক জন বাকাটকবংশীয় মহারাজ। দেবসেনের পুত্র।

হরিসঙ্কীর্ত্তন (ক্লী) হরেঃ সঙ্কীর্ত্তনং। শ্রীহরির নামোচ্চারণ। কলিকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণ সকলই নিষ্ফল।

"দানং ব্রতং তপো যজ্ঞং শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণং।
সকলং নিষ্ফলং রাজন্! হরিসঙ্কীর্ত্তনং বিনা॥" (কর্ম্মলোচন)

হরিসামন্তরাজ—এক জন সামন্তনৃপতি, কৃষ্ণের পুত্র, ইনি সূর্য্যপ্রকাশ নামে একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন।

হরিসিংহদেব, ১ মিথিলার কর্ণাটকবংশীয় এক জন নৃপতি, সিমরাওনে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি এক জন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। [মিথিলা ও স্মৃতি শব্দে ইহার ইতিহাস দেখ]

২ এক জন প্রসিদ্ধ শিখসরদার।

হরিসেন, [হরিষেণ দেখ।]

হরিসেবকমিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইনি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হৃদয়রামের আদেশে যোগসারসমুচ্চয় নামে ভবদেবের যোগসংগ্রহের সারসংগ্রহ প্রকাশ করেন।

হরিস্বামিপুত্র, তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্যকার।

হরিষ্ঠা (ত্রি) অশ্বে স্থিত। "অস্ত যোজনং হরিষ্ঠা মধুত্বা মধুলা চকার" (ঋক্ ১।১৯১।১০) 'হরিষ্ঠা হরয়ো অশ্বাঃ তেষু স্থিত আদিত্যঃ' (সায়ণ)

হরিসুত (পুং) হরেঃ সুত ইব। ১ হরিষেণ রাজা। (হেম) ২ শ্রীহরির পুত্র।

হরিস্তুতি (স্ত্রী) হরেঃ স্তুতি। ভগবান্ শ্রীহরির স্তব। হরিস্তোত্র।

হরিহয় (পুং) হরিরেব হয়ো যস্য। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ সূর্য্য। ৩ কার্ত্তিকেয়। ৪ গণেশ।

হরিহর (পুং) হরিণা সহ হরঃ। হরি ও হরসংযুক্ত, হরিহরমূর্ত্তি। অর্দ্ধবিষ্ণু ও অর্দ্ধশিবমূর্ত্তি। বামনপুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে হরিহরমূর্ত্তির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে—

"সার্দ্ধং ত্রিনেত্রং কমলাহিকুণ্ডলং জটামহাভারশিরোজমণ্ডিতং।
হরিং হরঞ্চৈব নগেন্দ্রভূষণং পীতাজিনাচ্ছন্নকটিপ্রদেশকং॥
চক্রাসিহস্তং ধনুঃশার্ঙ্গপাণিং পিনাকশূলাজগবান্বিতঞ্চ।
কন্দর্পখট্বাঙ্গকপালঘণ্টা-সশঙ্খচক্রাঙ্গধরং মহর্ষে॥
দৃষ্টৈব দেবা হরিশঙ্করং তং নমোঽস্তু তে সর্ব্বগতাব্যয়েতি॥"

হরিহর, ১ বিদ্যানগরের প্রসিদ্ধ নৃপতি। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের প্রতিপালক এবং ১ম বীরবুক্করায়ের পিতা। [বিদ্যানগর, মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য দেখ।]

২ একজন প্রাচীন স্মার্ত্ত। বাচস্পতিমিশ্র, কমলাকর প্রভৃতি ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আশৌচদশক ও দশশ্লোকীবিবরণ প্রণেতা। ৪ ক্রতুরত্নমালারচয়িতা। ৫ ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশটীকাকার। ৬ জানকীমাণিক্যস্তবরচয়িতা। ৭দেবীকবচকার। ৮ এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু, পাত্রশুদ্ধি ও বিদ্যাসাধনতন্ত্র প্রণেতা। ৯ একজন প্রসিদ্ধ মৈথিল পণ্ডিত, প্রভাবতীপরিণয়নামে সংস্কৃত নাটকরচয়িতা। ১০ প্রয়োগরত্নাকর প্রণেতা। ১১যোগশিক্ষানামে যোগশাস্ত্রকার। ১২ রতিরহস্যকার। ১৩ রসমণি ও রসাধিকার নামে বৈষ্ণবগ্রন্থরচয়িতা। ১৪ বৈরাগ্যপ্রদীপপ্রণেতা। ১৫ শিবোপনিষদ্‌কার। ১৬ শৃঙ্গারভেদপ্রদীপ নামে অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা। ১৭ সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকাকার। ১৮ সুভাষিতপ্রণেতা। ১৯ নৃসিংহের পুত্র, অনর্ঘরাঘবটীকা ও তার্কিকরক্ষণসংগ্রহটীকাকার। ২০ ভট্ট-ভাস্করের পুত্র, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিপ্রণেতা।

হরিহর, মহিসুররাজ্যের চিতলদুর্গজেলাস্থ একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ১৪° ৩০´ ৫০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৩৬″ পূঃ।

এখানকার স্থলপুরাণমতে এক দৈত্য ব্রহ্মার বরে অমরত্ব লাভ করিয়া দেব ও নরগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইলেন। হরিহর একাঙ্গ হইয়া এখানে সেই দৈত্য-নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান হরিহর নামে প্রসিদ্ধ হইল। এখানে খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি বাহির হইয়াছে। হরিহরের যে প্রধান মন্দির আছে, তাহা ১১২৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই স্থান মহিসুর রাজ্যের সীমায় থাকায় ইহার উপর দিয়া বহু উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে তরিকেরি ও বেদনূরের সামন্তগণ গড় নির্ম্মাণ করিয়া এখানে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী এই সহর অধিকার করেন, পরে মরাঠাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সহরের ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে দেশীয় সৈনিকগণের একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তুঙ্গভদ্রানদীর উপর একটী সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হয়।

হরিহর অগ্নিহোত্রিন্, একজন প্রাচীন স্মার্ত্ত। হেমাদ্রি,কামদেব, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ ইঁহার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিহরক্ষেত্র (ক্লী) হরিহরস্য ক্ষেত্রং। তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ পাটলিপুত্রনগরস্থিত ভাগীরথীর উত্তর পারে অবস্থিত। সেই দেশবাসিগণ এই তীর্থকে হরিক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকে। গঙ্গা-গণ্ডকীসঙ্গমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে স্নানের জন্য অনেক লোক এই স্থানে মিলিত হইয়া থাকে। এই তীর্থের বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ হরি গোধন সকল অগ্রে করিয়া হরিক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন তথায় শূলপাণি হর নন্দীর সহিত গোধন সকল রক্ষা করেন ও সেই দিন হইতে তথায় অবস্থিতি করেন বলিয়া এই স্থানের হরিহরক্ষেত্র নাম হয়। দেবগণ এই স্থানে বিচরণ করেন, এই জন্য এই স্থানকে দেববাটও কহে।

"ততঃ স পঞ্চরাত্রাণি স্থিত্বা বৈ বিধিপূর্ব্বকং।
গোধনাগ্রগতঃ কৃত্বা হরিক্ষেত্রং জগামহ ॥
হরিণাধিষ্ঠিতং ক্ষেত্রং হরিক্ষেত্রং ততঃ স্মৃতং।
সদা নন্দী শূলপাণিঃ গোধনেন পুরস্কৃতঃ ॥
দেবানামটনাচ্চৈব দেবাট ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥" (বরাহপু°)

হরিহরক্ষেত্র, তাপীখণ্ডবর্ণিত তাপীনদীতীরস্থ এক পুণ্যস্থান।

হরিহরগঞ্জ, শাহাবাদজেলাস্থ একটী সহর। এখানে হাটবাজার ও বহুলোকের বাস আছে।

হরিহরচাঁদ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় একজন নৃপতি। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হরিহরছত্র, সারণজেলাস্থ গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমে অবস্থিত শোনপুর সহরস্থ একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে হরিহরনাথ মহাদেবের মন্দির আছে এবং তাঁহারই নামানুসারে 'হরিহরছত্র' নামকরণ হইয়াছে। এখানে কার্ত্তিকপূর্ণিমার সময় দশদিন-ব্যাপী একটী মহামেলা হয়। এরূপ বড় মেলা উত্তর ভারতের আর কোথায়ও হয় না। এই মেলায় রাজা মহারাজ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র হইতে সকল প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভার এই মেলায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। [শোনপুর দেখ।]

হরিহরদেব, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

হরিহরপণ্ডিত, আচারসংগ্রহপ্রণেতা।

হরিহরপুর, ১ ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। [হরিপুর দেখ।] ২ মহিসুররাজ্যের কডুরজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। কেম্প তালুকের সদর। এখানে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে উৎকীর্ণ এক খানি শিলালিপি আছে।

হরিহরপুরী, একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। বিষ্ণুপুরী ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিহরপ্রসাদ, রামতত্ত্বভাস্করপ্রণেতা।

হরিহরভট্ট, ১ অমরুশতকের একজন টীকাকার। ২ হৃদয়দূত নামে সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

হরিহর ভট্টাচার্য্য, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। ইনি ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে সময়প্রদীপ রচনা করেন।

হরিহরসিংহ, নেপালের একজন নৃপতি, রাজা শিবসিংহের পুত্র ও লক্ষ্মীনরসিংহের পিতা।

হরিহরস্বামিন্, একজন প্রসিদ্ধ বেদবিদ্। নাগস্বামীর পুত্র, সাধারণতঃ হরিস্বামী নামে খ্যাত। ইনি কাত্যায়নশ্রাদ্ধসূত্র-ভাষ্য, কাত্যায়নস্নানবিধিসূত্রভাষ্য ও শতপথব্রাহ্মণভাষ্য রচনা করেন।

হরিহরানন্দ, একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। ইনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র-টীকা, উত্তরগীতাব্যাখ্যা, ভৈরবীপটল ও বগলামন্ত্রসাধন প্রভৃতি তান্ত্রিকগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

হরিহরাত্মক (পুং) হরিহরেণ আত্মানো যস্য কপ্। ১ গরুড়। ২ শিববৃষ। (ক্লী) ৩ হরিহরক্ষেত্র। (ত্রি) ৪ হরিহরাত্মরূপ।

"অনাদিমধ্যনিধনমেতদক্ষরমব্যয়ং।
তদেব তে প্রবক্ষ্যামি রূপং হরিহরাত্মকং ॥"
(হরিবংশ ১৮১।৩০)

হরিহেতিহূতি (পুং) চক্রবাক।

হরীতকী (স্ত্রী) হরি পীতবর্ণং ফলমিতা প্রাপ্তা ইতি হরীতা ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ;

হরীতকী গাছ। সংস্কৃত পর্য্যায়—অভয়া, অব্যথা, পথ্যা, বয়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, সুধা, কায়স্থা, কন্যা, রসায়নফলা, বিজয়া, জয়া, চেতনকী, রোহিণী, প্রপথ্যা, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ভিষগ্বরা। কোন কোন পুস্তকে ইহার পর্য্যায়ান্তর—ভিষক্প্রিয়া, জীবন্তী, প্রাণদা, জীব্যা, দেবী, বিদ্যা। (রাজনি°)

হরীতকীর বৈজ্ঞানিক নাম Terminalia chebula। হরীতকীফল বা বৃক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গাছ হর, হররা, হরারা; পক্কহরীতকী—হর, পীলেহর, হার, পীলে; শুষ্কফল—বাল-হর, জাঙ্গীহর, কালে-হর; বাঙ্গালায় বৃক্ষ ও ফল—হরীতকী, হত্তুকী, হোরা; ছোটকুড়ি—হরীতকীফুল; কোল—রোলা; হত্রা; সাঁওতাল—রেলি; আসাম—হিলিখা; নেপাল—হেরো; লেপছা—সিলিম, সিলিম-কুঙ্গ; পাহাড়ী—হানা, উড়িষ্যা—করেধা; হরিদর, হরীরা; মঘ—কাজো; মধ্যপ্রদেশ—হররা, হীরদী; গোঁড়—করকা, হাররো, হীর, হোরদা, মহোকা; যুক্তপ্রদেশ—হর, হরৈরা, হরারা; পঞ্জাব—হর, হরাড়, হড়, হসেনা; সিন্ধু—হর; দাক্ষিণাত্য হাল্‌রা, হারলা; পীলা-হালরা, হলদা; বাল-হালরে; জঙ্গী-হালরে; বোম্বাই—হীরদা, হারদা; মরাঠী—হিরদা; বালা-হিরাদে, হরিদাফুল; গুজরাত—হর্লে, পীলো-হর্লে, হরদী হিমগিহীরা, তামিল—কড়ৈক; পীলা-মরদা, কড়ুক্কায়, করকু, করকায়, পিণ্ড-করক্কায়; তেলগু—করক, কড়ুকর, করকু; কণাড়ি—হীরদা, অলালে-কায়ী, অলালে-পিণ্ড, মলয়ালম্-কটুক, কটুকপিল্লি; ব্রহ্ম—পাঙ্গা, সিংহল—আয়ালু, অরলু; আরব—হলীডাজ্, হলীলাজে—আস্ফার, হলিলাজে আস্বাদ; পারস্য—হলিলাহ, হলিলাহে জরদ্; হলিলাহে-সিয়া, চীন—হোলিলে, হো-লজে, ইংরাজী—The chebulic বা Black Myrobalan.

উত্তর-ভারতের কুমায়ুন হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত, দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকায় ১০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ-ভূমে, ব্রহ্মরাজ্যে, সিংহলে ও মলয় প্রায়োদ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জঙ্গলমাত্রেই হরীতকী-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কোয়ম্বাতোর জেলায় গাছগুলি খুব বড় হয়। গঞ্জাম, গুমসর ও গোদাবরীবিভাগে হরীতকীর অভাব নাই। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট-পর্ব্বতমালার সন্নিকটে ও সানুদেশে, বেলগাম, কণাড়া ও সুন্দার নিকটবর্ত্তী ঘাট-প্রদেশে হরীতকীর বহু বন আছে।

"দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ।
কুতো হরীতকী জাতা তস্যাস্তু কতি জাতয়ঃ॥
রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ।
নামানি কতি চোক্তানি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণং॥"(ভাবপ্র°)

একদা সুখে উপবিষ্ট দক্ষপ্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কিরূপে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ইহার জাতিভেদ কতপ্রকার, এই হরীতকীর রস, উপরস, নাম, লক্ষণ, বর্ণ ও গুণের বিষয়ই বা কিরূপ উক্ত আছে, কোন্ জাতি হরীতকী কোন্ রোগে প্রযোজিত হয় এবং কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে কোন কোন রোগ নষ্ট করে? আপনি এই সকল বলিবার একমাত্র উপযুক্ত, অতএব জীবের উপকারের জন্য এই সকল যথাযথ বর্ণন করুন।

প্রত্যুত্তরে দক্ষপ্রজাপতি বলিলেন যে, একদা ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছিলেন, ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমিতে নিপতিত হইলে সেই অমৃতবিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকী ৭ প্রকার যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। এই ৭ প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবুসদৃশ, অর্থাৎ শিরাবিহীন ও গোল। রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনা সূক্ষ্ম, অথচ অপেক্ষাকৃত বৃহৎবীজ ও স্বল্পত্বগ্‌বিশিষ্ট। অমৃতা স্থূলত্বচা অর্থাৎ মাংসস্থূল, ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট। অভয়া পঞ্চরেখাযুক্ত, জীবন্তীর বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, চেতকী তিনটা রেখাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত ৭ প্রকার হরীতকীর আকৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকল হরীতকীর মধ্যে বিজয়া সকল রোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ-বিনাশকারী। পূতনা প্রলেপে উপকারী, অমৃতা সংশোধনের পক্ষে হিতকর, অভয়া চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী, জীবন্তী সকল রোগাপহারক, চেতকী চূর্ণে প্রশস্ত, এই সকল বিবেচনা করিয়া হরীতকী প্রয়োগ করা উচিত।

চেতকী হরীতকী আবার শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী আয়তনে ষড়ঙ্গুল এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আয়তনে এক অঙ্গুল। এই সকল হরীতকীর মধ্যে কোন কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন কোন হরীতকীর আঘ্রাণে, কোন কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকীবৃক্ষের ছায়ায় গমনাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভেদ হয়। এই হরীতকী হাতে করিয়া রাখিলে যতসময় হাতে থাকে, ততসময় ভেদ হয়, হাত হইতে ফেলিয়া দিলে ভেদ বন্ধ হয়। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ এবং যাহাদের ঔষধের প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাদের পক্ষে চেতকী সুখবিরেচনের

পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। এই সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়াই প্রশস্ত সুখসেব্য ও সুলভ। বিশেষতঃ রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

হরীতকী-বৃক্ষ অতি বৃহৎ, শরতে এবং শীতে ইহাদের পত্র ঝরিয়া যায়, বসন্তে পত্রগুলি আবার নূতন করিয়া উদ্গত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহা ঔষধের জন্য প্রয়োজনীয়। যাহারা গাত্রে রঙ্ ব্যবহার করে, তাহাদেরই হরীতকীবৃক্ষের আবশ্যক হয়। ইহার ফলের শাস চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং ইহাতে যদি কোন বস্ত্র ডুবাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার রঙ্ ধূসর হইবে।

হরীতকীফল চর্ম্মকারের আবশ্যকীয় জিনিষ, কাথে পশুর চর্ম্ম শক্ত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে হরীতকী-চূর্ণের আবশ্যক। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ ও নরম হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সংকোচক অম্লরস আছে এবং তদ্দ্বারা সহজেই চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে পারে।

সরকারী বনবিভাগের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, হরীতকী-বিক্রয় করিয়া গবর্মেণ্টের প্রচুর লাভ হয়।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও অন্যান্য পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকে হরীতকীর যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়া যায়। ইহা অনেক সময়ে প্রাণদা বলিয়া উল্লিখিত হয়। সাত প্রকার হরীতকীর বিষয় আমরা জানি, তাহার মধ্যে পক্বহরীতকী এবং জাঙ্গী হরীতকী এই দুই প্রকার হরীতকী কেবল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি গোলাকার, মসৃণ ও ভিতর ফাঁপা নয়, সেইগুলিই ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, সেই প্রকার হরীতকীই ব্যবহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যাহার শাঁস বেশী, বীজ ছোট, সেই হরীতকীই উৎকৃষ্ট। হরীতকী জ্বর, কাশী, প্রস্রাবব্যারাম, ক্রিমি, হাপানী, অর্শরোগ, আমাশয়, বমন, হিক্কা, হৃদ্‌রোগ, প্লীহা, যকৃৎ ও রক্তদূষণ এই সকল দুরূহ রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অন্য সকল প্রকার রোগেই ইহা অন্যান্য ঔষধ-সংযোগে রোগীকে সেবন করান হইয়া থাকে।

এই ফলের রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা আরব-চিকিৎসকগণও জানিতেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রীকলেখক আকটু-য়ারিম্ জানিতে পারিয়াছিলেম। আরবগণ হরীতকীকে ইহলিলাজ বলিত। তাহাদের মত গৃহে যেমন সুগৃহিণী উদরে তেমনি হরীতকী কাজ করে।

যদিও পূর্ব্বে য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ হরীতকীর গুণ অবগত ছিলেন, পরবর্ত্তী তদ্দেশব স হরীতকী ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপরে নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা হরীতকীর বিশেষ গুণ-সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্লেমিং এবং রস্‌বার্গপ্রমুখ য়ুরোপীয় লেখকগণ বিবেচনা করেন যে, হরীতকী এক প্রকার নির্দ্দোষ কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ। বুকানন হ্যামিল্টন বলেন যে, ইহা যে শুধু ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নহে, চর্ম্ম-সঙ্কোচনকার্য্যেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হরীতকী হইতে একপ্রকার স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যায়। হরীতকীগাছের পাতা অনেক সময়ে গৃহপালিত পশুগণের আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এদেশে মুখশুদ্ধ করিবার জন্য হরীতকী খাইয়া থাকে। ইহার স্বাদ তিক্তকষায়, কিন্তু খাইয়া জল খাইলে আমলকীর ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়।

হরীতকীবৃক্ষের আটা হইতে একপ্রকার গঁদের ন্যায় নির্যাস বাহির হয়। গোঁড়জাতিরা ঐ গঁদ সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। উহা বাজারে "বেয়াড়া" বা বহেড়ার আটা বলিয়া বিক্রীত হয়। ঐ গঁদের সহিত বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের নির্য্যাসও থাকে।

দেশীয় লোকেরা হরীতকীফল ভাঙ্গিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দেয় এবং উহার শাঁস চূর্ণ করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখে, ইহাতে যে কস উত্থিত হয় তাহা মলিন হরিদ্রাবর্ণ। উহাতে অনেকে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করে। হরীতকী ও ফুলকুড়িপাতা ফটকিরি-যোগে জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে কাথ হয় তাহা স্থায়ী ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যযোগে বিভিন্ন বর্ণের কাল রঙ্ প্রস্তুত করিতেই হরীতকীর ব্যবহার অধিক। লৌহ-লবণ (Salt of Iron) মাত্রই বিশেষতঃ Proto Sulphate যোগ করিলে বর্ণ কাল হইয়া থাকে। কখন কখন রঙ্ গাঢ় করিতে সামান্য পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঢাকায় হরীতকীর কসের গাঢ় রঙ্ কাল করিতেও Ferrous Sulphate দিয়া থাকে। ছোট নাগপুরে Proto Sulphate of Iron ও কুসুম-ফুল দিয়া কট্রেজা নামক এক প্রকার সুন্দর রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চট্টগ্রামে হরীতকীর সহিত তিরসুটী (Caeslpinia Saphan) মিলাইয়া কাল রঙ্ করে। হরীতকীর সহিত কতক পরিমাণে Ferrous Sulphate দিয়া খাকীর রঙ্ করা হয়। হরীতকী, বহেড়া ও টৌড়ী একত্র করিয়া হিরাকস দিলে উৎকৃষ্ট কাল রঙ্ হয়। ঐ জল কালকালীরূপে ব্যবহার করা যায়। উহাতে একটু নীল-বড়ী দিলে ব্লুব্ল্যাক কালী হয়। মান্দ্রাজেও এই প্রথায় হরীতকীর রঙ্ বাহির করে। যুক্তপ্রদেশে হরীতকী হইতে সাধারণে কাল রঙ্ করে, কিন্তু কখন কখন নীল ও হরিদ্রাযোগে সবুজ, নীলযোগে গাঢ়নীল ও খদিরযোগে পাটকিলা রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরীতকীর রঙ্ পাকা করিবার শক্তি

আছে। কুসুমফুল, আল্, মঞ্জিং, হলদি ও তেঁতুল প্রভৃতির রঙ্ পাকা করিতে হরীতকী, হীরাকস্ ও লোহমাটী একত্র মিশাইয়া যে কাল আটা হয়, তাহা জুতা ক্রস করিতে অথবা অশ্বসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তসর, কোরা, এড়ি বা পশম রঙ্ করিতে হরীতকীর ছাল, বাব্‌লা সুঁটীর সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিলাইলে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্নবর্ণ পাওয়া যায়। ইহার ফুল কুড়িতে ১৩°১ টানিক এসিড্ থাকায় পশম ফিকা হলদে রঙ্ হইয়া থাকে।

বস্ত্রাদির অপেক্ষা চামড়াপরিষ্কার ও রঙ্ করিবার জন্যই হরীতকীর বহুল ব্যবহার এবং এই কারণেই হরীতকী পণ্য রূপে সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

হরীতকী লবণরস ভিন্ন পঞ্চ রসযুক্ত, অর্থাৎ মধুর, অম্ল, তিক্ত, কষায়রসযুক্ত। তন্মধ্যে কষায় রসই প্রধান। রসনেন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য। রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর, বিপাক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুস্কর, মাংসবর্দ্ধক, অনুলোমক, শ্বাস, কাশ, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রমি, বিস্বরতা, গ্রহণীরোগ, বিবন্ধ, বিষম জ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমি, হিক্কা, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, হরীতকীগত মধুর তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রোগ সকল ও পিত্ত নষ্ট হয়, কটু, তিক্ত ও কষায় রস দ্বারা কফ এবং অম্লরস দ্বারা বায়ু নষ্ট হয়। কটু রস ও অম্ল রস দ্বারা পিত্তবৃদ্ধি অথবা তিক্ত কষায় রস দ্বারা বায়ু-বৃদ্ধি হয় না। হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটুরস এবং অস্থিতে কষায় রস অবস্থিত।

যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোল, ভারযুক্ত এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত ফলদায়ক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্তরূপ নূতন ও স্নিগ্ধাদি গুণযুক্ত এবং যাহার পরিমাণ দুই কর্ষ, সেই হরীতকী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবনে মলশোধিত, এবং সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মল-রোধ ও ভর্জ্জিত হরীতকীসেবনে ত্রিদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। আহারের সহিত হরীতকীসেবনে বুদ্ধির বিকাশ, বল বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু বিনষ্ট হয় এবং মূত্র, পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহ বিনির্গত হইয়া যায়। আহারান্তে হরীতকী-ভক্ষণ করিলে অন্নপান-কৃত দোষ হেতু বাত, পিত্ত ও কফজন্য পীড়া সত্বরই আরোগ্য হয়। হরীতকী লবণের সহিত ভোজন করিলে কফ, চিনির সহিত ভোজনে পিত্ত, ঘৃত সহ সেবনে বাতজরোগ, এবং গুড়ের সহিত সেবনে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঋতুবিশেষে যথাবিধি অনুপানে হরীতকী সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া রসায়ন হইয়া থাকে। অনুপানবিশেষে এই হরীতকীসেবনকে ঋতু-হরীতকী কহে। এই ঋতু-হরীতকী সকল প্রকার রসায়নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব এবং শরতে চিনি, হেমন্তে শুঁঠ, বসন্তে পিপুল, গ্রীষ্মে মধু এবং প্রাবৃট্‌কালে গুড়ের সহিত সেবনীয়। এক তোলা পরিমাণ হরীতকীচূর্ণ এবং ১ তোলা পরিমাণ অনুপান দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ প্রশমিত হয় এবং ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

পথপর্য্যটনের অত্যন্ত ক্লান্ত, বলহীন, রুক্ষশরীর, কৃশ, উপবাসী বা পিত্তপ্রবল, অথবা যাহার রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহাদিগকে হরীতকী ভক্ষণ করিতে দিবে না, গর্ভবতী রমণীমাত্রেরই ইহা ভোজন নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

নিরুক্তিতে লিখিত আছে যে, হরের ভবনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম হরীতা, এবং সকল রোগ হরণ করে বলিয়া ইহাকে হরীতকী কহে।

"হরস্য ভবনে জাতা হরীতা চ স্বভাবতঃ।
হরয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥" (নিরুক্তি)

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—

"হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভূয়স্তকতি যদ্বপুঃ।
হরীতকী তু সা প্রোক্তা তকতির্দীপ্তবাচিকা॥" (রাজনি°)

ইহা সেবনে হঠাৎ ব্যাধিসকল প্রশমিত এবং শরীর প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য উহার নাম হরীতকী হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, মাতা কুপিতা হইলেও, হরীতকী কুপিতা হয় না।

"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।" (ব্যাকরণ)

প্রবাদ আছে যে, পাকা হরীতকী খাইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। সে ব্যক্তি অমর হইয়া থাকে। হরীতকীবৃক্ষে একটী করিয়া হরীতকী পাকিয়া থাকে, দেবগণ সেই হরীতকী গ্রহণ করেন, এই জন্য নরলোক ঐ হরীতকী প্রাপ্ত হয় না। ভাগ্যদৃষ্ট বশতঃ যদি কেহ ঐ হরীতকী প্রাপ্ত হয় এবং সেবন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর জরামৃত্যুর ভয় থাকে না।

চরকে লিখিত আছে যে, হরীতকী পঞ্চ রসবিশিষ্ট, ইহাতে কেবল মাত্র লবণ রস নাই, ইহা ভিন্ন আর সকল রসই ইহাতে আছে। হরীতকী উষ্ণবীর্য্য, মঙ্গলজনক, দোষের অনুলোমক, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, আয়ুর হিতকর, পুষ্টিজনক, উপাদেয়, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বরোগপ্রশমক এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বলকারক। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডু, মেদোরোগ, অর্শঃ, গ্রহণী, সকল প্রকার জ্বর, অতিসার, অরুচি, কাস, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, নূতন উদররোগ, কফপ্রসেক, স্বরবিকৃতি, বিবর্ণতা,

কামলা, ক্রমি, শোথ, ক্লৈব্য, অঙ্গাবসাদ, বিবিধ প্রকার স্রোত, বিবদ্ধতা, হৃদয় ও বক্ষের লিপ্তত্ব এবং স্মৃতিবিভ্রংশ ও বুদ্ধিবিভ্রংশ-নাশক। (চরক চিঃ ১ অঃ) ২ বাল হরীতকী, ইহাকে চলিত জাঙ্গী হরীতকী কহে।

হরীতকীখণ্ড (পুং) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিফলা, মুথা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুল্ফা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেকে ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল। যথাবিধানে এই হরীতকীখণ্ড পাক করিবে। সাধারণতঃ মাত্রা ১ তোলা, রোগীর অবস্থা ও অগ্নির বলাবল অনুসারে এই মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। অম্লশূলে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

হরীতকীতৈল (ক্লী) হরীতকীফলোদ্ভব তৈল, হত্তুকীফলের তৈল। গুণ—শীতল, কষায়, মধুর, কটু, সকল ব্যাধিনাশক, পথ্য এবং নানাবিধ ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজনি°)

হরীতকীরসায়ন (পুং) চরকোক্ত রসায়ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, পঞ্চমূলের কাথ, পিপুল, যষ্টিমধু, মৌলফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশী-বীজ, জীবক, ঋষভক ও ক্ষীরবিদারী এই সকল দ্রব্যের কল্ক, ৮ গুণ দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৬৪ সের, ঘৃত ৬৪ সের। যথা-বিধানে ইহা পাক করিবে। রোগীর বলাবল অনুসারে ইহার মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই রসায়ন পরিপাক পাইলে ঘৃত ও দুগ্ধ সহ শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্নভোজন করিয়া উষ্ণজল পান করিবে। এই রসায়নসেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অভিচার ও ভয় অপগত হইবে। শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বল অতুল হইবে, কোন প্রকার চেষ্টাই বিফল হইবে না। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হইবে। (চরক চিঃ ১ অঃ)

হরীতক্যাদি (পুং) মূত্রকৃচ্ছ্ররোগাধিকারোক্ত কষায়ৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, মজ্জা, পাষাণভেদী, ধনে ও দুরালভা, এই সকল সমপরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়। এই কাথ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অতিশয় দাহযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° মূত্রকৃচ্ছ্ররোগা°)

হরীতক্যাদিবর্ত্তি (স্ত্রী) নেত্ররোগাধিকারোক্ত বর্ত্তিভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহা চক্ষুতে দিলে কণ্ডূ ও তিমিররোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

হরীতকীবীজ (ক্লী) হরীতক্যা বীজং। হরীতকীর অস্থি, হত্তুকীর আঁটি। গুণ—চক্ষুর হিতকর, গুরু, বাতনাশক ও পিত্তঘ্ন। (বৈদ্যকনি°)

হরীন্দ্রবৈশেষিকা (স্ত্রী) ১ রেণুকা, রেণুক। (চরকসূ° ২ অ°) ২ নির্গুণ্ডী, চলিত নিশিন্দা। ৩ কম্পিল্লক, চলিত কমলাগুঁড়ি।

হরীষা (স্ত্রী) মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। হিন্দী—আস।

"পাকপাত্রে তু বৃহতি মাংসখণ্ডানি নিঃক্ষিপেৎ।
পানীয়ং প্রচুরং সর্পিঃ প্রভূতং হিঙ্গুজীরকং॥
হরিদ্রামাদ্রকং শুণ্ঠী লবণং মরিচানি চ।
তণ্ডুলাংশ্চাপি গোধূমান্ জম্বীরাণাং রসান্ বহূন্॥
যথা সর্ব্বাণি বস্তূনি সুপক্কানি ভবন্তি হি।
তথা পচেত্তু নিপুণো বহুমণ্ডস্থিতির্যথা।
এষা হরীষা বলকৃদ্বাতপিত্তাপহা গুরুঃ।
শীতোষ্ণা শুক্রদা স্নিগ্ধা সরা সন্ধানকারিণী॥"
(ভাবপ্র°)

প্রস্তুতপ্রণালী—একটী বৃহৎ পাকপাত্রে মাংসখণ্ড সকল নিঃক্ষেপ করিয়া পরিমাণমত জল, ঘৃত, হিঙ্গু, জীরা, হরিদ্রা, আদা, শুণ্ঠী, লবণ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও গোঁড়ালেবুর রস এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন ইহা মণ্ডের ন্যায় হইয়া যাইবে, তখন নামাইতে হয়। এইরূপে পাক করিলে ইহাকে হরীষা কহে। গুণ—বলকারক, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, সমশীতোষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, এবং তন্ত্রাদিসন্ধানকারক।

হরীফ্ (আরবী) ১ চতুর, দক্ষ। ২ প্রতিদ্বন্দ্বী। ৩ সঙ্গী, বন্ধু।

হরুঠাকুর, পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত একজন কবি। কবিওয়ালা নামে বিখ্যাত। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রঘুনাথ দাস নামক এক তন্তুবায়ের নিকট প্রথমে কবিতা রচনা শিক্ষা করিতেন। তৎপরে তিনি কবির দলে সখ করিয়া গান বাঁধিতে আরম্ভ করেন। শুনা যায়, এক দিন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দল উপস্থিত, হরুঠাকুর সখ করিয়া সেই দলে গান বাঁধিয়া গাইতে ছিলেন, রাজা তাঁহার রচনা ও গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজোড়া শাল প্রদান করেন। তিনি কিন্তু আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া সেই শাল তৎক্ষণাৎ এক ঢুলির মাথায় ফেলিয়া দেন। তাঁহার রচনা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার রচিত বহু কবির গান প্রচলিত আছে। একটী উদাহরণ দিতেছি—

"হরিনাম লইতে অলস হও না, রসনা যা' হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হ'ল না ব'লে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে॥"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। [কবি দেখ]

হরূব, মান্দ্রাজপ্রদেশের সালেমজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, মোরাপুর রেলওয়েষ্টেশন হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গ ও গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে একখানি প্রাচীন শিলালিপি আছে। হরূব ও মোরাপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে আদিম অধিবাসীদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়।

হরেক্ (হিন্দী) প্রত্যেক।

হরেণু (স্ত্রী) হ্রীয়তে ইতি হৃ (কৃহৃভ্যামেণুঃ। উণ্ ২।১) ইতি এণু। ১ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। ২ কুলযোষিৎ। (পুং) ৩ সতীল।

হরেণুক (পুং) হরেণুরিব কন্। ১ কলায়। (রাজনি°) ২ বৃহচ্চনক, বড়ছোলা। ৩ পর্পটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ হরেণুকা, রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ কলায় মটর।

হরোচ্ছেদ, বৃহন্নীলতন্ত্রোক্ত একটী প্রাচীন তীর্থ।

হরৌবতী, ১ পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী সারস্বত বা সরস্বতীনদী প্রবাহিত ভূভাগ,পারস্তরাজ দারয়বুসের শিলালিপিতে 'হরৌবতিস্' নামে প্রসিদ্ধ। ২ কোটারাজ্যের প্রাচীন নাম। [কোটা দেখ।]

হর্ষ্ নাথ ঝা, একজন প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি। মোদনাথ ঝা ও গোপাল ঠাকুরের শিষ্য। দরভঙ্গাজেলার অন্তর্গত উজাইন গ্রামে সোতি ব্রাহ্মণকুলে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বনারস্ কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দরভঙ্গামহারাজের সভা-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ইঁহার রচিত মৈথিল, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও মৈথিল ভাষায় মিশ্রিত একাধিক প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধসমূহের মধ্যে 'উষাহরণ' অতি প্রসিদ্ধ।

হর্জর, প্রাগ্জ্যোতিষের একজন প্রাচীন নৃপতি।

হর্জ্জল, যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর ও খেরিবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মুখে শুনা যায় যে, পূর্ব্বে ইহারা আহীর-গোয়ালা ছিল ও চিতোরে বাস করিত। মুসলমানেরা চিতোর আক্রমণ করিলে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যোগী ও ভিক্ষুকের বেশে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসে, নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিত বলিয়া তাহারা 'হরচো-লিয়া' নামে খ্যাত হইয়া ছিল, হর্জ্জল হরচোলিয়া শব্দেরই অপ-ভ্রংশ। আবার কাহারও কাহারও মতে 'হর' অর্থাৎ সকলেরই 'জল' গ্রহণ করে বলিয়া ইহারা 'হর্জ্জল' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহ্ রাইচী, খৈরাবাদী ও লখ্নবী এই তিনটী থাক দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই হিন্দু যোগী। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষাবৃত্তিই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা এক প্রকার গান করিয়া থাকে, তাহা 'সর্বন্' নামে খ্যাত। উনাও জেলায় 'সরবন্' নামে একটী গ্রাম আছে, তাহা হইতেই উক্ত নাম হইয়াছে। দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধকমুনির পুত্রবধ ঘটনা অব-লম্বন করিয়া তাহারা উক্ত করুণরসাত্মক গান রচনা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাষ, ঘেসেড়া ও মজুরী করে, কেহ বা মহিষ পুষিয়া তাহার ঘৃত বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

হর্ত্তব্য (ত্রি) হৃ-তব্য। হরণযোগ্য, হরণের উপযুক্ত।

হর্ত্তৃ (পুং) হরতি ধ্বান্তমিতি হৃ-তৃচ্। ১ সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥" (সূর্য্যস্তব)

(ত্রি) ২ হরণকর্ত্তা, হরণকারক। ৩ বহনকারক, সংহার-কারক, গ্রহণকারক।

হর্দ্দা, ১ মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদজেলার অধীন একটী তহশীল বা মহকুমা। ভূপরিমাণ ১৯৪২ বর্গমাইল।

২ উক্ত তহশীলের সদর ও একটী নগর। অক্ষা° ২২° ২১´ উঃ দ্রাঘি° ৭৭° ৮´ পূঃ। বোম্বাইপথের ধারে অবস্থিত। মরাঠা-দিগের অধিকারকালে এখানে একজন আমীর বা শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্ জন মাকোম তাঁহার সৈন্যদলের প্রধান ছাউনি করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার আসিষ্টাণ্ট কমিশনারের চেষ্টায় এখানে একটী জল-বাধ প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই নগরের আরও উন্নতি হইয়াছে। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

হর্দুয়াগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের আলীগড়জেলার একটী প্রসিদ্ধ নগর। আলীগড় হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৬´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°১১´ ৪০ পূঃ। প্রবাদ, কৃষ্ণের দাদা বলরাম এই নগর পত্তন করেন। দিল্লী মুসলমানকবলে পড়িলে চৌহান রাজপুতগণ এই স্থান দখল করিয়া বসেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এই স্থান লুণ্ঠন করে। এখানে সারি সারি নানাপ্রকার দোকান-শোভিত সুন্দর বাজার, পুলিশষ্টেশন, ডাকঘর ও ইংরাজী স্কুল আছে। এইস্থানে প্রধানতঃ লবণ, কড়ি, তক্তা ও বাঁশের আমদানী হয়, কার্পাস প্রভৃতি নানাবিধ শস্যেরও রপ্তানি হইয়া থাকে।

হর্দ্দোই, অযোধ্যার সীতাপুরের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ হইতে ২৭°৪৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ এবং ৮০° ৫২´ পূঃ মধ্য। গোমতী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী একটী চতুষ্কোণ স্থান জুড়িয়া এই জেলা অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৩১১৬ বর্গমাইল। এই জেলা একটি সমতলভূমি, ইহার মধ্যে যে স্থানটি সর্ব্বোচ্চ তাহা ৪৯০ ফিট্ উচ্চ। এই জেলায় সাতটি

নদী—গঙ্গা, রামগঙ্গা, গারা, সুখেতা, সাইবাইড়া এবং গোমতী। এ ছাড়া অনেকগুলি বড় বড় বিল আছে, ইহাদের মধ্যে সান্দি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রসারে ১ মাইল। এই বিলগুলি হইতে খাল নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে কৃষি-কর্ম্মোপযোগী করা হইয়াছে। এখানে অনেক বড় বড় অরণ্য আছে। এই সমস্ত বনে নানারূপ হিংস্রপশু বিচরণ করে। বাঘ, চিতাবাঘ, কৃষ্ণসার হরিণ ও নীলগাই এই স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বলরাম এইস্থানে আসিয়াছিলেন। নিম্খবে আসিয়া তিনি কয়েকজন তপস্যারত মুনি দেখিতে পাইলেন। এই মুনিদিগের মধ্যে কোন একজন তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়ান নাই বা সম্মান-সূচক অভ্যর্থনা করেন নাই ইহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া একটি কুশের আঘাতে তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন এবং সেই ব্রহ্ম-হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি যোগীদিগের তপস্যাবিঘ্নকারী বিল নামক দৈত্যকে মারিয়া ইহাদিগকে নিরাপদ করেন।

মুসলমানগণ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এই জেলাতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। আফ্গান ও মোগলগণের ভারতসাম্রাজ্য লইয়া এইখানে বিস্তর রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে হর্দোইবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত। মুসল-মান অধিবাসিগণ এই জেলার মধ্যে কতকগুলি নিরাপদ স্থান অধিকার করিয়া অযোধ্যার রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসির সময়ে এই জেলাটী বৃটীশ-শাসনাধীন হয়। সিপাহীবিদ্রোহের পর এই স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামলীলা উপলক্ষে বিলগ্রামে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। প্রায় ৪০ হাজার লোক এইস্থানে সমবেত হয়। হর্ওয়ারেণেও একটী বৃহৎ মেলায় প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক লোক সমাগত হয়। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের মতই এই জেলার জল-হাওয়া। এখানে অযোধ্যার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বৃষ্টিপাত কম হয়। পশ্চিমা ও কুরু নামক পশুব্যাধিতে গৃহপালিত জন্তু গুলি সচরাচর মারা যায়। জরেই এ অঞ্চলের অধিকসংখ্যক লোক মারা পড়ে। তাহা ছাড়া অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও আছে।

২ উক্ত হর্দোই জেলার একটি মহকুমা। ভূপরিমাণ ৬৩৮ মাইল। গ্রামসংখ্যা প্রায় ৪৬৭।

৩ হর্দোই জেলার শাসনকেন্দ্র। অন্যূন ৭৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঠঠেরাদিগকে পরাজিত করিয়া চামার গৌড়গণ এই সহরটী স্থাপিত করে।

হর্দোই, রায়-বরেলীজেলার অন্তর্গত দিগ্বিজয়গঞ্জের অধীনস্থ পরগণা। ইহা পূর্ব্বে ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে জৌনপুরের ইব্রাহিম সার্কি ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই স্থান দখল করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই স্থানের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে।

২ উক্ত দিগ্বিজয়গঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি সহর। সুল-তান ইব্রাহিম যখন এই পরগণাটী জয় করেন, তখন তিনি এই স্থানে একটী মৃত্তিকাদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হর্ম্মন্ (ক্লী) হরতি গ্লানিমিতি হৃ-মনিন্। জৃম্ভণ, চলিত হাই।

হর্ম্মিত (ত্রি) হর্ম্মজাতমস্যেতি ইতচ্। ১ ক্ষিপ্ত। ২ দগ্ধ। ৩ জৃম্ভিত।

হর্ম্মুট (পুং) ১ সূর্য্য। ২ কচ্ছপ।

হর্ম্ম্য (ক্লী) হরতি জনমনাংসীতি হৃ অন্যাদিত্বাৎ যৎ মুট্ চ। ধনীদিগের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি রচিত গৃহ। স্বস্তিক অট্টালিকা প্রভৃতিও হর্ম্ম্যপদবাচ্য। রাজভবন ব্যতীত ধনিভবন মাত্রকেই হর্ম্ম্য কহে। অমরটীকায় রায়মুকুট এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ধনিনাং ব্যবহারিকাদীনাং বাসঃ কাষ্ঠেষ্টকাদিনা কৃতং ধবল-গৃহং হর্ম্ম্যাদ্বিসংজ্ঞকং স্যাৎ, হরতি মনো হর্ম্ম্যং আদিশব্দেন স্বস্তিকাট্টালিকাদেগ্র্রহণং ধনিনাং রাজব্যতিরিক্তানাং বাসোগৃহং" (রায়মুকুট)

হর্ম্ম্যোর্চ্চা (ত্রি) হর্ম্ম্যস্থিত। "তে হর্ম্ম্যোর্চ্চাঃ শিশবোন শুভ্রাঃ" (ঋক্ ৭।৫৬।১৬) 'হর্ম্ম্যোর্চ্চাঃ হর্ম্ম্যেস্থিতাঃ' (সায়ণ)

হর্য্য, ১ ক্লম। ২ গতি। ভ্বাদি°, পরস্মৈ, ক্লামনে অক°, গত্যর্থে সক°, সেট্, হর্য্যতু। লিট্ জহর্য্য। লুট্ হর্য্যিতা, লুঙ্ অহর্য্যাৎ।

হর্য্যক্ষ (পুং) হরি পিঙ্গলং অক্ষি যস্য, ষচ্। ১ সিংহ। (অমর) ২ কুবের। (জটাধর) ৩ পৃথুর পুত্র। (ভাগব° ৪।২২।৫৪) ৪ অসুরভেদ, হিরণ্যাক্ষ। (ভাগব° ৩।১৮।১৮) (ত্রি) ৫ পিঙ্গলনেত্র।

"তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলং।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা ॥" (ভারত ৩।৩০।৭৫)

হর্য্যত (পুং) হর্য্যতি গচ্ছতীতি হর্য্য (ভৃমৃদৃশিযজীতি। উণ্ ৩।১১°) ইতি অতচ্। ১ ঘোটক। ২ অশ্বমেধীয় অশ্ব।

হর্য্যবন (পুং) কৃতের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।১৭)

হর্য্যশ্ব (পুং) হরিনামা হরিবর্ণো বা অশ্বো যস্য। ১ ইন্দ্র। হরিনামা হরিবর্ণো বা অশ্বঃ কর্ম্মধারয়। ২ ইন্দ্রাশ্ব। ৩ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজভেদ, দিবোদাসের পিতামহ। (ভারত) ৪ দৃঢ়াশ্বের পুত্র। (ভাগব° ৯।৬।২৪) ৫ ধৃষ্টকেতুর পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ৬ পৃষদশ্বের পুত্র। ৭ চক্ষুর পুত্র। ৮ অনরণ্যের পুত্র। (বহুবচনে) ৯ দক্ষের পুত্রগণ। (ভাগব° ৬।৫।১)

হর্য্যশ্বচাপ (পুং) ইন্দ্রধনুঃ।

হর্য্যশ্বত (পুং) কৃতির পুত্র। (হরিবংশ)

হর্য্যশ্বপ্রসূত (ত্রি) ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত। "প্রদিষ্টা দিবে দিবে হর্য্যশ্বপ্রসূতাঃ" (ঋক্ ৩৩০।১২) 'হর্য্যশ্ব-প্রসূতাঃ হরী অশ্বৌ যস্যাসাবিতি হর্য্যশ্ব ইন্দ্রঃ তেন প্রেরিতাঃ' (সায়ণ)

হর্য্যাত্মন্ (পুং) উত্তম মন্বন্তরের ব্যাস। (বিষ্ণুপু° ৩৩।১৬)

হর্য্যানন্দ (পুং) রামানন্দের একজন প্রসিদ্ধ শিষ্য।

হর্ষ (পুং) হৃষ তুষ্টৌ ঘঞ্। ১ ইষ্টশ্রবণজন্য সুখ, ইষ্টশ্রবণজন্য আনন্দ, সুখ, আমোদ। পর্য্যায়—আহ্লাদ, মুদ্, প্রীতি, প্রমদ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, শাত, সুখ, মুদা, মুদিতা, আনন্দি, নন্দি, সাত, সৌখ্য। কেহ কেহ বলেন যে, মুদাদি করিয়া ৭টী পর্য্যায়ক শব্দ প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুখজন্য যে বিকার তাহাকে প্রীতি কহে। আনন্দথু আদি করিয়া ৫টী শব্দ হর্ষ অর্থাৎ সুখার্থে ব্যবহৃত হয়।

"কেচিত্তু মুদাদিসপ্তকং প্রীতৌ আনন্দথ্বাদিপঞ্চকং সুখে। প্রীতিশ্চ সুখজো বিকারঃ।" (ভরত) ২ কন্দর্পের পিতা।

"কন্দর্পো হর্ষতনয়ো যোঽসৌ কামো নিগদ্যতে।
স শঙ্করেণ সংদগ্ধো হ্যনঙ্গত্বমুপাগতঃ॥" (বামনপু° ৫ অ°)

৩ রোমাঞ্চ। 'হৃষ্যেতে হর্ষযুক্তৌ ভবতঃ হর্ষশ্চ রোমাঞ্চপ্রায়ঃ॥' (নিদানটীকা বিজয়র°) ৪ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (রাজনি°)

হর্ষ, একজন প্রসিদ্ধ শব্দশাস্ত্রবিৎ। ইনি দ্বিরূপকোষ, শ্লেষার্থপদসংগ্রহ ও কান্তালীয়খণ্ড নামে সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন।

২ গীতগোবিন্দটীকারচয়িতা। ৩ শ্রীহর্ষ নামে খ্যাত, হীরের পুত্র, ইনি নৈষধচরিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচনা করেন। নৈষধচরিতে অর্ণববর্ণন, গৌড়োর্ব্বীশ কুলপ্রশস্তি, ছন্দঃপ্রশস্তি, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিজয়প্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি ও স্থৈর্য্যবিচারণ ইত্যাদি শ্রীহর্ষরচিত আরও কএকখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

হর্ষক (পুং) হর্ষয়তীতি হৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ পর্ব্বতবিশেষ। (ত্রি) ২ হর্ষকারক, হর্ষজনক, সুখজনক।

হর্ষকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, কর, হর্ষস্য করঃ। হর্ষজনক, সুখজনক।

হর্ষকীর্ত্তি (পুং) বৈদ্যকসারগ্রন্থরচয়িতা।

হর্ষকীর্ত্তি, একজন প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য, তপাগচ্ছের নাগপুরীর শাখার একজন প্রধান আচার্য্য। ইনি জ্যোতিঃসার, জ্যোতিঃসারোদ্ধার, ধাতুতরঙ্গিণী নামে সারস্বত ব্যাকরণের ধাতুপাঠের টীকা, যোগচিন্তামণি নামে বৈদ্যক, শারদীয়াখ্য নামমালা ও শ্রুতবোধবৃত্তি রচনা করেন।

হর্ষকীলক (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"নারী পদদ্বয়ং ধৃত্বা কান্তস্যোরুযুগোপরি।
কটিমালোড়য়েদাশু বন্ধোঽয়ং হর্ষকীলকঃ॥" (স্মরদীপিকা)

হর্ষকুলাগ্রণী, কাব্যপ্রকাশটীকাকার।

হর্ষগণি, একজন জৈন জ্যোতির্বিদ্। গণককুমুদকৌমুদী নামে করণকুতূহলটীকা-প্রণেতা।

হর্ষগুপ্ত, মগধের গুপ্তবংশীয় একজন রাজা, কৃষ্ণগুপ্তের পুত্র ও মৌখরি আদিত্যবর্ম্মের শ্যালক।

হর্ষচরিত (ক্লী) বাণভট্টরচিত হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যায়িকা।
[হর্ষবর্দ্ধন দেখ।]

হর্ষট, জয়দেবরচিত ছন্দঃশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

হর্ষণ (ক্লী) হৃষ-ল্যুট্। হর্ষ, আনন্দ। (ধরণি) (পুং) বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ যোগ। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে ইহা শুভযোগ, সকলপ্রকার শুভকর্ম্মই এই যোগে করা যাইতে পারে। এই যোগে যাত্রা প্রভৃতি করিলে হর্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম হর্ষণযোগ। এই যোগে কেহ জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার সুন্দর শরীর ও চক্ষুঃ পদ্মের ন্যায় হইয়া থাকে, সেই জাতক শাস্ত্রজ্ঞ ও বিনয়ী হয়।

"সুচারুগাত্রং স্ফুটপদ্মনেত্রং শাস্ত্রপ্রযত্নে বিনয়োপপন্নঃ।
প্রসূতিকালে যদি হর্ষণঃ স্যা-দমর্ষণো নৈব জনঃ কদাচিৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

৩ চক্ষুরোগবিশেষ, ইহাকে শিরাহর্ষও কহে। কম্পন, মোহবশতঃ শিরোৎপাতরোগী চিকিৎসিত না হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নেত্র চন্দ্রবর্ণ ও অত্যন্ত স্রাববিশিষ্ট হয়। ইহাতে রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°) ৪ শ্রাদ্ধবিশেষ। ৫ শ্রাদ্ধদেব। (ক্লী) ৬ শুক্রধাতু। (রাজনি°) (ত্রি) ৭ হর্ষণকারক।

"এবং সুকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণং॥
মহদ্ভির্ভৈরভীতানাং যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনং॥ (ভারত ৭।৩১।৭৬)

হর্ষণী (স্ত্রী) ১ কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। ২ ভঙ্গা, ভাং, সিদ্ধি।

হর্ষণীক্রিয়া (স্ত্রী) সুরাপান জন্য হর্ষোৎপাদক ক্রিয়া।

"নাবিক্ষোভ্য মনো মদ্যং শরীরমবিহত্য বা।
কুর্য্যান্মদাত্যয়ং তস্মাদিষতে হর্ষণীক্রিয়া॥"
(বাভট চি° ৭ অ°)

হর্ষনাদ (পুং) হর্ষসূচকো নাদঃ। আনন্দধ্বনি। হর্ষ, হর্ষনিঃস্বন। (পুং) আনন্দসূচকশব্দ, আনন্দধ্বনি, আনন্দসূচকধ্বনি।

হর্ষদত্ত, সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। ইহার পুত্রও বোধবিলাস নামে একখানি শৈবগ্রন্থ রচনা করেন।

হর্ষদেব, ১ প্রসিদ্ধ ভারতসম্রাট্। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ।] ২ ভগদত্তবংশীয় প্রাগ্‌জ্যোতিষের এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা। ইনি হরিষ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।] ৩ চন্দ্রাত্রেয়বংশীয় একজন পরাক্রান্ত নৃপতি। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ

ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। চাহমানবংশীয় কঞ্চুকাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। [চন্দ্রাত্রেয়বংশ দেখ।]

৪ কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দে রাজত্ব করিতেন। [কাশ্মীর দেখ।] ৫ মালবের পরমারবংশীয় একজন রাজা। ২ সীয়ক নামেও খ্যাত, রাজা বৈরিসিংহের পুত্র ও ২য় বাক্‌পতি রাজের পিতা। [পরমারবংশ দেখ।]

হর্ষধর, কেশবীজাতকপদ্ধতির উদাহরণ-রচয়িতা।

হর্ষনাথ-শর্ম্মন্, একজন সংস্কৃত কবি। ইনি মিথিলাধিপ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের জন্য উষাহরণ নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। [হর্ষনাথ দেখ।]

হর্ষময় (ত্রি) হর্ষ স্বরূপে ময়ট্। হর্ষস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সুখময়।

হর্ষমল্ল (পুং) হর্ষদেব। [হর্ষদেব দেখ]

হর্ষমিত্র (পুং) কম্পনের একজন রাজা। (রাজত° ৮।৫১১)

হর্ষয়িত্নু (পুং) হর্ষয়তীতি হৃষ তুষ্টৌ নিচ্ (স্তনিহৃষিপুষীতি। উণ্ ৩।২৯) ইতি ণেরিত্নুচ্। ১ পুত্র। (ক্লী) ২ স্বর্ণ। (ত্রি) ৩ হর্ষণশীল।

হর্ষবৎ (ত্রি) হর্ষ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

হর্ষরাম, ভক্তিমঞ্জরী নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

হর্ষবর্দ্ধন, একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ, শ্রীবর্দ্ধনের পুত্র, লিঙ্গানুশাসন-রচয়িতা।

হর্ষবর্দ্ধন, ভারতের একজন প্রসিদ্ধ বৈশ্যসম্রাট্। উত্তর ভারতে যে সকল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ আপনাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী ভারতের বাহিরেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বৈশ্য-সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বকালের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত উপাদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান ব্যতীত তাঁহার সময়ের অনেক বিষয় হিউএন্ সিয়ঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত, হুইলিলিখিত চীনপরিব্রাজকের জীবনচরিত, বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং চীনরাজকীয় কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাণ্বীশ্বরে (বর্ত্তমান থানেশ্বরে) বৈশ্যজাতীয় প্রভাকরবর্দ্ধন নামক একজন প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। ইনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ এবং মালবদেশ, উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের হূণরাজ্য ও গুর্জ্জরদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি গুপ্তবংশীয়দিগের দৌহিত্র ছিলেন।

প্রভাকরের রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র জন্মে। পিতার শেষ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে পরাজিত করিবার জন্য উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রেরিত হন। ইঁহার কিছুদিন পরে হর্ষবর্দ্ধনও একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। হর্ষের বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষমাত্র।

শত্রুর অন্বেষণে রাজ্যবর্দ্ধন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবেশ করিলে হর্ষবর্দ্ধন পর্ব্বতমুখে মৃগয়া করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল যে, দারুণজ্বরে বৃদ্ধ মহারাজ শয্যাগত। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কনিষ্ঠ দেখিলেন যে, পিতার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। অল্পদিন পরেই, শত্রুজয়ী রাজ্যবর্দ্ধন প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই প্রভাকর মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন। বেশ বুঝা যায় যে, এই সময়ে যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধনের অনুপস্থিতির সুযোগে কেহ কেহ কনিষ্ঠকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই যুবরাজ আসিয়া (৬০৫ খৃঃ অব্দে) পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পরমা সুন্দরী ও অসামান্য-গুণবতী প্রভাকরের রাজ্যশ্রী নাম্নী একটী দুহিতাও ছিলেন। বৌদ্ধ সম্মতীয় মতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কান্যকুব্জরাজ মৌখরি গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই রাজ্যবর্দ্ধন শুনিতে পাইলেন যে, মালবাধিপতি তাঁহার ভগিনীপাতির প্রাণসংহার করিয়া ভগিনীকে শৃঙ্খলচুম্বিতচরণে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। অবিলম্বে দ্রুতগামী দশসহস্র সৈন্য লইয়া রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন এবং অতি সহজেই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু মালবরাজের বন্ধু কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত রাজ্যবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গোপনে তাঁহার প্রাণনাশ করেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর ৬০৬ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সুদূর অতীতকালেও যে রাজমুকুট অর্পণ করিতে প্রজাগণের বেশ হাত ছিল, হর্ষের রাজ্যপ্রাপ্তিতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়ে। তাঁহার যে পুত্র ছিল, সে নিতান্তই শিশু। পূর্ব্বোক্ত দুই কারণে রাজমন্ত্রিগণ রাজপুত্র কি রাজসহোদরকে সিংহাসন প্রদান করা উচিত, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য হর্ষবর্দ্ধনের সহাধ্যায়ী ও কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভণ্ডির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ভণ্ডি হর্ষবর্দ্ধনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলে, সকলে তাঁহাকে রাজ্যভার বহন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। যে কারণেই হউক, হর্ষবর্দ্ধন এই নিমন্ত্রণ-রক্ষায় প্রথমতঃ কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি একজন বৌদ্ধভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ একেবারে রাজোপাধি ধারণ

করিতে সম্মত হইলেন না। প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরোধরক্ষার্থ এই সময়ে তিনি "কুমার শিলাদিত্য" নাম পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

তাঁহার মনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক, এই ভাবে প্রায় ৫।৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ৬১২ খৃঃ অব্দে তিনি যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া রাজপদে সমাসীন হইলেন। ৬০৬ খৃঃ অব্দের আশ্বিন মাসে তিনি প্রথমে রাজ্যভার গ্রহণ ও একটী নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। এই সংবতের প্রথমবর্ষ ৬০৬-৬০৭ খৃঃ অব্দ।

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা-সংবাদের সঙ্গে এইরূপ সংবাদও আসিয়াছিল যে, রাজভগিনী রাজ্যশ্রী শত্রুহস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলের দিকে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়া যে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহন্তার অনুসরণ এবং বিধবা ভগিনীর অনুসন্ধানই আপনার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। বহু কষ্টে পার্ব্বত্যশবরদিগের সহায়তায় বিন্ধ্যারণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে ভগিনীকে বাহির করিলেন। অনেক কষ্টভোগ করিয়া এবং উদ্ধারের বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইয়া হতভাগিনী রাজ্যশ্রী যখন সহচরীগণের সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সন্ধিমুহূর্ত্তে তাঁহার রাজভ্রাতা যাইয়া তাঁহাকে জীবন্মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

ভগিনীকে উদ্ধার করিয়া হর্ষবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণরাজ বিশ্বাসঘাতক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে অনেকেই মনে করেন যে, হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের এক সামন্ত সৈন্যভীতের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ৬১৯ খৃঃ অব্দেও তিনি রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণে অবসন্ন হইয়া শশাঙ্ক কলিঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে আবার শক্তিসঞ্চয় করিয়া তিনি সমস্ত কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-কোশলের আধিপত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হর্ষের পূর্ব্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গের 'চতুরঙ্গ' সৈন্যবলের মধ্যে 'রথ' ও একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ও অন্যান্য রাজাদিগের রথারূঢ় সেনাপতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হর্ষের সৈন্যবলের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রথের উল্লেখ নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, তাঁহার ৫০০০ গজারোহী, ২০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০০০ পদাতিক ছিল।

ভগিনীর উদ্ধার সাধিত হইলে হর্ষবর্দ্ধন ভারতের 'একচ্ছত্র সম্রাট্' হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরাট্ বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং বলেন যে, প্রথম ৫।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহার জিগীষার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এই ভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালারও অনেক অংশে এই সময়েই তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যজয় করিবার তাঁহার এত স্পৃহা বাড়িয়াছিল যে, ক্রমশঃ সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে তিনি ৬০০০০ গজারোহী এবং ১০০০০০ অশ্বারোহী সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যে রাজাই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহাকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু একটি মাত্র যুদ্ধে তাঁহাকেও একজন পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই মহাবীরের নাম ২য় পুলিকেশী, তিনি চালুক্য বংশীয়, এবং উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, দক্ষিণ ভারতে তাঁহারও সেইরূপ প্রভুত্ব ছিল। এমন একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বাছা বাছা সেনাপতি ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পুলিকেশী সত্যাশ্রয় নর্ম্মদাতীরে এমন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন যে, কিছুতেই আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নর্ম্মদানদী উভয় সম্রাটের সাম্রাজ্যসীমা বলিয়া স্থির হইল। কোন প্রকারে মান বাঁচাইয়া শ্রীহর্ষকে নিজরাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। ডাক্তার ফ্লিট্ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধ ৬০৯ কি ৬১০ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তৎকালে হর্ষ উত্তর-ভারতবিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। কেহ কেহ ৬২০ খৃঃ অব্দই দুই মহাবীরের সমরকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বলভীদেশে দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভট) তখনও স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। রাজ্যলোলুপ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। ধ্রুবসেন নিরুপায় হইয়া ভরোচের অধিপতির আশ্রয় লইলেন। ইহার পরে বিজেতার সঙ্গে তাঁহার যে সন্ধিবন্ধন হয়, তদনুসারে তিনি হর্ষবর্দ্ধনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহাসামন্তের ন্যায় বলভীদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে হর্ষবর্দ্ধন ক্রমে ক্রমে আনন্দপুর এবং সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ৬৪৩ খৃঃ

অন্ধে কালিঙ্গ (গঞ্জামরাজ্য) জয় করিয়া তাঁহার জিগীষার পরিতৃপ্তি হয়। এই ভাবে ক্রমশঃ আধিপত্য-বিস্তার করিতে করিতে শেষ অবস্থায় তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া বসিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে, মালব, গুর্জ্জর এবং সৌরাষ্ট্র এই সকল বিভিন্ন রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে জামাতা বলভীপতি এবং পূর্ব্বে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মাও তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

তাঁহার বিজয়ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব ছিল যে, বিজিত রাজাদিগকে প্রায়শঃই তিনি একেবারে রাজ্যচ্যুত করিতেন না। স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে তাঁহাদিগকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা পরিচালনা করিতে দিতেন। তবে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রায় সকল স্থানই তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতেন। কখনও কোন কর্ম্মচারীর উপর এই ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বর্ষা ব্যতীত প্রায় সকল সময়েই তিনি এই পরিদর্শনকার্য্যে ব্যাপৃত করিতেন এবং আবশ্যকমত দোষীকে শাস্তি ও গুণীকে পুরস্কার দিতেন।

সম্রাট্ নিজে সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া অনেক বিদ্বান্ আসিয়া তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষ-চরিত-প্রণেতা বাণভট্টই প্রধান।

হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, মৃত্যুর অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনে এবং শিল্প ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে পূর্ণ মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হর্ষের সময় রাজকীয় বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এ সময় নানা অপরাধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ সকলের এক প্রকার অস্তিত্বই ছিল না। তবে দেশের নৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই যে একটু হীন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফা-হিএন্ যখন ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে কখনও কেহ একটি কাণা কড়িও অপহরণ করে নাই। কিন্তু সম্রাট্ হর্ষের সময়ে মধ্যে মধ্যে দস্যুতা হইতেছিল। পথিমধ্যে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গের দ্রব্যসম্ভার একাধিকবার লুণ্ঠিত হইয়াছে। চরিত্রহীনতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির কঠোরতারও বৃদ্ধি হইতেছিল। পূর্ব্বে যেমন সাধারণতঃ অর্থদণ্ড করা হইত, এখন সেইরূপ সাধারণতঃ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা চলিয়াছে। কারাদণ্ডে দণ্ডিতদিগের জীবন শৃগালকুক্কুরের জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কারাগারে ইহাদিগের আহারের বা বাসস্থানের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। ইহাদিগের জীবন মরণ যেন সমানই কথা। গুরুতর অপরাধের জন্য অনেক সময় হাত পা নাক কাণ প্রভৃতিও কাটিয়া ফেলা হইত। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলার জন্যও অনেক সময় এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তবে বিচারক ইচ্ছা করিলে এই সকল গুরুতর দণ্ডের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনদণ্ডও বিধান করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ করিলেই অর্থদণ্ড করা হইত। সত্যতানির্দ্ধারণের জন্য অনেক সময় অগ্নি, জল ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষার অবতারণা করা হইত।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ এ সময়ও বড় সুন্দর ছিল। রাজার কতকগুলি খামার জমি ছিল। এই জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। প্রজার উপর যে সকল কর নির্দ্ধারিত হইত, তাহাও অতি সামান্য ছিল। বেতনের পরিবর্ত্তে রাজকর্ম্মচারীদিগকে জমি দেওয়া হইত। সরকারীকাজে কখনও বিনা মজুরীতে লোক খাটান হইত না।

প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখকষ্ট, অভাব-অসুবিধার যাহাতে লাঘব হইতে পারে, সেই জন্য রাজার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল আশ্রমে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে ঔষধপথ্যাদি বিতরণেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় এক এক জন করিয়া রাজকীয় চিকিৎসক থাকিতেন, ইনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। সহরে ও গ্রামে গ্রামে পান্থশালা, অনাথ ও আতুরাশ্রমের অভাব ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সকল ধর্ম্মেই সমদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রাজকোষ হইতে মুক্তহস্তে অর্থদান করা হইত। বহু হিন্দুদেবমন্দির এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট্ প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মাচরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা সকলেই তখন স্বাধীনভাবে ধর্ম্মমত গঠন ও পোষণ করিতে পারিতেন। রাজপরিবারেই নানা ধর্ম্মের লোক ছিলেন। সম্রাটের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন একজন নিষ্ঠাবান্ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। পুষ্যভূতি নামক তাঁহার এক জন পূর্ব্বপুরুষ পরম শৈব ছিলেন, তিনি অন্য কোন দেবদেবী মানিতেন না। রাজা রাজ্যবর্দ্ধন ও রাজভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন নিজে প্রথম অবস্থায় পরম শৈব ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি বৌদ্ধমতের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। হিউএন্‌সিয়ঙ্গের সঙ্গে প্রথমে বঙ্গদেশে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। পরিব্রাজকের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, নিজ রাজধানী কান্যকুব্জে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য

এক বিরাট সভার আহ্বান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে গঙ্গার দক্ষিণতীর ধরিয়া ৯০দিনে কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গঙ্গার অপর তীর ধরিয়া কামরূপরাজকুমারও তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন।

৬৪৪ খৃঃ অব্দে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে এক বিরাট সভা আহূত হয়। এই সভা উপলক্ষে কামরূপরাজ, বলভীরাজ এবং আরও অষ্টাদশজন করদ রাজা, চারিসহস্র বৌদ্ধভিক্ষু এবং প্রায় তিন সহস্র নিষ্ঠাবান্ জৈন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কান্যকুব্জে আগমন করেন। গঙ্গাতীরে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সম্রাট্ এখানে একশত ফিট্ উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে উচ্চতায় তাঁহার সমান এক স্বর্ণবিনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রত্যহ তিন ফিট্ উচ্চ আর একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া বিংশতি জন রাজা এবং তিনশত হস্তীর একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিত। মূর্ত্তির উপরিস্থিত চাঁদোয়াখানি সম্রাট্ স্বয়ং ধারণ করিতেন। এই সময়ে তিনি নিজে শক্রবেশে এবং তাঁহার পরম সুহৃদ্ কামরূপরাজকুমার ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত হইতেন। তাঁহার হাতেও একখানা শ্বেত চামর শোভা পাইত। শক্রবেশে নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় সম্রাট্ বৌদ্ধত্রিরত্নের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দুই হাতে মণিমুক্তা ও সুবর্ণপুষ্প প্রভৃতি বিতরণ করিতেন। মূর্ত্তির স্নানের জন্য একটি বেদীনির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বহস্তে বুদ্ধকে স্নান করাইয়া এখান হইতে স্কন্ধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেন এবং বেশভূষার জন্য মণিমুক্তা-খচিত সহস্র রেশমীবস্ত্র প্রদান করিতেন।

ভোজনান্তে ধর্ম্মবিচারের জন্য একটি বৈঠক বসিত। সম্রাট্-সম্মানিত চীনপরিব্রাজকের সঙ্গে যে কেহ ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন মুখে এইরূপ প্রচার করিলেও সম্রাট্ যে এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন, তাহার ভয়ে প্রায় কেহই পরিব্রাজকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন না। সম্রাট্ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যদি তাঁহার কেশস্পর্শও করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন করা হইবে। এইরূপ ধর্ম্মবিচারের প্রহসনের পরে সম্রাট্ যাইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী বৃক্ষের শাখা ও পত্রনির্ম্মিত শিবিরে রজনী যাপন করিতেন।

প্রথমে সকল ধর্ম্মের প্রতি সমদর্শী হইলেও অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়া হর্ষবর্দ্ধন গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উপরের লিখিত অনুষ্ঠানগুলি কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবার পরে অকস্মাৎ একদিন পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমঠে "দাউ দাউ" করিয়া অগ্নির লেলিহান জিহ্বা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সম্রাট্ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপণ করাইয়াছিলেন। পরে এই উপলক্ষে নির্ম্মিত একটি স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া তিনি সামন্তরাজগণের সঙ্গে সেই ভস্মাবশিষ্ট মঠটি পরিদর্শন করিয়া যখন নামিয়া আসিবেন, তখন কোথা হইতে তীক্ষ্ণ ছোরা হাতে করিয়া একটা লোক উন্মত্তের মত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজদেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলা হইল। হর্ষবর্দ্ধন নিজে আক্রমণকারীকে তাহার এই কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষে জানিতে পারিলেন যে, অনেকগুলি গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাহাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ৫০০শত বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনা হইল। তাঁহাদিগকেও এই কথা এবং মঠে অগ্নিপ্রয়োগের কথা স্বীকার করিতে হইল। তখন রাজার আদেশে ষড়যন্ত্রকারী প্রধান নেতাদিগকে নিহত এবং পাঁচশত ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করা হইল।

ইহা ছাড়া হর্ষবর্দ্ধন যে আর কখনও ধর্ম্মমতের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতের তারনাথ একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে কতকগুলি পারসিক ও শক ভারতবর্ষে আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মূলস্থানে (মুলতানে) এক কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে তাঁহাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত পরম যত্নে আশ্রয় দান করিয়া শেষে নাকি সম্রাটের আদেশে সেই গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ করা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থাদি সহ প্রায় দ্বাদশশত পারসিক ও শক ভস্মীভূত হন।

এই সকল ব্যাপারে হর্ষবর্দ্ধনের হাত থাকিলেও ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁহার সময়ে রাজগণ অনেক পরিমাণে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেন। একমাত্র মধ্যবঙ্গাধিপ শশাঙ্কেরই ধর্ম্মের গোঁড়ামির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে শৈব এবং ভয়ানক বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন। যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধগয়ার পবিত্র বোধি-বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া তিনি ভস্মীভূত করেন; পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্নসম্বলিত যে একখানা প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং নেপালে পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন।

যাহা হউক, হর্ষের আবির্ভাবকালেও সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-

মতের সমন্বয় সংঘটিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে আর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই যে কেবল দ্বেষাদ্বেষী চলিয়াছিল, তাহা নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত হীনযান এবং মহাযানসম্প্রদায় দুইটিও পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষুতে দেখিত। এই জন্য সময় সময় যে বিদ্বেষের দুই একটা বিকট অভিব্যক্তি দেখিতে না পাওয়া যাইত তাহা নহে, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মমত অনুবর্ত্তন করিতেন।

কান্যকুব্জে মহাসমারোহে ধর্ম্মসভার কার্য্য শেষ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন হিউএন্‌সিয়ংকে লইয়া প্রয়াগতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি চীনপরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে গত ত্রিশ বৎসর তিনিও প্রতি পাঁচবৎসর অন্তরই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং তদুপলক্ষে সঞ্চিত অর্থ দীন দরিদ্রের এবং ধর্ম্মমতনির্ব্বিশেষে সকল ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। উপস্থিত ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনটি ৬৪৪ খৃঃ অব্দে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ আরও পাঁচটী মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

প্রয়াগের বর্ত্তমান সভায় সামন্তরাজগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনাথ, আতুর, দীনদরিদ্র কত যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর ভারতের অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং সকল ধর্ম্মেরই বহুসংখ্যক সাধুসন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হইতেছিল। উৎসব, দান ও পূজাদি ৭৫ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম দিবসে নদীসৈকতে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরেই অগণিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিতরণের পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া আসিল। চতুর্থ দিবসে দশসহস্র বৌদ্ধ শ্রমণকে বহু ধনরত্নাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। ইঁহাদিগের প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য ব্যতীত একশত সুবর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা ও একখানা উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিংশ দিবস ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার পরে দশ দিবস পর্য্যন্ত জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে অর্থাদি বিতরণ করা হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী দশ দিবস দূরদেশাগত ভিক্ষুকদিগকে অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া একমাস পর্য্যন্ত অনাথ, আতুর ও দরিদ্রদিগকে নানা প্রকার সাহায্যদান করা হইল।

হর্ষবর্দ্ধন এই বিরাট্ দানসাগর ব্যাপারে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কেবল যে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থই ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা নহে, নিজের ধনরত্ন, বস্ত্র, হার, কুণ্ডল, বলয়, কণ্ঠমণি, শিরোমণি প্রভৃতি সকলই তিনি অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়াই হাতী, ঘোড়া, এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণগুলি রাখা হইয়াছিল। নতুবা রাজার রাজচিহ্নের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কেবল এই সকল ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই যে, তিনি আপনার বৌদ্ধপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার অর্থে গঙ্গাতীরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধমঠ ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই একশত ফিট্ উচ্চ ছিল। এই ভাবে তিনি ভারতে নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুদিন আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমে হীনযানের দিকে ও পরে মহাযানের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নিজে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর মত জীবন যাপন করিতেন। প্রয়াগে সম্রাট্ এমন ভাবে ধনরত্ন ও বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ করিয়াছিলেন যে, ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একটি পুরাতন পরিধেয় চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে দশদিক্‌পাল ও বুদ্ধদিগকে অর্চ্চনা করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতিটিকে তিনি কতকটা অদ্ভুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না, কিন্তু যাহাতে তাঁহার রাজ্যে জীবহিংসা না হয়, যাহাতে কেহ মাংস ভোজন না করে, সেই জন্য তিনি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই আদেশ যে অমান্য করিবে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি আহারনিদ্রা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চীনসম্রাটের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। ৬৪১ খৃঃ অব্দে তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে চীনরাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃঃ অব্দে এই ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে একদল চীনপরিব্রাজকও এখানে আসিয়াছিলেন। ইহারা ৬৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

যুদ্ধ ও ধর্ম্মের আলোচনায় যে কেবল তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা নহে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায় এবং সাহিত্য-

সেবায়ও তাঁহার তুল্য অনুরাগ ছিল। দেশে তখন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং বৌদ্ধভিক্ষু ও মঠাধিবাসিগণ সাধারণতঃই অতি উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন। রাজকোষ হইতেও শিক্ষিত লোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহায্য করা হইত। হর্ষবর্দ্ধন কেবল যে সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগীদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ-বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তাহা নহে ; তিনি নিজেও খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই সুন্দর ছিল। নাগানন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক তাঁহার রচিত বলিয়াই সাধারণ্যে প্রচারিত। এই সকল নাটকের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, ছন্দঃ সুললিত এবং ভাব সরল ও মহান্।

হিউএনসিয়ং এবং তাঁহার জীবনীলেখকের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ৬৪৭ কি ৬৪৮ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে কাণভূতি অরুণাশ্ব বা অর্জ্জুন নামক তাঁহার জনৈক মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

হর্ষসম্পুট (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"নার্য্যাশ্চোরুযুগং ধৃত্বা করাভ্যাং পীড়য়েৎ পুনঃ।

কাময়েন্নির্ভয়ঃ কামী বন্ধোঽয়ং হর্ষসম্পুটঃ ॥" (স্মরদীপিকা)

হর্ষস্বন (পুং) হর্ষসূচকঃ স্বনঃ। আনন্দধ্বনি, পর্য্যায়—কিলকিলা।

হর্ষিন্ (ত্রি) হর্ষয়তীতি হৃষ-ণিচ্-ইন্। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট।

হর্ষিণী (স্ত্রী) হর্ষিন্-ঙীষ্। ১ বিজয়া। (রাজনি°) ২ হৃষ্টা।

হর্ষিত (ত্রি) হর্ষোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। আহ্লাদিত। হৃষ্ট।

হর্ষীকা (স্ত্রী) বৈদিকছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রা° ১৭।১২)

হর্ষুক (ত্রি) হর্ষক, হর্ষকারী।

হর্ষুমৎ (ত্রি) হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। "হর্ষুমন্ত শূরসাতৌ" (ঋক্ ৮।১৩।৪) 'হর্ষুমন্তঃ হর্ষযুক্তাঃ' (সায়ণ)

হর্ষুল (পুং) হৃষ তুষ্টৌ (হৃষেরুলচ্। উণ্ ৪।৯৮) ইতি উলচ্। ১ মৃগ। ২ কামুক। (ত্রি) ৩ হর্ষণশীল।

"প্রাভৃতং প্রত্যুতেদৃঙ্‌মে সিদ্ধমস্তেতি হর্ষুলঃ।" (কথাসরিৎসা°)

হর্ষ্যা (স্ত্রী) হৃষ্টা, আনন্দিতা। (ঋক্ ১।৫৬।৫)

হর্ই, উনাও জেলার উনাও তহশীলের অন্তর্গতঃ একটী পরগণা। লোধবংশ পূর্ব্বে হর্ইপরগণার মালিক ছিলেন। তৎপরে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদ চতুর্ভুজ নামক একটি কায়স্থকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি লোধবংশকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া এখানে ৭৫টী গ্রাম পত্তন করেন। অধুনা যিনি চতুর্ভুজের বংশধর, তিনি মাত্র দুইটী গ্রামের স্বত্বাধিকারী। এখন যিনি হর্ইর ভূম্যধিকারী তিনি মৌরনবাদের রাজা। তিনি এখানকার কায়স্থের নিকট হইতে বন্ধকীসূত্রে এই পরগণা লাভ করেন। উনাও জেলায় এই পরগণাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ২২৮ বর্গমাইল। এই স্থানে ১৪টি বাজার আছে। বৎসরে এখানে তিনটী মেলা হয়। ইহাদের মধ্যে গঙ্গার উপরে কোলবাগারার মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়। এই পরগণায় এখন ১১৭টী গ্রাম আছে।

হর্ই, (সহর) অযোধ্যার উনাওজেলার অন্তর্গত হর্ই তহশীলের শাসনকেন্দ্র। আধুনিক হর্ই সহরটি একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ গজনী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পূর্ব্বে সেখাপুরী আহীরগণের অধীন ছিল। এই গ্রামের জমিদারগণ ইন্দ্রপুরের লোধরাজ-দিগের সহিত কলহ করেন, তাহাতে লোধগণ যুদ্ধে আহীর-দিগকে পরাজিত করিয়া এই গ্রাম অধিকার করিলেন, এবং সেখাবাদের পরিবর্ত্তে আধুনিক হর্ই সহর নির্ম্মাণ করেন। এই কায়স্থবংশের অনেকেই দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ রাজসভায় উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তাহে এখানে দুইবার হাট হয়। একটি ছোট গবর্মেণ্টস্কুল আছে।

হল, বিলেখন, ভূমিকর্ষণ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট। লট্-হলতি। লোট্ হলতু। লিট্ জহাল। লুট্ হলিতা। লুঙ্ অহালীৎ। সন্ জিহালিষতি। যঙ্ জাহল্যতে। ণিচ্ হলয়তি, লুঙ্ অজীহলৎ।

হল, একজন বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত। আস্তরের পুত্র ও সূর্য্যদত্তের পৌত্র। বাজসনেয়ি-সর্ব্বানুক্রমণিকাভাষ্য ও তাঁহার পদ্ধতিকার।

হল (ক্লী) হলতি ভূমিমিতি হল-অচ্। লাঙ্গল, হাল।

'হলস্তু লাঙ্গলং গোদারণঞ্চ সীরকুন্তলৌ।' (জটাধর)

হলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া বীজবপন করিতে হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হলে গো অর্থাৎ বলীবর্দ্দ যোজন করিতে হয়। অধুনা দুইটী বলদ দ্বারা হল কর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ কর্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

"অষ্টৌগবং ধর্ম্মহলং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাং।

চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং॥"

(আহ্নিকতত্ত্বধৃত হারীত)

হলে ৮টী গো যোজনা করিয়া কর্ষণ করা ধর্ম্মসঙ্গত, কিন্তু যাহারা জীবিকার জন্য ভূমিকর্ষণ করেন, তাহারা ৬টী গো দ্বারাও ভূমিকর্ষণ করিতে পারেন। চারিটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিলে নৃশংস এবং দুইটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। অতএব শাস্ত্রানুসারে দুই বা চারিটী গো দ্বারা হলকর্ষণ করিতে নাই। স্ত্রী গবী দ্বারা হলকর্ষণও বিশেষ নিষিদ্ধ, বলীবর্দ্দ অর্থাৎ বলদ দ্বারা হলকর্ষণ করিবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জ্যোতিষোক্ত শুভ-

দিন দেখিয়া প্রথম হলকর্ষণ করা উচিত। শুভদিন যথা—অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতি, মূলা, শ্রবণা ও রেবতী শ্রেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র মধ্যম। ভরণী, কৃত্তিকা, আদ্রা, অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফাল্গুনী ও চিত্রা এই সকল নক্ষত্র নিষিদ্ধ। রিক্তা, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে, মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, বৃশ্চিক ও বৃষ-লগ্নে শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভযোগকরণে এবং চন্দ্রতারা বিশুদ্ধ হইলে হলকর্ষণ করিবে।

"পূর্ব্বাগ্নিযাম্যফণিপিত্র্যশিবান্ত্যভেষু
রিক্তাষ্টমীবিগতচন্দ্রতিথিং বিহায়।
দ্বাঙ্গালিগোসমুদয়ে বিকুজার্কিবারে
শস্তেন্দু যোগকরণেষু হলপ্রবাহঃ॥"
ষষ্ঠী দ্বাদশী পূর্ণিমা চ নিষিদ্ধা।
"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরক্ষ মনুজোদয়ে॥ (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হলকর্ষণ করিবার কালে বামদিকে কৃষ্ণবলীবর্দ্দ এবং দক্ষিণ দিকে লোহিতবর্ণ বলীবর্দ্দ যোগ করিয়া কর্ষক উত্তরমুখী হইয়া প্রথমে হলকর্ষণ করিবে। হলে যোজিত গো যদি ক্ষেত্রে গ্রাস করে, অর্থাৎ তৃণাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে।

"বামে কৃষ্ণং বলীবর্দ্দং দক্ষিণে লোহিতং ন্যসেৎ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা কর্ষকঃ কৃষিমারভেৎ॥
হলে তু যোজিতে যত্র ক্ষেত্রে গ্রাসং করোতি গৌঃ।
তত্র স্যাদ্দ্বিগুণং শস্যমবশ্যং গর্গভাষিতং॥" (ভীমপরাক্রম)

কৃত্যচিন্তামণিতে লিখিত আছে যে, প্রতিপদ্ তিথিতে প্রথম হলকর্ষণ করিলে সুখ, দ্বিতীয়ায় কার্য্যসিদ্ধি, তৃতীয়াতে আরোগ্য, চতুর্থীতে কীটভয়, পঞ্চমীতে লক্ষ্মীলাভ, ষষ্ঠীতে কলহ, সপ্তমীতে শুভ, অষ্টমীতে বৃষনাশ, নবমীতে শস্যনাশ, দশমীতে ঐশ্বর্য্যলাভ, একাদশীতে ধনলাভ, দ্বাদশীতে প্রাণসংশয়-পীড়া, ত্রয়োদশীতে সফলা সিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে কর্ষকের মৃত্যু এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিষ্ফলতা এইরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব তিথিবিশেষে লক্ষ্য রাখিয়া হলকর্ষণ করা বিধেয়।

কৃত্যতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যে দিন প্রথমে হলকর্ষণ করিতে হয়, সেইদিন ক্ষেত্রে গমন ও পূজাদি করিয়া হলকর্ষণ করিবে। পূজাদির বিধান এইরূপ লিখিত আছে—জ্যোতি-র্যোক্ত শুভদিনে ক্ষেত্রে গমন করিবে। তথায় হল, বলীবর্দ্দ, হলকর্ষক প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবে। ব্রাহ্মণ স্নান প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সকল শেষ করিয়া ভূমিতে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া আচমন, স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। "যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শস্যসম্পত্তিকামঃ পঞ্চরেথাত্মক-হলপ্রবাহনমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পসূক্তপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবে এবং ঘটোপরি পূজা করিবে। তৎপরে ক্ষেত্রের ঈশানকোণে একটী হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া জলদ্বারা ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবে, তাহাতে প্রজাপতি, আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রভৃতি ও পৃথিবীর পূজা করিবে। পৃথিবীর পূজা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরি শায়িনি।
বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে॥"

এইরূপে পৃথিবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার বিষ্ণুপূজা করিতে হয়। তৎপরে রুদ্র, কাশ্যপ, বসুগণ ও ইন্দ্রের পূজা করিয়া অর্ঘ্য-প্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

"শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
শতযজ্ঞাধিপো দেব স্তভামিন্দ্রায় বৈ নমঃ॥"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

"বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥"

তৎপরে প্রচেতা, পর্জ্জন্য, শেষ, চন্দ্র, অর্ক, বহ্নি, বলদেব, হল, ভূমি, বৃষ, বায়ু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, স্বর্গ ও গগন প্রভৃতির পূজা করিবে। অতঃপর অগ্নিপাল ও অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। পরে আম্রপল্লব, ওদন, দধি ও পায়স গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবে এবং হৃষ্ট বৃষদিগের নবনীত বা ঘৃতদ্বারা মুখপার্শ্বাস্থে লেপ দিবে, হলবাহককে গন্ধাদি দ্বারা পূজা এবং হলে মাল্যাদি দিতে হইবে, তৎপরে দধি, ঘৃত ও মধু দ্বারা ফাল প্রক্ষালন করিয়া সুবর্ণ দ্বারা ফালের অগ্রভাগ ঘর্ষণ করিতে হয়, তাহার পর বলি, ইন্দ্র, পৃথু, রাম, পরাশর ও বলভদ্রকে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হল দ্বারা এক, তিন বা পাঁচটী রেখা কর্ষণ করিবে। যে সকল বৃষের শৃঙ্গ, খুর ও লাঙ্গুল অভগ্ন এবং বর্ণ কপিল, তাদৃশ বৃষই হলে যোজনীয়। এই সময় বৃষযুদ্ধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। বৃষগণ যদি নর্দ্দন বা মূত্রকে পুরীষোৎসর্গ করে, তাহা হইলে চতুর্গুণ শস্য লাভ হয়। ক্ষেত্রস্বামী পূর্ব্বমুখে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিমেধাং শুভে কুরু॥

রোহস্ত সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রসীদতু।
কর্ষকাস্ত ভবন্তগ্র্যা ধান্যেন ন ধনেন চ স্বাহা॥"

এইরূপে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব) অমাবস্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং অম্বুবাচীতে হলকর্ষণ করিতে নাই। এই সকল দিনে হলকর্ষণ করিলে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া থাকে।

"অমাবস্যাং পিতৃশ্রাদ্ধে অম্বুবাচীদিনে তথা।
লাঙ্গলেন ক্ষতং ক্ষেত্রং পৃথিবী কম্পতে সদা॥" (কর্ম্মলোচন)

যে বৃষ হলে যোজনা করা হয়, সেই বৃষ দ্বারা শকট চালনা করিতে নাই, কেহ হলবাহী বৃষভ দ্বারা শকট চালনা করিলে, তাহার প্রাজাপত্যদ্বয় আচরণ করিতে হয়। স্ত্রী গবী দ্বারা হলচালনা করিলেও ইহার দ্বিগুণ প্রাজাপত্য করিতে হয়।

"হলৈর্ব্বা শকটৈর্ব্বাপি বাহয়েৎ যো বৃষং স্বয়ং।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাৎ দ্বিগুণং যোষিতাং গবাং॥"
(তিথিতত্ত্ব)

[কৃষি দেখ।] (পুং) ২ ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ।

হলকষা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Phlomis Zeylanica)

হলকা (আরবী) সমূহ, দল। "ষোল শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গসাথী।" (বিদ্যাসু°)

হল্‌কা (হিন্দী) ১ হাল্‌কা। ২ তাপ, তেজ।

হলঙ্গী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রাজনি°)

হল্‌দা, চট্টগ্রাম জেলার একটী নদী। ইহা কর্ণফুলীনদীর একটী প্রধান শাখা। সকল ঋতুতে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত ইহার বক্ষে নৌকা চলাচল করে। বর্ষার সময়ে ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদীটী মৎস্য-পরিপূর্ণ।

হল্‌দী, দক্ষিণবঙ্গের একটী নদী। অক্ষা° ২২° ১৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ১৩´ ১৫´´ পূঃ নিকট হইতে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ২২° ০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৬´ ১৫´´ পূঃ, হুগলি নদীতে পড়িয়াছে। এই উপনদীটি কাসাই এবং টেঙ্গরাখালী নদীর সংযোগে উৎপত্তি হইয়াছে। তমলুকের নন্দীগাঁও তহশীলের নিকটে রূপনারায়ণ যেখানে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাতিদূরে দক্ষিণ হলদী নদী ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হল্‌দি নদীটি বেশ বড়। বৎসর ভরিয়া টেঙ্গরাখালি পর্য্যন্ত ইহাতে ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। উত্তরে রূপনারায়ণের সহিত এবং দক্ষিণে রসুলপুরের সহিত খাল দ্বারা এই নদী সংযুক্ত হইয়াছে।

হলদী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলদী। (রাজনি°)

হল্‌দী আল্‌গোশা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Cuscuta reflexa)

হল্‌দীঘাট, মেবারের প্রসিদ্ধ গিরিপথ। [প্রতাপসিংহ দেখ।]

হল্‌দী মুর্গা (দেশজ) গুল্মভেদ। (The yellow variety of Celosia cristata)

হলধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, হলস্য ধরঃ। বলদেব, ইনি সর্ব্বদা হলধারণ করিতেন, এই জন্য ইহার নাম হলধর হইয়াছে। ২ হালিক, হলচালনাকারী।

"সালঙ্কারো হলধরঃ স্রগ্‌ভিশ্চ পূজিতং হলং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

হলধর, ১ সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ২ অভিধানরত্নমালা নামে সংস্কৃত বৈদ্যকাভিধান-প্রণেতা।

হলভূতি (স্ত্রী) হলসাধ্যা ভূতিঃ। কৃষিকর্ম্ম।

'অথ সেবা শ্ববৃত্তিঃ স্যাৎ স্ত্রিয়াং কৃষিশ্চ কর্ষণং।
কর্ষোঽমৃতঞ্চ প্রকৃতং হলভূতি র্হাধনং॥' (শব্দরত্না°)

হলভৃৎ (পুং) হলং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, হলস্য ভৃদিতি বা। বলদেব। (ত্রিকা°)

হলভূতি (পুং) হলেন ভূতির্ভরণং যস্য। ১ মুনিবিশেষ, পর্য্যায়—উপবর্ষ, কৃতকোটি, অযাচিত। (ত্রিকা°) হলস্য হলেন বা ভূতিঃ। ২ কৃষিকর্ম্ম।

হলমুখী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে নয়টি করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। লক্ষণ—"রান্নসাবিহ হলমুখী" (ছন্দোম°)

হলরাক্ষ (ক্লী) আহল্য নামক ক্ষুপ। (রাজনি°)

হলরিয়া, বোম্বাইবিভাগের দক্ষিণ কাঠিবাড়ের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে তাহাদের আবার তিনটি স্বতন্ত্র জমিদার আছে। ইহারা বরোদার অধীনস্থ জমিদার।

হলন্ত (পুং) হলন্তে যস্য। ১ ব্যঞ্জনবর্ণ। যাহার শেষে হল্‌বর্ণ আছে।

হলফ্ (আরবী) শপথ, প্রতিজ্ঞা।

হল্‌সী (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। (Ægiceras majus)

হল্‌হলিয়া, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জেলার একটী বৃহৎ নদী; ইহার এখন চিহ্নমাত্র নাই। বোধ হয় ইহা শুকাইয়া গিয়াছে, অথবা ব্রহ্মপুত্র কিংবা যমুনানদী ইহাকে গ্রাস করিয়াছে। হল্‌হলিয়ার দক্ষিণদিকে নৌকা যাতায়াত করিত। কালিয়ানী, পাঁচিবাড়ী, ধুনট, গোসাইবাড়ী এবং চন্দনবাসা প্রভৃতি ইহার তীরস্থ বাজার।

হলা (স্ত্রী) ১ সখী। (জটাধর) ২ মদ্য। ৩ পৃথিবী। ৪ জল। ৫ লাঙ্গলিকাবৃক্ষ। (অব্য°) ৬ নাট্যোক্তিতে সখীর প্রতি আহ্বান। নাটকে সখীকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। (অমর)

হলাক্ (আরবী) ১ ধ্বংস, নাশ, মৃত্যু। (ত্রি) ২ শ্রান্ত। ৩ কষ্ট।

হলাকু খাঁ, এল খাঁ নামেও কখন কখন পরিচিত হইয়াছেন। ইনি তুলি খাঁর পুত্র। তুলি খাঁ আবার তাতারের চেঙ্গিজ খাঁর

পৌত্র ছিলেন। হলাকু খাঁ তাঁহার ভ্রাতা মান্‌জুখাঁর রাজত্ব-কালে ১২৫৩ খৃঃ অব্দে পারস্তবিজয়ের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী সহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি হসন্‌সভার বংশধরগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে জিলকাদা দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং পারস্যে মোগলবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার পরে কনষ্টান্‌টিনোপলে অভিযানের সংকল্প করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী মসীরুদ্দিন্ তুসি তাঁহাকে বোগ্‌দাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বোগদাদে গিয়া অবরোধ করিয়া বসিলেন। কিছুকাল অবরোধের পরে বোগদাদ হলাকু খাঁর পদানত হইল। তখন হলাকু খলিফা মুস্তাসিম বিলহা এবং তাঁহার পুত্রকে ও সেই সঙ্গে সেখানকার ৮ লক্ষ অধিবাসিগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর তিনি তাতারে গিয়া তাঁহার মৃত ভ্রাতার শূন্য সিংহাসন অধিকার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি সেনাপতি মামলুকদিগের রাজা সৈফুদ্দীনের হস্তে পরাজিত হওয়ায় হলাকু খাঁকে তাঁহার পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি পারস্য-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া আজর-বৈজানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজীবন তথায় অতিবাহিত করেন। ১২৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পারস্যকবি সাদী তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। হলাকুর পুত্র ইব্রাহিম্ পিতার মৃত্যুর পরে পারস্যের রাজা হইলেন।

হলায়ুধ (পুং) হলমায়ুধং যস্য। ১ বলদেব, বলরাম।

"ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গ্রাহরূপং হলায়ুধাৎ।" (ভারত ১।২২১।২৩)

হলায়ুধ, এই নামে বহু সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। যথা ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত প্রাচীন কবি। ২ কবিরহস্য নামক গ্রন্থকার। ইনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজের (৭৬০-৭৮০ খৃঃ অব্দে) সভাসদ্ ছিলেন। তিনি সংস্কৃতগ্রন্থে প্রকাশিত ধাতুসমূহ যত প্রকার রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা সুললিত শ্লোকবন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন। ৩ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী, ইহার পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং ভ্রাতার নাম ঈশান ও পশুপতি। কয় ভ্রাতাই মহাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। হলায়ুধ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিজনয়ন, পণ্ডিতসর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, মীমাংসাসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব ও শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে ইনি প্রথমে রাজপণ্ডিত পদ ও শেষে প্রধান ধর্ম্মাধিকারপদ লাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র রচনা করেন।

৪ সন্ধ্যাসূত্রপ্রবচনরচয়িতা। ৫ অভিধানরত্নমালারচয়িতা। ৬ জ্যোতিঃসারপ্রণেতা। ৭ মিতাক্ষরার একজন টীকাকার। ৮ পিঙ্গলচ্ছন্দষ্টীকাকার, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৯ গৌড়বাসী পুরুষোত্তমের পুত্র, ইনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে পুরাণসর্ব্বস্ব রচনা করেন।

হলাহ (পুং) চিত্রিতাশ্ব, নানাবর্ণবিশিষ্ট অশ্ব। (হেম)

হলাহল (পুং) হলমিব আ সমন্তাৎ সর্ব্বাঙ্গেষু হলতি কর্ষতীতি আ-হল-অচ্। ১ বিষভেদ, কালকূট বিষ।

'সমৌ কঞ্চুকনির্ম্মোকৌ ক্ষ্বেড়স্তু গরলং বিষং।
পুংসি ক্লীবে চ কাকোলকালকূটহলাহলাঃ॥' (অমর)

২ মূলজ বিষভেদ। (চরক চি° ২৫ অ°) হলাহলোঽস্ত্যস্যেতি অচ্। ৩ ব্রহ্মা, সর্প। ৪ অঞ্জনা। (মেদিনী) ৫ বুদ্ধবিশেষ।

হলি (পুং) হলতি কর্ষতি ভূমিমিতি হল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বৃহৎ হল। পর্য্যায়—জিত্যা। (হেম)

হলিপ্রিয় (পুং) হলিনো বলদেবস্য প্রিয়ঃ। কদম্ববৃক্ষ, কদমগাছ।

'কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।' (ভাবপ্র°)

হলিপ্রিয়া (স্ত্রী) হলিনো বলদেবস্য প্রিয়া। মদিরা। মদ্য বলরামের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

হলিন্ (পুং) হলমস্যাস্তীতি হল-ইনি। ১ বলদেব। ২ কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা, হলধারী, কৃষক। পর্য্যায়—কুটুম্বী, কর্ষক, ক্ষেত্রী, কার্ষিক, কৃষীবল। (হেম)

হলিনী (স্ত্রী) হলিন্-ঙীপ্। লাঙ্গলিকীবৃক্ষ, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া, কলিকারীক্ষুপ।

"কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি।
বিষল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥" (ভাবপ্র°)

২ হলসমূহ।

হলিমা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত বনপ°)

হলিরাম শর্ম্মন্, কামরূপযাত্রাপদ্ধতিকার।

হলী (স্ত্রী) হল্যতে ইতি হল-ইন্-ঙীষ্। কলিকারীবৃক্ষ।

হলীন (পুং) হলায় হিত হল-ছ। শাকবৃক্ষ, চলিত শাকুনগাছ।

হলীমক (পুং) রোগবিশেষ। পাণ্ডুরোগেরই ইহা এক প্রকারভেদ। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার নিদান ও চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ইহার লক্ষণ—

"যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহঃ ক্ষয়স্তন্দ্রামন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসতৃষ্ণারুচিভ্রমাঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥" (নিদান)

পাণ্ডুরোগীরই পরে এই রোগ হইয়া থাকে। যদি পাণ্ডুরোগীর বর্ণ হরিৎ, শ্যাব ও পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদুবেগযুক্ত জ্বর, স্ত্রীপ্রসঙ্গে অনুৎসাহ,

শরীরবেদনা, শ্বাস, পিপাসা, অরুচি, ও ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হলীমক কহে। এই হলীমক রোগ বায়ু ও পিত্ত হইতে হইয়া থাকে। মারিত লৌহচূর্ণ ও মুথাচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া খদিরকাষ্ঠের ক্কাথের সহিত পান করিলে হলীমক রোগ নষ্ট হয়। চিনি, তিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রার সহিত মধু ও ঘৃতসংযুক্ত লৌহ লেহন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। মাহিষ ঘৃত ৪ সের, গুলঞ্চের কল্ক ১ সের, গুলঞ্চের স্বরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃতপাকের বিধানানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। রোগীর বলাবল অনুসারে এই ঘৃত সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়।

এই হলীমকরোগে বায়ু ও পিত্তনাশক দ্রব্য সেবন করিবে, বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া করিলে এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিম্ব এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথে মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলীমূল ও দেবদারু এই সকল প্রত্যেক দুই পল সমুদয়ে ২৮ পল, পৃথক্ রূপে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে, তৎপরে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ শোধিত অঞ্জন সদৃশ মণ্ডূর ৫৬ পল, ইহার ৮ গুণ অর্থাৎ একমণ ১৬ সের গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পরে উপরি উক্ত ত্রিফলার চূর্ণগুলি আসন্নপাকে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই মাত্রা পূর্ণমাত্রা, রোগীর বলাবল অনুসারে মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করা বিধেয়। অনুপান তক্র। ঔষধ জীর্ণ হইলে শীতল দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। এই ঔষধসেবনে এই রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিম্ব, ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইবে এবং এই সমস্ত ঔষধের পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান ঘোল, ইহা সেবনে হলীমক রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

হলীমক রোগীর যব, গোধূম ও শালিতণ্ডুলকৃত অন্ন, ছাগমাংস এবং মুগ, অড়হর, ও মসুর প্রভৃতি পথ্য হিতকর। পাণ্ডু ও কামলা রোগাধিকারে যে সকল ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ঔষধও এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভাবপ্র° পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগাধি°) [পাণ্ডুরোগ° দেখ]

হলীয়াল, ১ বোম্বাইদেশের দক্ষিণ কানাড়াজেলার একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৯৮০ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে একটি সহর আর ২১৫টী গ্রাম আছে। এই মহকুমাটী উচ্চনীচ মালভূমি। কালী নদী এবং তাহার উপনদী সকল ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

ইহার বিস্তৃত অরণ্যভূমি হইতে গবর্মেণ্টের বিশেষ আয় হয়। ডিউক অব ওয়েলিংটন ইহাকে সীমান্ত-সৈন্য রক্ষার পক্ষে খুব উপযোগী স্থান বলিয়া মনে করেন।

২ উক্ত মহকুমার সহর ও শাসনকেন্দ্র।

হলীশা (স্ত্রী) হলস্য ঈশা শবন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধু। লাঙ্গলদণ্ড। ইহার পাঠান্তর 'হলীষা'।

হলেবিদ্‌, মহিসুরের হস্‌সন জেলার একটি গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ১২´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২´ পূঃ। এই স্থানেই পূর্ব্বকালে হোয়সল বল্লালবংশের রাজধানী দ্বারসমুদ্র কিংবা দ্বারাবতীপুর ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীর সোমেশ্বর ইহার পুনর্নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুশিল্পের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শিবমন্দির সম্ভবতঃ ইনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে হোয়সলেশ্বর মন্দিরটাই বড়। হোয়সলেশ্বর মূর্ত্তিটি ইহার আসন হইতে ২৫ ফিট্‌ উচ্চ। প্রাচীরগাত্রে ভারতীচিত্র-সৌন্দর্য্যের চরোমৎকর্ষ নানা প্রকার কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত। প্রায় ৭০০ ফিট্‌ দীর্ঘ স্থান জুড়িয়া একটি কারুশিল্পে সাজমন্দিরটির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

এখানে বল্লালরাজগণ ৯৫০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুরের হস্তে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে ৩য় মুহম্মদ ইহা ধ্বংস করেন। এখানে প্রকাণ্ড জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক নগণ্য গণ্ডগ্রাম হলেবিদ্‌ পুরাকালে একটি প্রবল পরাক্রান্ত বল্লালবংশীয়দিগের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল।

হল্য (ত্রি) হলেন কৃষ্টং হল-যৎ। ১ কর্ষিত ক্ষেত্র। হলস্যেদমিতি হল-যৎ। ২ হলসম্বন্ধী। (পুং) (মতজনহলাৎ করণজল্পকর্ষেষু। পা ৪।৪।৯৭) ইতি যৎ। ৩ হলের কর্ষ। ৪ বৈরূপ্য।

"হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা ॥" (রামা° ৭।৩০।২২)

হল্যা (স্ত্রী) হলস্য সমূহঃ হল (পাশাদিভ্যো যঃ।) ইতি য। হলসমূহ।

হল্ল (পুং) একজন ভারতীয় নৃপতি। (তারনাথ)

হল্লক (ক্লী) রক্ত কহ্লার, চলিত হেলা ফুল। পর্য্যায়—রক্তগন্ধক, রক্ত সৌগন্ধিক, রচনা, অল্পগন্ধ সোমাখ্য, রক্ত কৈরব।

হল্লন (ত্রি) প্রচলায়িত। (জটাধর)

হল্লা (দেশজ) আরবী হামলাশব্দের অপভ্রংশ। ১ আক্রমণ। ২ গোলমাল।

হল্লার, (হালবাড়) গুজরাতের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি পশ্চিম বিভাগ। অক্ষা° ২২° ৪৪´ হইতে ২২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৪৮´ হইতে ৭১° ২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ঝাড়েজা হাল রাজপুতগণের নাম হইতে ইহা হালবাড় ও হল্লার নাম লাভ করিয়াছে। এই বিভাগটি অনেকগুলি সামন্তরাজগণের মধ্যে বিভক্ত। ইহা কচ্ছোপসাগর, ওখমণ্ডল, বড় পাহাড় এবং আরবসাগর-বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র।

হল্লীষ (ক্লী) ১ স্ত্রীদিগের সহিত নৃত্য। (ত্রিকা°) (পুং) ২ উপরূপকবিশেষ। এক প্রকার নাটকবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"হল্লীষ এব একাঙ্গঃ সপ্তাষ্টৌ দশ বা স্ত্রিয়ঃ।
বাগুদাত্তৈকপুরুষঃ কৌশিকীবৃত্তসঙ্কুলঃ।
মুখান্তিমৌ তথা সন্ধী বহুতাললয়স্থিতিঃ॥"(সাহিত্যদ° ৬।৫৫৫)

এই হল্লীষে একটা মাত্র অঙ্ক এবং ইহাতে ৭, ৮ বা ১০ জন স্ত্রী থাকিবে। পুরুষ মাত্র একটী। এই পুরুষ উদাত্ত গুণবিশিষ্ট হইবে। এই গ্রন্থ কৌশিকীবৃত্ত-বহুল এবং ইহার আদি, অন্ত ও সন্ধিসময়ে বহুতর তাললয়যুক্ত সঙ্গীত থাকিবে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত নাটক হল্লীষ নামে আখ্যাত। সংস্কৃত কেলিরৈবতক প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অধুনা নাটকে যে সকল প্রহসন আছে, ইহা অনেকটা তৎসদৃশ জানিতে হইবে।

হল্লীষক (ক্লী) হল্লীষমেব স্বার্থে কন্। স্ত্রীদিগের মণ্ডলিকা, স্ত্রীগণ একত্র মণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল হইয়া যে নৃত্য করে, তাহাকে হল্লীষক কহে।

'মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।' (হেম)

একটী পুরুষ বহুতর স্ত্রীর সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে যে ক্রীড়া করে, তাহাকে হল্লীষক কহে। ইহার নাম রাসায়নিক।

"গোপীনাং মণ্ডলীনৃত্যবন্ধে হল্লীষকং বিদুঃ।
পৃথুং সুবৃত্তং মসৃণং বিতস্তিমাত্রোন্নতং কৌবিনিখন্ত শঙ্কুকং।
আক্রম্য পদ্ব্যামিতরে তরস্ত হস্তৈর্ভ্রমোহয়ং খলু রাসগোষ্ঠী॥"
(হরিবংশটীকা নীলকণ্ঠ)

একটী পুরুষের অনেক স্ত্রীর সহিত রাসক্রীড়া।

হব (পুং) হু হোমে অপ্। ১ হোম। ২ আজ্ঞা। হ্বে (ভাবেঽনুপসর্গস্য। পা ৩।৩।৭৫) ইতি অপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। ৩ আহ্বান। ৪ অধ্বর। (অমর)

হবঙ্গ (পুং) কাংস্যপাত্রে দধিমিশ্রিত অন্নভক্ষণ।

হবন (ক্লী) হু-ল্যুট্। ১ হোম।

"যাজস্ত হবনস্যান্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ত্তদা।
ঐপ্রেহি মাং রাজ্ঞি পৃষতি মিথুনং ত্বামুপস্থিতং॥"
(ভারত ১।১৬৮।৩৪)

হবনশ্রুৎ (ত্রি) আহ্বানের শ্রোতা। "বাজেষু হবনশ্রুতং" (ঋক্ ১।১০।১০) 'হবনশ্রুতং আহ্বানস্য শ্রোতারং, হবনং শৃণোতীতি শ্রু-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ' (সায়ণ)

হবনায়ুস্ (পুং) হবনমেবায়ুর্যস্য। অগ্নি। (শব্দরত্না°)

হবনী (স্ত্রী) হূয়তেঽত্রেতি হু-ল্যুট্-ঙীপ্। হোমকুণ্ড। (ত্রিকা°)

হবনীয় (ত্রি) হু-অনীয়র্। হোমীয় দ্রব্য, হব্য।

হববৎ (ত্রি) হব অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্যঃ ব। ১ হববিশিষ্ট। ২ হোমযুক্ত। ৩ যজ্ঞবিশিষ্ট। ৪ আজ্ঞাযুক্ত।

হবস্ (ক্লী) আহ্বানসাধন স্তোত্র, যে স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করা হয়। "রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি" (ঋক্ ১।৬৪।১২) 'হবসা আহ্বানসাধনেন স্তোত্রেণ, হ্বেঞোঽসি প্রত্যয়ে বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং' (সায়ণ)

হবিত্রী (স্ত্রী) হোমকুণ্ড। (হেম)

হবিধ্র (পুং) মনুর পুত্রভেদ। (হরিব°)

হবিরদ্ (ত্রি) হবিরত্তি অদ-ক্বিপ্। ভক্ষণযোগ্য হবির্ভোক্তা, হবির্ভোজনকারী। "যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্যাঃ" (ঋক্ ১০।১৫।১০) 'হবিরদঃ ভক্ষণযোগ্যস্য হবিষোত্তরঃ' (সায়ণ)

হবিরদ্য (ক্লী) হবির্ভক্ষণ বা ভক্ষণযোগ্য হবিঃ। "দেবা ইদস্য হবিরদ্যং" (ঋক্ ১।১৬৩।৯) 'হবিরদ্যং হবিষোঽদনং ভক্ষণং, স্বার্থিকো যৎ। অদনযোগ্যং হবির্বা' (সায়ণ)

হবিরন্তরণ (ক্লী) যজ্ঞীয় ঘৃতের অন্তরকরণ।

হবিরশন (ত্রি) হবিরশনং ভক্ষণং যস্য। ১ হবির্ভোক্তা, হবির্ভোজনকারী। (পুং) ২ অগ্নি। (ক্লী) ৩ হবির্ভোজন।

হবিরাহুতি (স্ত্রী) ঘৃতাহুতি।

হবিরুচ্ছিষ্ট (ক্লী) হোমাবশেষ।

হবির্গন্ধা (স্ত্রী) হবিষো গন্ধো যস্যাং। শমী। (রাজনি°)

হবির্গৃহ (ক্লী) হবিষো গৃহং। হোমগৃহ, যে গৃহে হোম হয়। পর্য্যায়—হবির্গেহ, হোত্রীয়। (হেম)

হবির্গ্রহণী (স্ত্রী) যজ্ঞীয় ঘৃতপাত্র।

হবির্দ (ত্রি) হবির্দাতা। "জনায় মিত্রাবরুণা হবির্দেব" (ঋক্ ১৫৪।৩) 'হবির্দে হবিষো দাত্রে আতো মনিন্ ইতি বিচ্ তস্য আতো ধাতোরিত্যাকারলোপঃ' (সায়ণ)

হবির্দান (ক্লী) হবিষো দানং। যজ্ঞে ঘৃতাদির আহুতি। মনুতে লিখিত আছে যে, অগ্নিসোম ও যম ইহাদিগকে অগ্রে বিধিবৎ হবির্দ্দানে প্রীত করিয়া পশ্চাৎ অন্নাদিদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করা বিধেয় অর্থাৎ দেবযজ্ঞ করিয়া পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়।

"অগ্নেঃ সোমযমাভ্যাঞ্চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ।
হবির্দ্দানেন বিধিবৎ পশ্চাৎ সন্তর্পয়েৎ পিতৃন্॥" (মনু ৩।২১১)

হবির্ধান (পুং) ১ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১শ হইতে ১৫শ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। ২ অন্তর্ধানের পুত্র। (ভাগ° ৪।২৪।৫)

৩ সোমবহনের শকট। "হবির্ধানং যদশ্বিনাগ্নীধ্ং (শুক্লযজুঃ ১৯।১৮) 'হবির্ধানং সৌমিকং।' (মহীধর)

৪ ব্রীহির ধারক বা পোষক।

"অহ্রুতমসি হবির্ধানং দৃংহস্ব" (বাজসনেয়স° ১।৯) 'হবির্ধানং ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। হবিষো ব্রীহিরূপস্য ধারকং পোষকং' (মহীধর)

৫ সামভেদ। ৬ যজ্ঞীয় পাত্রভেদ। (মহাভারত)

হবির্ধানিন্ (ত্রি) হবির্ধান-ইনি। হবির্ধানযুক্ত।

হবির্ধানী (স্ত্রী) ১ সুরভি বা কামধেনু। (ভাগ° ৮।৮।১) ২ হবির্ধানের স্ত্রী। (ভাগ° ৪।২৪।৮)

হবির্ধামন্ (পুং) অন্তর্ধামনের পুত্র। (ভারত)

হবির্ভাগ (পুং) হবিষো ভাগঃ। যজ্ঞীয় হবির ভাগ, যজ্ঞে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহার অংশ।

হবির্ভাজ্ (ত্রি) হবির্পাত্রযুক্ত।

হবির্ভুজ্ (ত্রি) হবির্ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ দেবতা, হবির্ভোক্তা, দেবগণ যজ্ঞে প্রদত্ত হবির্ভোজন করিয়া জীবিত থাকেন, এই জন্য উহাদিগকে হবির্ভুক্ কহে। (পুং) ৩ শিব।

হবির্ভূ (স্ত্রী) যজ্ঞীয় হবিঃপাত্র।

হবির্মথি (ত্রি) হবির্মন্থনকারী। "পরাশরো হবির্মথীনাং" (ঋক্ ৭।১০১।২১) 'হবির্মথীনাং হবীংষি মথতাং।' (সায়ণ)

হবির্মন্থ (পুং) হবিষো হবনীয়ায় মথ্যতে ইতি মন্থ-ঘঞ্। গণিয়ারীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

হবির্যজ্ঞ (পুং) হবির্দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। গৌতমের মতে অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রয়ণেষ্টি, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণি এই গুলি হবির্যজ্ঞ।

"তুষৈর্বৈ ফলীকরণৈর্দৈবা হবির্যজ্ঞেভ্যো রক্ষাংসি নিরভজন্" (ঐতরেয়ব্রা° ২।৭)

হবির্যজ্ঞর্ত্বিক্ (পুং) হবির্যজ্ঞকারী ঋত্বিক্। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, মৈত্রাবরুণ ও আগ্নীধ্ ইহাঁরা হবির্যজ্ঞর্ত্বিক্ বলিয়া অভিহিত। (৯।১২।১৬)

হবির্বর্ষ (পুং) অগ্নীধ্রের পুত্র। (মার্ক°পু° ৫৩।৩৪)

হবির্বহ্ (ত্রি) হবির্বহতি বহ-ক্বিপ্। হবির্বহনকারী, যিনি দেবগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হবির্বহন করেন।

"দূতো অভবো হবির্বাট্" (ঋক্ ১।৭২।৭) 'হবির্বাট্ দেবেভ্যঃ প্রদত্তং হবির্বহন্' (সায়ণ)

হবির্হুতি (স্ত্রী) ঘৃতাহুতি।

হবিঃশ্রবস্ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°)

হবিষ্করণ (ক্লী) হবিষাং করণং। হবির্দান।

হবিষ্কৃত (ত্রি) হবিঃ করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। হবির্দ্দাতা, যজ্ঞে হবির্দ্দাতা যজমান। "স্বতবসো হবিষ্কৃতং" (ঋক্ ১।১৬৬.২) 'হবিষ্কৃতং হবিষঃ কর্ত্তারং প্রদাতারং যজমানং' (সায়ণ)

২ যজ্ঞ।

"দাশহুত বা হবিষ্কৃতং" (ঋক্ ১০।৯১।১১)

"হবিষ্কৃতিঃ হবিষাং কৃৎ করণং যস্মিন্ স হবিষ্কৃৎ তস্মিন্ যজ্ঞে।'(সায়ণ)

হবিষ্ঠ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

হবিষ্পঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) হবিষাং পঙ্‌ক্তিঃ। হবিঃশ্রেণী, যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য হবি বলিয়া পরিগণিত হয়, দধি, ধান্য, সক্তু, পুরোডাস ও পয়স্যা প্রভৃতি।

হবিষ্পতি (পুং) হবিষঃ পতিঃ। যজমান। "অগ্নে হবিষ্পতির্যজমানো দেবদূতং" (ঋক্ ১।১২।৮) 'হবিষ্পতির্যজমানঃ' (সায়ণ)

হবিষ্পা (ত্রি) হবিঃপানকর্ত্তা।

হবিষ্পাত্র (পুং) হবিষঃ পাত্রং। ঘৃতাদি যজ্ঞীয় হবিঃ রাখিবার পাত্র।

হবিষ্মৎ (ত্রি) হবির্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ১ হবির্যুক্ত (যজমান), হবির্বিশিষ্ট। যোঽগ্নিং দেবপীতয়ে হবিষ্মান্" (ঋক্ ১।১২।৯) "হবিষ্মান্ হবির্যুক্তো যো যজমানঃ' (সায়ণ) ২ ঋষিবিশেষ।

"সোমপাস্তুকরেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।" (মনু ৩।১৯৮)

হবিষ্য (ক্লী) হবিষে হিতং হবিস্ (উপধাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। ১ ঘৃত।

'ঘৃতং হবিষ্যমাজ্যঞ্চ হবিরাঘারসর্পিষী।' (হেম)

২ ঘৃতাক্ত ভক্ষণীয় দ্রব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রতাদির পূর্ব্বদিন এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাস প্রভৃতিতে হবিষ্য করিতে হয়। এই হবিষ্যের বিষয় স্মৃতিতে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকপিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥"
"অত্রাস্বিন্নমিত্যুপাদানাদন্যত্র স্বিন্নধান্যতণ্ডুলে ন দোষঃ।
নারিকেলফলঞ্চৈব কদলীং লবলীন্তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকীং।
ব্রতান্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায়, কঙ্গু অর্থাৎ কাওনি ধান, নীবার (উড়িধান), বাস্তুকশাক, হেলঞ্চা, ষষ্টিক ধান্য, কালশাক, মূলক এবং কেমুক ব্যতীত অন্যান্য মূল দ্রব্য, লবণের মধ্যে সৈন্ধব ও করকচ লবণ, গব্য দধি ও গব্য ঘৃত, যাহার সার অর্থাৎ নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই তাদৃশ দুগ্ধ, কাঁঠাল, আম্র, আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তেঁতুল, কদলী, লবলী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ চিনি বাতাসা প্রভৃতি এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য হবিষ্যান্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হবিষ্য করিতে হইলে উক্ত দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। আউস, বোরো প্রভৃতি ধানের তণ্ডুল দ্বারা হবিষ্য করিবে না। কেবল হৈমন্তিক ধান্যই হবিষ্যে প্রশস্ত। কঙ্গু ও নীবার ধান্যেও হবিষ্য হইতে পারে। ইহা ভিন্ন অন্য সকল প্রকার ধান্যই নিষিদ্ধ। ভাজা কলায় ও মুগ হবিষ্যে ব্যবহার করিবে না, ঐ দাইল কাচা রন্ধন করিয়া হবিষ্যে ব্যবহার করিতে হয়। মাহিষদুগ্ধ, দধি ও ঘৃত হবিষ্যে ব্যবহার করিবে না। ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত প্রশস্ত। হবিষ্যের সময়ে তৈলপক্ক দ্রব্য ভোজন এবং তৈলম্রক্ষণ নিষিদ্ধ, অসমর্থপক্ষে তৈলম্রক্ষণ করিলেও তৈলপক্ক দ্রব্যভোজন কখন বিধেয় নহে। হবিষ্যে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। দিবা বা রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে, দিবাভাগে ভোজন করিলে রাত্রিকালে ভোজন নিষিদ্ধ। হবিষ্যে দিবাভাগে ভোজনই প্রশস্ত। তবে নক্তব্রত সম্বন্ধেও হবিষ্য করিতে পারিবে। যব ও ব্রীহি এই দুই দ্রব্য দ্বারাই হবিষ্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটী দ্রব্যের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। যবভোজনে অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারাও করিতে পারিবে। কিন্তু হবিষ্যে মাষ, কোদ্রব ও গৌরাদি সর্ব্ব প্রকারে পরিত্যাগ করিবে।

"হবিষ্যেষু যবা মুখ্যাস্তদনু ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
মাষকোদ্রবগৌরাদীন্ সর্ব্বাভাবেঽপি বর্জয়েৎ ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

হবিষ্যে কাংস্যপাত্রে ভোজন, মৎস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক ও পরান্ন বিশেষ নিষিদ্ধ। হবিষ্যদিনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়, এই দিনে মিথ্যাকথন, নারীসহবাস, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

"কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিততভাষণং।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি সন্ত্যজেৎ ॥" (হরিভক্তিবি°)

হবিষ্য করিয়া রাত্রিকালে ছানা সন্দেশ প্রভৃতি ভোজনপ্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ঘৃত, সৈন্ধব ও ফলমূল ব্যতীত অন্য দ্রব্য ভোজন বিহিত নহে। মিষ্টের মধ্যে কেবল ইক্ষুচিনিই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কদলীপত্রে ভোজন প্রশস্ত। অভাবে প্রস্তরাদিপাত্রেও ভোজন করা যায়, কদাচ কাঁসারপাত্রে ভোজন করিবে না, কাঁসার পাত্রে ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারী হবিষ্য করিবেন। ইহা ভিন্ন গৃহস্থ ব্রতাদির পূর্ব্ব দিন, একাদশীর পূর্ব্ব দিন, কার্ত্তিক, বৈশাখ ও মাঘ মাসে হবিষ্য আচরণ করিবেন। মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃবিয়োগে পুত্রের এবং স্বামি-বিয়োগে স্ত্রীর মহাহবিষ্য করিতে হয়। মহাহবিষ্যে লবণভোজনও নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত ফল, মূল ভোজন করিতে পারিবে।

হবিষ্যন্দ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (রামা° ১।৫৭।৩)

হবিষ্যান্ন (ক্লী) হবিষ্যমন্নং। ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় দ্রব্যবিশেষ।

হবিস্ (ক্লী) হূয়তেঽনেনেতি হু (অর্চ্চিশুচিহুসৃপীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ১ হবনীয় দ্রব্য। পর্য্যায় সান্নায্য, ঘৃত।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥" (ভারত ১।৮৫।১১)

২ জল। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৪ শিব।

হবীমন্ (ক্লী) আহ্বানকরণ। "অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্তঃ" (ঋক্ ১।১২।২) 'হবীমভিঃ আহ্বানকরণৈঃ' (সায়ণ)

হবুষা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত হবুষফল, হিন্দী হোহবের, কলিঙ্গ হোদের, এই ফল দ্বিবিধ একটী মৎস্য সদৃশ বিস্রগন্ধ, অন্য প্রকার অশ্বত্থ ফল সদৃশ মৎস্য গন্ধ, এই দুই প্রকার ফলই গুণে তুল্য, কেবল আকারে ভিন্ন। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, শ্লেষ্মা ও বলাসরোগ-নাশক, প্রদর, উদরী, বিবন্ধ, শূল, গুল্ম ও অর্শরোগনাশক। (রাজনি°) ২ শুষ্ক আম্রমুকুল।

হবুষাদ্যঘৃত (ক্লী) গুল্মরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কুলশুঁঠের কাথ ৪ সের, শুষ্ক মূলের কাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমফলের কাথ ৪সের, কল্কার্থ হবুষা, ত্রিকটু, এলাইচ, চই, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী মিলিত ১ সের, ঘৃতপাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাত, গুল্ম প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° গুল্মাদি°)

হব্য (ক্লী) হূয়তে ইতি হু-যৎ। দৈবান্ন, দেবযোগ্য অন্ন, দেবতাদিগের উদ্দেশে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাকে হব্য এবং পিতৃদিগের উদ্দেশে দত্ত অন্নকে কব্য কহে।

"নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাং।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ ॥"
বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ ॥" (মনু ৩।৯৭-৮)

দানধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, দাতা, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানানুষ্ঠানশূন্য ব্রাহ্মণকে যদি দান করেন, তাহা হইলে হব্যকব্য নিষ্ফল হইয়া

থাকে। বিদ্যা ও তপস্তেজঃসম্পন্ন অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের মুখে যে হব্য-কব্যের আহুতি প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা মহৎ সঙ্কট ও সকল পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। ২ হবনীয় দ্রব্য। ৩ হোম।

হব্যজুষ্টি (স্ত্রী) হবিঃসেবা। "আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং" (ঋক্ ১।১৫৪।৭) 'হব্যজুষ্টিং হবিঃসেবা' (সায়ণ)

হব্যদাতি (ত্রি) দেবতাদিগকে যিনি হবির্দান করেন। "নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং" (ঋক্ ৩।২।৮) 'হব্যদাতিং দেবেভ্যো হবিষো দাতারং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ হবির্দান। "দেবেভির্হব্য-দাতয়ে" (ঋক্ ৫।৫১।২) 'হব্যদাতয়ে হবির্দানায়' (সায়ণ)

হব্যপ (পুং) ঋষিবিশেষ। (হরিবংশ)

হব্যপাক (পুং) হব্যায় পাকো যস্য। হোমের জন্য দুগ্ধঘৃতাদি-মিশ্রিত স্বিন্ন অন্ন, চরু। হোমের জন্য ইহা পাক করা হয় বলিয়া ইহার নাম হব্যপাক হইয়াছে। (অমর)

হব্যলেহিন্ (ত্রি) ১ যজ্ঞীয় ঘৃতলেহনকারী। (পুং) ২ অগ্নি।

হব্যবহ (ত্রি) হব্যং বহতি বহ-ক্কিপ্। হব্যবাহ, অগ্নি।

হব্যবাহ (পুং) বহতীতি বহ-অণ্। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ।

হব্যবাহন (পুং) হব্যং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-ল্যু। অগ্নি, অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার ঐ নাম হইয়াছে। অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশে হোম করিলে দেবগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"নহ্যেতৎ কারণং ব্রহ্মন্নলং সম্প্রতি ভাতি মে।
যদ্দদাহ সুসংক্রুদ্ধঃ খাণ্ডবং হব্যবাহনঃ ॥" (ভারত ১।২২৪।১৩)

২ চিত্রকবৃক্ষ।

হব্যসূক্তি (স্ত্রী) হব্যেষু সুষ্ঠুঃ উক্তিঃ। হব্যসম্বন্ধি সুবচন। "স্বাহা হব্যসূক্তীনাং" (শুক্লযজু ২৮।১১) 'হব্যসূক্তীনাং হব্য-সম্বন্ধিসুবচনানাং' (মহীধর)

হব্যসূদ্ (ত্রি) ক্ষীরাদি হবির উৎপাদয়িতা। "প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ" (ঋক্ ১।৯৩।১২) 'হব্যসূদঃ ক্ষীরাদিহবিষ উৎ-পাদয়িত্র্যঃ' (সায়ণ)

হব্যসূদন (ত্রি) হব্যস্য সূদনঃ। হৃদয়জিহ্বাদিরূপ হবির পাক হেতু। "মৃষ্টোঽসি হব্যসূদনঃ" (শুক্লযজু° ৫।৩২) 'হব্যসূদনঃ হব্যস্য হৃদয়জিহ্বাদিরূপস্য সূদনঃ পাকহেতুঃ' (মহীধর)

হব্যাদ্ (ত্রি) হব্যং অত্তি অদ্-ক্বিপ্। অগ্নি, হব্যভোক্তা অগ্নি। "অগ্নির্হব্যান্নমোভিঃ" (ঋক্ ৭।৩৪।১৪) 'হব্যাদ্ হব্যানাং অত্তা অগ্নিঃ' (সায়ণ)

হব্যাদ (পুং) হব্যং অত্তি অদ-ঘঞ্। হব্যভোক্তা অগ্নি।

হব্যাশ (পুং) হব্যমশ্নাতীতি হব্য-অশ-অণ্। হুতাশন। অগ্নি।

হব্যাশন (পুং) হব্যং অশনং যস্য। অগ্নি। (হেম)

হষাম্, আবদুলমালিকের পুত্র এবং উমেয়াবংশের দশম খলিফা, ৭২৪ খৃঃ অব্দে ২য় য়াজিদের মৃত্যুর পর ইনি খলিফার পদ প্রাপ্ত হন। তুর্কিস্থানের খাকানপ্রদেশ জয় করেন এবং ইশোরীয় ৩য় লুইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রায় ৭০০ উষ্ট্র ইহার সমরসাজ বহন করিয়া লইয়া যাইত। ইনি ৭৪৩ খৃঃ অব্দে মারা যান। তৎপরে ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালিদ্ খলিফা সিংহাসন অধিকার করেন। লয়লার প্রেমিক মজ্নুন তাঁহারই সমসাময়িক ছিলেন।

হষিম্, জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বুর্হানপুরের একজন বিখ্যাত কবি। সেখ আহম্মদ ফারুকির শিষ্য, দিবান এবং অপরাপর কয়েকখানি পারস্য-গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

হষিম, আবদুল মনাফের পুত্র, আবদুল মুত্তালিবের পিতা, আব-দুলের পিতামহ এবং মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদের প্রপিতামহ। পিতার মৃত্যুর পর হষিম্ কাবামন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহাদের জাতীয় সম্মান এতটা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী জাতি এবং দলপতিগণ তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে লালায়িত ছিলেন। আরবগণ তাঁহাকে এতটা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গকে লোকে হষিমীয় বলিয়া উল্লেখ করিতেন। হষিম্ সিরীয়ায় গজানামক স্থানে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল মুত্তালিব কাবামন্দিরের অধ্যক্ষ হন।

হষিম্‌বিন্-হাকিম্, একজন মুসলমান সাধু। ইনি সিরীয়ায় গজা নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মকানানামে পরিচিত ছিলেন। খোরাসানী ভাষায় মকানার অর্থ অবগুণ্ঠিত মহাপুরুষ। হষিম কানা ছিলেন, মাথায় টাক ছিল এবং আকৃতিও এত কদাকার ছিল যে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদনে রাখিয়া তাঁহাকে আত্ম-গোপন করিতে হইত। ইনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন। সমরখন্দ ও বোখরায় হষিম্‌বিন্ হাকিমের অনেক শিষ্য আছে। তুর্কিস্থান হইতে একদল আসিয়া ইহার সঙ্গে যোগদান করে। ট্রান্সঅক্সিয়ানার প্রায় একশত সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী ইঁহার অনুগামিনী ছিল। ১৬৩ হিজিরায় ইনি আত্মহত্যা করিয়া মারা যান।

হস্, হাস্য। ভ্বাদি°, পরস্মৈ° অক°; যে স্থলে উপহাস অর্থ বুঝাইবে তথায় সক°, সেট্। লট্ হসতি। লোট্ হসতু। লঙ্ অহসৎ। লিট্ জহাস, জহসতুঃ। লুট্ হসিষ্যতি লুঙ্ অহসীৎ। লুট্ হসিতা। সন্ জিহসিষতি। যঙ্ জাহস্যতে। যঙ্ লুক্ জাহস্তি। নিচ্ হাসয়তে। লুঙ্ অজী-হসৎ। উপ+হস উপহাস।

হস (পুং) হসনমিতি হস (স্বনহসোর্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি অপ্। হাস্য। (অমর)

হসৎ (ত্রি) হস-শতৃ। তৎক্ষণাৎ হাস্যকারী, বর্ত্তমান কালে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

"হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাতি হর্ষাৎ
বাষ্পাগমং কৃষ্ণবিনোদনার্থং।" (হরিবংশ ১৪৬।২৭)

এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হসন্তী এইরূপ পদ হইবে।

হসন (ক্লী) হস-ল্যুট্। ১ হাস্য।

"হসনে দেহভ্রংশং রুদিতে চ ব্যাধিবাহুল্যং।" (বৃহৎস° ৪৬।২৫)

(পুং) ২ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হসন্‌আবদল্ (বাবা হসন আবদল্) খোরাসানের বিখ্যাত সাধু পুরুষ। ইনি সৈয়দ ছিলেন। অন্‌সের তাইমুরের পুত্র, মির্জা শাহরুখের সহিত হসন্ আবদল ভারতে আগমন করেন। কান্দাহারে তাঁহার মৃত্যু হয়। শত শত যাত্রী এখনও তাঁহার কবর দর্শনে আসিয়া থাকে।

হসন্ আবদল, রাওলপিণ্ডি জেলার আটকতহশীলের অন্তর্গত একটি বহু পুরাতন গ্রাম। প্রাচীন তক্ষশিলারাজধানীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি সমৃদ্ধিশালী সহরের মধ্যে এই গ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ৪৮´ ৫৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৪৪´ ৪১´´ পূঃ। পঞ্জা সাহেব কিংবা বাবাওয়ালী নামক যে পুষ্করিণী এখনও দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাহাই হিউএন্ সিয়াং-কথিত নাগরাজ এলাপত্রের দীর্ঘিকা। এই স্থানটি জুড়িয়া বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি নানাধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। এই গ্রামটির একমাইল দূরে একটি সমুচ্চ পাহাড়ের উপরে পঞ্জাসাহেবের মন্দির বিদ্যমান আছে। পাহাড়ের পাদদেশেই তদ্গ্রামে একটী পুষ্করিণী এখনও দেখা যায়। এই নদীটির চারিধারে ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন রহিয়াছে। যে পর্ব্বতের গাত্র হইতে নির্ঝরটি বাহির হইয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে, তথায় একটি হস্তচিহ্ন দেখা যায়। শিখগণ বলেন যে, ইহা তাঁহাদের গুরু নানক দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। মোগলসম্রাট্‌দিগের সময়ে এই সহরটি দিয়া মোগলসম্রাট্ কাশ্মীরে যাতায়ত করিতেন। এখানে অকবরের এক বেগমের সমাধিমন্দির বিদ্যমান।

হসনআলি, মহিসুরের টিপুসুলতানের একজন সভাকবি। ইনি "ভোগবাল ও কোকশাস্ত্র" এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত হইতে এই দুইটি পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের উপর অশ্লীল বিদ্রূপোক্তিপূর্ণ এই দুইখানি পুস্তক পাঠযোগ্য নহে। ঐ পুস্তকেরই পারস্য তাবার "লজ্জাতুন্নসা" নামে এক অনুবাদ রহিয়াছে।

হসন্ আস্‌করি, আলিবংশীয় একাদশ ইমাম, হসন্‌আলি নকির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মদিনায় ৮৪৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮৭৪ খৃঃ অব্দে হসন্ আসকরি মারা যান। বোগদাদে ইঁহার পিতার সমাধির অতি নিকটে ইঁহার মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

হসন্ ইমাম্, মহম্মদের কন্যা ফতেমা ও আলির জ্যেষ্ঠপুত্র। ৬২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় ইমামরূপে খলিফাপদে নিযুক্ত হন। যদিও তিনি আরবদিগের অনুমতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহাদিগের নিকট সদ্ব্যবহার লাভ করেন নাই। এ সময় আরবগণ নানাদলে বিভক্ত ছিল। তিনি খলিফার পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া তাহা মুআবার হাতে সমর্পণ করিলেন। মুআবা তাঁহাকে নানারূপ উপঢৌকন ও বাৎসরিক বৃত্তি করিয়াদিয়াছিলেন। রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হসন ও হোসেন দুই ভাই সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে মুআবার পুত্র যাজিদ হসনের স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে স্বামীর প্রাণনাশ করিবার পরামর্শ দিলেন। হসন মারা গেলে যাজিদ তাহাকে বিবাহ করিবে এই লোভে হসনের স্ত্রী বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিল। এই শোচনীয় কাণ্ডটি ৬৭০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। মদিনার বকিয়াতে হসনের মৃত দেহ কবরস্থ হয়। আকৃতিতে হসন তাহার মাতামহ মহম্মদের মত ছিলেন। কথিত আছে যে, যখন হসন ভূমিষ্ঠ হন, তখন মহম্মদ তাঁহার মুখে থুথু দিয়া তাঁহার হসন নামকরণ করেন। ইঁহার ২০টি সন্তান ছিল, তন্মধ্যে ১৫টী পুত্র এবং ৫টী কন্যা। যদিও তাঁহার সকল স্ত্রীই তাঁহাতে অনুরক্তছিল, যদিও তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন, তথাপি তিনি একজনকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

হসন্‌গঞ্জ, অযোধ্যাপ্রদেশে উনাও জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম, বৃহৎ বাজারের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। অযোধ্যার সুবাদার আসফ্‌উদ্দীনের নায়েব্ হসন রেজা খাঁ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তদীয় নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

হসন নিজামি, তাজ্‌উল্‌-মাসির অর্থাৎ বিজয়মুকুট নামক পুস্তক-প্রণেতা। নিশাপুরে ইহার জন্ম। কেহ কেহ হসন্‌নিজামিকে সদরুদ্দীন্ মহম্মদ বিন হসন্ নিজাম বলেন। গৃহে নানারূপ কষ্ট হওয়াতে ইনি গৃহ ছাড়িয়া গজনীতে এবং অবশেষে দিল্লীতে গমন করেন। তাঁহার ইতিহাস হইতে আমরা দাসরাজ কুতবুদ্দীন্ এবং মহম্মদ গজনীর জীবনী জানিতে পারি। সামসুদ্দীন আলতামসের রাজত্বপ্রসঙ্গে তিনি পুস্তকের উপসংহার করেন।

হসনপুর, ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। মোরাদাবাদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ২ উক্ত হসনপুর তহশীলের শাসনকেন্দ্র ও একটী সহর। ইহা মোরাদাবাদ সহর হইতে পশ্চিমে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

হসন্ বুজুর্গ, (সেখ হসন বা আমীর হসন ইলকানি) আমীর ইল্‌কন্ জলায়ের পুত্র। ইনি পারস্তরাজ সুলতান অর্‌ঘুন খাঁর বংশধর হসন্ সুলতান আবুসৈয়দের রাজত্বের সময়ে মোগলদিগের মধ্যে একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন। ইনি আমীর চোবানের কন্যা বোগ্‌দাদ খাটুনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান পরমাসুন্দরী হসনপত্নীকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিতেন। হসন্ বুজুর্গ সুলতানের জন্য তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। পরে উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর হসন্ বুজুর্গ দিলসাদ্ খাটুন নামে সুলতানের এক বিধবা বেগমের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন এবং বোগ্‌দাদে গিয়া বোগদাদ অধিকার করিলেন। বোগ্‌দাদের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বোগ্‌দাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতার বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু আপন ভ্রাতা আহ্মদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। আহ্মদ ইলকানির নিষ্ঠুরতা ও পাপাচরণ সমস্ত লোককে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিল; তাহারা অবশেষে সাহায্যের জন্য তৈমুরলঙ্গ্‌কে আহ্বান করিয়া আনাইল। এই ভুবনবিজয়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ-ক্ষমতা আহ্মদের ছিল না। মিশরে ভ্রাতৃহন্তা পলায়ন করিল। তৈমুরের মৃত্যুর পর যখন আহ্মদ বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন, তখন পথে কারায়ুস্ খাঁ তাঁহাকে বধ করেন।

হসন্‌মীর, লক্ষ্ণৌর একজন হিন্দুস্থানী কবি, তাঁহার পিতার নাম গোলাম হোসেন জাহিক। তিনি বদ্‌রিমুনির ও বেনাজিরের প্রেম বর্ণনা করিয়া "মসনবি মীর হসন" নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এই পুস্তকখানি নবাব আসফউদ্দৌলাকে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসের আর এক নাম "সাহর উল্ বয়ান।" হসনের পূর্ব্বপুরুষগণ হিরাটবাসী ছিলেন, কিন্তু দিল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। নবাব সফদার খাঁ এবং তাঁহার পুত্র মীর্জ্জা নওয়াজিস আলি খাঁ হসন্‌মীরকে অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হসন্‌সঞ্জরী, দিল্লীর একজন পারস্য কবি। প্রসিদ্ধ আমীর খসরুর সমসাময়িক। আকই সঞ্জরীর পুত্র। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইনি সেখ নিজামউদ্দীন্ আলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি একখানি দিবানের লেখক। ফয়েদ উল্ ফয়েদ বলিয়া ইঁহার গুরু শিষ্যদিগকে যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন হসন্ তাহা একত্র সংকলন করেন। কাহারও মতে, ১৩০৭ খৃঃ অব্দে, কাহারও কাহারও মতে ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

হসন সব্বা, পারস্যে ইস্‌মাইলবংশের প্রবর্ত্তক। ইনি আরব-ভাষায় সেখ উল্ জবল (পর্ব্বতরাজ) নামে অভিহিত। ইসমাইল-বংশীয় রাজগণ হসনী নামে খ্যাত। হসন সব্বা প্রথমে সুলতান অল্প-অর্স্‌লানের মুহুরবাহক ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিজাম উল্‌মুল্কের সহিত কলহ করিয়া তাঁহার জন্মভূমি রায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথা হইতে তিনি সিরীয়াতে গিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি ইসমাইলবংশীয় জাফর সাদিকের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অবলম্বন করেন। তিনি অবশেষে আলহমৎ দুর্গটী কৌশলে হস্তগত করিলেন। এই দুর্গ হইতে তিনি তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। একটির পর আর একটী এইরূপে বহু দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতান যে অভিযান পাঠাইলেন, তাহারাও ব্যর্থ হইয়া ফিরিল। হসন সব্বার একজন অনুচর তাঁহার প্রধান শত্রু নিজাম উল্ মুল্ককে বধ করিল। হসন ১১২০ খৃঃ অব্দে মারা যান। এই বংশের শেষ রাজা রুকুনুদ্দীন্ হলাকুর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। অতঃপর পারস্যে মোগল রাজত্বের আরম্ভ।

হসন্ বিন্ মহম্মদ, একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। অকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং অকবরের অধীনে বিভিন্ন রাজকর্ম্ম করিতেন। তিনি "মুন্তাখিব উত্ তবারিক" নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার দেওয়ান নিযুক্ত হন।

হসনী (স্ত্রী) হসতীতি হস (কৃত্যল্যুট) ইতি ল্যুট্-ঙীপ্। অঙ্গারধানী, চলিত অগ্নিপাত্র, আগুনের মালসা। (মেদিনী)

হসনীমণি (পুং) অগ্নি। (ত্রিকা°)

হসন্তী (স্ত্রী) হসতীতি হস-শতৃ-ঙীপ্। ১ অঙ্গারধানিকা, অগ্নি রাখিবার পাত্র। ২ মল্লিকাবিশেষ। ৩ শাকিনীভেদ। (মেদিনী) ৪ হাস্যকারিণী।

"অস্তীহোজ্জয়নী নাম নগরী ভূষণং ভুবঃ।
হসন্তীব সুধাধৌতৈঃ প্রাসাদৈরমরাবতীং॥" (কথাস° ১১।৩১)

হসিক (ত্রি) হসো হাসোঽস্যাস্তীতি ঠন্। হাস্যকর্ত্তা।

হসিত (ক্লী) হস-ক্ত। ১ হাস্য। কামদেবের ধনুঃ। ৩ হাস্য-করণ। ৪ পরিহাস। "কীর্ত্তিতানি হসিতেঽপি তানি যং ব্রীড়য়ন্তি চরিতানি মানিনঃ।" (কিরাত ১৩।৪৭)

(ত্রি) ৫ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ৬ কৃতহাস, যিনি হাস্য করিয়াছেন।

হস্কার (পুং) দীপ্তিকর। "হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্যতঃ" (ঋক্ ১।২৩।১২) 'হস্কারাৎ দীপ্তিকারাৎ' (সায়ণ)

হস্ত (পুং) হসতি বিকশতীতি হস (হসিমৃগ্রিণ্‌বামীতি। উণ্ ৩।৮৬) ইতি তন্। শরীরাবয়ববিশেষ। চলিত হাত, ইহা একটা কর্ম্মেন্দ্রিয়, পর্য্যায়—পাণি, সম, শয়, পঞ্চশাখ, কর, ভুজ, কুলি, ভুজাদল। (শব্দরত্না°) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ইহার পরিমাণ ২৪ আঙ্গুল।

"যবানাং তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ।
অদীর্ঘযোজতৈর্হস্তশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আটটী যবের তণ্ডুল দ্বারা এক অঙ্গুল হয়। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলি হস্তের পরিমাণ।

শাকুনশাস্ত্রে হস্তরেখার শুভাশুভ বিশেষ ভাবে লিখিত আছে, এই হস্তরেখার দ্বারা জীবনের শুভাশুভ সকলই জানা যাইতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্যঞ্জন ও স্নেহাদি দ্রব্য পরিবেশন করিতে হইলে তাহাতে হাত দিতে নাই, কাষ্ঠ বা তৃণাদি পাত্র দ্বারা দিতে হয়, লোহার হাতায় করিয়াও দিতে নাই, পিত্তল ও রৌপ্যাদিপাত্রই প্রশস্ত। হাত দিয়া স্নেহাদি দ্রব্য দিলে এবং তাহা ভোজন করিলে ভোক্তা কেবল পাপভোজন করিয়া থাকেন। লবণও হাতে করিয়া দিতে নাই।

"হস্তদত্তাশ্চ যে স্নেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ।
দাতারং নোপতিষ্ঠন্তে ভোক্তা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং ॥
তস্মাদন্তরিতং কৃত্বা পর্ণেনাথ তৃণেন বা।
প্রদদ্যাৎ ন তু হস্তেন নায়সেন কদাচন ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

এক হস্তদত্ত দ্রব্যও ভোজন নিষিদ্ধ।

"একেন পাণিনা দত্তং শূদ্রদত্তং ন ভক্ষয়েৎ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

বাম হস্তে বা এক হস্তে করিয়া ভোজন বা জলপান করিতে নাই, এরূপ করিলে তাহার পাতক হইয়া থাকে।

"ন পিবেন্ন চ ভুঞ্জীত দ্বিজঃ সব্যেন পাণিনা।
নৈকহস্তেন চ জলং শূদ্রেণাবর্জ্জিতং পিবেৎ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ হস্তিশুণ্ড। ৩ হস্তানক্ষত্র।

হস্তক (পুং) হস্ত স্বার্থে কন্। হস্তশব্দার্থ।

হস্তকিত (ত্রি) হস্তক-তারকাদিত্বাদিতচ্। হস্তযুক্ত।

হস্তকৃত (ত্রি) হস্তেন কৃতঃ। যাহা হাতে করা হইয়াছে, যাহা হস্তগত হইয়াছে।

হস্তগ (ত্রি) হস্তং গচ্ছতি গম-ড। হস্তগত, যাহা হাতে আসিয়া লাগিয়াছে।

হস্তগত (ত্রিং) হস্তং গতঃ। হস্তপ্রাপ্ত, যাহা নিজের হাতে আসিয়াছে।

"পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং ॥" (চাণক্য)

পুস্তকস্থিত বিদ্যা এবং পরহস্তগত ধন ইহা দ্বারা কোন উপকার হয় না।

হস্তগামিন্ (ত্রি) হস্তং গচ্ছতি গম-ণিনি। হস্তগত, হস্ত-গমনশীল।

হস্তগিরি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

হস্তগ্রহ (পুং) হস্তস্য গ্রহঃ গ্রহণং। হস্তগ্রহণ, হস্তধারণ।

"তাভ্যামুভাভ্যামন্যোন্যং হস্তগ্রহপুরঃসরং।" (কথাস° ২৭।১০০)

হস্তগ্রাহ (পুং) ১ পাণিগ্রহণ, বিবাহ। ২ হস্তগ্রহণকারী।

হস্তগ্রাহক (ত্রি) হস্তগ্রহণকারী, হস্তধারণকারী।

হস্তগ্রাহম্ (অব্য) হস্তগ্রহ-নমুল্। হস্তগ্রহণ করিয়া, হস্ত ধারণ করিয়া।

হস্তগ্রাহ্য (ত্রি) হস্তেন গ্রাহ্যঃ। হস্তদ্বারা গ্রহণীয়।

হস্তঘ্ন (পুং) হস্তসমীপবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিত হইয়া জ্যা দ্বারা হত। "হস্তঘ্নঃ হস্তে হস্তসমীপবর্ত্তিনি প্রকোষ্ঠে স্থিতঃ সন্ জ্যয়া হন্যতে ইতি হস্তঘ্নঃ ঘঞর্থে ক বিধানমিতিঃ কঃ' (সায়ণ)

(ত্রি) হস্তং হন্তি হন-টক্। ২ হস্তনাশক, হস্তচ্ছেদকারী।

হস্তচ্যুত (ত্রি) হস্তাৎ চ্যুতঃ। হস্ত হইতে প্রচ্যুত, যাহা হাত হইতে গিয়াছে। (ঋক্ ৯।১১।৫)

হস্তচ্যুতি (স্ত্রী) হস্তাৎ চ্যুতিঃ। হস্ত হইতে চ্যুতি, হস্ত হইতে স্খলন। হস্ত হইতে পতন।

হস্তজ্যোড়ি (পুং) স্বনামখ্যাত মহাকন্দশাক, করজ্যোড়ি, চলিত করজোড়া। হিন্দী হাতাজুড়ী। গুণ—রসবন্ধ ও বশ্য-কারক। (রাজনি°)

হস্ততাল (পুং) হস্তেন দত্তস্তালঃ। হস্তদত্ত তাল, চলিত হাতে তাল দেওয়া, হাততালি।

হস্তত্র (ক্লী) করত্রাণ, হস্তরক্ষক।

হস্তদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণহস্তযুক্ত।

হস্তদীপ (পুং) হস্তধৃত দীপাধার, হাতলণ্ঠন।

হস্তধারণ (ক্লী) হস্তস্য ধারণং। ১ নিবারণ। মারণোদ্যতেঃ নিবারণং। (অমরটীকা রামাশ্রম) ২ পরিত্রাণ।

"ব্রাহ্মণস্বে হৃতে চৌরৈর্ধর্ম্মার্থে চ বিলোপিতে।
রোরূয়মাণে চ ময়ি ক্রিয়তাং হস্তধারণং ॥" (ভারত ১।২১৪।১০)

৩ হস্তগ্রহণ।

হস্তপাদ (ক্লী) হস্তৌ চ পাদৌ চ দ্বন্দ্বে প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বং। হস্ত ও পাদদ্বয়।

"পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমী স্মৃতা।" (মনু ২।৯০)

হস্তপুচ্ছ (ক্লী) হস্তস্য পুচ্ছং। হস্তাবয়ববিশেষ, চলিত হাতের পোছা, পর্য্যায়—কল্মষ। (ত্রিকা°)

হস্তপৃষ্ঠ (ক্লী) হস্তস্য পৃষ্ঠং। হাতের পৃষ্ঠদেশ। (হেম)

হস্তপ্রদ (ত্রি) হস্তং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। হস্তপ্রদাতা, হস্তপ্রদানকারী।

হস্তপ্রাপ্ত (ত্রি) হস্তং প্রাপ্তঃ। হস্তগত, যাহা হাতে পাওয়া গিয়াছে।

হস্তপ্রাপ্য (ত্রি) হস্তেন প্রাপ্যঃ। হস্ত দ্বারা প্রাপণীয়, যাহা হাতে পাওয়া যায়।

হস্তবিম্ব (ক্লী) হস্তস্য বিম্বং যত্র। ১ স্থাসক, চন্দনাদি দ্বারা দেহবিলেপনবিশেষ। (হেম) ২ করপ্রতিবিম্ব।

হস্তযত (ত্রি) হস্ত দ্বারা সংহত। "অনূনোদত্র হস্তযতঃ" (ঋক্ ৫।৪৫।৭) 'হস্তযতঃ হস্তেন সংহতঃ' (সায়ণ)

হস্তযোগ (পুং) হস্তেন সহ যোগঃ। ১ হস্তা নক্ষত্রের সহিত যোগ, হস্তা নক্ষত্রের সহিত মিলন। ২ হস্তের সহিত যোগ।

হস্তবৎ (ত্রি) হস্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্য বঃ। ১ হস্তবিশিষ্ট, হস্তযুক্ত। ২ দ্যূতকর, কিতব।

"অহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে" (ঋক্ ১০।৩৪।৯)

'হস্তবন্তং দ্যূতকরং কিতবং' (সায়ণ)

হস্তবাম (ত্রি) বামহস্তযুক্ত।

হস্তবারণ (ক্লী) হস্তেন বারণং। ১ পরিত্রাণ, মারণোদ্যতের নিবারণ। (অমর) ২ হস্ত দ্বারা বারণ, কর দ্বারা নিষেধ।

হস্তবিন্যাস (পুং) করন্যাস। করস্থাপন।

হস্তসিদ্ধি (স্ত্রী) হস্তস্য সিদ্ধিঃ। ভৃতি, বেতন।

"প্রতীকারমিমং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাং॥" (বিষ্ণুপু° ১।৬অ°)

'হস্তসিদ্ধিং হস্তাভ্যাং সাধ্যাং সিদ্ধিং ভৃতিং তামেবাহ কর্ম্মজাং' (টীকা)

২ হস্ত দ্বারা সিদ্ধি, কর দ্বারা সাধন।

হস্তসূত্র (ক্লী) হস্তস্য সূত্রং। বলয়।

'কটকো বলয়ং পারিহার্য্যাবাপৌ তু কঙ্কণং।
হস্তসূত্রং প্রতিসরঃ ঊর্ম্মিকা অঙ্গুলীয়কং।' (হেম)

২ বিবাহাদিসংস্কার কালে মঙ্গলার্থ বদ্ধ করসূত্র। বিবাহাদি মঙ্গলকর্ম্মে হাতে সূতা বাঁধিতে হয়। এই সূত্র বাঁধিবার প্রণালী এইরূপ প্রচলিত আছে—বিবাহাদি মঙ্গল কর্ম্মে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস করিতে হয়। যথাবিধি অধিবাস করিয়া তিন জন সধবা স্ত্রীলোক সংক্রিয়মান পুত্র বা কন্যার মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন এবং সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে। তিন, পাঁচ বা সাত খেই সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। এই সূত্র তাহার পাদদেশ দিয়া গলাইয়া লইয়া হরিদ্রা ও কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকে। পরে ঐ সূত্রে দূর্ব্বা বাঁধিয়া পুরুষ হইলে দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোক হইলে বাম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই হস্তসূত্র মাঙ্গলিক। সংস্কারের দুই চারি দিন পরে এই সূত্রবন্ধন খুলিয়া ফেলিতে হয়।

"ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশং।
ধাত্র্যঙ্গুলিভিঃ প্রতিসার্য্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রং॥"
(কুমারস° ৭।২৫)

হস্তস্থ (ত্রি) হস্তে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। হস্তে স্থিত, যাহা হাতে থাকে।

হস্তহোম (পুং) হস্তদ্বারা হোম।

হস্তা (স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ত্রয়োদশ নক্ষত্র। ইহা পঞ্চতারাত্মক, এই নক্ষত্রে পাঁচটী তারা হস্তাকারে সন্নিবিষ্ট আছে, এই জন্য ইহার নাম হস্তা হইয়াছে। এই নক্ষত্র শুভ। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক দাতা, যশস্বী, মনস্বী, দেবতাব্রাহ্মণপূজক ও নীতিজ্ঞ হয় এবং সম্পৎসকল তাঁহার করস্থিত হইয়া থাকে।

"দাতা যশস্বী সুতরাং মনস্বী ভূদেবদেবার্চ্চনকৃন্নয়জ্ঞঃ।
প্রসূতিকালে কিল যস্য হস্তা হস্তস্থিতা তস্য সমস্তসম্পৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিনকৃৎ সূর্য্য। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের কন্যারাশি হইয়া থাকে। নামকরণস্থলে শতপদচক্রানুসারে নামকরণ করিলে এই নক্ষত্রের চারিটী পাদে চারিটী অক্ষর হইবে। [শতপদচক্র শব্দ দেখ] অষ্টোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হইয়া থাকে।

"বুধো হস্তাচতুষ্টয়ে" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) হস্তা আদি করিয়া চারিটী নক্ষত্রে বুধের দশা হয়। বুধের দশা ১৭ বৎসর, সুতরাং হস্তানক্ষত্রের ভোগকাল চারি বৎসর তিন মাস, এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে জন্মদিনের নক্ষত্র মাস প্রভৃতি স্থির করিয়া, পরে চারি বৎসর তিন মাস কালকে সেই নক্ষত্রের ভোগ্য স্থির করিয়া ভোগ্য ও ভুক্ত নিরূপণ করিবে। রাত্রিকালে এই নক্ষত্র দর্শন করিয়া লগ্ননিরূপণ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"মস্তকোপরি করাঙ্কতো করে তিষ্ঠতীন্দুমুখি বাণতারকে।
লিপ্তিকাঃ শরকুপক্ষসংজ্ঞকাঃ নায়কাসনবিলগ্নতো গতাঃ॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

হস্তাক্ষর (ক্লী) হস্তলিখিতমক্ষরং। ১ হাতের লেখা অক্ষর, হস্তলিপি। (ত্রি) ২ হস্তাক্ষরবিশিষ্ট।

হস্তাঙ্গুলি (পুং) হস্তস্য অঙ্গুলিঃ। করশাখা, হাতের আঙ্গুল।

হস্তাভরণ (ক্লী) হস্তস্যাভরণং। হস্তের আভরণ, হাতের আভরণ, হাতের গহনা।

হস্তামলক (ক্লী) হস্তস্থিতং আমলকং। ১ করস্থিত আমলকফল। (পুং) ২ ন্যায়ভেদ। করে আমলকীফল রাখিলে যেমন তাহার চারিদিক্ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ যদ্দ্বারা আমলকীফলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতে যাওয়া যায়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"ত্বয়া দৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং হস্তামলকবৎ সদা।" (রামায়ণ)

৩ বেদান্তগ্রন্থবিশেষ। মহামতি শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন, তখন পথিমধ্যে কোন বালকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত—

প্রশ্ন—কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা—
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি॥
বালকস্যোত্তরং—
নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষো ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥"

হস্তালিঙ্গন (ক্লী) করমর্দ্দন।

হস্তাবনেজন (ক্লী) হস্তধৌত জলবিশেষ।

হস্তাবলম্ব (পুং) করমর্দ্দন, হস্তগ্রহণ।

হস্তাবলম্বন (ক্লী) হস্তগ্রহণ।

হস্তাবাপ (পুং) "হস্তাবাপেন গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ, হস্তৌ অবাপ্যেতে প্রবেশ্যেতে যস্মিন্নিতি হস্তাবাপো হস্তনিগড়স্তেন নিগড়িতাঃ সন্তঃ।" হস্তদ্বারা নিগড়িত।

হস্তাহস্তি (অব্য°) হস্তৈশ্চ হস্তৈশ্চ প্রহৃত্য যুদ্ধমিদং প্রবর্ত্ততে ইতি ইঞ্। হাতে হাতে যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি।

হস্তি (পুং) ১ কদলীবৃক্ষ। ২ গজ। ৩ অজমোদা। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিক (ক্লী) হস্তিনাং সমূহঃ কন্। হস্তিসমূহ।

হস্তিকক্ষ (পুং) হস্তী কক্ষে যস্য। ১ সিংহ। ২ ব্যাঘ্র। ৩ কীটভেদ, কণভ নামক কীট। (নিদান)

হস্তিকন্দ (পুং) হস্তিন পদ ইব কন্দো যস্য। বৃহৎ কন্দবিশেষ, কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত মহাকন্দশাক, চলিত—হাঁসা বড়মূলা। পর্য্যায়—হস্তিপত্র, স্থূলকন্দ, অতিকন্দক, বৃহৎপত্র, অতিপত্র, হস্তিকর্ণ, সুকর্ণ, ত্বগ্দোষারি, কুষ্ঠহন্তা, গিরিবাসী, নাগাশ্রয়, গজকন্দ, নাগকন্দ। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাতাময়, ত্বগ্দোষ, শ্রম, কুষ্ঠ, বিষ ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

হস্তিকরঞ্জ (পুং) হস্তীব মহান্ করঞ্জঃ। মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিকর্ণ (পুং) হস্তিনঃ কর্ণমিব পর্ণমস্য। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। ২ পলাশভেদ, গজকর্ণাকার একপর্ণপলাশ, চলিত হস্তিকর্ণ পলাশ, ভূপলাশ।

'হস্তিকর্ণঃ পরং বৃষ্যো মেধায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ।' (রাজব°)

গুণ—অতিশয় বৃষ্য, মেধা, আয়ু ও বলবর্দ্ধক। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হস্তিকর্ণের মূল চূর্ণ করিয়া পান করিলে সকল রোগ বিমুক্ত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ভক্ষণ করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। মধু ও সর্পিসহ সেবন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, কেবল মধুর সহিত সেবনে আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রুতিধর ও প্রমদাজনপ্রিয়, দধির সহিত ভোজনে দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, কাঞ্জিকের সহিত সেবনে দিব্য দেহ ও বলীপলিত নাশ, ত্রিফলার সহিত সেবনে চক্ষুর দৃপ্তি এবং ঘৃতের সহিত সেবনে অন্ধেরও দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়। মাহিষদুগ্ধের সহিত ইহার চূর্ণ মস্তকে লেপ দিলে কেশ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং টাক আশু আরোগ্য হয়। ইহার চূর্ণ তৈলের সহিত উদ্বর্ত্তন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ছাগীদুগ্ধের সহিত ইহার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন ৬ মাস ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়।

"হস্তিকর্ণস্য বৈ মূলং গৃহীত্বা চূর্ণয়েদ্ধর।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব॥
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ।
নরং শ্রুতিধরং শূরং মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমং॥
পদ্মগৌরপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা।
ষোড়শাব্দাকৃতিং রুদ্র সততং দুগ্ধভোজিতং॥
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং জগ্ধমায়ুষ্করং ভবেৎ।
তজ্জগ্ধং মধুনা সার্দ্ধং দশবর্ষসহস্রিণং॥
কুর্য্যান্নরং শ্রুতিধরং প্রমদাজনবল্লভং।
দধ্না নিত্যং ভক্ষিতস্তু বজ্রদেহকরং শিব॥
কৃষ্ণকেশসমাযুক্তং নরং বর্ষসহস্রিণং।
তচ্চ কাঞ্জিকসংযুক্তং নরং কুর্য্যাচ্চ ভক্ষিতং॥
শতবর্ষং দিব্যদেহং বলিপলিতবর্জ্জিতং।
জগ্ধ ত্রিফলায়া যুক্তং চক্ষুষ্মন্তং করোতি বৈ॥
অন্ধঃ পশ্যেত্তু চূর্ণস্য সাজ্যস্যৈব তু ভক্ষণাৎ।
মহিষীক্ষীরসংযুক্তং তল্লেপঃ কৃষ্ণকেশকৃৎ॥
খল্লীটস্য চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভধ্বজ।
তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলিপলিতবর্জ্জিতং॥
তচ্ছাদ্বর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে।
সচ্ছাগক্ষীরচূর্ণেন দৃষ্টিঃ সম্মাসতোঽঞ্জনাৎ॥" (গরুড়পু° ১১০অ°)

৩ হস্তিকন্দ। ইহার বীজতৈল মূলকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

হস্তিকর্ণক (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব পর্ণমস্য কপ্। কিংশুকভেদ, হস্তিকর্ণ পলাশ। (শব্দরত্না°)

হস্তিকর্ণদল (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব দলমস্য। পলাশভেদ।

হস্তিকর্ণপলাশ (পুং) পলাশভেদ। [হস্তিকর্ণ শব্দ দেখ]

হস্তিকর্ণা (স্ত্রী) কন্দবিশেষ,গজকর্ণা। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বিপাক, বায়ু, কফ ও শীতজ্বরনাশক। ইহার কন্দ পাণ্ডু, শোথ, কৃমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদররোগনাশক এবং বনশূরণকন্দের ন্যায় গ্রহণী ও অর্শরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

হস্তিকর্ণিক (ক্লী) ১ গজকর্ণা। ২ কাসালুক।

হস্তিকর্ণী (স্ত্রী) কাসালুক। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকারবী (স্ত্রী) অজমোদা, বনযমানী। (রাজনি°)

হস্তিকুম্ভ (পুং) হস্তিনঃ কুম্ভঃ। করিকুম্ভ।

হস্তিকৃষ্ণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকোল (পুং) রাজবদর। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিকোলি [লী] (স্ত্রী) হস্তীব কোলিঃ। বদরীভেদ। পর্য্যায়—গোপঘোণ্টা, ঘোণ্টা, বদরীচ্ছদা। (রত্নমা°)

হস্তিকোশাতকী (স্ত্রী) মহাকোশাতকী, ধুন্দুল। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিগিরি (পুং) হস্তি-প্রধানো গিরির্যত্র। কাঞ্চীদেশ। বিষ্ণুকাঞ্চী।

হস্তিঘোষা (স্ত্রী) হস্তীব বৃহতী ঘোষা। বৃহদ্‌ঘোষা, মহাকোশাতকী নামক ফলশাকবিশেষ, চলিত ধুন্দুল। হিন্দী বড়ীতোরই। পর্য্যায়—ঐন্দ্রী, মহৎপুষ্পা, সপীতিকা, মহাকোশাতকী। গুণ—স্নিগ্ধ, সারক, পিত্তানিলনাশক। (মদনবিনোদ)

হস্তিঘোষাতকী (স্ত্রী) হস্তীব বৃহতী ঘোষাতকী। হস্তিঘোষা।

হস্তিঘ্ন (পুং) হস্তিনং হন্তুং শক্তঃ হস্তিন্ (শক্তৌ হস্তিকপাটয়োঃ। পা ৩।২।৫৪) ইতি টক্। ১ মনুষ্য। (ত্রি) ২ গজনাশক, হস্তি-নাশকারী।

হস্তিচর্ম্মন্ (ক্লী) হাতীর চামড়া।

হস্তিচারিণী (স্ত্রী) হস্তীব চরতীতি চর-ণিনি-ঙীপ্। মহাকরঞ্জ, চলিত ডহরকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিজিহ্বা (স্ত্রী) নাড়ীভেদ। "দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে।" (গোরক্ষশতক)

হস্তিজীবিন্ (পুং) হস্তিনা জীবতি জীব-ণিনি। হস্ত্যাজীব, যে হস্তী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

হস্তিদন্ত (ক্লী) হস্তিনো দন্ত ইব আকারোঽস্ত্যস্যেতি অচ্। ১ মূলক। (রাজনি°) (পুং) হস্তিনো দন্ত ইব। ২ দ্রব্যরক্ষার্থ ভিত্তিস্থিতি কীলক, নাগদন্তক, কোন দ্রব্য রাখিবার জন্য দেওয়ালে যে সকল কীলক অর্থাৎ গোঁজ পোতা হয়। হস্তিনো দন্তঃ। ৩ হাতীর দাঁত, হস্তি দন্তে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যাঞ্চৈব রসাঞ্জনং।
লোমাঞ্জনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষপি ॥" (চক্রপাণিস°)

হস্তিদন্তের মসী করিয়া শ্রেষ্ঠ রসাঞ্জনের সহিত প্রলেপ দিলে মানবদিগের পাণিতলেও লোম জন্মে। • [গজ শব্দ দেখ।]

হস্তিদন্তক (ক্লী) হস্তিদন্তমেব কন্। ১ মূলক। (শব্দমালা)

হস্তিদন্তফলা (স্ত্রী) হস্তিদন্ত ইব ফলং যস্যাঃ। এর্ব্বারুক, চলিত গোমুক। (রাজনি°)

হস্তিদন্তী (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রবারুণী। হ্রস্বদন্তী। (বৈদ্যকনি°) ২ বৃহৎফল গোড়ুম্বা, নাগদন্তী, চলিত বড়গোমুক। (চরক সূত্র)

হস্তিদ্বয়স (ত্রি) হস্তিপরিমাণং পরিমাণে দ্বয়সচ্। হস্তিপরিমাণ।

হস্তিন্ (পুং) হস্তোঽস্ত্যস্যেতি হস্ত-ইনি। বৃহৎ পশুবিশেষ, চলিত হাতী। পর্য্যায়—দন্তী, দন্তাবল, দ্বিরদ, অনেকপ, দ্বিপ, মতঙ্গজ, গজ, নাগ, কুঞ্জর, বারণ, করী, ইভ, স্তম্বেরম, পদ্মী, মতঙ্গ, মাতঙ্গ পীলু, বরাঙ্গ, পুষ্করী, জলকঙ্ক, মহামৃগ, স্তরম, শূর্পকর্ণ, সিন্ধুর, সামজ, কটী, অন্তঃস্বেদ, দীর্ঘমারুত, বিলোম, জিহ্ব, করটী, পিণ্ডপাদ, মহামদ, পেটকী, কটকী, কুম্ভী, নির্ঝর, সিন্দূরতিলক পঞ্চনখ, শৃঙ্গারী, করেণু, কণিকী, লিঙ্গী, সামযোনি, রাজীব, জলকাঙ্ক্ষ, লতালক, পেচিল, দ্বিরদন, করভী, বিষাণী, রদনী, মহাবল, ভদ্র, দ্রুমারি, ষষ্টিহায়ন। (রাজনি°)

হেমচন্দ্রে লিখিত আছে ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র এই চারি প্রকার হস্তিজাতি।

'ভদ্রো মন্দ্রো মৃগো মিশ্রশ্চতস্রো গজজাতয়ঃ।' (হেম)

হাতীতে চড়িয়া ভ্রমণ করিলে বায়ু কুপিত, অঙ্গস্থৈর্য্য, বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (রাজব°) কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, রাজা মত্তহস্তীতে আরোহণ করিবেন না, করিলে ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইবেন।

"নারোহেৎ কামুকোন্মত্তং গজং রাজা কদাচন।
আরুহ্য কামুকং তস্য পরত্রেহ বিষীদতি ॥" (কালিকাপু° ৮৬অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হস্তিদান মহাফলজনক, যিনি যথা-বিধানে হস্তিদান করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে দশযুগ পরিমাণ ইন্দ্র তুল্য হইয়া অবস্থান করেন। পরে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা হইয়া থাকেন।

"যোঽশ্বং রথং গজঞ্চাপি ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।
স শক্রস্য বসেল্লোকে শক্রতুল্যো যুগান্ দশ।
প্রাপ্যন্তে চৈব মানুষ্যং রাজা ভবতি বুদ্ধিমান্ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কিন্তু ব্রাহ্মণের হস্তিদান গ্রহণ করিতে নাই। গো, অশ্ব, মহী, সুবর্ণ রত্ন, হস্তী ও তিল এই সকল বস্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পাপনিমগ্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল দান করেন, তাঁহাদের নরকভয় থাকে না।

"গামশ্বঞ্চ মহীং হেম মণীনথ গজাংস্তিলান্।
যে প্রযচ্ছন্তি পাপেষু নিরতাঃ সর্ব্বদা মুনে।
ন তেষাং রৌরবঃপন্থা দত্তৈষাং দানমিত্যত॥" (অগ্নিপু°)

পরাশরসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে হস্তীর লক্ষণ, জাতিভেদ এবং পরীক্ষার বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় ৬৮ অধ্যায়ে ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও সঙ্কীর্ণ হস্তীর এই চারি প্রকার জাতি নিরূপণ করিয়া ইহাদের লক্ষণ এবং কোন্ কোন্ হস্তী উৎকৃষ্ট তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। [গজশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী, ইনি হস্তিনাপুর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

"সুহোত্রস্তাপি দায়াদো হস্তীনাম বভূব হি।
তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং পুরৈব হস্তিনাপুরং॥
হস্তিনশ্চৈব দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়স্তথৈব চ॥" (হরিবংশ ২০ অ°)

৩ অজমোদ। (রাজনি°)

হস্তিন্, ডভালা (ডহালা) নামক প্রদেশের একজন প্রাচীন হিন্দু নৃপতি। 'পরিব্রাজক মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত। রাজা দামোদরের পুত্র ও উচ্চকল্পরাজ সর্ব্বনাথের সমসাময়িক। ইনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হস্তিনখ (পুং) হস্তিনো নখ ইব। পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ। দুর্গদ্বারের আবরণের জন্য তাহার মুখে যে মৃত্তিকারাশি রক্ষিত হয়, তাহাকে হস্তিনখ কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, "দ্বারোপরি দুর্গার্থং যৎ কূটং মৃত্তিকারাশিস্তস্মিন্ হস্তিনখো দমদমা ইতি খ্যাতঃ। দুর্গদ্বারাবরণার্থঃ ক্রমনিম্নোন্নতখাতোদ্ধৃতমৃৎকূটো হস্তিনখ ইত্যন্যেহপি। দুর্গপুরদ্বারসমীপে যুদ্ধার্থং যদ্বহির্তটমন্তঃসোপানযুক্তং মৃৎকূটং যত্র স্থিত্বা বিপক্ষেষু কাণ্ডাদিকং ক্ষিপ্যতে তত্র হস্তিনখো বুরুজ ইতি খ্যাত ইত্যপরে" (ভরত)

এই হস্তিনখ অর্থাৎ দুর্গদ্বারের বুরুজের উপর আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের প্রতি কাণ্ডাদি নিক্ষেপ করা হয়।

হস্তিনপুর (ক্লী) হস্তিনাপুর। (হেম)

হস্তিনাপুর (ক্লী) চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজনির্ম্মিত নগর, পরিক্ষিৎগড়্, পর্য্যায়—নাগাহ্ব, হস্তিনপুর, হস্তিন, গজাহ্বয়, গজাহ্ব, হস্তিনীপুর। (হেম) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরাট-জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট সহর। এই সহরটি ২৯° ৯' উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৮° ৩' পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। মহাভারতে ইহা পাণ্ডবদিগের রাজধানী বলিয়া কথিত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও হস্তিনাপুর পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল। তৎপরে কৌশাম্বীতে পাণ্ডবদিগের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অধুনা হস্তিনাপুরে কেবল কয়েকটি মাত্র কুটীর রহিয়াছে।

হস্তিনাগ (পুং) পাটহাতী।

হস্তিনাসা (স্ত্রী) হাতীর নাসিকা।

হস্তিনী (স্ত্রী) হস্তিনঃ স্ত্রী, ঙীপ্। গজপত্নী, হাতিনী, মেয়ে হাতী, পর্য্যায়—করেণু, রেণুমা, করেণুকা, ধেনুকা, বাসিতা, বাসা, কারিণী, বিশা, কটস্তরা, পুষ্করিণী, কচা, বসা, গণিকা, গজযোষিৎ, হস্তী, পদ্মিনী, মাতঙ্গী। ইহার দুগ্ধগুণ—মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর দীপ্তিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহার দধিগুণ—কষায়, লঘু, উষ্ণ, পঙ্ক্তিশূলনাশক, রুচি ও দীপ্তিপ্রদ, বলাসরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক, উত্তম বলপ্রদ। ইহার নবনীতগুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক, কষায় তিক্ত, ও অগ্নিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

২ স্ত্রী জাতিবিশেষ। চতুর্বিধ স্ত্রী জাতির মধ্যে এক প্রকার স্ত্রী জাতি। ইহার লক্ষণ—

"স্থূলাধরা স্থূলনিতম্বভাগা স্থূলাঙ্গুলী স্থূলকুচা সুশীলা।
কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ নিতম্বখর্ব্বা খলু হস্তিনী স্যাৎ॥" (রতিম°)

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"স্থূল কলেবর, স্থূল পয়োধর
স্থূলপদকর ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পর গামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর, দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
মদন-আলয়, বহু লোমহর
মদগন্ধ কয় সেই হস্তিনী॥" (ভারতচন্দ্র রসম°)

এই হস্তিনী জাতীয়া স্ত্রী অশ্বজাতীয় পুরুষে পরিতুষ্ট থাকে। এই অশ্ব জাতীয় পুরুষ উক্ত নারীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রিনীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর॥
রূপগুণাদোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত॥" (রসম°)

৩ হট্টবিলাসিনী। (শব্দচ°)

হস্তিনীপুর (ক্লী) হস্তিনাপুর। (হেম)

হস্তিপ (পুং) হস্তিনং পাতীতি পা-ক। হস্তিপক, মাহুত।

"শস্যং মত্তং যথেচ্ছাতো নাগং নয়তি হস্তিপঃ।
তথৈবযোগী স্বচ্ছন্দঃ প্রাণং নয়তি সাধিতঃ॥" (মার্কপু° ৩৯।১৮)

মাহুত বন্য বা মত্ত হাতীকে যেরূপ ইচ্ছানুসারে চালাইতে

পারেন, সেইরূপ যোগী প্রাণকে স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছরূপে পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

হস্তিপক (পুং) হস্তিপ এব কন্। গজারোহ, চলিত মাহুত, পর্য্যায়—আধোরণ হস্ত্যারোহ, নিষাদী। (অমর)

হস্তিপত্র (পুং) হস্তিনঃ কর্ণ ইব পত্রমস্য। হস্তিকন্দ।

হস্তিপদ (ক্লী) ১ হাতীর পা। ২ হাতীর পায়ের চিহ্ন। ৩ হস্তিপদযুক্ত।

হস্তিপর্ণিকা (স্ত্রী) হস্তিন ইব পর্ণমস্যাঃ। কন্ টাপি অত ইত্বং রাজকোষাতকী। (রাজনি°)

হস্তিপর্ণা (স্ত্রী) হস্তিনঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। ১ মোরটালতা। ২ কর্কটী।

হস্তিপাদ (পুং) পিণ্ডালু, চলিত কোমোরভোগ কচু।

হস্তিপাল (পুং) হস্তিং পালয়তীতি পালি-অণ্। হস্তিপালনশব্দার্থ।

হস্তিপালক (পুং) হস্তিপাল এব স্বার্থে কন্। হস্তিপালশব্দার্থ।

হস্তিপিপ্পলী (স্ত্রী) ১ গজপিপ্পলী, চলিত গজপিপুল। ২ চবিকা, চলিত চই।

হস্তিপৃষ্ঠক (ক্লী) হস্তিনঃ পৃষ্ঠকং। হস্তীর পৃষ্ঠদেশ। হাতীর পিঠ।

হস্তিমদ (পুং) হস্তিনো মদঃ। হস্তীর গণ্ডদেশ হইতে ক্ষরিত মদজল। পর্য্যায়—গজমদ, গজদান, মদ, কুম্ভিমদ, দন্তিমদ, দান, দ্বিপমদ। গুণ—স্নিগ্ধ, তিক্ত, কেশবর্দ্ধক এবং অপস্মার, বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি, ব্রণ, দদ্রু ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

শুণ্ডের দুইটী ছিদ্র, গণ্ডদ্বয়, শিশ্ন ও চক্ষুদ্বয় এই ৭টী স্থান হইতে মদক্ষরিত হয়।

হস্তিমল্ল (পুং) হস্তিষু মল্লঃ। ১ গণেশ। ২ শঙ্খনাগ। ৩ ঐরাবত। (মেদিনী) ৪ ভস্মস্তূপ। ৫ ধূলিবর্ষণ। ৬ হিমানী।

হস্তিমুখ (পুং) হস্তিনো মুখমিব মুখং যস্য। ১ রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৫।১২।১৪) (ত্রি) ২ হস্তীর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

হস্তিরোধ্রক (পুং) লোধ্র। (রাজনি°)

হস্তিরোহণক (পুং) হস্তীব রোহতে ইতি রুহ-ল্যু ততঃ কন্। মহাকরঞ্জ। (রাজনি°)

হস্তিময়ূরক (পুং) ১ অজমোদা। ২ ইন্দ্রবারুণী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

হস্তিমূত্র (ক্লী) হস্তিনো মূত্রং। করিমূত্র, হাতীর মুত। গুণ—তিক্তোষ্ণ, লবণ, বাতঘ্ন, বাতনাশক, কষায়, শূল, হিক্কা ও শ্বাসনাশক।

হস্তিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। পিত্তবিকৃত হইয়া এই মেহরোগ হইয়া থাকে, ইহাতে রোগীর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়।

হস্তিলোধ্রক (পুং) হস্তীব মহান্ লোধ্রঃ ততঃ কন্। লোধ্রবৃক্ষ।

হস্তিবাহ (পুং) হস্তীনং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্। ১ অঙ্কুশ। (শব্দরত্না°) ২ গজবাহক।

হস্তিবারুণী (স্ত্রী) মহাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

হস্তিবিষাণ (পুং) কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (রাজনি°)

হস্তিবিষাণী (স্ত্রী) কদলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

হস্তিবৈদ্যক (ক্লী) হস্তিরোগসম্বন্ধীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

হস্তিশালা (স্ত্রী) হস্তীনঃ শালা। হস্তীর গৃহ, যে গৃহে হস্তী-সকল থাকে।

হস্তিশিক্ষা (স্ত্রী) গজশিক্ষা, যে শাস্ত্রে হস্তীদিগকে কিরূপে চালাইতে হয়, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি অভিহিত আছে, তাহাকে হস্তিশিক্ষা কহে।

হস্তিশুণ্ডা [ণ্ডী] (স্ত্রী) হস্তিনঃ শুণ্ড ইব আকারোঽস্ত্যস্যেতি অচ্, বিভাষয়া ঙীষ্। ক্ষুপবিশেষ, স্বনামখ্যাত মহাক্ষুপ, চলিত হাতিশুঁড়া। পর্য্যায়—হস্তিনী, ভূরুণ্ডী, জলেচ্ছয়া, নাগশুণ্ডী, শুণ্ডী, ধূসরপত্রিকা, অতিবিষা, ঐষণ, হেমমাক্ষিক। গুণ—কটু, উষ্ণ ও সন্নিপাতজ্বরনাশক। ২ ভূম্যামলকী। ৩ ইন্দ্রবারুণীলতা, রাখালশশা। ৪ গজশুণ্ডা। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ৫ করিকর।

হস্তিশ্যামাক (পুং) হস্তীব স্থূলঃ শ্যামাকঃ। শস্যবিশেষ, চলিত হাতির শামা, একপ্রকার তৃণধান্য। গুণ—ধাতুশোধন, পিত্তশ্লেষ্মানাশক, বায়ুবর্দ্ধক ও রূক্ষ। (রাজনি°)

হস্তিসূত্র (ক্লী) হস্তী চালাইবার বিদ্যা। (মহাভারত)

হস্তিসেন (পুং) রাজপুত্রবিশেষ। (শত্রুঞ্জয়মা°)

হস্তিসোমা (স্ত্রী) নদীভেদ। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে এই নদীর উল্লেখ আছে।

হস্তে (অব্য) হস্তেতে, এই শব্দ সপ্তমীর অর্থপ্রকাশক।

হস্তেকরণ (ক্লী) হস্তে করণং। পাণিগ্রহণ, বিবাহ।

হস্তেবন্ধ (পুং) হস্তবন্ধ।

হস্তোদক (ক্লী) হস্তস্থিতমুদকং। হস্তস্থিত জল।

হস্ত্য (ত্রি) হস্তদ্বারা অভিষুত সোম। "জুষানো হস্ত্যমভিবাবশ" (ঋক্ ২।১৪।৯) 'হস্ত্যং হস্তাভ্যামভিষুতং সোম' (সায়ণ) হস্ত (তেন যথা কথাচ হস্তাভ্যাং নয়তো। পা ৫।১।৯৮) ইতি যৎ। ২ হস্ত দ্বারা দত্ত। ৩ হস্ত দ্বারা কৃত।

হস্ত্যাজীব (পুং) হস্তী আজীবো জীবিকা যস্য। হস্তিজীবী, যাহারা হাতী ধরিয়া বা হস্তিক্রয়বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

হস্ত্যধ্যক্ষ (পুং) হস্তিষু অধ্যক্ষঃ। গজাধ্যক্ষ। লক্ষণ—
"হস্তিশিক্ষাবিধানজ্ঞো বনজাতিবিশারদঃ।
ক্লেশক্ষমস্তথা রাজ্ঞো গজাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপু° ১৮৯অ°)

যিনি হস্তিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, এবং হস্তীর বন্যাদি

জাতিবিষয়ে বিশারদ ও ক্লেশসহিষ্ণু এই প্রকার গুণযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা হস্ত্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন।

হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ (পুং) হস্তিন আয়ুর্ব্বেদঃ। গজায়ুর্ব্বেদ, হস্তি-চিকিৎসাশাস্ত্র। পালকাপ্যের গজায়ুর্ব্বেদ ও ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুতে হস্তিচিকিৎসা বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

হস্ত্যারোহ (পুং) হস্তিনমারোহতীতি আ-রুহ-ক। হস্তিপক, মাহুত। "এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সাসনশ্চ বিশেষতঃ। গজারোহো নরেন্দ্রস্য সর্ব্বকর্ম্মণি শস্যতে॥" (মৎস্যপু° ১৮৯অ°)

হস্ত্যালুক (ক্লী) গজালু, আলুভেদ।

হস্র (ত্রি) হসতি নিরর্থকমিতি হস (স্মায়িতকীতি) রক্‌। মূর্খ।

হস্‌সন্‌, (হাসিনামা অর্থাৎ হাস্যপ্রিয়া দেবী, এই শব্দ হইতে হস্‌সনজেলার নাম হইয়াছে।) মহিসুর প্রদেশে অষ্টগ্রামবিভাগের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ১২°৩০´ হইতে ১৩°২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩২´ হইতে ৭৬° ৫৮´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কদুরজেলা, পূর্ব্বে তুঙ্কুর, দক্ষিণপূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও দক্ষিণে কোড়গজেলা।

হেমবতী নদী ও তাহার শাখা দ্বারা এই জেলাটি জলসিক্ত হইতেছে। এই জেলাটিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। মলনাড় পার্ব্বত্য অংশ এবং ময়দান সমতলভূমি। পশ্চিমঘাটের মধ্যে কয়েকটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বতমালা মলনাড়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মলনাড়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে পর্ব্বতশিখরটি উত্তুঙ্গ তাহা সুব্রহ্মণ্য নামে খ্যাত। ইহা ৫৫৮৩ ফিট্‌ উচ্চ। মলনাড় একটী উচ্চনীচ স্থান। নানা প্রকার সুদৃশ্য বিচিত্র প্রাকৃতিক রমণীয় শোভা এই স্থানটিকে উপবনের ন্যায় পরিশোভিত করিয়াছে। ময়দান সমতল ভূমি ও কৃষিক্ষেত্র। নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে খালনির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানটি কৃষিক্ষেত্রোপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে।

এই জেলার মধ্যে হিমবতীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ইহা কাবেরীনদীর একটী শাখা। যগচী ইহার আবার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শাখা। পশ্চিমঘাট জুড়িয়া মলনাড়ে অনেক প্রকাণ্ড অরণ্যানী রহিয়াছে। এই জেলাতে কয়েকটী বিখ্যাত খনি আছে।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস এখনও গুপ্ত রহিয়াছে। এখানে জৈনদিগের নির্ম্মিত অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়ে এই স্থানে জৈনেরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইন্দ্র-বেট্ট পর্ব্বতশিখরে অনেক পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহারই নিকট গোমতেশ্বর নামক একটি বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি পর্ব্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৬০ ফিট্‌।

বল্লালবংশ খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন। আধুনিক হলেবিদ সহরের নিকট দ্বারাবতী-পুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। বল্লালবংশীয়গণ পূর্ব্বে জৈন ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিবমন্দির তাঁহাদের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের সেনাপতি কাফুর মুসলমানসৈন্য লইয়া এই রাজ্য আক্রমণ করেন। বল্লাল-বংশীয় রাজা তণ্ডনুরে পলাইয়া যান। বিজয়নগরের রাজগণ তৎপরে হস্‌সন্‌ জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ 'পলেগার' নামধারণ করিয়া এই স্থান শাসন করিতেন। টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর যখন মহিসুররাজা হিন্দু-রাজাদিগের অধীনে আসিল, তখন বেঙ্কটাদ্রি হস্‌সনজেলার পলেগার ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে এই জেলা মহিসুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই জেলাতে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শতকরা ৯৭ জন হিন্দু, অবশিষ্টের অধিকাংশই মুসলমান।

এই জেলার মধ্যে মন্দরাবাদ তালুক বিখ্যাত। ইহাতে এখন কাফির চাষ হইতেছে।

এই স্থানের জল হাওয়া ভাল নহে। বর্ষার পরে মলনাড়ে ম্যালেরিয়াজ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ বাড়ে। এই জ্বরে অনেকে প্রাণত্যাগ করে।

হস্‌সনুর, মান্দ্রাজবিভাগে কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ বলিরঙ্গম পর্ব্বত-মালায় একটী ঘাট বা গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ৩৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হহল (ক্লী) হলাহল। (শব্দচ°)

হহা (পুং) হাহা নামক গন্ধর্ব্ববিশেষ। (শব্দমালা)

হা, ১ ত্যাগ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্‌। লট্‌ জহাতি, জহীতঃ জহিতঃ, জহতি। লোট হি জহিহি, জহীহি, জহাহি। লিঙ্‌ জহ্যাৎ। লিট্‌ জহৌ, জহতুঃ, জহিথ, জহাথ। জহিব। লোট্‌ হাতা। লৃট্‌ হাস্যতি। লুঙ্‌ অহাসীৎ, অহাসিষ্টাং, অহাসিষুঃ। কর্ম্মবাচ্য, লট্‌ হীয়তে। সন্‌ জিহাসতি। যঙ্‌ জেহীয়তে। যঙ্‌-লুক্‌ জাহেত্তি, জাহাতি। ণিচ্‌ হাপয়তি। লুঙ্‌ অজীহপৎ। হাঙ্‌ হা ধাতু। ২ গমন। হ্বাদি,আত্মনে°,সক°, অনিট্‌। লট্‌ জিহীতে, অস্তে জিহতে। লিট্‌ জহে, জহিষে। লুট্‌ হাতা। লৃট্‌ হাস্যতে। লুঙ্‌ অহাস্ত। কর্ম্মবাচ্য লট্‌ হায়তে। সন্‌ জিহাসতে। যঙ্‌ জাহায়তে। যঙ্‌-লুক্‌ জাহাতি, জাহেত্তি। ণিচ্‌ হাপয়তি। লুঙ্‌ অজীহপৎ।

হা (অব্য) হা-ক। ১ বিষাদ। ২ শোক। ৩ অর্ত্তি, পীড়া। (অমর)

"হা নাথ হা মহারাজ! হা স্বামিন্ কিং জহাসি মাং।
হা হতাস্মি বিনষ্টাস্মি ভীতাস্মি বিজনে বনে॥"
(ভারত ৩৬৩।৩)

৪ কুৎসা। (মেদিনী) এই শব্দ নিন্দাপর বুঝাইলে এই শব্দের যোগে ষষ্ঠার্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বিষাদ, শোক, পীড়া ইত্যাদিও আনন্দসূচক অব্যয়।

হাই (দেশজ) জৃম্ভণ, মুখব্যাদন।

হাইড় (দেশজ) অস্থি, হাড়।

হাইর (দেশজ) পরাভব, পরাজয়, এই শব্দ হারি শব্দের অপভ্রংশ।

হাইল (দেশজ) বহিত্র, নৌকাদণ্ড, নৌকার হাইল।

হাউই (পারসী) আতশবাজীবিশেষ, আকাশবাজী, এই বাজী আকাশে উঠিয়া ফাটিয়া গিয়া নানা প্রকার ফুল প্রভৃতি কাটিয়া থাকে। এই বাজী বহুবিধ এবং ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজী।

হাওদা (আরবী) হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার চৌকী, হস্তীর পৃষ্ঠদেশে বসিবার জন্য যে আসন থাকে। যথা—
"হাতী পর হাওদা, ঘোড়ে পর জিন।"

হাওয়া (আরবী) বায়ু, বাতাস।

হাঁ (দেশজ) ১ স্বীকার, সম্মতি। ২ মুখব্যাদন।

হাঁই (দেশজ) জৃম্ভা।

হাঁক (দেশজ) দীর্ঘ চীৎকার, ডাক, উচ্চৈঃস্বরে ডাকা।

হাঁকন (দেশজ) চীৎকার করণ, ডাকন।

হাঁকা (দেশজ) উচ্চৈঃস্বরে ডাকা। হুঙ্কার।

হাঁকাহাঁকি (দেশজ) ডাকাডাকি। পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা।

হাঁচন (দেশজ) ক্ষুৎ, হাঁচা।

হাঁচা (দেশজ) ক্ষুৎ, হাঁচি।

হাঁচি (দেশজ) ক্ষুৎ।

হাঁচুটী (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাঁটন (দেশজ) হাঁটা, চলন, গমন, সরণ।

হাঁটু (দেশজ) জানুসন্ধি।

হাঁড়া (দেশজ) বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ, বড় বড় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে হাঁড়া কহে।

হাঁড়ি (দেশজ) মৃৎপাত্রবিশেষ, ইহাতে অন্ন ও ব্যঞ্জন পাক করা হয়। ইহার মধ্যে ছোটগুলিকে পাতিল হাঁড়ী এবং বড়গুলিকে তোলো হাঁড়ী ও মধ্যমাকৃতি হইলে মাঝারি তোলো হাঁড়ী কহে। মাটির হাঁড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া ভোজন করিলে তাহা অত্যন্ত গুণযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তল ও তাম্রেরও হাঁড়ী হইয়া থাকে, কিন্তু তাম্রনির্ম্মিত হাঁড়ী প্রায়ই কলাই করিয়া ব্যবহৃত হয়। কলাই ভিন্ন তামার হাঁড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া ভোজন করিলে উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ হয়। পিত্তলের হাঁড়ীতে কোন দোষ হয় না, তবে তাহা কিঞ্চিৎ রূক্ষ।

হাঁড়িচাঁচা (দেশজ) পক্ষিভেদ।

হাঁপ (দেশজ) শ্বাসত্যাগ, শ্রমজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস, অতিশয় পরিশ্রম করিলে হাঁপ লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ তখন অতিশয় জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া থাকে।

হাঁপানিকাস (দেশজ) শ্বাসরোগ, শ্বাসকাস। এই রোগে অতি জোরে জোরে শ্বাসক্রিয়া হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে। বর্ষা, শীত, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। [শ্বাসরোগ দেখ।]

হাঁপাহাঁপি (দেশজ) অতিব্যগ্রতা।

হাঁম (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার ব্রণবিশেষ। সাধারণতঃ ছেলেদের এই রোগ হইয়া থাকে। হাঁম হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয়। জ্বর প্রবল বেগে হয়। প্রায় দুই তিন দিন জ্বরভোগের পর জ্বর একটু কম হইয়া আসিলে হাঁম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা ঘামাচীর মত হইয়া থাকে। ইহা উত্তম রূপে নির্গত হইলে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। হাঁম হইলে সাধারণতঃ নলের পাতা দিয়া ঝাড়ান এবং নলের সিকড় বাটিয়া সেবন করান হয়। ইহা অতিশয় গরমে হয়, এইজন্য এই রোগে শৈত্যক্রিয়া আবশ্যক। কোন কোন স্থলে হাঁম লাট্ খাইয়া যায়, অর্থাৎ তাহা উপযুক্ত রূপে বাহির হইতে না পারিয়া রোগীর উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মায়। কোন কোন স্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণত হাঁম অতিশয় সুখসাধ্য। ইহাতে বিশেষ কোন চিকিৎসাদির আবশ্যক করে না। মিছরির জল, মেথি-ভিজান জল প্রভৃতি পান করা আবশ্যক। তাহা হইলে উদরাময় হইতে পারে না। হাঁমের পর প্রায় অনেকের আমাশয়ের পীড়া হইয়া থাকে। হাঁম হইয়া জ্বর ত্যাগ হইলে তিন বা চারি দিনের দিন আরোগ্যস্নান করান আবশ্যক। এই দিন গাত্রে কাঁচা হলদী মাখাইয়া স্নান করাইতে হয়। [জ্বর শব্দে দেখ।]

হাঁস (দেশজ) হংস শব্দের অপভ্রংশ, মরাল, হংস।

হাঁসখালী, নদীয়াজেলার অন্তর্গত চূর্ণী নদীর বামতটস্থিত একটি সহর ও থানা। নদীয়াজেলার মধ্যে ইহা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। অক্ষা° ২৩° ২১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৯´ ৩০´´ পূ° মধ্যে অবস্থিত।

হাঁসা (দেশজ) হাস্য করা।

হাঁসি (দেশজ) হাস্য, হাস।

হাংসকায়ন (পুং) হংসকস্য গোত্রাপত্যং, হংসক নড়াদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।১।৯৯) হংসকের গোত্রাপত্য।

হাকই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হাকিম্ (আরবী) ১ বিচারপতি, শাসনকর্ত্তা। ২ রাজকীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি।

হাকিমী (আরবী) হাকিমের কার্য্য, বিচার, শাসন।

হাকচ (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাঙ্গর (পুং) স্বনামখ্যাত জলজন্তুবিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

হাঙ্গল, বোম্বাই প্রদেশের ধারবারজেলার অন্তর্গত একটি সহর।

হাঙ্গামা (পারসী) ১ গোলমাল, চীৎকার। দাঙ্গা, লড়াই। ২ আক্রমণ।

হাজৎ (আরবী) ১ অস্থায়িভাবে আটক। ২ বিচারনিষ্পত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেথানে বন্দী রাখা হয়। ৩ অস্থায়ী, কায়েমি নহে।

হাজা (দেশজ) জলপ্লাবনে বিনষ্ট, যে সকল ভূমির ফসল জলে বিনষ্ট হইয়া যায় তাহাকে হাজা কহে।

হাজাম, (হজাম, নাপিত) উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও বেহারবাসী ক্ষৌরকারজাতি। ইহারা তথায় হজাম, নাই, নাউ, নউআ প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে ৭টী শ্রেণী (থাক) দৃষ্ট হয়; যথা—১ অবধিয়া (অযোধ্যাবাসী), ২ কনোজিয়া বা বিশ্বাহৎ, ৩ তির্হুতিয়া, ৪ শ্রীবাস্তব বা বাস্তর, ৫ মগহিয়া, ৬ বাঙ্গালী ও ৭ তুর্ক নউআ। প্রথম ৬টী হিন্দু, তুর্কেরা মুসলমান। অবধিয়া ও কনোজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহের বিলক্ষণ বাঁধাবাঁধি আছে। বিবাহের সময় পিতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী, মাতা, মাতামহী ও প্রমাতামহী এই ৭ পুরুষের সংস্রব বাদ দিয়া আদান-প্রদান হইয়া থাকে। প্রথম ৬ শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি গোত্র আছে। ইহাদের মধ্যে বালিকাবয়সেই কন্যাদানপ্রথা প্রচলিত। তিলক বা কন্যাপণ দিতে হয়। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপর পত্নীগ্রহণ চলিতে পারে। স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করা চলে, কিন্তু স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করা চলে না। ইহাদের মধ্যে তালাক বা বিবাহচুক্তি-ভঙ্গের নিয়ম নাই, অসতী স্ত্রীকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বিধবা-বিবাহ চলে, কিন্তু দেবরকে বিবাহ করাই ন্যায্য বলিয়া গণ্য। পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায় পরিত্যক্ত পত্নীগণ সাগাইপ্রথায় পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণ হিন্দুসমাজের মত ইহাদের মধ্যেও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় ও নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। কনৌজিয়া বা শ্রোত্রি ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। বেহারের হজামেরা অপরাপর দেবপূজা ব্যতীত বেণীরাম বা গাঁইয়া নামে এক গ্রামাদেবতার উদ্দেশে থাসী, গুড়, মিষ্টান্ন, পানসুপারী ও গাঁজা উৎসর্গ করিয়া থাকে। ধর্ম্মদাস নামে ইহাদের এক স্বজাতীয় মহাপুরুষের পূজাও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ইহারা ত্রয়োদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। তুর্ক বা মুসলমান হজাম ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হস্তেই ব্রাহ্মণেরা জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বাভন ও উচ্চশ্রেণীর বণিয়াদের ঘরে ইহারা অন্নাহার করিয়া থাকে। হিন্দুর জাতকর্ম্ম বিবাহাদি সকল প্রধান সংস্কারে হজামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুর্ক বা মুসলমান হজামের হিন্দুসমাজে আদৌ প্রবেশাধিকার নাই। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের উৎসবাদিতে মুসলমান হজামেরাই 'বাজুনিয়া' বা বাগুকরের কাজ করিত, এখন কিন্তু আর তাহাদিগকে ডাকা হয় না। ইহারা মুসলমান শিশুর 'সুন্নৎ' বা ত্বক্‌ছেদ করে বলিয়া 'মাসকাটা' ও ষণ্ডের মুষ্কচ্ছেদ করে বলিয়া কোথাও কোথাও 'আবদাল' নামে খ্যাত। হিন্দু হজামদিগের মত ইহারাও কোথাও কোথাও বৈদ্যগিরি ও অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মন্ত্র পাঠ করিয়া দাঁতের গোড়া, কাণের ব্যথা এবং বাত ভাল করিতে পারে। ইহারা নানা সহরে পথে ঘাটে 'বাত ভাল করি' 'দাঁতের ব্যথা ভাল করি' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

হিন্দু হজামেরা সকলেই জাতীয় বৃত্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান হজামেরা অনেকে কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে।

হাজার (পারসী) সহস্র, দশশত।

হাজারমণি (দেশজ) গুল্মভেদ।

হাজারা [হজারা দেখ।]

হাজারী (আরবী) ১ হাজার অর্থাৎ সহস্র যাহার আছে, হাজার-যুক্ত। যথা হাজারী নারিকেল—যে নারিকেলবৃক্ষে এক এক কাঁদিতে বহুতর নারিকেল হয়। এই হাজারী নারিকেল পরিমাণে কিছু ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এক এক কাঁদিতে ১৫০, ২০০ শত নারিকেল হইতে দেখা যায়।

২ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক। ৩ উপাধিভেদ।

হাজারীবাঘ, ছোটলাটের শাসনাধীন ছোটনাগপুরের একটি জেলা। অক্ষা° ২৩° ২৫´ হইতে ২৪° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি°৮৪°২৯´ হইতে ৮৬° ৩৮´ পূঃ, উত্তরে গয়া ও মুঙ্গের, পূর্ব্বে সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে লোহারডগা ও গয়া জেলা এবং ছোটনাগপুরের উত্তর-পূর্ব্বসীমান্তে এই জেলাটি অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭০২১ বর্গমাইল। হাজারীবাঘ এই জেলার সদর।

এই জেলার পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল ও প্রস্থে ১৫ মাইলব্যাপী একটি বিস্তৃত মালভূমি আছে। এই মালভূমির উপরিভাগ বন্ধুর। এই স্থানটি খুব উর্ব্বর ও ছোট ছোট গ্রাম ভূষিত। এই জেলার উত্তর ও

পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়াও একটি বিস্তৃত মালভূমি আছে। এই স্থানটির সাধারণ উচ্চতা ১৩০০ ফিট্‌। ইহার উত্তর-ভাগ কৃষিক্ষেত্র দ্বারা সমাকীর্ণ। পূর্ব্বদিকে এই উচ্চ ভূমি সমতল ভূমিতে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। এই জেলার দক্ষিণ ভাগ দামোদরনদের মধ্য উপত্যকা, এই স্থানটি চারি দিক্‌ হইতে দামোদর নদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা নিষিক্ত এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল দ্বারা ব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে আবার বিচ্ছিন্ন গ্রামও দেখা যায়। কর্ণপুর উপত্যকা, পালানী, চন্‌গড়া এবং গোলা পরগণায় বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র আছে। যদিও হাজারিবাঘ পাহাড় এবং বন্ধুর ভূমির জন্য বিখ্যাত, তথাপি অনেক স্থানই কৃষিক্ষেত্র ও নানা প্রকার বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ। নিম্নে মালভূমির দক্ষিণ ভাগ খুবই উর্ব্বর এবং পর্ব্বত-শূন্য। কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে মহুয়া ও আম্রবৃক্ষ উপ-বনের মত দেখা যায়।

পশ্চিমে ভারতে নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া কখনও সমুচ্চগিরি, কখনও মালভূমিরূপে পূর্ব্বে শোণনদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে গিরিমালা প্রসারিত হইয়াছে, এই পর্ব্বত-মালার পূর্ব্ব সীমান্ত হাজারিবাঘ। এই জেলামধ্যস্থিত উল্লেখ-যোগ্য গিরিশৃঙ্গ বরাগাই, মরঙ্গবুরু, জিলিঙ্গা, চেন্দ্‌বার এবং অসবা। খণ্ড শৈলের মধ্যে মাহুদি এবং লুগুই প্রধান।

দামোদরই এই জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ৯০ মাইল পর্য্যন্ত এই নদী হাজারিবাঘের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দামোদর তাহার শাখা-প্রশাখা লইয়া ইহার প্রায় ২৪৮০ বর্গমাইল ভূপরি-মাণকে জলপ্রবাহের দ্বারা ধৌত করিতেছে। বরাকরনদীও হাজারিবাঘের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নদী। যদিও এইস্থানে বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে, তথাপি বৃক্ষ হইতে গবর্মেণ্টের বিশেষ কোন লাভ হয় না। এখানকার লোকেরা করাত ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এজন্য এখানকার গাছগুলিকে বড় হইবার পূর্ব্বেই গৃহের ছাউনির উপযোগী করিয়া কাটা হয়।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হাজারিবাঘের ইতিহাস জানা যায়। রাজা মুকুন্দসিংহ রামগড়ের রাজা ছিলেন। তৎকালে হাজারিবাঘ রামগড়ের অন্তর্গত ছিল। তাঁহার ভ্রাতা তেজসিংহ সেনানায়ক ছিলেন। ছোট নাগপুরের রাজার নিকট হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগড়ের জমিদারী পাইয়াছিলেন। তেজসিংহ লেপ্‌টেনাণ্ট গডার্ডের সহায়তায় ভ্রাতা মুকুন্দরামকে রামগড় হইতে বিতাড়িত করিয়া রামগড়ের জমিদারী অধিকার করেন। যখন মুসলমানরাজত্বের শেষ ভাগে সমস্ত রাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, তখন ঘাটোয়ালগণ হাজারিবাঘের পার্শ্বস্থ খরকৃডিহা গ্রাম অধিকার করিয়া বসিল। কাপ্তেন ব্রাউন তাঁহার সনন্দে তাঁহাদিগকে করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ঘাটওয়ালদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবার পর রামগড় এবং খরকডিহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ একটি জেলায় পরিণত হইল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোল-বিদ্রোহের পর ছোটনাগপুর জেলার রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। খরক-ডিহা কেন্দ্রী, কুন্দা পরগণা এবং রামগড় লইয়া হাজারিবাঘ নাম দিয়া একটি জেলার সৃষ্টি হইল।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দ হইতে এখানে মজুরীর দাম বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ৫ পয়সা ছিল, এখন সেই স্থলে ১০ পয়সা হইয়াছে।

কমিয়াগণ এই দেশের মূল চাষা। অর্থের জন্য বা দেনার দায়ে ইহারা প্রভুর ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। প্রভুই কমিয়াদিগের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিবার জন্য দায়ী। তাঁহার নিকট হইতে ঋণ লইয়া ইহাদিগের সন্তানাদির বিবাহ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কমিয়াগণ ভুইঞা জাতীয়। তিন প্রকারের কামিয়া আছে; প্রথমতঃ যাহারা 'সখ্‌নামা' অনুসারে বংশপরম্পরায় দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হয়; দ্বিতীয়তঃ যাহারা জীবনব্যাপী প্রভুর সেবা করিতে সম্মত; তৃতীয়তঃ যাহারা যে পর্য্যন্ত না দেনা শোধ হয়, সেই পর্য্যন্ত কাজ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। কমিয়াগণ নানা প্রকার কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

হাজারীবাঘ জেলায় ছয়টি কয়লার খনি আছে। অনেক স্থান হইতে তামা, লৌহ এবং টিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে 'চা'র চাষ ও হয়।

জেলার জল-বায়ু নিম্নবঙ্গ হইতে অনেক ভাল; বঙ্গদেশের হাওয়া অপেক্ষা এ স্থানের হাওয়া শীতল এবং প্রীতিদায়ক। এখানকার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল।

২ উক্ত জেলাস্থ একটী মহকুমা। ভূপরিমাণ ৪৫৭৫ বর্গ-মাইল। ১১টী থানা এই মহকুমার অন্তর্গত। কয়েকটি আদালত ও স্কুল আছে।

৩ উক্ত হাজারীবাঘ জেলার শাসনকেন্দ্র ও প্রধান সহর। হাজারিবাঘের মধ্য মালভূমির উপর এই সহরটীর অক্ষা° ২০° ৫৯′২১″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৪′ ৩২″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হাজি (আরবী) যে হজ্‌ বা মেদিনা প্রভৃতি মক্কাতীর্থে যাত্রা করিয়াছে। মক্কাতীর্থযাত্রী।

হাজি খল্‌ফা, সাধারণতঃ মুস্তাফা হাজি খল্‌ফা নামে প্রসিদ্ধ; জনৈক প্রখ্যাত গ্রন্থকার। 'কজলক কাশ্‌ফুজ্‌ জমিন' এবং 'তাকৃবিম্‌ উত্ত তবারিক রুমি' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। ইনি কনষ্টান্তিনোপ্‌লের সম্রাট্‌ ২য় মহম্মদের সমসাময়িক ছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান।

হাজিগঞ্জ, ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী সহর, ডাকাতীয়ার নদীর উপরে অবস্থিত। ত্রিপুরা জেলার নদীপথে গমনাগমনের একটী প্রধান স্থান। এখানে বিস্তৃত সুপারীর চাষ এবং কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে।

হাজিন, প্রকৃত নাম মৌলনা সেখ মহম্মদআলী. একজন সুশিক্ষিত পারস্ত কবি। ইঁহার পিতা গিলানের সেখ আবু তালিব। হাজিন ১৬৯২ খৃঃ অব্দে ইস্পাহানে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পারস্ত এবং আরব উভয় ভাষাতেই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পারস্তে নাদির শাহের রাজত্বের অত্যাচারে তিনি ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে হিন্দুস্থানে পলাইয়া আসেন। ইনি বিস্তর গদ্য ও পদ্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্বকীয় জীবনবৃত্ত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

হাজিপুর, ১ বঙ্গদেশে মুজাফ্ফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ভূপরিমাণ ৭৭১ বর্গমাইল। অক্ষা° ২৫° ২৯´ হইতে ২৬° ১´ দ্রাঘি° ৮৫°৬´ হইতে ৮৫°৪১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই মহকুমায় তিনটি থানা, দুইটি ফৌজদারী ও একটী দেওয়ানী আদালত আছে। ২ ত্রিহুতের অন্তর্গত একটী থানা সহর।

হাজি মহম্মদবেগ খাঁ, মাশির তালিবির সুপ্রসিদ্ধ লেখক, মির্জা আকুতালেব খাঁর পিতা। তিনি জাতিতে তুর্ক, ইস্পাহানের অব্বাসাবাদে তাঁহার জন্ম। নাদির শাহের অত্যাচারে ভীত হইয়া তিনি ভারতবর্ষে আসেন। এখানে নবাব আবুল মনসুর খাঁ সফদর জঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। অযোধ্যার নিম্ন শাসনকর্ত্তা রাজা নবল রায়ের মৃত্যুর পর, নবাব আবদুল মনসুর খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হাজির সহচর স্বরূপ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। নবাবের মৃত্যুর পর সুজাউদ্দৌল্লা ঈর্ষ্যা বশতঃ মহম্মদ কুলি খাঁকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে হাজি বঙ্গদেশে পলাইয়া যান; তথায় মুর্শিদাবাদে তিনি আরও কএক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

হাজি মহম্মদ কাশ্মীরী মৌলনা, একজন মুসলমান কবি। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ হমদানের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন সৈয়দ আলী-হমদানের সহিত কাশ্মীরে আগমন করেন। এখানে হাজির জন্ম হয়; কিন্তু অল্প বয়সে তিনি দিল্লীতে আসিয়া শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি এবং অকবরের সমসাময়িক ছিলেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার বহু শিষ্য ছিল, তাহাদিগের মধ্যে মৌলনা হসন তাঁহার সমাধির উপর মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া গিয়াছেন।

হাজির (আরবী) ১ উপস্থিত। ২ প্রস্তুত। ৩ ইচ্ছুক।

হাজির জবাব (আরবী) উপস্থিতবক্তা, কোন বিষয়ে হাজির অর্থাৎ উপস্থিত হইবামাত্রই তাহার জবাবও তদ্বিষয়ে সদুত্তর যিনি বলিতে পারেন।

হাজিরজামিন্ (আরবী) হাজির করিয়া দিবার জন্য যিনি জামিন্ হন, যে ব্যক্তি আদালতে অন্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হাজিরী (আরবী) ১ হাজির লিখিখার খাতা। ২ যে হাজির হইয়াছে।

হাজিরানবীস (পারসী) ১ যে হাজিরীখাতায় উপস্থিত ও অনুপস্থিতির নাম লিখিয়া রাখে। ২ যে আদালতে হাজিরী দাখিল করে।

হাজো, আসামের কামরূপের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বরলিয়া নদীর পূর্ব্বতীরে ও ব্রহ্মপুত্র হইতে ৬ মাইল দূরে এই গ্রামটী অবস্থিত। ইহার নিকটেই মহামুনির একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ভারতের সমস্ত স্থান হইতে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক এখানে তীর্থ করিতে আসেন।

হাট (দেশজ) হট্ট শব্দের অপভ্রংশ, ক্রয়বিক্রয়স্থান। এক একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হাট হইয়া থাকে, কিন্তু বাজার প্রতিদিনই হয়। যে স্থলে বাজার হয়, সেই স্থলে আবার দিনবিশেষে হাট হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে এক একটী প্রকাণ্ড হাট আছে, তাহাতে আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুরই ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

হাটক (ক্লী) হটতি শোভতে ইতি হট দীপ্তৌ ণ্বুল্। ১ স্বর্ণ।

"নব হাটকেষ্টকচিতং দদর্শ সঃ
ক্ষিতিপস্ত বস্ত্যমথ তত্র সংসদি॥" (মাঘ ১৩।৬৩)

(জাতরূপেভ্যঃ পরিমাণে। পা ৪।৩।১৫৩) ইতি অণ্। ১ হাটকপরিমিত। ৩ ধুস্তূর। (অমর) (ত্রি) ৪ স্বর্ণ-নির্ম্মিত। ৫ দেশবিশেষ।

হাটকময় (ত্রি) হাটক-ময়ট্। স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত।

হাটকেশ (পুং) শিব।

হাটকেশ্বর (পুং) হাটকস্ত ঈশ্বরঃ। গোদাবরীতীরস্থ শিবলিঙ্গ-বিশেষ। গোদাবরীতীর্থে স্নান করিয়া এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। এই লিঙ্গদর্শনে ইহলোকে সুখ সৌভাগ্য এবং অন্তে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে। বামনপুরাণে এই হাটকেশ্বর শিবের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্ব এবর্ষি পার্থিবাঃ।
দ্রষ্টুং ত্রৈলোক্যভর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরং॥
ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তো ঘৃতাচ্যা সহ সুন্দরি।
স্নাত্বা গোদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষুর্হাটকেশ্বরং॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অতল পাতালের অধোদেশে

বিতল নামক পাতাল অবস্থিত। এই পাতালে ভগবান্ হাটকেশ্বর শিব স্বপার্ষদ ভূতগণের সহিত পরিবৃত হইয়া ভবানীর সহিত মিথুনীভূত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের বীর্য্যে এই স্থান হইতে হাটকী নামক শ্রেষ্ঠা নদী নির্গত হইয়াছে।

"ততোঽধস্তাদ্বিতলে হরো ভগবান্ হাটকেশ্বরঃ
স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায়
ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূয়াস্তে। যতঃ
প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্য্যেণ।"

(ভাগবত ৫।২৪।১৭)

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম এবং থানার সদর। চট্টগ্রাম হইতে রামগড়ে যাইবার যে পথ আছে, চট্টগ্রামের দশ মাইল উত্তরে পথিমধ্যে এই গ্রাম অবস্থিত। সীতাকুণ্ড পাহাড় কুমারিয়া হইতে এই গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা দ্বারা কুমিরিয়ার সহিত হাটহাজারীর যোগ হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। হাটহাজারীতে একটি বড় বাজার আছে।

হাড় (দেশজ) অস্থি।

হাড়্গিলা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, অস্থিভক্ষক পক্ষী, এই পাখী হাড় খাইয়া থাকে। (Ardea Argala)

হাড়্চারা (দেশজ) গুল্মভেদ, ইহাকে হাড়ভাঙ্গা, হাড়্জোড়া গাছও কহে। (Cissus quadrangularis)

হাড়পঙ্গ (দেশজ) গুল্মভেদ। (Arum gracile)

হাড়্পুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Harpullia caponioides)

হাড়ি (দেশজ) ১ কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, হাইড়। ২ নীচজাতিবিশেষ। মেথরজাতিভেদ, এই জাতি বিষ্ঠামূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। [হাড়ী দেখ।]

হাড়িকাঠ (দেশজ) পশুচ্ছেদনার্থ কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, সংস্কৃত যূপকাষ্ঠ, দেবপূজাদিতে যে স্থানে পশু বলি হয়, তথায় দেবতার সম্মুখে হাড়িকাঠ পুতিয়া তাহাতে পশুবন্ধন করিয়া পশুচ্ছেদন করা হইয়া থাকে।

হাড়িগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থিত একটী গ্রামভেদ।

হাড়ী, মলমূত্রাদি ময়লা-পরিষ্কারকারী বঙ্গবাসী হীনজাতিবিশেষ। ইহারা মিহতর, মেথর ও হরসন্তান নামে পরিচিত। কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভূঁইমালী ও হাড়ীকে অভিন্নজাতি মনে করেন। ইহাদের মধ্যে বারভাগিয়া বা কাওরা-পাইক, মধ্যভাগিয়া বা মধ্যকুল, খোড়িয়া, সিউলী, মিহতর, মঘয়া, কয়াইয়া, পুরন্দার প্রভৃতি শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে মিহতর বা মেথরেরাই কেবল বিষ্ঠা পরিষ্কার করে। বারভাগিয়ারা চৌকীদার, বাজনাদার ও পাল্কীবাহকের কাজ করে। খোড়িয়ারা শূকর পোষে। সিউলীরা খেজুররস বাহির করিবার জন্য খেজুরগাছ কাটে ও সুবিধামত তাহার রসে তাড়ি প্রস্তুত করে; অপর সকলে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এখন আর আদান-প্রদান চলে না। ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্থা উভয় বিবাহই চলে। তবে কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত। কন্যাপণ ঠিক হইলে উভয়পক্ষ কন্যালয়ে মিলিত হয়। এখানে পিতা বা কোন নিকটাত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে বর এবং কন্যার পিতার ক্রোড়ে কন্যা উভয়ে মুখামুখী হইয়া বসে, তৎপরে বরকন্যা স্ব স্ব পিতার কোল ছাড়িয়া স্ব স্ব শ্বশুরের কোলে আসিয়া পূর্ব্ববৎ মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ পাঁচবার করিবার পর বর তাঁহার ভগিনীপতির দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিধিয়া রক্তপাত করে। শণ বা পাটের সূতায় কয়েক ফোটা রক্ত লইয়া বর সেই সূতা হাতে ধরিয়া থাকে এবং কন্যা তাহা ছিনাইয়া লয়। সহজে লইতে পারিলে অতি শুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহারা একাধিক বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে একটীর অধিক ঘটিয়া উঠে না। বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। মালাবদলই বিধবাবিবাহের অঙ্গ। দেবরকে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন হাড়ী বিধবাবিবাহপ্রথা তুলিয়া দিয়াছে। পঞ্চায়তের মত লইয়া পতি বা পত্নীত্যাগ চলিতে পারে।

বর্ণব্রাহ্মণেরা কোথাও কোথাও ইহাদের পৌরোহিত্য করিলেও অনেকস্থলে 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তিই পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকে।

ইহারা সকলেই প্রায় শাক্ত,—কালীর উপাসক। উত্তর বঙ্গে অনেকস্থলে ইহারা নিজেই মহাসমারোহে কালীপূজা করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্ব্বে ইহাদের বীজপুরুষগণ মহাশাক্ত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাণী ময়নাবতী ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়িপার নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণশাসনে সেই সিদ্ধগণের বংশধরগণের এরূপ হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। এই সম্প্রদায় যে এক সময় শক্তিপূজায় সিদ্ধি বা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল, আজও তাহার ক্ষীণস্মৃতি বিদ্যমান। কোন কোন গ্রামে হাড়ীর বাড়ী পূজা না হইলে অনেক উচ্চহিন্দুগৃহে মহাষ্টমী ও মহাকালী পূজা হইতে পায় না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ইহাদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম নিতান্ত অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া গণ্য। সকল প্রকার পশুপক্ষীর মাংসভোজনে ইহারা আপত্তি করে না। সকলেই প্রায় মদ্যপায়ী।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় লক্ষ হাড়ীর বাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদম-সুমারী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

হাত (দেশজ) হস্তশব্দের অপভ্রংশ, কর, ভুজ।

হাতকড়ী (দেশজ) হস্তবন্ধনার্থ লৌহময় যন্ত্রবিশেষ, 'হাতে হাতকড়ী পায়ে বেড়ী'। হাতে হাতকড়ী দিলে আর হাত নাড়া যায় না। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধীর হাতে হাতকড়ী দেওয়া হইয়া থাকে।

হাতকরাত (দেশজ) লৌহময় যন্ত্রবিশেষ। ছোট করাত।

হাতচালা (দেশজ) হস্তচালন, একপ্রকার গণনা। কোন দ্রব্যাদি অপহৃত হইলে যিনি এই বিদ্যা অবগত আছেন, তিনি অপর কোন এক জনের হাত চালনা করিবেন। হস্ত উপুড় করিয়া ধরিতে হইবে, হস্তচালক মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবেন। মন্ত্র-প্রভাবে হস্ত চলিতে আরম্ভ হইবে, এবং চলিতে চলিতে যে স্থানে সেই অপহৃত বস্তু আছে, সে স্থানে গিয়া থামিবে। এইরূপে হস্তচালনা করিয়া অপহৃত বস্তুর সন্ধান করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে হাতচালা, নলচালা প্রভৃতি বিদ্যা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন ইহা বিরল-প্রচার হইয়াছে।

হাতছানী (দেশজ) হস্তসঙ্কেত।

হাতছেচড় (দেশজ) চোরবিশেষ, যাহারা সামান্তরূপ চুরি করে, দশটী জিনিষ আছে, হয়ত তাহার মধ্য হইতে একটী চুরি করিল, এইরূপ চোরকে হাতছেচড় কহে, ইহাকে ছিঁচকে চোরও বলে।

হাতজোড়ী (দেশজ) গুল্মভেদ, (Lycopodium imbricatum)

হাতড়ান (দেশজ) হাতদিয়া দেখা, মন্দালোক বশতঃ যে স্থানের কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় কোন বস্তু পাইবার জন্য হাত বাড়ান।

হাতড়ী (দেশজ) লৌহমুদ্গরবিশেষ, আঘাতযন্ত্র। কার্য্যবিশেষে নানাপ্রকার ছোট বড় হাতড়ী ব্যবহৃত হয়। লৌহকর প্রকাণ্ড হাতড়ী দিয়া লৌহ পিটিয়া থাকে, সূত্রধর তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হাতুড়ী দ্বারা ছুতারের কার্য্য করে এবং স্বর্ণকার তদপেক্ষাও ছোট হাতুড়ী দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে।

হাতব্য (ত্রি) হা-তব্য। ত্যক্তব্য, হানযোগ্য, ত্যাগ করিবার উপযুক্ত।

"হাতব্যোঽয়মসার এব বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকং।
সর্ব্বস্যৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাপি পুণ্যাত্মনঃ॥" (শান্তিশ°)

হাতযোড়া (দেশজ) হস্তবদ্ধ। কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকে হাতযোড়া বলে।

হাত্রাস, যুক্তপ্রদেশে আলিগড় মহকুমার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তস্থিত একটী তহশীল। ইহাতে দুইটী পরগণা আছে—হাতরাস এবং মুর্সান। ভূপরিমাণ ২৯১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৫৬ বর্গমাইল কৃষিক্ষেত্র।

২ উক্ত আলিগড় জেলার সহর এবং হাতরাস তহশীলের সদর। আলিগড় এবং আগ্রাপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে এই সহরটী অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ ৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৮´ ৯´´ পূঃ। হাত্রাস সহরটী সুনির্ম্মিত এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সহরে অনেক প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সহরটী জাটঠাকুর দয়ারামের অধিকারে ছিল। তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই দোয়াব বৃটীশরাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল, তখন হইতে ঠাকুরগণ গবর্মেণ্টের সহিত মন্দ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট মেজর জেনারল মার্সালের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, দুর্গটি যদিও সুরক্ষিত ছিল, তথাপি ইংরাজসৈন্য সহজেই অধিকার করিতে সমর্থ হইল। দয়ারাম রাত্রিতে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট দুর্গ-রক্ষক সৈন্যগণ ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিল। কাণপুরের পরেই বাণিজ্যের জন্য দোয়াবের মধ্যে এই সহরটী বিখ্যাত।

হাতা (দেশজ) ১ লৌহপিত্তলাদিনির্ম্মিত হস্তাকৃতি পাত্রবিশেষ, দর্ব্বী। সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল ও কাঠের হাতা ব্যবহৃত হয়। ইহা গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। অন্নব্যঞ্জনাদি পাককালে হাতা ভিন্ন পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ২ হস্ত।

হাতাহাতি (দেশজ) হাতে হাতে যুদ্ধ, এই শব্দ সংস্কৃত হস্তাহস্তি শব্দের অপভ্রংশ, যে স্থলে পরস্পরে হাতে হাতে মারামারি হয়, তাহাকেই হাতাহাতি কহে।

হাতি (দেশজ) হস্তী।

হাতিকাণা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Siphonanthus hastata)

হাতিনা (দেশজ) অলিন্দ, মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের অলিন্দ অর্থাৎ চাতালকে হাতিনা কহে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের অলিন্দের নাম রক। মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে পাঁচ চাল হইতে আট চাল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, চারি চালে গৃহ এবং তাহা ভিন্ন যে কয় চাল হইবে, সেই কয়টী হাতিনা হইয়া থাকে। এইরূপ ঘরকে চুমুরী বা চৌরী ঘর কহে। আর যে স্থানে দুই চালে গৃহ এবং তাহার অধিক চালে হাতিনা হয়, এইরূপ ঘর বাঙ্গালা-ঘর নামে অভিহিত। সাধারণতঃ এই ঘর তিন চালের অধিক হয় না, সম্মুখে হাতিনা থাকে। চৌরী আটচালা গৃহে চারিদিকে হাতিনা থাকে।

হাতিনী (দেশজ) হস্তিনী শব্দের অপভ্রংশ, স্ত্রী হস্তী।

হাতিম, সাধারণতঃ 'হাতিমতাই' নামে পরিচিত, তাই জাতির একজন খ্যাতনামা সর্দ্দার। ইনি উদার, জ্ঞানী ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে হাতিমের মৃত্যু হয়। আরবে অনবর্জ গ্রামে এখনও তাঁহার কবর দেখা যায়। ইহার জীবনবৃত্তান্ত 'হাতিমতাই' নামক পারস্য উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। ইনি কেবল বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধ করিতেন না; যুদ্ধ-জয়ে লুণ্ঠিত যে সকল দ্রব্য মিলিত তাহা ইনি বিতরণ করিয়া দিতেন। যদি ইনি শক্তিশালীর সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরাজয় করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। যুদ্ধে যাহাদিগকে বন্দী করিতেন, যুদ্ধাবসানে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন।

হাতিমতাই, [হাতিম দেখ।]

হাতিমর্দ্দন, পঞ্জাবের পেশাবর জেলার একটী সেনাবাস। যুসুফজাই মহকুমার সদর। অক্ষা° ৩৪° ১১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩´ পূঃ। সেনানিবাসের সামান্য দক্ষিণে হাতি এবং মর্দ্দন নামে দুইটী গ্রাম আছে, তাহা হইতে এই সহরের নাম হাতিমর্দ্দন। যুসুফজাইয়ের সহকারী কমিশনার এখানে বাস করেন।

হাতিম্‌কাশী মৌলনা, পারস্যসম্রাট্ সাহ আব্বাসের সমসাময়িক একজন কাশানদেশীয় কবি।

হাতিয়া, বঙ্গে নোয়াখালীজেলাস্থ একটি দ্বীপ ও থানা। অক্ষা° ২২° ২৬´ হইতে ২২° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ১১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে মেঘনানদীর মোহানায় অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৪৮টি গ্রাম এবং ৪১৭৬টি গৃহ আছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের স্রোত আসিয়া এই দ্বীপ গ্রাস করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ ১৮৬৭ এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের দুর্য্যোগে সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া এই দ্বীপটী ডুবাইয়া ফেলে, সেই সময়ে প্রায় ৩০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হাতিয়াগড়, ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশস্থিত একটী পরগণা, তদন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম।

হাতিশুঁড়া (দেশজ) লতাবিশেষ, একপ্রকার ক্ষুপ, চোক উঠিলে ইহার রসের ফুট্ বিশেষ উপকারী।

হাতী (দেশজ) হস্তী।

হাতীয়ার (হিন্দী) করধৃত অস্ত্র, ঢাল তরবার।

হাতুড়িয়া (দেশজ) মূর্খ চিকিৎসক, যাহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, কোনরূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অথচ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় অনুমানে চিকিৎসা করে, এইজন্য বোধ হয়, ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

হাতুড়ী (দেশজ) লৌহমুদ্গরবিশেষ। [হাতড়ী শব্দ দেখ]

হাতুয়া (দেশজ) যে সকল গাভীর বাছুর মরিয়া গিয়াছে, সেই সকল গাভীকে বাছুরের মুখ না দিয়া হাতে দোহন করিলে তাহাকে হাতুয়া কহে।

হাতের চাটু (দেশজ) হাতের তলা, হাতের সম্মুখভাগ।

হাতের পিট (দেশজ) হস্তের পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্ভাগ।

হাতেহাতে (দেশজ) হস্তে হস্তে, পূর্ব্বে মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাহারো হাতে তাহাদিগকে দিয়া যাওয়া হইত, তাহাকে হাতে হাতে দেওয়া কহে। পূর্ব্বে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল, অধুনা ইহার প্রচলন খুব কম।

হাত্র (ক্লী) হা-ষ্ট্রন্। ১ বেতন। ২ প্রমথন। ৩ মরণ। ৩ রাক্ষস।

হাথুয়া, বিহারবিভাগে সারণজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা হাথুয়া রাজাদিগের বাসস্থান। শাহাবাদের ১৩৩৯টি এবং সারণের ৪৬টী গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারীভুক্ত। হাথুয়া রাজাদিগের জমিদারীর ভূপরিমাণ ৩৯০০৫ বর্গবিঘা। মুসলমান সময়ের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান রাজাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই স্থানে বাস করিতেন। বর্ত্তমান রাজবংশধরগণ আদিপুরুষ হইতে ১০২ পুরুষ অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গবর্মেণ্টের খাজনা বাদে হাথুয়ারাজের বার্ষিক আয় ৭৪৪৭৫০৲ টাকা।

হান্, চীনের পঞ্চম রাজবংশ। ২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা চীন শাসন করেন। ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্যিকদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেন; মিঙ্গতির রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের সহিত চীনের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে এবং বিশেষতঃ সামলিম্ এবং তামরাজ-বংশীয়দিগের সময় (খৃঃ চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত) বঙ্গ, মলবার এবং পঞ্জাবের রাজগণ চীনে দূত পাঠাইতেন। হান্‌বংশই চীনের পঞ্জিকাসংস্কার করেন।

হান (ক্লী) হা-ক্ত। ১ ত্যাগ। ২ সাংখ্যদর্শনমতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হান। সাংখ্যদর্শনে হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায় এই চারিটী বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারাই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যতদিন বিবেকসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন হান হয় না, ততদিন জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির হাত হইতে নিস্কৃতি নাই। জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক হইতেই হান হইয়া থাকে। [সাংখ্যদর্শন শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

হানা (দেশজ) অমঙ্গলজনক বস্তু, এমন অনেক বাটী আছে যে, বাটীতে সেই গৃহস্থ বাস করিলে, তাহার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এই কারণে সেই সকল বাটীকে হানাবাড়ী কহে। প্রবাদ আছে যে, হানা-বাড়ীতে বাস করিলে কাহারও

মঙ্গল হয় না, বরং প্রতিপদেই নানাপ্রকার অশুভ হইয়া থাকে। ২ মৎস্যাদির আঘাত, কাণ বা সিঙ্গী মাছে কাটা মারিলে তাহাকে হানা কহে, যথা সিঙ্গীমাছে হানা দিয়াছে। ৩ অস্ত্র। ৪ জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত্ত। ৫ কণ্ঠদেশ, গলা।

"রক্তভরা খুঙ্গীপুঁটী ঘোড়ার হানায়।" (বিস্তাসুং)

হানি (স্ত্রী) হা (বহি-শ্রি-শ্রু-যুদ্রুহেতি। উণ্ ৪।৫১) ইতি-নি। যদ্বা হা-কিন্ (গ্লাম্লাজ্যাহাভ্যো নিঃ। পা ৩।৩।৯৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নি। ১ ক্ষতি, পর্য্যায়—অপহার, অপচয়।

"অত্রামৃতং সুরৈঃ পীত্বা নিহিতং নিহিতারিভিঃ।

অতঃ সোমস্য হানিশ্চ বৃদ্ধিশ্চৈব প্রদৃশ্যতে॥"(ভারত ৫।৯৯।৫) ২ ত্যাগ। ৩ নাশ।

হানিকর (ত্রি) হানিজনক, ক্ষতিকর।

হানিফা ইমাম, মক্কার চারিজন প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে একজন। এই চারিজনের নাম ইমাম হানিফা, ইমাম হনবুল, ইমাম সাফাই এবং ইমাম মালিক। হানিফা মক্কার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং হানিফী সম্প্রদায়ের প্রধান লোক ছিলেন, যদিও মুসলমানগণের অধিকাংশই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নিয়ম মানিয়া চলেন, তথাপি জীবদ্দশায় তিনি তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বোগ্‌দাদের কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি "মস্‌নদ" "ফিল্‌কলম" "মুঅল্লীথউল্ ইস্‌লাম" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শিয়াগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু সুন্নিগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মদ্যপান করে বলিয়া পারসিকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নিন্দা করিয়া থাকেন, কারণ মদ্যপান মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী।

হানিকৃৎ (ত্রি) হানিং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। হানিকারক, যিনি ক্ষতি করেন।

হানুক (ত্রি) ১ ঘাতুক, হত্যাকারী। ২ ক্ষতিকারক।

হাত্র (ক্লী) হন (ভ্রস্‌জিগমিনমিহনীতি। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্ বৃদ্ধিশ্চ। মরণ। (উজ্জ্বল)

হান্দন (পুং) জনপদ।

হান্‌লিন্ ওয়েন, কুব্লাই খাঁর প্রতিষ্ঠিত চীনের বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ৬০০ বৎসর ধরিয়া হানলিন্ ওয়েনের শিক্ষাগুরুগণ একই ভাবে শিক্ষা চালাইয়া আসিয়াছেন, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও বিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে পারে নাই। এই রাজ্যে উচ্চপদে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রায় ২০০০ জন পরীক্ষার্থী হইত, তাঁহাদের মধ্যে ২০ হইতে ৮০ জন নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাদিগকে 'সিউৎসাই' উপাধি দান করা হইত। যাঁহারা সিউৎসাই হইতেন, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সেইরূপ ছাত্রকে আবার সম্রাট্-নিযুক্ত পরীক্ষকের নিকট উচ্চপরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইত। সিউৎসাই শব্দের অর্থ স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা। তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন মাত্র 'সিউৎসাই' 'কুজিন' উপাধি লাভ করিতেন। কুজিন উপাধিধারী হাজার ছাত্রের মধ্যে যাঁহারা উচ্চতর কুজিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা পর বৎসর উচ্চতর রাজকর্ম্মের জন্য পিকিনে গমন করিতেন। এখানে যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ সিন-সি উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই নিম্ন মান্দারিনের পদ প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা আরও উচ্চতর পদপ্রার্থী হন, তাঁহারা রাজার মহাসভার সভ্য হইতে পারেন। কিন্তু যদি সাংসারিক পদোন্নতি ছাড়া বিদ্যা দ্বারা তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে বহু প্রতিযোগিতার মধ্যে অবশিষ্ট ২০০ কি ৩০০ জন বিদ্বান্ রাজপ্রাসাদে সম্রাটের নিকট সশরীরে পরীক্ষিত হইতেন; তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে ২০ জনের বেশী নির্ব্বাচন করা হইত না; তাঁহাদের বিদ্যা ও লিখিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই হান্‌লিনের অবিনশ্বরদিগের মধ্যে আসন পাইতেন। এই বিশ জনের মধ্যে আবার একজনকে 'চোউয়াঙ্গ্ ওয়েন উপাধি প্রদত্ত হইত। ইঁহাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে "আদর্শ বিদ্বান্" বলিয়া লোকে সম্মান করিত। এই বিশিষ্ট উপাধি কাহাকেও প্রদান করা হইলে, সেই মুহূর্ত্তে রাজদূতগণ তাঁহার আত্মীয়গৃহে দ্রুতবেগে গমন করিয়া তাঁহাদের আত্মীয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের সংবাদ প্রদান করিত। এই পরিবারকে সেই দিবস হইতে লোকে পবিত্র বলিয়া মনে করিত। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন লোকদিগের চক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। হান্‌লিনের সভ্যগণ রাজসভাসদের মধ্যে কবি ঐতিহাসিকের গৌরবজনক পদ লাভ করিতেন। তাঁহারাই কাঙ্গহি এবং কীন ওঙ্গের রাজত্বের সময়ে চীন ভাষায় মহাবিশ্বকোষ সম্পাদিত করিয়া গিয়াছেন, ৫০২০ খণ্ডে এই বৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আভিজাত্যের জন্য নহে, চীনদেশে সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ বিদ্যা ও সামর্থ্যের জন্যই উচ্চ রাজপদ লাভ করিতেন।

হান্‌সি, পঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। অক্ষা° ২৮° ৫´ হইতে ২৯° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৩০´´ হইতে ৭৬° ২২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই তহশীলটীর ভূপরিমাণ ৭৬১ বর্গমাইল। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে।

হাপন (ক্লী) মারণ।

হাপর (দেশজ) মৎস্যাদি আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পাত্রবিশেষ। জেলেরা হাপরে করিয়া মাছ জীওয়াইয়া রাখে। বাঁশের চটা গোল করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া এরূপ ভাবে হাপর করে যে, তাহাতে মৎস্য রক্ষা করিলে উহার ভিতর হইতে মৎস্য বাহির হইতে পারে না, জলে থাকে বলিয়া জীবিত থাকে। জেলেরা মাছ ধরিয়া হাপরে রক্ষা করে. ঐ হাপর জলে ফেলিয়া রাখে, পরে উহা হইতে আবশ্যক মত মৎস্য উঠাইয়া বিক্রয়াদি করে।

হাপরমালী (দেশজ) লতাবিশেষ।

হাপুত্রিকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—সর্যপী, খঞ্জনিকা, তুলিকা, স্ফোটিকা। (ত্রিকা°)

হাপুত্রী (স্ত্রী) হাপুত্রিকা পক্ষী।

'গোভণ্ডীরঃ পঙ্ককীরো হাপুত্রী রাজভট্টিকা।' (হারাবলী)

হাফিজ্‌ আবরু, একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। উপাধি নূরউদ্দীন্‌-বিন্‌ লুৎফুল্লা। হিরাটনগরে ইঁহার জন্ম। কার্য্যবশে হামদান নগরে তিনি বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন এবং সেই স্থানেই অধ্যয়ন সমাপন করিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। শুভগ্রহবশে তিনি মোগল-সম্রাট্‌ আমীর তৈমুরের অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়েন। উক্ত সম্রাট্‌ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাঁহার উপকারার্থে যে কোনরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

তিনি সম্রাট্‌ তৈমুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহরুখ মীর্জ্জার দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শাহরুখতনয় যুবরাজ মীর্জ্জা বৈসঙ্গম্‌ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, তিনিও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত রাজকুমারের ব্যবহারে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তিনি স্বরচিত ইতিহাস 'জুবদাৎ-উৎ তবারিখ্‌ বৈসঙ্গম্‌' নামে যুবরাজকে উৎসর্গ করেন। ঐ গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ, উহাতে ১৪২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, বিভিন্ন দেশবাসী ও তাঁহাদের ধর্ম্ম ও শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত 'তারিখ হাফিজ আব্‌রু' নামে আর একখানি ইতিহাসগ্রন্থও পাওয়া যায়। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের (৮৩৪ হিঃ) সমকালে জনজান্‌ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হাফিজ আদম্‌, একজন মুসলমান সন্ন্যাসী। ইনি শেখ আহ্মদ সরহিন্দীর শিষ্য ছিলেন, কালমাহাত্ম্যে ফকিরের কোমলতা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় এবং তিনি কঠোরহৃদয় নরপিপাসু রাক্ষস হইয়া উঠেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখগুরু তেজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হন। পরে দলবল সংগ্রহ করিয়া শিখগুরুর ন্যায় তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। অর্থসংগ্রহব্যাপারে প্রজাবর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে তিনি কাতর হন নাই। অবশেষে তিনি আপনাকে ভারতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া, এথানে স্বীয় শাসনশক্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান। মোগল-সম্রাট্‌ আলম্‌গীর এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশে অভিযান করেন। মোগলসৈন্য তাঁহাকে সিন্ধুপারে তাড়াইয়া আসে।

হাফিজ উদ্দীন্‌ আহ্মদ মৌলবী, একজন মুসলমান পণ্ডিত। ইনি কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পাঠার্থ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে খিরাদ আফরোজ নামে উর্দ্দুভাষায় এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থখানি 'আয়ার দানিস্‌' নামক গল্পগ্রন্থের অনুবাদ মাত্র।

হাফিজ উল্লা শেখ, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান কবি। ইনি কবিতা রচনার জন্য 'অসম্‌' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের রাজত্ব কালে ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি সুকবি সিরাজ উদ্দীন্‌ আলীখাঁ আজুর আত্মীয় ছিলেন।

হাফিজ খ্বাজা, বঙ্গে হাফেজ্‌ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি। সাদী ও হাফিজ ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় কবি বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সাদী হইতে হাফিজের কবিতা উৎকৃষ্টতর। তাঁহার প্রকৃত নাম—খ্বাজা সামস্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদ-ই-হাফিজ। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজনগরে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাতার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কালে কাব্যকলায় তাঁহার যশোভাতি বিকীর্ণ হইয়া উঠে এবং তিনি হাফিজ বা "কোরাণজ্ঞ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণে প্রথিত হন। তাঁহার কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে পবিত্র সুফীমতের অভিব্যক্তি ও পোষকতা দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ তিনি সুফীমতের পোষ্টা ও প্রচারক ; কিন্তু তিনি কোন্‌ সুফীপীরের শিষ্য ছিলেন তাহা তাঁহার উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিক রিজা কুলীর গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পীরশ্রেষ্ঠ মৌলনা সামস্‌-উদ্দীন্‌-ই-সিরাজী তাঁহার শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন।

সিরাজ-নগরের অনতিদূরে বাবা-কূহী নামক শৈলশিখরে 'পীর-ই-সবজ' নামে একটী পবিত্র আস্তানা আছে। প্রবাদ আছে, যে যুবক ঐ স্থানে চল্লিশ রাত্রি জাগিয়া আসিতে সমর্থ হইবে, সে সুকবি বলিয়া খ্যাত হইবে। এই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া যুবক হাফিজও তথায় জাগরণে রজনী পোহাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি ঐ শৈলশিখরে গমন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে হাফিজ শাখ-ই-নবাং নাম্নী এক কামিনীর প্রণয়াসক্ত হন। উপরি উক্ত আস্তানায়

সমগ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া তিনি প্রাতঃকালে সেই ব্রীড়ান্বিতা সুকোমলা বালিকাকে সন্দর্শন করিতে তদীয় বাসভবনের সম্মুখে পদচারণা করিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রাম এবং রজনী জাগরণে অতিবাহন তাঁহার নিত্য কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল। চল্লিশ দিবসের প্রান্তে তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। এতদিন যে কামিনীর দর্শনলাভাশায় তিনি নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, আজ তাঁহার সেই হৃদয়দেবী জানালার মধ্য দিয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন,আনন্দে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। রমণীও আহ্লাদে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া চলিলেন এবং বলিলেন, "সিরাজ-রাজ-পুত্র অপেক্ষা আমি আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তিকেই হৃদয় দিতে প্রস্তুত আছি"। ঐ রমণী হাফিজকে তাঁহার গৃহে সে দিনের জন্য অবস্থান করিতে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু হাফিজ তাঁহার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া যুবতীর হস্ত ছাড়াইয়া পর্ব্বত-শিখরে গমন করিলেন। রজনী প্রভাতে 'পীর-ই-সবজ' আস্তানায় হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদধারী এক বৃদ্ধ মনুষ্য (খিজির) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বৎস! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে, এই পাত্র অমৃত-বারিপূর্ণ, ইহা পান করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ কর।"

এই আখ্যায়িকার মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও হাফিজ যে তৎকালে পারসিকসমাজে এক জন গণ্যমান্য কবি হইয়া উঠিয়া ছিলেন তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। একদিন হাফিজ তাঁহার খুল্লতাত সাদীর * পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহাকে সুফীমতপোষক একটী স্তোত্র রচনা করিতে দেখিলেন। সাদী তখন সবে মাত্র প্রথম চরণ রচনা করিয়াছেন, তিনি তাহা দেখিতে পাইয়া অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া দিতে চাহিলে সাদী তাহাতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকেই সমস্ত লিখিয়া সম্পন্ন করিতে বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। হাফিজ ঐ কবিতা সমাপ্ত করিলে সাদী আসিয়া উহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে উক্ত বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করেন।

হাফিজ প্রথম গজলটী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, সমগ্র গ্রন্থখানি সেইরূপ মাধুর্য্যময়ী কবিতায় পূর্ণ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য সাদী বিশেষ ঈর্ষান্বিত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে আপনার অপেক্ষা অধিকতর কাব্যকলাকুশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরস্পরেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং প্রতিযোগিতায় দ্বেষাদ্বেষী আসিয়া উপস্থিত হইল। খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, যদিও তোমার কবিতা অপূর্ব্ব রসপরিপূর্ণ, অভিব্যক্তিপূর্ণ ও পরিস্ফুট,তথাপি পাঠক মাত্রই উহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া জ্ঞান করিবে। বাস্তবিকই পরবর্ত্তী সময়ে হাফিজের কবিতা মুসলমানসমাজে তাদৃশ সমাদর লাভ করে নাই। কনস্তান্তি-নোপলবাসী শিয়া সম্প্রদায় উক্ত কবিতাগুলিকে বিধর্ম্মীর উক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

হাফিজ শেষে রাজানুগ্রহকে উপেক্ষা করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেন এবং আপনার হৃদয়-নিহিত সুফীমতের মৌলিক তত্ত্বসমূহ মনে মনে চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন। প্রথম জীবনে যখন বাহ্য জগৎ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে সমুদিত হয় নাই, যখন কাব্যজগতে গৌরবলাভ-বাসনা তাঁহার অন্তরে বলবতী ছিল,—যখন জগতে সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হই-বার যশোলিপ্সা তাহার অন্তরে মন্দ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন তিনি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া রাজদের রাজ সভায় গমন করেন। রাজা হাফিজের কবিত্বে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে সাক্ষাতে পাইয়া তিনি সেরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি হাফিজের দ্ব্যর্থ-ঘটিত কবিতার গূঢ় রসাস্বাদন করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অসদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন।

সিরাজ-সিংহাসনাধিকারী শাহ সুজার (১৩৮৩ খৃঃ মৃত্যু) উজীর খ্‌াজা কিবামুদ্দীন্ হাফিজকে অধ্যক্ষ করিয়া সিরাজ নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। এখানে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সাহায্যার্থ যে অর্থ দান করিয়া-ছিলেন, তাহা নানা কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি দরিদ্র ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এখানে তিনি রাজানুগ্রহে যে বিশেষ উপকৃত হইয়া ছিলেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বোগদাদের শাসনকর্ত্তা সুলতান উবৈশ জলায়র (১৩৭৪ খৃঃ মৃত্যু) তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া যান, কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহাকে হতাদর করেন, কারণ কবি তাঁহাকে তীব্র উক্তিতে তিরস্কার করিয়াছেন।

অতঃপর বোগদাদের শাসনকর্ত্তা সুলতান আহ্মদ-ই-ইল্‌খানি (১৪১০ খৃঃ মৃত্যু) হাফিজের নিকট সুখ্যাতি পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাকে বহু ধন রত্ন দান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তিনি এই প্রজাপীড়ক রাজার দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। আহ্মদ-ই-ইল্‌খানি সকল প্রকার শিল্পের পোষ্টা ছিলেন। চিত্রবিদ্যা,

* ইনি শেখ সাদী-ই-সিরাজী (জন্ম ১১৯৫, মৃত্যু ১২৯২ খৃঃ অঃ) হইতে ভিন্ন।

ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আরব ও পারস্যভাষা ব্যতীত অপর ছয়টী ভাষাও তাঁহার জানা ছিল। এই সকল গুণ থাকিলেও অত্যধিক অহিফেন-সেবনে তাঁহার মস্তিষ্ক এক প্রকার শুষ্ক ও বিকৃত ছিল। অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া তিনি মহৎব্যক্তিকেও ঘৃণিত কার্য্যানুরক্ত জ্ঞানে উৎপীড়ন করিতেন, এই জন্য তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া তৈমুর-লঙ্গকে তাঁহার দমনার্থ আহ্বান করেন। তৈমুর সসৈন্যে আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সুলতান আব্দুল রুম রাজ্যাভিমুখে পলাইয়া যান। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-লঙ্গ ইরাক ও ফার রাজ্যের অধিপতি শাহ মনসুরকে নিহত করিয়া সিরাজ রাজধানী অধিকার করেন। ঐ সময়ে হাফিজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় †। তিনি কবিকে সমরকন্দ রাজধানীর নিন্দাবাদের জন্য ভর্ৎসনা করিলে কবিবর মোগলপতিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বগুণান্বিত সুলতান মাহ্মুদশাহ বাহ্মণী শিল্প ও কলাবিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। পারস্য ও আরববাসী কোন কবি তাঁহাকে স্বরচিত একটী মাত্র কবিতা উপহার দিলে তিনি তাহাকে সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক এবং পরে নানা প্রকার উপহার সহ সমাদরে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতেন। হাফিজ এই সংবাদ পাইয়া একবার উক্ত বদান্য রাজাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। লোকমুখে তাহা ক্রমে বাহ্মণী-রাজসভায় আসিয়া পৌঁছিল। হাফিজ অর্থাভাববশতঃ রাজ-দর্শনে আসিতে পারিতেছেন না। তখন রাজার উজীর মীর ফজলুল্লা আওজ তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

হাফিজ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ঐ অর্থের কতকাংশ তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে ও কতকাংশ স্বীয় ভাগিনেয়দিগকে দিয়া স্বয়ং অল্প মাত্র লইয়া ভারতাগমনে অগ্রসর হইলেন। তিনি লাহোর পর্য্যন্ত আসিলে এক ডাকাইত বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক তাহার সমুদায় অর্থ গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে; সুতরাং তিনি অর্থাভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি সেই স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুই জন পারসিক বণিক্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পারস্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, হাফিজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহারা হাফিজকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই বণিক্‌দলের সঙ্গে হাফিজ পারস্যোপসাগরকূলে (হরমুজে) আসিয়া সমুপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্যপতি সুলতান মাহ্মুদ তাঁহার আগমনার্থ পারস্যোপসাগরে একখানি অর্ণবপোত-প্রেরণ করেন, তিনি জাহাজে উঠিবেন, লঙ্গর তোলা হইতেছে, এমন সময়ে ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হইল। ঝড় দেখিয়া কবি ভীত হইলেন, এই ঝড় সমুদ্রে হইলে প্রাণসংশয় জানিয়া তিনি ভারতযাত্রা-সংকল্প মনে মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বরচিত একটী কবিতা মীর ফজলুল্লাকে দিবার জন্য কোন বন্ধুর হস্তে দিলেন এবং ঝড় আসিলে 'আসিতেছি' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে হাফিজ আসিলেন না দেখিয়া জাহাজ ভারতাভি-মুখে প্রত্যাগত হইল। উজীর মীর ফজলুল্লা উক্ত গজল পাঠ করিয়া সমস্ত অবগত হন এবং সুলতানকে সকল বিষয় অবগত করাইয়া মসহদ্-নিবাসী মোল্লা মহম্মদ কাসিলের হস্তে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

১৩৫৭ খৃঃ মুবারিজ উদ্দীন্ মহম্মদ মুজঃফর সিরাজের শাসন-কর্ত্তা শাহ শেখ ইস্‌হাককে নিহত করেন। তদবধি তাঁহার ঘোর দুঃখের দশা আরম্ভ হয়। ১৩৫৯ খৃঃ শাহ সুজা স্বীয় পিতা মহম্মদ মুজঃফরের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। তিনিও সিরাজের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া হাফিজের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, হাফিজের কবিতাগুলি পবিত্র ইসলামমতবিরোধী।

১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশাধিপতি সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ পুরবী হাফিজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ এই ঘটনা একটী সুললিত কবিতায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কোন্ সময়ে হাফিজের মৃত্যু ঘটে, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমাধি-প্রস্তরে ৭৯১ হিঃ (১৩৮৮খৃঃ) মৃত্যুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। মহম্মদ গুল্ আন্দাম ১৩৮৯ খৃঃ এবং চার্লশ-ষ্টুয়ার্ট ১৩৯৪খৃঃ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত করিয়াছেন। তজ-কিরাৎ উস্ সুয়ারা গ্রন্থে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দই তাঁহার মৃত্যুকাল লিখিত। প্রবাদ এইরূপ, হাফিজের কতকগুলি অধার্ম্মিকের উক্তি জানিয়া সিরাজের উলমা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিস্তোত্র পাঠ করিতে চাহেন নাই। শেষে যে বিষয় মীমাংসিত হইলে সকলে মহা-সমারোহে তাঁহার শবদেহ সিরাজ নগরের দুই মাইল উত্তরপূর্ব্বে একটী স্থানে লইয়া সমাহিত করেন। হাফিজের যে বৃক্ষ-তলে সমাধি হয় সেই স্থান হাফিজিয়া নামে পরিচিত। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবুল কাসিম বাবর সিরাজ অধিকার করিলে, তাঁহার প্রধান উজীর মৌলনা মহম্মদ মুয়াম্মাই হাফিজের কবরের উপর একটী সুন্দর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া উহার চারিদিক উদ্যান দ্বারা পরিশোভিত করেন। অনুমান ১৮১১ খৃষ্টাব্দে উকীল

† মতান্তরে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। কারণ গ্রন্থবিশেষে ১৩৯১ খৃঃ অব্দে হাফিজের মৃত্যুকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

করিম খাঁ জন্দ উক্ত সমাধিস্তম্ভে এক খণ্ড প্রস্তর উৎকীর্ণ করিয়া দেন। উহাতে হাফিজের রচিত একটী শ্লোকের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাফিজের রচিত গজলগুলি 'দিবান্-ই-হাফিজ' নামে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। উহার ভাষা ও ভাব অপূর্ব্ব ও মাধুর্য্যময়। মূলে শব্দবিন্যাসের অনুপ্রাসচ্ছটা লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পারস্যভাষাভিজ্ঞ সুধীমাত্রই তাঁহার কবিতার সমাদর করিয়া থাকেন।

হাফিজ রহমৎ খাঁ, একজন প্রসিদ্ধ রোহিলা-সর্দ্দার। রোহিলা-দিগের অধিপতি আলী মহম্মদ খাঁয়ের রাজত্বকালে তিনি রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলী মহম্মদ তাঁহাকে পিলিভিৎ এবং বেরেলী দান করেন। তিনি রাজকর্ম্মে যেমন দক্ষ ছিলেন, সৈন্যচালনায়ও তেমনি তাহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। আলী মহম্মদের পুত্র সাদুল্লার রাজত্ব সময়ে তিনি রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাদুল্লা অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দোলাকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু হাফিজ এই যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ইংরাজ ও নবাবসৈন্য মিলিত হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে হাফিজ নিহত হন।

হাফু (পুং) অহিফেন। (পর্য্যায়মুক্তা°)

হামহান (দেশজ) গাভীদিগের হাম্বারব।

হামা (দেশজ) হামাগুড়ি। শিশুগণ প্রথমে হস্ত ও পদ সাহায্যে যে গমন করে, তাহাকে হামা বা হামাগুড়ি কহে। পশুদিগের ন্যায় হস্ত ও পদের সাহায্যে গমন।

হামান্ (পারসী) দ্রব্য চূর্ণ করিবার পাত্রবিশেষ।

হামান্‌দিস্তা (পারসী) উদূখল, দ্রব্য চূর্ণ করিবার পাত্র, যাহার দ্বারা দ্রব্য চূর্ণ করা হয়। মুষল।

হামাম্ (আরবী) ১ স্নান। ২ শীতকালে ব্যবহার্য্য তিন হাত প্রস্থ বস্ত্রবিশেষ।

হামাম্‌সর (আরবী) স্নানাগার।

হামাংখামার (দেশজ) প্রচুর, বহু পরিমাণ।

হামাহ (আরবী) গর্ত্ত।

হামাহখুন (পারসী) গর্ভপাতজনক বস্তু, যাহাতে গর্ভপাত হয়।

হামাহখুনী (পারসী) যিনি গর্ভস্রাব করান।

হামি (আরবী) রক্ষক।

হামিগ্রাম (পুং) কাশ্মীরস্থিত একটী গ্রাম। (রাজতর° ৮।৬৭৯)

হামীর, ১ গুজরাটের উজ্জয়ন্ত বা গিরনারের চূড়াসমাবংশীয় এক জন বিখ্যাত নৃপতি। মণ্ডলিকের পুত্র। ইনি পিতার সহিত মাহ্মুদ্ গজনীর বিরুদ্ধে গুর্জ্জরপতি ভীমদেবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম বিজয়পাল। [চূড়াসমা দেখ]

২ রাজস্থানে পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক চারি জন হিন্দু নর-পতির নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গক্করাজ হামীর বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক দিল্লীপতিকে পরিত্যাগ করিয়া সাহাব্‌উদ্দীন্ ঘোরীর পক্ষাবলম্বন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ত্রিগর্ত্ত বা কোটকাঙ্‌ড়ার রাজা হামীরও একজন মহাবীর ছিলেন। [কাঙ্‌ড়া দেখ।]

হামীর, রণস্তম্ভগড় বা রণ্থম্বরের একজন সুপ্রসিদ্ধ চৌহান-বংশীয় নরপতি। যে সকল রাজপুত স্ব স্ব জাতীয় গৌরবরক্ষা, আশ্রিতবৎসলতা ও বীরত্বের জন্য পূজিত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর হামীর একজন। তাঁহার সভাসদ্ রাজকবি সারঙ্গধরের সংস্কৃতভাষায় রচিত 'হম্মীরকাব্য' ও হিন্দী ভাষায় রচিত 'হমীররাসা' এবং নিম্‌রাণার যোধরাজ-বিরচিত 'হমীররায়সা' নামক হিন্দীকাব্যে এই মহাবীরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

রণ্থম্বরের সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে রাজা জয়ৎরায়ের ঔরসে ১২২৮ সংবতে * (১২৭৩ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে হামীর জন্মগ্রহণ করেন। অর্ব্বুদাচলের রাও পুআরের কন্যা আশা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

এ সময় দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দীন্ অধিষ্ঠিত। তিনি কিছু মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। এক দিন মহাসমারোহে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে চিমনা বেগম্ নামে তাঁহার এক মহিষী ছিলেন। সেই বেগম্ মহম্মদ শাহ নামে তাঁহার এক অমাত্যের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। এমন কি সুবিধা পাইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহা ধরা পড়িল্। মহম্মদ সম্রাটের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এ কারণ সম্রাট্ তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

মহম্মদ নির্ব্বাসিত হইয়া নানা দেশে গিয়া নানা রাজার আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু কেহই মহম্মদকে আশ্রয় দান করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে তিনি সপরিবারে রণথম্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রিতবৎসল চৌহান-রাজ দ্বিরুক্তি না করিয়া সসম্মানে মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার পদোচিত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

---

* যোধরাজের হমীররাসার মতে ১১৪১ সংবতে হমীর জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এ উক্তি ঠিক নহে, কারণ সকল মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে আলা-উদ্দীন্ ১২৯৯-১৩০০ খৃষ্টাব্দে রণথম্বর অবরোধ করেন। হমীররাসেও লিখিত আছে যে, এ সময়ে হমীরের বয়স ২৮ বর্ষ মাত্র।

মহম্মদ হামীরের আশ্রয় লইয়াছেন সংবাদ পাইয়া দিল্লীশ্বর চৌহানপতির নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, অবিলম্বে রাজদ্রোহীকে পরিত্যাগ করুন, এরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হামীর সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে। সুতরাং সম্রাটের আদেশ পালন করিতে তিনি অসমর্থ।

হামীরের প্রত্যাখ্যানবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বর সসৈন্যে আসিয়া রণথম্বর অবরোধ করিলেন। হামীর নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইলেন। আলাউদ্দীন্ রাজপুত-বীরগণের অসাধারণ বীরত্ব দর্শন করিয়া বহুবার বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল সৈন্য বহুবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হমীররাসে লিখিত আছে, এই যুদ্ধে প্রথমে রাজপুত পক্ষে ৮০০০ চৌহান, ৩০০০ রাঠোর ও ৫০০০ পুয়াঁর মোট ১৬০০০ এবং মুসলমানপক্ষে ৭০০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী ও নিষাদী মোট ৭৫০০০ লোক নিহত হয়। তথাপি সম্রাট্ হটিলেন না। তিনি বারবার নবোৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। চৈত্র শুক্লানবমীর দিন হামীরের দক্ষিণহস্ত বীরবর রণধীর অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই দিন দুর্গরক্ষার জন্য ত্রিশ হাজার রাজপুত প্রাণ দিয়াছিলেন এবং ১০ হাজার রাজপুতরমণী জলন্ত চিতায় পতির সহগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে লক্ষাধিপ মুসলমান সৈন্য এবং তাহাদের সেনানায়ক হিম্মত বাহাদুর ও আলিখান নিহত হইয়াছিল। সম্রাট্ তথাপি দুর্গাবরোধ ত্যাগ করিলেন না। তিনি দুর্গ অধিকার উদ্দেশে নানাস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন।

এই সময় সরজন্ শা নামে এক জৈন বণিক্ রণধীরের জায়গীর লাভের আশায় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আলাউদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করে। দুর্ব্বৃত্ত ভূগর্ভস্থ গুপ্ত শস্যভাণ্ডারসমূহের উপর চামড়া ঢাকা দিয়া গভীর রাত্রে হামীরকে আসিয়া জানাইল যে, আর রসদ নাই। এখন আলাউদ্দীনের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধূর্ত্তের কথা শুনিয়া হামীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া ভাণ্ডার দেখিবার জন্য সেই রাত্রিতেই তিনি সরজনের সঙ্গে ভাণ্ডারের নিকট আসিলেন, ধূর্ত্ত বণিক্ মৃত্তিকাভাণ্ডারে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিল, তাহা শুষ্ক চর্ম্মখণ্ডে লাগিয়া ঠন্ ঠন্ শব্দ হইল। হামীর বুঝিলেন যে, আর চাউল নাই, তাহা হইলে এরূপ শব্দ হইবে কেন? বাস্তবিক তখনও গুপ্তভাণ্ডারে বর্ষাধিক চলিতে পারে, এরূপ রসদ ছিল। যাহা হউক, বিশ্বাসঘাতকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হামীর আসন্ন বিপদ বুঝিয়া আত্মীয়স্বজন সকলকে দরবারে আহ্বান করিলেন। সকলেই জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এবার মহম্মদ শাহ হামীরের পক্ষে ও তাঁহার ভ্রাতা মীর গবরু সম্রাটের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং দুই ভ্রাতায় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিজ নিজ আশ্রয়দাতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। মহম্মদ নিহত হইলে সম্রাট্ আর অনর্থক লোকক্ষয় করিতে অভিলাষী না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব এবং দেবলকুমারীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু হামীর অতি ঘৃণার সহিত সম্রাটের প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। এবার সমবেত রাজপুতশক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। মুসলমানসৈন্য সেই ভীমবেগ সহ্য করিতে পারিল না। অনেকেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। হামীরের জয় হইল। জয়োল্লাসে সৈন্যসামন্তসহ হামীর নিজ গিরিদুর্গে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা আশাদেবী ও সম্ভ্রান্ত রাজপুতমহিলাগণ সকলেই জলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। হামীর এ দুঃসহ শোক আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি মহাদেবের মন্দিরে গিয়া দেবের পদপ্রান্তে স্বহস্তে নিজ মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চৌহানগৌরবরবি অস্তমিত হইল। সরজন্ অবিলম্বে আলাউদ্দীনকে এ সংবাদ জানাইল। সম্রাট্ আসিয়া রণস্তম্ভগড় অধিকার করিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। সরজনের শিরশ্ছেদ হইল। হামীর শেষবার যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র রতনকে চিতোরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হামীরপুর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৫' হইতে ২৬° ১০" উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ২২ ৪৫" হইতে ৮° ২৫' ১০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আলাহাবাদ বিভাগের এই জেলাটী পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্ত। উত্তরে যমুনা, উত্তরপশ্চিমে দেশীয় বাওনি রাজ্য ও বেত্‌বানদী, পশ্চিমে ধশান নদী, দক্ষিণে আলিপুর-ছত্রপুর ও চর্থারি এবং পূর্ব্বে বাঁদাজেলা।

যমুনা এবং বিন্ধ্যমালভূমির মধ্যে যে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রটী প্রসারিত রহিয়াছে, হামীরপুর তাহারই একটী অংশ। আকৃতিতে ইহা অনেকটা সমান্তরাল ক্ষেত্রের মত। দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনা ও বেত্‌বানদীর তটদেশ পর্য্যন্ত হামীরপুরের নিম্নপাহাড়গুলি ঢালু হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ের উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। সমভূমিগুলি শুষ্ক ও কৃষির উপযোগী। পার্ব্বত্য অংশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিপূর্ণ। এই স্থানের সাধারণ উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট্। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত মনোহর।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে কৃত্রিম হ্রদ আছে। মহোবা হ্রদটী এই জেলার মধ্যে একটী বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। এই সকল জলাশয়গুলি ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দেলরাজগণ খনন করাইয়া গিয়াছেন। এই সকল জলাশয়ের তিনদিক্ই পর্ব্বত-বেষ্টিত, একদিক্ কেবল ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। বিজনগরের হ্রদটীর বেষ্টনী প্রায় ৫ মাইল, ইহা হইতে কৃত্রিম খাল কাটাইয়া এদেশে চাষবাস করা হয়।

এই পর্ব্বতগুলি সমভূমিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই সমতল ক্ষেত্রটাতে কোন বিচ্ছিন্ন পাহাড় নাই, ইহা অনুর্ব্বর এবং প্রায় বৃক্ষশূন্য। যেখানে যমুনা, ধশান ও বেত্‌বানদী একত্র মিলিত হইয়াছে, হামীরপুর সহর তথায় অবস্থিত। হামীর-পুরের দিকে তটদেশ খুব উচ্চ, কিন্তু অপরদিকে নিম্ন এবং নদীর উপরিভাগ হইতে সামান্য উচ্চ। এখানকার কৃষ্ণ মৃত্তিকাসারই এই স্থানকে উর্ব্বরতা সম্পন্ন করিতেছে। কাঁশতৃণ এখানকার কৃষিকর্ম্মের বড়ই বিঘ্নজনক।

খৃষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলায় চন্দেলগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী মহোবায় ছিল। তাঁহারা মহোবা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বৃহৎ মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিয়াছিলেন। এই স্থানের শেষ রাজা পরমাল ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের দ্বারা পরাজিত হইয়া মহোবা পরিত্যাগ করিয়া কালঞ্জরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাহার ১২ বৎসর পরে কুতব্‌উদ্দীন্ মহোবা জয় করেন এবং প্রায় ৫ শত বৎসর ইহা মুসলমানদিগের অধীনে ছিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলদিগের অধিপতি ছত্রশাল এই স্থান অধিকার করেন। এই জেলা তৎকালে হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধেই ছত্রশালের জীবন অতিবাহিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে মহারাষ্ট্রগণ মহোবা এবং এই জেলার আর খানিকটা অংশ অধিকার করিল, এবং অবশিষ্ট ভাগ তাঁহার পুত্র জগৎরাজের শাসনাধীন রহিল। হামীরপুর জেলা তাঁহার বংশধরগণের অধীন ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গৃহবিবাদে এখানে অরাজকতা ঘটিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন বৃটীশ সৈন্য হামীরপুর অধিকার করিল, তখন এই জেলার অত্যন্ত দুরবস্থা। মহারাষ্ট্রগণ ও দস্যুদলপতিগণ বারংবার লুণ্ঠন করায় ভীত হইয়া অনেক জমিদার নিজ নিজ জমিদারী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এই স্থানে বাস্তবিক শান্তি এবং শাসনের সুবন্দোবস্ত স্থাপিত হইল।

এই জেলায় ৮টী নগর আছে। যথা—রথ, হামীরপুর, খরেলা, মহোবা, মৌধা, কুল্‌পাহাড়, সুমেরপুর এবং জৈৎপুর। এ ছাড়া ৭৫৫টি গ্রাম আছে। সহরবাসীরা সহর ছাড়িয়া এখন প্রায়ই গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন, কাজেই সহরের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

হামীরপুরের জলহাওয়া শুষ্ক ও গ্রীষ্মপ্রধান; কেবল মহোবার হ্রদসংস্পর্শে সেখানকার হাওয়া শীতল ও সুখকর।

২ উক্ত হামীরপুর জেলার উত্তরাংশস্থিত একটী তহশীল। এই তহশীলে হামীরপুর এবং সুমেরপুর দুইটী পরগণা আছে। ভূপরিমাণ ৩৭৫ বর্গমাইল।

৩ উক্ত হামীরপুর জেলার সদর। জনপ্রবাদ অনুসারে এই সহর করচুলি রাজপুত হামীর দেবের প্রতিষ্ঠিত। অকবরের সময়েও এখানে জেলার শাসনকেন্দ্র ছিল। এখন এখানে জেল, হাস্পাতাল, স্কুল, দুইটী সরাই ও বাজার আছে। নওগঞ্জ্ হইতে কাণপুরের পথে এই সহরটি অবস্থিত।

হামীরপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়াজেলার অধীনস্থ একটী তহশীল। এই জেলার অন্যান্য স্থানের লোকসংখ্যা অপেক্ষা এই তহশীলের লোকসংখ্যা অধিক। ভূপরিমাণ ৬৪৪ বর্গমাইল। এই তহশীলে তিনটী থানা, ৩টা দেওয়ানী ও ৩টা ফৌজদারী আদালত আছে।

হাম্পি, মান্দ্রাজপ্রদেশের বেল্লরী জেলার অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটী বহুপ্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট সহর। ৯২ বর্গমাইল জুড়িয়া পুরাতন সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালবংশীয় দুই ভ্রাতা বুক্ক এবং হরিহর এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণ এখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে আনগুণ্ডী, বেল্লুর এবং চন্দ্রগিরিতে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। দুই শতাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের রাজগণ হাম্পি নগর অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাকে নানারূপ মন্দির ও রাজপ্রাসাদের দ্বারা পরিশোভিত করেন। প্রতি-বৎসর এখানে মেলা হয়।

হামেল (আরবী) গর্ভবতী স্ত্রী।

হামেশা (পারসী) সর্ব্বদা, ক্রমাগত, অনবরত, চিরকাল।

হাম্বান (দেশজ) গরুর চীৎকার, গাভীর রব।

হায় (দেশজ) খেদপ্রকাশক শব্দ, অত্যন্ত বিপৎকালে 'হায় হায়' শব্দ দ্বারা খেদ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

হায়দর বা মীর হায়দর শা, বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর অধীনস্থ একটী সুযোগ্য সাহসী সৈনিক। ইনি হাফিজের কবিতা-পুস্তকে নিজের কবিতা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আহম্মদ শাহের রাজ্যকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইনি দেহত্যাগ

করেন। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি 'কেচ্ছা-চন্দর-বদন' এবং 'মাহিয়ার' নামে মসনবীর গ্রন্থকার।

হায়দর আলী, মহিসুরের রাজ্যাপহারক একজন মুসলমান অধিপতি। মহিসুরের হিন্দুরাজের অধীনে প্রথমে কার্য্য করিতেন, তৎপরে নিজ প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

হায়দর আলীর প্রপিতামহ মহম্মদ বহ্‌লোল পঞ্জাব হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে কুলবর্গা নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র মহম্মদ আলী ও মহম্মদ ওআলী। উভয় ভ্রাতা মাহসুরে শিরা নামক স্থানে আসিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সামান্য পাইকের কর্ম্ম করিতেন। এখানে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলীর পুত্র ও হায়দর আলীর পিতা ফতে-মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। যথা-কালে ফতে মহম্মদের শাহবাজও হায়দার নামে দুইটী পুত্র জন্মে। যখন শাহবাজের ৯ ও হায়দারের ৭ বর্ষ বয়স, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ফতে মহম্মদ প্রাণত্যাগ করেন। হায়দর লেখাপড়া শেখেন নাই, কিন্তু সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার গুণে যৌবনপ্রারম্ভেই তিনি সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং দেবনহল্লীযুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া ৫০ হইতে ২০০ পদাতিকের পদে উন্নীত হন। মহিসুরের নঞ্জরাজ ও দেবরাজ যে সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই হায়দর রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন কর্ণাটের আধিপত্য লইয়া চাঁদসাহেব ও মহম্মদ আলীর মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সে সময়ে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) হায়দর আলীই মহিসুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। মহিসুর-পতি ৩ লক্ষ পাগোডা আয়ের জায়গীর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর বেদনুর বা নগর অধিকার করিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা লাভ করেন। নঞ্জরাজ অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে চমরাজ নামক তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতিকে হায়দর রাজার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

এদিকে মরাঠাগণ হায়দর আলীর শাসনভুক্ত বহুস্থান দখল করিয়া বসিলেন। তিনি নিজাম আলীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে প্রথমে চঙ্গমা নামক স্থানে ও তৎপরে ত্রিনকমলী নামক স্থানে উভয়েই ইংরাজ-হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু হায়দর দমিবার লোক নহেন, তিনি আবার বিপুল আয়োজন করিয়া ইংরাজদিগকে শাসন করিবার জন্য মান্দ্রাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪টা এপ্রেল তাঁহার সহিত ইংরাজ-রাজপুরুষগণ সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোড়গপ্রদেশ জয় করিলেন। মরাঠারা তাঁহার শাসনাধীন যে সকল স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, ১৭৭৩ ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একে একে সেই সমস্ত স্থান উদ্ধার করিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বেল্লারি আক্রমণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রভাবে মুরারি রাওর প্রভুত্ব ও সবনুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২১ জুলাই হায়দর কর্ণাটক জয় করেন, ঐ বর্ষে তিনি পোর্টো-নবো বিলুণ্ঠন ও আর্কট অবরোধ করিয়া, ১০ই সেপ্টেম্বর পেরম্বকম্ নামক স্থানে কর্ণেল বেলি-পরিচালিত বিপুল ইংরাজ-বাহিনীকে এককালে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে যখন হায়দর ৫টী দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া ছিলেন, সেই সময় ইংরাজসেনা-নায়ক কূট করজলি অধিকারপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধে হায়দরের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন। তাহাতে হায়দরকে ত্রিচীনপল্লী অধিকার ও তৎপুত্র টিপুকে বন্দিবাসজয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল। প্রথমে পল্লিলূর ও তৎপরে ২৭এ সেপ্টেম্বর (১৭৮১খৃঃ) শোলিঙ্গগড়ে ইংরাজবীর কূটের সহিত হায়দরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে হায়দর সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়া অবরোধ ছাড়িয়া দিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর ৮০ বর্ষ বয়সে আর্কটের নিকটবর্ত্তী চিত্তুর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। টিপুর না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৩০ বর্ষকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য ও তাঁহার কোষাগারে ৫ কোটী টাকা মজুত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় পুত্র টিপু সুলতান তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দরের সমাধি হয়, তাঁহার কবরের উপর একটী সুন্দর গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হায়দরগড়, ১ অযোধ্যার বড়বাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। উত্তরে বড়বাঙ্কি এবং রামসনেহী তহশীল, পূর্ব্বে মুসাফির-খানা ও দক্ষিণে রায়বরেলীর অন্তর্গত মহারাজগঞ্জ তহশীল। ভূপরিমাণ ২৯৭ বর্গমাইল। এই তহশীলে একটী ফৌজদারী আদালত ও দুইটি থানা আছে।

২ উক্ত হায়দরগড় তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে ভরগণ ইহার অধিকারী ছিল, তৎপরে সৈয়দ মীরণ তাহা-দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া এই পরগণাটী দখল করেন। পরিশেষে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। এখন রাজপুতবংশীয় অমেথিয়াগণ এই স্থানের স্বত্বাধিকারী। ভূপরিমাণ ১০৩ বর্গমাইল ও গ্রামসংখ্যা ১১৭।

৩ বড়বাঙ্কি জেলার অন্তর্গত একটী সহর। জেলার সদরের ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নবাব আসফউদ্দৌলার মন্ত্রী আমীর উদ্দৌল্লা হায়দর বেগ খান্ এই সহর পত্তন করেন।

হায়দরগড়, দক্ষিণ কাণাড়ার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য পথ।

হায়দর মালিক, উপাধি রায়স্থল মুলুক্ চাব্‌তাই। কাশ্মীরের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস-প্রণেতা। ইনি উচ্চবংশসম্ভূত ও জাহাঙ্গীরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন।

হায়দর মীর্জা, মহম্মদ হোসেনের পুত্র। ইহার স্ত্রী বাবরের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। সম্রাট্ হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরন্ মীর্জার অধীনে তিনি প্রথমে কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া হুমায়ুনের অধীনে চাকরী স্বীকার করেন। তিনি হুমায়ুনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন তাঁহাকে কাশ্মীরবিজয়ে পাঠাইয়াছিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি কাশ্মীর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেরশাহ যখন হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন, তখন হায়দর কাশ্মীরের রাজা হইলেন। অতঃপর তিনি নিম্ন তিব্বত জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশবৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে রাত্রিকালে তাঁহার শিবিরমধ্যে একটী তীরের আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

হায়দরাবাদ, ভারতের বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ করদ ও মিত্ররাজ্য। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত মধ্য মালভূমিটী অধিকার করিয়া উত্তরে বেরার, পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমে বোম্বাই এবং দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী পর্য্যন্ত এই রাজ্যটী প্রসারিত। মোটামুটি ধরিতে গেলে এই রাজ্য চতুর্ভুজাকৃতি। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইহার যে ব্যাস তাহাই কেবল ৪২০ মাইল। ভারতের মধ্যে এই বিস্তৃত প্রদেশটি (বেরার সহ) অক্ষাং ১৫°১০´ হইতে ২১°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৪°৩৫´ হইতে ৮১°২৫´ পুঃ মধ্যে অবস্থিত। বেরার ব্যতীত কেবল হায়দরাবাদেরই ভূপরিমাণ প্রায় ৪৮০০০০ বর্গমাইল। হায়দরাবাদ রাজ্য মোট ৫ বিভাগে ও ২৭টি জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে ৩ বা ৪টা জেলা আছে।

এই রাজ্য একটি বিস্তৃত মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ১২৫০ ফিট্ উচ্চ। হায়দরাবাদ সহরের নিকটে যে গোলকুণ্ডা দুর্গ আছে, তাহাই প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চ।

উত্তরে হায়দরাবাদের জলপ্রবাহ তাপ্তী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ কৃষ্ণা এবং গোদাবরী এই রাজ্যকে কৃষিকর্ম্মোপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। কাম্বে উপসাগরের সহিত তাপ্তীর জল মিশিয়াছে। এ স্থান বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা পরিশোভিত। কোথাও পর্ব্বতময় বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও উর্ব্বরা সমভূমি, কোথায়ও আবার বিস্তৃত অরণ্য পর্ব্বতগাত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

এই রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্ব্বত বালাঘাট-গিরিমালা। পূর্ব্বে বিলোনী তালুক হইতে পশ্চিমে অষ্টি তালুক পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এস্থানে সহ্যাদ্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ মাইল, ইন্দোর হইতে আরম্ভ করিয়া বেরার ভেদ করিয়া সহ্যাদ্রি হায়দরাবাদে আসিয়া অবসান হইয়াছে। ইহার একটী শাখা হায়দরাবাদ হইতে খান্দেশে গিয়া পড়িয়াছে, এই শাখার একটি বৃহৎ অংশ অজন্টাঘাট নামে পরিচিত।

এখানকার ভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অগ্নিগিরির উদ্গীরণে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ বাহির হয়, তাহার সহিত এখানকার মাটীর সংমিশ্রণ আছে। অনেক স্থান কৃষিকর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সেই সমস্ত ভূমি অনেক পরিমাণে বালু ও প্রস্তরসংমিশ্রিত এবং অঙ্গার-পরিপূর্ণ। বেনগঙ্গার সহিত বর্দ্ধার যেখানে মিলন হইয়াছে, সেখানে তিনটী কয়লার খনি আছে। এই কয়লার খনি হইতে যে সমস্ত কয়লা বাহির হয়, তাহা রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই স্থানের অতি নিকটে লোহার খনিও আছে। পাথুরে চুণ ও কাঁকরের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে অনেক নদী, খাল ও দীর্ঘিকা আছে। নাসিকের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ঘাটের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া গোদাবরী নদী ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বমুখে গিয়া ফুলতম্বার নিকটে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্ব্বমুখ ধরিয়া ৭০ মাইল গিয়া হায়দরাবাদের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখী হইয়াছে, তৎপরে মান্দ্রাজ উপকূলে কৃষ্ণার মোহানার অনতিদূরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হায়দরাবাদে দুদ্না ও পূর্ণা নামে দুইটী শাখার সঙ্গম আছে। বৰ্দ্ধা নদীও এই রাজ্যের একটী বৃহৎ নদী। ইহাও বেনগঙ্গার সহিত মিশিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া অবশেষে সিরোঞ্চের নিকট হায়দরাবাদের পূর্ব্বদক্ষিণসীমান্তে গোদাবরীর সহিত মিশিয়াছে।

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রানদীর দ্বারা হায়দরাবাদের দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কৃষ্ণা পশ্চিমঘাটে মহাবলেশ্বরের নিকট উত্থিত হইয়া হায়দরাবাদে ১৬° ১০´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৬° ১৮´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর কদলূরে ভীমার সহিত কৃষ্ণাসঙ্গম হইয়াছে। গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনুন্‌সুলার রেলওয়ের সেতুদ্বারা এইস্থানে নদীর প্রবল বেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। তৎপরে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া মান্দ্রাজবিভাগের মধ্য দিয়া মশলীপত্তনের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে।

হায়দরাবাদের জল-হাওয়া সাধারণের পক্ষে ভাল। এখানে রাজপুতনার মত অনুর্ব্বর মরুভূমি নাই, সে জন্য এখানে সেখান-

কার মত গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত লুই চলে না। এই রাজ্যে যেখানে বালু-পাথর বেশী, সেখানে চক্ষুর পীড়া প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার কূপগুলি হইতে অস্বাস্থ্যকর বিস্বাদ জল উত্থিত হয়, তবে পুষ্করিণী এবং নির্ঝরের জল সাধারণতঃ ভাল।

গড়ে এখানকার বৃষ্টিপাত ২৮ হইতে ৩২ ইঞ্চির বেশী নহে। মসুমের সময়ে জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এখানে বর্ষা হয়।

বিদর জেলায় মলেগাঁও নামক গ্রামে অশ্ববিক্রয়ের একটী মেলা হইয়া থাকে। হায়দরাবাদ রাজধানীর নিকটেও অশ্ববিক্রয়ের একটি বাজার আছে।

এখানকার মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর। কিন্তু যেখানে চিক্কা আছে, সে স্থান কৃষিকর্ম্মের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাহা ছাড়া স্থানীয় ভাষায় যাহাকে "লাল জমি" বলা হয়, তাহা একপ্রকার লালমাটী, সম্ভবতঃ উই ঢিপি ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহাদের রঙ্গ লাল হইয়াছে। যদিও এ সকল পোকাগুলি অনেক সময়ে শস্যের যথেষ্ট অপকার করে, তথাপি অনেক সময়ে তাহা হইতে এক প্রকার অম্লরস নির্গত হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে জমি কতকটা চাষোপযোগী হইয়া থাকে। যখন জমি প্রস্তুত হয়, তখন ঋতুনির্ব্বিশেষে সকল প্রকার শস্যই জমিতে রোপণ করা যাইতে পারে।

এখানকার 'রেগড়' জমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অবশ্য এইরূপ জমি অন্যান্য জমির পরিমাণে কম, তবুও ইহা চাষের পক্ষে উপযোগী। বিশেষতঃ তুলাচাষের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত 'তলাও কা জমিন্' একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা। ইহা যদিও কৃষিকর্ম্মে অনুপযোগী, তথাপি ইহার ব্যবসা চলে।

এখানে তাল ও খেজুর প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তাহার রস হইতে এক প্রকার উত্তেজক মদ প্রস্তুত হয়। নারিকেলগাছ এখানে ভাল হয় না। আম ও তেঁতুল গ্রামে গ্রামে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তুলা, নীল, ইক্ষু প্রভৃতির যথেষ্ট চাষ হয়।

এখানকার বনে একপ্রকার পোকা হইতে তসর ও মৌমাছির চাক হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়। মোটের উপর হায়দরাবাদ বাণিজ্যোপযোগী স্থান। এখানে তুলা, সরিষা, তিসি, কাপড়, চামড়া, ধাতব পদার্থ এবং চাষবাসের দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। বাণিজ্যের অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বিদরের বাসন ও গিল্টীকরা ধাতব পদার্থ, আরঙ্গাবাদের কিংখাব ও খাগজপুর গ্রামের কাগজ বিখ্যাত।

মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি আসফ্জা নিজাম-বংশের প্রবর্ত্তক। দিল্লী-সভায় তিনি যেমন যুদ্ধবিজয়ী, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটতান্ত্রিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ তাঁহাকে নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ উপাধি দিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। এই উপাধি অবশেষে তাঁহার বংশগত হইয়া পড়িল। [নিজাম দেখ] মোগলসাম্রাজ্য এই সময়ে গৃহ-বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, অপরদিকে আবার মরাঠা-গৌরবরবি ধীরে ধীরে উদিত হইতেছিল। এই সুযোগ পাইয়া আসফ্জা আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি যেমন সহজে মোগল-বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, অশ্বারোহী মরাঠাগণকে পরাজিত করা তাঁহার পক্ষে ততদূর সহজ হইল না। যাহা হউক, তিনি যখন ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মারা যান, তখন তাঁহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হায়দরাবাদের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া আসফ্জার বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। যখন আসফ্জার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ধনাগার অধিকার করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। কিন্তু আসফ্জার দৌহিত্র মুজঃফর জঙ্গ মাতামহ তাঁহাকে সিংহাসন দান করিয়া গিয়াছেন এই বলিয়া রাজ্যের দাবী করিয়া বসিলেন। এই সূত্রে ফরাসী এবং ইংরাজবণিকগণ প্রথম রাজসম্পদের আস্বাদ পাইলেন। ইংরাজগণ নাসিরজঙ্গের পক্ষ এবং ফরাসীগণ মুজঃফর জঙ্গের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কিন্তু মুজঃফর জঙ্গের কর্ম্মচারীদিগের সহিত ফরাসী সেনাপতির মনোমালিন্য ঘটায় ফরাসী সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। সুতরাং মুজঃফর জঙ্গ নাসিরের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু নাসির অচিরে তাঁহার কর্ম্মচারী অনুচরবৃন্দের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর মুজঃফর দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া ঘোষিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনশক্তি অনেক সময় ফরাসী সেনাপতি ডুঁপ্লের হাতেই রহিল। তিনি অধিককাল তাঁহার নামমাত্র ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি পাঠান-দলপতির সহিত যুদ্ধে তিনি মারা যান। ফরাসীগণ মুজঃফর জঙ্গের পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নাসিরের এক ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গকে নিজামের পদে অধিষ্ঠিত করাইলেন, কিন্তু আসফ্জার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজীউদ্দীন্ সিংহাসনের দাবী লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত বিবাদ বাঁধাইলেন। গাজী উদ্দীন্ শীঘ্রই মারা গেলেন। মরাঠাগণ গাজীউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে হারিয়া অবশেষে সন্ধি করিতে সম্মত হইল। এ সময় ফরাসীগণ ও ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভুত্ব লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। ফরাসীরা যখন ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া সলাবৎজঙ্গকে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইল, তখন নিজাম ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন।

সন্ধির সর্ত্তানুসারে সলাবৎ ফরাসীদিগকে আপন কার্য্য হইতে জবাব দিতে এবং তাহাদিগের সহিত সংস্রব না রাখিতে

প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার এবং কর্ণাটলুণ্ঠনের কারণ অবশেষে তাঁহার মিত্র ইংরাজগণ পর্য্যন্তও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাহউক তিনি ইংরাজ-সৈন্যের সহায়তায় কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইংরাজগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ তাঁহারা ফরাসীর পরিবর্ত্তে নিজামের নিকট হইতেই উত্তরসরকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ প্রয়োজন হইলে সৈন্য দ্বারা নিজামকে সাহায্য করিবেন এবং যে বৎসরে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, সে বৎসরে তাঁহারা নিজামকে ৯ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পরিবর্ত্তে নিজাম উক্ত জমিদারীর উপস্বত্ব ইংরাজগণকে দান করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে যখন হায়দর আলির বিরুদ্ধে বৃটীশ সৈন্যের সাহায্য আবশ্যক হইল, তখন বৃটীশগবর্মেণ্ট তাহা পূরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু নিজামই অবশেষে হায়দর আলির সহিত যোগ দিলেন। যাহা হউক, অল্পদিন মধ্যে নিজাম আলি পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত আর একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সময়ে বসালৎ জঙ্গের মৃত্যুতে উত্তরসরকার ইংরাজদিগের অধিকারে আসিল।

যখন ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত টিপুর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, তখন ইংরাজগবর্মেণ্ট, নিজাম এবং পেশবার মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল। যখন টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ হারাইলেন, তখন নিজাম বৃহৎ অংশ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন নিজামের সহিত মরাঠাদিগের যুদ্ধ বাঁধিল, তখন নিজাম সন্ধির সর্ত্তানুসারে তদানীন্তন গবর্ণর সার জন্ সোরের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মরাঠাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি বর্ত্তমান থাকিতে গবর্ণর এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে নিজামের সহিত বৃটীশগবর্মেণ্টের মনোমালিন্যের সূচনা হইল। যখন আর্ল অব্ মর্নিঙ্টন (মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি) বড়লাট হইলেন, তখন নিজামের সহিত বড়লাটের বোঝাপড়া হইল, ইহার ফলে তিনি নিজামের সাহায্যকারী সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বাৎসরিক ২৪১৭১০ পাউণ্ড টাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ইংরাজকর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার ও টিপুর মৃত্যুর পরে যখন মহিসুররাজ্য ইংরাজমিত্রদিগের মধ্যে ভাগাভাগি হইল, তখন নিজামও একটি বড় অংশ পাইলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সাহায্যকারী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং অর্থের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে রাজ্যের অনেকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল সময়েও নিজামসৈন্য ইংরাজগবর্মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজামের সহিত একটি সুবিধাজনক সন্ধি করিলেন।

নিজামের বাৎসরিক আয় ৪ কোটি টাকা। লর্ড কুর্জ্জনের সময়ে নিজামাধিকৃত বেরার প্রদেশ বৃটীশ-ভারতের শাসনাধীন হইয়াছে।

হায়দরাবাদ (সহর) হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ১৭°২১´৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩০´১০´´ পূঃ, মুসি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মুসিনদীর বিস্তার প্রায় ৪০০ হইতে ৫০০ ফিট্। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই সহর প্রায় ১৭০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার পরিধি প্রায় ৬ মাইল এবং একটি প্রাচীর দ্বারা সহরটী পরিবেষ্টিত। এই সহরে যেরূপ বিভিন্ন জাতীর লোক দেখা যায়, বোধ হয় ভারতের অন্য কোন সহরে এরূপ নাই। সাধারণতঃ পথিমধ্যে সকলেই সশস্ত্র হইয়া চলাফেরা করে। এখানকার সৈনিকগণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অস্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত। এখানে আরব, সিদি, রোহিলা, মরাঠা, তুর্ক, শিখ, পারসিক, বোখারীয়, মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের নানাজাতীয় লোক দেখা যায়।

হায়দরাবাদের চারিধারের দৃশ্য অতীব মনোহর। কয়েক মাইল দূরে একটা হ্রদ আছে, তাহা হইতে হায়দরাবাদ সহরে জলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদ মুসলমানপ্রধান সহর। এখানে অনেক মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদ্‌গুলি নানাপ্রকার কারুকার্য্য-মণ্ডিত গম্বুজের দ্বারা পরিশোভিত। এখানকার জমামস্‌জিদ মক্কার মসজিদের অনুকরণে নির্ম্মিত। 'চারমিনার' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ এখানকার একটী উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান।

মুসির উত্তরদিকে হায়দরাবাদ-সংলগ্ন একটি বৃহৎ গ্রাম আছে, তাহার নাম "বেগমবাজার"। ইহা হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা নিজামের প্রধানা বেগমের উপস্বত্ব। এই বেগমবাজারে বৃটীশ রেসিডেণ্টের প্রাসাদ। মধ্যে একটি সুন্দর সেতু দ্বারা রাজপ্রাসাদের সহিত রেসিডেণ্টের আবাসের যোগাযোগ রহিয়াছে। রেসিডেণ্টের বাসগৃহটি কেবল দেশীয় শিল্পিদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদ বার দোয়ারী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও দ্রষ্টব্য।

গোলকুণ্ডারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুলীকুতব্‌শাহের ৫ম পুরুষ অধস্তন কুতব্‌শাহমহম্মদকুলি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এই

সহরটি স্থাপন করেন। নদীর সুবিধা না থাকায় মহম্মদ গোলকুণ্ডা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজধানী হইতে ৭ মাইল দূরে মুসীনদীর উপরে ভাগমতী নামে তাঁহার এক রাণীর নামে ভাগনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই রাণীর মৃত্যু হইবার পর ভাগনগরই হায়দরাবাদ নামে অভিহিত হইল। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গোলকুণ্ডা এবং হায়দরা-বাদের একই ইতিহাস। এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মহম্মদকুলি পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণানদীর দক্ষিণপর্য্যন্ত প্রদেশ নিজ শাসনাধীন করিয়া অবশেষে বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। এমন কি যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজাকে পরাস্ত করিয়া উত্তর-সরকারের কিয়দংশ বশে আনিয়াছিলেন। ১৬০৩ খৃঃ অব্দে পারস্যাধিপতি সাহ আব্বাসের নিকট হইতে একজন দূত নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া মহম্মদকুলির সভায় আসিয়া ছিলেন। তিনিও নানাপ্রকার রাজকীয় উপহার দিয়া দূতকে পারস্যসভায় প্রেরণ করেন। অবশেষে ১৬০১ খৃঃ অব্দে ৩৪ বৎসর অপ্রতিহত ভাবে রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি নানা মসজিদ্ ও প্রাসাদ দ্বারা হায়দরাবাদ সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে রাজসভাসদ্ প্রধান প্রধান আমীর ওম্রাহগণ অজস্র অর্থব্যয়ে নানা সুন্দর সৌধ-মালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে নবনির্ম্মিত হায়দরাবাদ সহর অচিরে সমৃদ্ধিশালী এবং একটী বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী হইবার যোগ্য হইয়া উঠিল।

মহম্মদকুলির পুত্র সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহের রাজ্যকালে হায়দরাবাদে প্রথম মোগল সংস্রব ঘটে। মোগলমন্ত্রী মীর জুম্‌লা চক্রান্ত করিয়া শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র অরঙ্গজেবকে হায়দরাবাদ আক্রমণ করিবার জন্য আনিলেন। আবদুল্লা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে অসহায়ের ন্যায় অরঙ্গজেবের সহিত হেয় ভাবে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে অরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান আব-দুল্লার কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সুলতান প্রতিবৎসর মোগলসম্রাট্‌কে এক সহস্র টাকা করস্বরূপ দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার জামাতা আবুহোসেন হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল এবং চরিত্রহীন ছিলেন। এই সময়ে মধুপন্থ নামে একজন মহারাঠী ব্রাহ্মণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই আহ্বানে শিবাজী কর্ণাটের অভিমুখে যাইবার সময়ে হায়দরাবাদ আক্রমণ করিয়া আবুহোসেনকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করেন, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয়পুরের সুলতান আবুহোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তিনি মধুপন্থের হস্তে পরাজিত হইলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভাজী হায়দরাবাদের সুলতানের সহিত নূতন করিয়া সন্ধি করেন। অরঙ্গজেব খাঁজাহানকে হায়দরা-বাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, সম্রাট্‌পুত্র মুয়াজিম তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। গোলকুণ্ডার সেনাপতিগণ প্রভুর কর্ম্মে অবিশ্বাসী হওয়ায় মুয়াজম্ এবং খাঁজাহান নির্ব্বিঘ্নে হায়দরা-বাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। মধুপন্থ মধ্যে প্রজাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। আবুহোসেনও গোলকুণ্ডা-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অসমসাহসে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দুর্গ মোগলদিগের অধীন হইল। মোগলগণ আবুহোসেনকে দৌলতাবাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। মোগল-সেনাপতিদ্বয় বিজাপুর এবং গোল-কুণ্ডা রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যে বিরোধ বাঁধে, তাহাতে হায়দরাবাদের যুদ্ধে কুমার কামবক্স মুয়াজিমের নিকট পরাজিত হন। মুয়াজিম ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার ভ্রাতা আজিমকে জয় করিয়া বাহাদুর সাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ আজিমের অনুচর জুলফিকরকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি করিয়া রাখিলেন। শাসনের ভার দাউদখাঁর হস্তে সমর্পিত হইল। যখন জাহান্দরশাহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরুকসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিল, তখন চীনকিলিচ খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান ফরুখ্‌সিয়ারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরুখ্‌-সিয়ার সম্রাট্ হইলে তিনি চীনকিলিচ খাঁকে 'নিজাম্‌উলমুল্‌ক্ আসফজা' উপাধি প্রদান করিলেন।

যখন দিল্লীতে সৈয়দগণ রফিউদ্দৌলা এবং অবশেষে মহম্মদ-শাহকে সম্রাট্ করিয়া প্রত্যহ স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, তখন আসফ্‌জা এবং সাদত খাঁ উভয়ে মিলিয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনকে গোপনে হত্যা ও অপরকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে আসফ্‌জা দিল্লীতে আগমন করিয়া তথায় উজীর পদ পাইলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীতে উজীর হওয়া অপেক্ষা সুদূর দাক্ষিণাত্যে একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজত্ব করাই অধিক সম্মানজনক মনে করিলেন। তিনি এক দল সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন, তথায় সম্রাটের প্রতিনিধি মুবারিজ খাঁ সম্রাটের গুপ্ত পরামর্শে তাঁহার গতি রোধ করিলেন, কিন্তু আসফ্‌জা যুদ্ধে মুবারিজখাঁকে পরাজয় করিয়া হায়দরাবাদ অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্রাট্ কি করেন, অগত্যা আসফ্‌জাকেই হায়দরাবাদের নিজাম বলিয়া স্বীকার

করিয়া, মুবারিজ খাঁর বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আসফ্‌জাকে অভিনন্দন করিলেন। আসফ্‌জাই দাক্ষিণাত্যে নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশধরই বৃটীশগবর্মেণ্টের মিত্র-রাজরূপে এখনও সসম্মানে রাজত্ব করিতেছেন। [নিজাম দেখ]

হায়দরাবাদ, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ২৪° ১৩´ হইতে ২৭°১৫´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৭°৫১´ হইতে ৬৯°২২´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে খয়েরপুর রাজ্য, পূর্ব্বে থর ও পার্কর জেলা, দক্ষিণে করি নদী এবং পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও করাচী জেলা। ভূপরিমাণ ৯০৩০ বর্গমাইল।

সমুদ্র শুষ্ক হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে এই জেলাটি জাগিয়াছে। দৈর্ঘ্যে ২১৬ মাইল এবং প্রস্থে ৪৮ মাইল। সিন্ধুনদের তীরে এই জেলাটী প্রথমে উর্ব্বর এবং তৎপরে অনুর্ব্বর বালুময় মরুভূমি দ্বারা আবৃত। এখানকার তাণ্ডা মহকুমা অতি নাবাল, ইহাতে বৃষ্টি হইবার পর জল জমিয়া থাকে, তাহাতে বাবলাগাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া হায়দরাবাদ তালুকে অনেকগুলি উপবন আছে। এই তালুকে গাঞ্জা নামে এক চূণা-পাথরের পাহাড় রহিয়াছে। জেলার মধ্যে পিপুল, নিম, তাল, মিরি, বের, বাইন, বাবুল, কন্ডি প্রভৃতি বৃক্ষ অনায়াসে বাড়িয়া উঠে। কৃত্রিম উপায়ে খাল কাটাইলে এই জেলা খুব উর্ব্বরা হইতে পারে। এখানে নানা প্রকার বন্য হিংস্রজন্তু আছে। তন্মধ্যে হায়না, নেকড়াবাঘ, শিয়াল, খ্যাকশিয়াল প্রভৃতিই বেশী। [সিন্ধুশব্দে ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

এই জেলাতে ৩০টি মেলা হয়। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়শ্রেণির লোকেই গঞ্জিকাসক্ত। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও এখানকার হিন্দুসমাজের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব।

এখানকার জল-হাওয়া শুষ্ক। ভারতবর্ষের শীতপ্রধান অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার স্বাস্থ্য ভাল।

২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত উক্ত হায়দরাবাদ জেলার একটী মহকুমা।

হায়ন (পুং ক্লী) জহাতি ত্যজতি জিহীতে প্রাপ্নোতি বা ভাবানিতি হা ত্যাগে হা গতৌ বা (হশ্চব্রীহিকালয়োঃ। পা ৩।১।১৪৮) ইতি ন্যট্। ১ বৎসর।

"অহঞ্চ তদ্ব্রহ্মকুলে উষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্‌দেশকালব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ॥" (ভাগবত ১।৬।৮)

জহাত্যুদকমিতি হা-ন্যট্। ২ ব্রীহিভেদ। ৩ অগ্নিশিখা। (মেদিনী)

হায়নক (পুং) হায়ন স্বার্থে কন্। হায়নশব্দার্থ।

হায়্‌হায়্ (দেশজ) অতিশয় খেদসূচক শব্দ।

হায়া (আরবী) ১ লজ্জা। ২ আদিমানবী, হবা (Eve)।

হায়া, রাজা দয়ামলের ভ্রাতা শিবরামদাসের কাব্যোপাধি। মীর্জা আবদুল কাদির বেদিলের শিষ্য। ইনি একখানি সুন্দর দিবান্ রচনা করেন।

হায়াৎপুর, মালদা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ১৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৫৪´ ২১´´ পূঃ। গঙ্গার বামতীরে কালিন্দী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মালদা জেলার মধ্যে এখানে নদীতীরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার আছে। বাণিজ্যের জন্য এই স্থানটী বিখ্যাত।

হায়ি (ক্লী) সামভেদ।

"হায়ি হায়ি হুবা হোয়ি হুবা হোয়ি তথাসকৃৎ।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগা ব্রহ্মবাদিনঃ॥" (ভারত ১২প°)

হায়েনা (Hyæna) ব্যাঘ্রজাতীয় হিংস্রপশুবিশেষ।

হার (ত্রি) হরেরিদং হরি-অণ্, পক্ষে হরতীতি হৃ, তদেব হর স্বার্থে অণ্। ১ হরিসম্বন্ধীয়। ২ হরণকর্ত্তা।

"ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ।" (ভাগবত)

(পুং) হ্রিয়তে মনো যেন হৃ-ঘঞ্। ৩ মুক্তামালা, পর্য্যায়—মুক্তাবলী, হারা, যষ্টি, লতা। (শব্দরত্না°)

"বিমুচ্য সা হারমহার্যনিশ্চয়া
বিলোলযষ্টি প্রবিলুপ্তচন্দনং।" (কুমার ৫।৮)

হ্রিয়ন্তে প্রাণা যত্রেতি। ৪ যুদ্ধ। ৫ হরণ। (ত্রি) ৬ ভাজক। ৭ বাহক। ৮ হারক।

হারক (পুং) হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। ১ কিতব। ২ চৌর। ৩ গদ্যভেদ। ৪ বিজ্ঞানবিশেষ। (মেদিনী) ৫ শাখোটবৃক্ষ। ৬ ভাজকাঙ্ক। (লীলাবতী) (ত্রি) ৭ হরণকর্ত্তা। হরণকারী।

"বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্রং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ।" (মনু ১১।৫১)

৮ বাহক। ৯ দ্যূতকার।

হারকচকান্তা (দেশজ) গুল্মভেদ।

হারকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হারগুল্মিকা (দেশজ) মুক্তাহারের গুলি।

হারভূষিক (পুং) জনপদবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।৩৭)

হারযষ্টি (স্ত্রী) হার এব যষ্টিঃ। হাররূপ লতা, হারলতা।

হারব (পুং) নরকভেদ।

হারবর্ষ, একজন রাষ্ট্রকূট নৃপতি। ইঁহারই উৎসাহে অভিনন্দ রামচরিত রচনা করেন।

হারহারা (স্ত্রী) কপিলদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

হারহূণ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত সভাপ°) সিন্ধু ও ঝিলম্-নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।

হারহূর (স্ত্রী) দ্রাক্ষা। (হলায়ুধ)

হারহৌর (পুং) দেশবিশেষ।

"রাজা চ হারহোরো মদ্রেশোহংশুশ্চ কৌণিন্দঃ।" (বৃহৎ ১৪।৩৩)

হারা (দেশজ) ১ পরাজয়, পরাজিত হওয়া। (স্ত্রী) ২ মন্থ।

(পুং) ৩ চৌহান রাজপুতগণের একটী শাখা। বিশল-দেবের বংশধর অজমীরপতি মাণিকরায় হইতে এই শাখার উৎপত্তি। মাণিকরায়ের বংশধর ইষ্টপাল গজনীর মাহ্মূদের যুদ্ধে বিশেষরূপে আহত হন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থি-গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাঁহার মহিষী সুরবাই সেই সকল 'হাড়' সংগ্রহ করেন এবং দেবীর কৃপায় মৃত-সঞ্জীবনীজলে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। এই 'হাড়' হইতে 'হাড়া' বা হারা নাম হইয়াছে। হারাদিগের রাজ্যই হারাবতী নামে খ্যাত হয়।

হারান (দেশজ) ১ পরাজয়করণ, পরাস্তকরণ। ২ কোন জিনিষ নষ্ট হওয়া।

হারাম্ (আরবী) হরাম, মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর। মুসলমানগণ হরাম্ স্পর্শ করেন না, এমন কি উহা যাহারা ভোজন করে, তাহাদিগের সহিত কোনরূপ আলাপ ব্যবহার পর্য্যন্তও করেন না।

হারাম্খোর (দেশজ) যাহারা হরাম্ অর্থাৎ শূকরভোজন করে।

হারাম্জাদা (দেশজ) ১ নিন্দাবাদ, গালাগালি। ২ জারজ।

হারাবলী (স্ত্রী) হারস্য আবলী। ১ হারশ্রেণী। মুক্তাবলী।

"হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতশ্চ।" (গীতগোবিন্দ ১১।১৩)

২ কোষবিশেষ, পুরুষোত্তম এই কোষ প্রণয়ন করেন।

"মুক্তাময়াতিমধুরা মসৃণাবদাত-
চ্ছায়াধিরাগতরলামলসদ্গুণশ্রীঃ।
সাধ্বী সতাং ভজতু কণ্ঠমসৌপ্রিয়েব
হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন॥" (হারাবলী)

হারি (স্ত্রী) হরতীতি হৃ বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ পথিকসমূহ। পথিকদিগের পরিবার। ২ দ্যূতাদিভঙ্গ। দ্যূতপরাজয়। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ রুচির, মনোজ্ঞ।

হারিকণ্ঠ (পুং) হারী মনোহরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠরবো যস্য। ১ কোকিল। (ত্রি) হারী হারযুক্তঃ কণ্ঠো যস্য। ২ হারান্বিতগল, হারযুক্ত কণ্ঠ, যাহার গলায় হার আছে।

হারিকর্ণ (পুং) হরিকর্ণ অপত্যার্থে অণ্। হরিকর্ণের গোত্রাপত্য।

হারিণ (ত্রি) হরিণ-অণ্। ১ হরিণসম্বন্ধীয়।

হারিণিক (পুং) হরিণং হন্তীতি হরিণ (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ১ ব্যাধ। ২ হরিণঘাতক।

হারিত (পুং) পক্ষিবিশেষ, শুকপক্ষী। পর্য্যায়—হরিতালুক, হারীত। (মেদিনী) ২ হরিদ্বর্ণ। (পুং) হরিতস্য হরিশ্চন্দ্র-পৌত্রস্যাপত্যং পুমান্ হরিত-অণ্। ৩ হরিতের পুত্র। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র হরিত, তৎপুত্র। (হরিবংশ ১২।১৮)

হারিতক (ক্লী) হরিতকমেব স্বার্থে অণ্। শাক। (শব্দরত্না°)

হারিতকাত (পুং) হরিতকাত্যের বংশ।

হারিতযজ্ঞ (ত্রি) হরিতযজ্ঞসম্বন্ধি।

হারিতায়ন (পুং) হারিত অপত্যার্থে অন্। (পা ৪।১।১০০) হারিতের গোত্রাপত্য।

হারিদ্র (ত্রি) হরিদ্রয়া রক্তং হরিদ্রা (হরিদ্রামহারজনাভ্যামঞ্ বক্তব্যঃ। পা ৪।২।২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অঞ্। ১ হরিদ্রা-রঞ্জিত, হলুদ দিয়া ছোবান। ২ হরিদ্রাবর্ণ। (পুং) ৩ কদম্ববৃক্ষ। ৪ বিষভেদ। এই বিষের মূল হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট।

"হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ।" (ভাবপ্র°)

হারিদ্রক (ত্রি) হারিদ্র স্বার্থে কন্। হারিদ্রশব্দার্থ।

হারিদ্রত্ব (ক্লী) হারিদ্রস্য ভাবঃ ত্ব। হারিদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

হারিদ্রব (পুং) ১ হরিতালদ্রুম, হরিতালবর্ণ।

"অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং" (ঋক্ ১।৫০।১২)

'হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তাদৃগ্ বর্ণবৎসু' (সায়ণ)

২ হরিদ্রুর শিষ্যসম্প্রদায়।

হারিদ্রবিক (ক্লী) হারিদ্রবিরচিত গ্রন্থভেদ। (নিরুক্ত ১০।৫)

হারিদ্রবিন্ (পুং) হরিদ্রুর শিষ্যপরম্পরা।

হারিদ্রসন্নিপাত (পুং) সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। এই সন্নিপাত জ্বর হইলে সর্ব্ব শরীর হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। লক্ষণ—

"যস্যাতিপীতমঙ্গং নয়নে সুতরাং মলস্ততোঽপ্যধিকং।
দাহোঽতিশীততা বহিরস্য স হারিদ্রকো জ্ঞেয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

যে সন্নিপাতজ্বরে শরীর ও চক্ষুর্দ্বয় হরিদ্রা অর্থাৎ পীতবর্ণ, মল ততোধিক হরিদ্রাবর্ণ এবং অন্তর্দ্দাহ ও বাহিরে শীত হয়, তাহাকে হারিদ্রসন্নিপাত কহে। এই সন্নিপাত রোগ অসাধ্য। চিকিৎসক এই রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই সন্নিপাত জ্বরে বৈদ্য—নারায়ণ ও ঔষধ—গঙ্গাজল। এই রোগারোগ্যের জন্য এক মাত্র মৃত্যুঞ্জয়শিবের উপাসনা কর্ত্তব্য।

"নারায়ণ এব ভিষক্ ভেষজমেতেষু জাহ্নবীনীরং।
নৈরুজ্যহেতুরেকো নিত্যং মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্যেয়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

হারিন্ (ত্রি) হারোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ হারবিশিষ্ট। হারধারী। হরতীতি হৃ-ণিনি। ২ হরণকর্ত্তা, হরণকারী, অপহারক। ৩ মনোহর, মনোজ্ঞ। "তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ। এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

হারিযোজন (ত্রি) এতৎসংজ্ঞক ধানামিশ্রিত।

"যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণং" (ঋক্ ১।৮২।৪)

'হারিযোজনং এতৎসংজ্ঞকং ধানামিশ্রিতং' (সায়ণ)

হারিবর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।৮।১২)

হারিবাস (পুং) দেবভেদ।

হারিষেণি (পুং) হরিষেণ অপত্যার্থে ইঞ্। হরিষেণের গোত্রাপত্য।

হারিষেণ্য (পুং) হরিষেণ-ষ্যঞ্। হরিষেণের গোত্রাপত্য।

হারীত (পুং) পক্ষিবিশেষ। হরিতালপক্ষী, হরেল বা হরিআল পাখী। এই পক্ষীর মাংসগুণ—রূক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, স্বেদ ও স্বরবর্দ্ধক এবং ঈষদ্বাতবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)
২ একজন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকার। চরকে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র ভরদ্বাজ ঋষিকে অতি অল্প কথায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উপদেশ দেন। এই ভরদ্বাজ অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণকে যথাযথ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের কৃপায় সর্ব্বজীবে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ছয় জনকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন। এই ছয়ব্যক্তি ছয়খানি স্বনামধেয় তন্ত্র প্রণয়ন করেন। হারীত যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হারীতসংহিতা নামে খ্যাত।

"অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ॥" (চরক সূত্রস্থা° ১অ°)

৩ ধর্ম্মশাস্ত্রকারঋষিবিশেষ। হারীত যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হারীতসংহিতা নামে খ্যাত। এই সংহিতায় চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও অশৌচ প্রভৃতির বিবরণ লিখিত আছে।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৮)

৪ কৈতব। (মেদিনী)

হারীতক (পুং) হারীত এব স্বার্থে কন্। হারীতপক্ষী।

হারীতবন্ধ (পুং) ছন্দোভেদ।

হারীতি (পুং) হারীত অপত্যার্থে ইঞ্। হারীতের গোত্রাপত্য।

হারীতী (স্ত্রী) বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত যক্ষিণীভেদ। ইনি ষষ্ঠীদেবীর ন্যায় শিশুদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি নিয়ত শত শত শিশু-পরিবৃত হইয়া থাকেন।

হারুণ্ অল্ রসিদ্, সুবিখ্যাত মুসলমান সম্রাট্ এবং পঞ্চম খলিফা। অব্বাসবংশীয় এবং অল্ মহদীর পুত্র। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অল্ হাদীর মৃত্যুর পর তিনি ৭৮৬ খৃঃ (১৭০ হিঃ) বোগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে সকল রাজা বোগদাদ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্ রসিদ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্যক্ জ্ঞানবান্ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মুসলমানসাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ না হইলেও তিনি যে সকল দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে সমুদায়ই আশাতীত সুফলে তাঁহার সুযশঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাঁহার অধিকারকালে মুসলমান-সাম্রাজ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় সুদৃঢ় বিস্তৃত না হইলেও তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার সময়ে সুদূর য়ুরোপে স্পেনরাজ্যে ওম্ময়বংশের অধীনে মুসলমানগণ স্বতন্ত্র রাজচ্ছত্র উড্ডীন করিয়াছিল। ওম্ময়বংশীয় খলিফাগণ যে সারাসেন-সমাজে সম্যক্ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। [মুসলমান ও সারাসেন দেখ]

সিরীয়া, পালেস্তিন, আরব, পারস্য, আর্ম্মেনিয়া, নতোলিয়া, মেদিয়া বা আজর্বেজান, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, সিন্ধু, সিজিস্থান, খুরাসান, তাব্রিস্থান, জুর্জান, জাবুলীস্থান, মাবারুন্নহর অর্থাৎ গ্রেটবুখারিয়া, ইজিপ্ত, লিবিয়া মুরিতানিয়া প্রভৃতি জনপদ অলরসিদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রোম-সাম্রাজ্য চরম উন্নতিকালে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাঁহার রাজ্যসীমা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল এবং তৎকালে এরূপ শক্তিসম্পন্ন সুসমৃদ্ধ রাজ্য আর কোথাও ছিল না।

৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন বৃহৎ রাজ্য পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ অল্-আমীন্ খলিফা উপাধিসহ সিরিয়া, ইরাক্, আরবত্রয়, মিসোপোটেমিয়া, আসিরিয়া, মেদিয়া, পালেস্তিন, এবং মিসর ও ইথিয়োপিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে জিব্রালটার প্রণালীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র উত্তরাংশ-স্থিত সমগ্র ভূভাগ; দ্বিতীয় অল্মামুন পারস্য, খোরাসান, কির্ম্মাণ, তাব্রিস্থান, কাবুলীস্থান, জাবুলীস্থান, মাবারুন্নহর ও ভারতীয় রাজ্য এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র অল্ কাশিম আর্ম্মেনিয়া, নতোলিয়া, জর্জান, জর্জ্জিয়া, সার্কেসিয়া ও ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী মুসলমানাধিকৃত কতকগুলি প্রদেশ শাসনার্থ লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রত্রয়কে মুসলমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেও তিনি তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের সুব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার আদেশমত তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র অল আমীন্ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবেন। তদনন্তর দ্বিতীয় অল্ মামুন রাজ্যাধিকারী হইবেন এবং তদীয় কনিষ্ঠপুত্র অল কাশিম (যাঁহাকে তিনি অল্ মুতাশিম নামে অভিহিত করিতেন তিনিই) জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পর সাম্রাজ্যেশ্বর হইবেন।

অল্ রসিদ্ তাঁহার জীবনে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার বিপুল বিজয়বাহিনী প্রেরণই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীকগণ তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা ও ঔদ্ধত্য ব্যবহার করিলে তিনি তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া রণায়োজন করেন। গ্রীক্বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ হইয়াছিলেন।

৮০৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীক্‌সম্রাট নিকেফোরস্ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, খলিফা গ্রীক্‌সাম্রাজ্ঞী ইরানের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক যে টাকা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা যেন তিনি অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করেন, নতুবা তিনি যেন সাহসে ভর করিয়া রাজসৈন্য লইয়া সত্বর গ্রীসরাজ্যে আসিয়া যুদ্ধদানে তাঁহাকে সুখী করেন।

গ্রীকসম্রাট্ নিকেফোরাসের এবম্বিধ শ্লেষবাক্যে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া খলিফা হারুণ অবিলম্বে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া হিরাক্লিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই অভিযানে গ্রীসরাজ্যের যে প্রদেশ দিয়া অগ্রসর হন, সেই সকল স্থানই অগ্নিযোগে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার তরবারির আঘাতে তদ্দেশবাসী অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছিল। অবশেষে হিরাক্লিয়া নগরে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ঐ নগর অবরোধ করিয়া রাখেন, তাহাতে নগরবাসী সকলে আহার্য্য অভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। গ্রীক্‌সম্রাট সমূহ বিপদের আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া খলিফার পদানত হন এবং বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করেন।

৮০৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করেন। এবার গ্রীকসম্রাট্ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সেনা লইয়া ভীমবলে খলিফা-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি রণক্ষেত্রে আহত ও পরাজিত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান সেনার হস্তে তাঁহার প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে রণজয়ী মুসলমান সেনাদল গ্রীক্‌রাজ্য লুণ্ঠনে অগ্রসর হইল। তাহাদের অত্যাচারে সমগ্র প্রদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। অবশেষে মুসলমানগণ বহু ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। গ্রীক্‌সম্রাট্ খলিফাকে স্বীয় অঙ্গীকৃত কর না দেওয়ায় এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

পর বৎসর খলিফা স্বীয় দলবল লইয়া ফ্রিজিয়া আক্রমণ করেন। গ্রীকরাজ তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকসৈন্য রণদুর্ম্মদ মুসলমান-সেনাদলের সহিত অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা পরাজিত হইয়া সদলে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে খলিফার পক্ষে যৎসামান্য সৈন্যক্ষয়ও হইয়াছিল।

গ্রীক্‌সম্রাট্ নিকেফোরাস খলিফাকে একেশ্বর সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তিনি এ বৎসরও তাঁহার দেয় কর বন্ধ করিলেন দেখিয়া খলিফা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া ৮০৬ খৃঃ অব্দে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বেতনভোগী ও বহুসংখ্যক সখের সেনা লইয়া গ্রীসরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি হিরাক্লিয়া নগর জয় করিয়া প্রায় ১৬ হাজার লোককে বন্দী করিয়া লইয়া চলিলেন। অতঃপর তিনি গ্রীসের অপরাপর স্থানেও স্বীয় শাসনদণ্ড সংস্থাপিত করেন।

অনন্তর গ্রীসরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া খলিফা সাইপ্রাস দ্বীপে উপনীত হন এবং এই স্থান লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এই লুণ্ঠনব্যাপারে মুসলমানসেনা যে ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা শুনিয়া গ্রীক্‌রাজ নিকেফোরাস্ ভীত হইয়া অনতিবিলম্বে আপনার দেয় রাজকর খলিফাদরবারে প্রেরণপূর্ব্বক খলিফার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সন্ধি করেন।

জর্ম্মণ-সম্রাট্ চার্লিমেন খলিফার আচরণে বড়ই প্রীত ছিলেন। তিনি খলিফার বিদ্যোৎসাহিতা এবং শিল্প ও কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। হারুণ অল্ রসিদ তাঁহার সহিত বন্ধুতা সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে একটী ঘটিকা উপহার দিয়াছিলেন, এই ঘটিকার কারুশিল্প ও গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার; তৎকালে সাধারণে উহাকে একটি মহামূল্য অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া মনে করিত।

৮০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যাকালে ২৩ বৎসর রাজ্য করিয়া মহাত্মা হারুণ অল্ রসিদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তুষ (বর্ত্তমান মসূহদ্) নগরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হয় এবং তৎপুত্র অল্ আমীন্ তাঁহার প্রস্তাব মত সিংহাসনাধিকার করেন।

হারুণ অল্ রসিদ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে মুসলমানসমাজে গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত প্রভৃতি শাস্ত্র বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। তিনি আয়ুর্ব্বেদাদি নানা বিষয়ক গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া সাধারণের আলোচনার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে যে সকল প্রাচ্যবিদ্যা আরবে নীত হইয়াছিল, তাহাই পরে প্রতীচ্য সভ্যতায় স্থানান্তরিত হইয়া সুদূর য়ুরোপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে।

হার্ডিঞ্জ, (হেনরী হার্ডিঞ্জ ভাইকাউণ্ট) ভারতের একজন বড়লাট (গবর্ণর জেনারল)। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ্চ ইংলণ্ডের কেণ্ট প্রদেশে ডারহাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত এটন কলেজে কিছুকাল বিদ্যাশিক্ষা করিবার পর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পতাকাধারী রূপসৈন্যদলে প্রবেশ করেন। পেনিনসুল যুদ্ধের সময় তিনি কিছুকাল ওয়াসিংটনের সেনাবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহার পর মার্সেল বেরেস্‌ফোর্ডের যত্নে পর্ত্তুগীজ সেনাদলে কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারলের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে করুণার যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করায় যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, সেই মহাযুদ্ধের প্রায় প্রত্যেক অভিযানেই হার্ডিঞ্জ উপস্থিত ছিলেন, আলবুরিয়া

প্রদেশে ভিমেরা ও ভিটোরিয়া নামক স্থানে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি বৃটীশ সম্মানরক্ষার্থ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। ইহার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ান এলবা হইতে পলাইবার পর আবার যখন শান্তিভঙ্গ হয়, হার্ডিঞ্জ তৎক্ষণাৎ পুনরায় মহা উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, এবার তিনি বিশেষ সম্মানজনক প্রুসিয়-সৈন্যদলের কমিসারীবিভাগের কার্য্য গ্রহণ করেন। হার্ডিঞ্জ যে সময় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে যুদ্ধক্ষেত্রে সহসা একটী গুলির আঘাতে তাঁহার বামহস্তটী বিচ্ছিন্ন হয়, সেইজন্য তাহার দুই দিন পর বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বামহস্ত নষ্ট হইবার জন্য গবমেণ্ট তাঁহার ১০০ পাউণ্ড বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন এবং ঐ বর্ষেই তিনি কে, সি, বি, এই মহা সম্মানজনক উপাধি লাভ করিলেন। ১৮২০ এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডরহামবাসিগণের চেষ্টায় হার্ডিঞ্জ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটনের মন্ত্রিসভায় তিনি যুদ্ধসচিবের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিলের মন্ত্রিত্বকালে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ১৮৩০ এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়লণ্ডের চিফ্ সেক্রেটারী হইলেন। ইহার পরই তিনি ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেন্‌বরার পর ভারতে গবর্ণর জেনারলের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি বড় লাট হইয়া অনেক গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি দেশীয় সৈন্যগণের আভ্যন্তরিক অসন্তুষ্টি নিবারণ ও সেই সঙ্গে তাহাদিগকে কঠিন শাসনপাশে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিভাগের উন্নতিসাধনে এবং বাষ্পীয়যান ও লৌহবর্ত্মসংস্থাপনকল্পে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনেও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। যে সময় তিনি এই সকল দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ভারতপ্রান্তে পঞ্জাবপ্রদেশে কৃষ্ণমেঘ উদিত হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে শিখজাতির সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। পঞ্জাবপতি রণজিৎসিংহ সর্ব্বদা অতি সতর্কতার সহিত এ সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তাঁহার পুত্র খড়্গসিংহ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। পিতার কোন গুণই তাহাতে ছিল না; তিনি আপন পুত্র নবনেহালসিংহের অধীনে নামে মাত্র রাজা ছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে এই উদ্ধত যুবা তাঁহার পিতামহের ন্যায় বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলেন না। [শিখ দেখ]

অল্পকাল-মধ্যেই নবনেহালের মৃত্যু, ও সেরসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তির সঙ্গে রাজশক্তির পরিবর্ত্তন, বিদ্রোহিতা ও অত্যাচারের স্রোত লাহোরে প্রবাহিত হইল। এই সময় ভারতপ্রান্তে যথেচ্ছাচারী অবাধ্য শিখ-সৈন্যগণের সমাবেশ হইতেছিল। বৃটীশ গবর্মেণ্টও যে কেবল সম্বন্ধহীন দর্শকবৃন্দের ন্যায় দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা নহে, বড়লাট হার্ডিঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া এই মহাঝঞ্ঝার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লর্ড এলেনবরা পূর্ব্বেই পঞ্জাবের এই ভয়াবহ কার্য্যগুলিই যে সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, এবং অম্বালা প্রভৃতি স্থানে গোপনে সৈন্য রাখা হইতেছিল, কিন্তু তখনকার ডিরেক্টারগণ শান্তির নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদিগকে না জানাইয়া হার্ডিঞ্জ গোপনে এতদূর সতর্কতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, সে সময়ে যোগাড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে করিয়া উঠিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর স্বয়ং প্রথমে অম্বালা হইয়া ৬ই ডিসেম্বর লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৩ই ডিসেম্বর সংবাদ আসিল যে, শিখসেনাদল শতদ্রু পার হইয়াছে এবং উক্ত নদীর বামপার্শ্বে বৃটীশ অধিকারভুক্ত একস্থানে সকলে মিলিত হইতেছে। ঐ দিনেই বড়লাট হার্ডিঞ্জ এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, শিখসৈন্যগণ বিনা কারণে বৃটীশরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সেইজন্য ভারতশাসনকর্ত্তাগণ গবর্ণর জেনারলকে বৃটীশ অধিকাররক্ষার জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নির্দ্দোষিতার প্রমাণের জন্য এবং সন্ধিসর্ত্ত উল্লঙ্ঘনকারী ও সাধারণের শান্তিহন্তা অপরাধীদিগকে দণ্ড দিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, এখন হইতে মহারাজ দলিপসিংহের অধিকারস্থ শতদ্রু নদীর বামপার্শ্বস্থিত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত ও বৃটীশরাজত্বের অন্তভুক্ত করিয়া লওয়া হইল।

যে সময় সার্ জন লিট্‌নার দশ হাজার সৈন্য ও চব্বিশটি কামান লইয়া ফিরোজপুর রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ স্থান লাহোর হইতে পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধান মাত্র এবং সেখান হইতে উত্তরপশ্চিমাংশে তাহার আরও তিনগুণ দূরে অম্বালা, এখানে সার টমাস গার্থ প্রধান ছাউনি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর, তিনি শিখসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন। তথায় তেজসিংহ নামক এক জন যোগ্য অধিনায়কের হস্তে পরিচালিত হইয়া শিখসৈন্য শতদ্রু পার হয়। শতদ্রু পার হইয়াই তাহারা অনতিবিলম্বে নদীর এক পার্শ্ব অধিকার করিয়া বসিল এবং অবশিষ্ট সৈন্য প্রায় ৪০

মাইল পর্য্যন্ত ফিরোজসহর অভিমুখে অগ্রসর হইল, তাহাতে অম্বালা ও লুধিয়ানার উভয় স্থানের বৃটীশ সৈন্যদলের গতিরোধ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে ১৫ই ডিসেম্বর ঐ উভয় স্থান হইতে বৃটীশসৈন্য বুসিয়ান নামক স্থানে পরস্পর আসিয়া মিলিত হইল এবং ঐ স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া মুদ্‌কি গিয়া পৌছিল। সে সময় এখানে অল্পমাত্র শিখসৈন্য ছিল, বৃটীশ সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারা সেখান হইতে সরিয়া পড়িল, সুতরাং সহসা যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা থাকায় বৃটীশ সৈন্যদল সেইখানেই ছাউনি করিয়া বসিল এবং ২২ মাইল অনবরত গমনের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিল। এমন সময়ে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দেয় যে, শত্রুসৈন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং তিন মাইল দূরে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ফিরোজসহরে গড়খাই করিতে সুরু করিয়াছে এবং মুদ্‌কিতে বৃটীশ সৈন্যের অবস্থান সংবাদ জানিতে পারিয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের অভিপ্রায় ছিল যে, সমস্ত বৃটীশ সৈন্যের সহিত একেবারে যুদ্ধারম্ভ না করিয়া প্রথমে বৃটীশসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী সেনাদলকেই আক্রমণ করিবে। বৃটীশ সেনার সংখ্যা শিখেরা যেরূপ মনে করিয়াছিল বাস্তবিক তদপেক্ষা অনেক কম ছিল, ইংরাজপক্ষে ১২৩৫০ সেনা এবং ৪৬টী কামান ছিল। আর শিখদিগের পক্ষে ৩০হাজারের বেশী হইবে না। কালবিলম্ব না করিয়া বৃটীশ সৈন্য প্রস্তুত হইল।

এই সময় বড়লাট হার্ডিঞ্জ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে বৃটীশসৈন্যকে অনেকবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রধান ইংরাজ সেনাপতি নিজমুখেই অনেকবার স্বীকার করিয়াছেন যে, এ যুদ্ধে হার্ডিঞ্জ যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে বৃটীশ সৈন্য বহুবার বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ভারতীয় ইতিহাসে বৃটীশ সৈন্যকে আর কখন এরূপ ভয়াবহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখা যায় নাই এবং আর কোন বড়লাটকেও এরূপ দৃঢ়সাহসিকতার সহিত শঙ্কটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইতে দেখা যায় নাই।

সোবরাওনের যুদ্ধে পরাজয়সংবাদ যখন লাহোরে পৌছিল তখন শিখেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, আর জয়াশা বৃথা বুঝিয়া তখনি সন্ধিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইল। গোলাপসিংহ বহু চতুরতার সহিত উভয় পক্ষেরই এতদিন মন জোগাইয়া আসিতেছিলেন, এখন তিনি উচ্চ আশায় উৎসাহিত হইয়া গবর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। হার্ডিঞ্জ তখন কিউ-সরে অবস্থান করিতেছিলেন, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে হার্ডিঞ্জের সহিত তাঁহার দেখা হইল। হার্ডিঞ্জ যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গোলাপসিংহ তাহাতেই সম্মত হন, কিন্তু একটী বিষয় লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়, গোলাপসিংহ বলেন যে, বৃটীশ সৈন্যকে এই স্থানেই ছাউনি স্থাপন করিয়া থাকিতে হইবে, রাজধানীর নিকট আর যেন না যাওয়া হয়। হার্ডিঞ্জ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত অভিমত জানাইলেন যে, তাহা কিছুতেই ঘটিবে না। যদি সন্ধিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত থাকেন, তবে তাহা তাঁহাকে লাহোরে বসিয়াই করিতে হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। গোলাপসিংহ বাধ্য হইয়া অবশেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। ২২এ ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটীশ-সৈন্য লাহোর অধিকার করিল। তবে গোলাপসিংহের অনুরোধে এবং পুনর্ব্বন্ধুতার খাতিরে হার্ডিঞ্জ কেবল এইটুকুমাত্র করিয়াছিলেন, যে স্থানে রণজিৎসিংহের পরিবারবর্গ বাস করেন অর্থাৎ রাজবাটীর সীমায় কোন স্থানেই বৃটীশ সৈন্য উপস্থিত থাকিবে না।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে অমৃতসহরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, দলিপসিংহ মহারাজ মনোনীত হইলেন ; কিন্তু বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী জালন্ধর দোয়াব বৃটীশ শাসনাধীন হইল। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের খরচ বাবদ এককোটী টাকা দাবী করেন, কিন্তু শিখ গবর্মেণ্টের হস্তে অত টাকা তখন না থাকায় অবশিষ্ট অকুলান টাকা গোলাপসিংহ প্রদান করেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়। ধরিতে গেলে কাশ্মীর তাঁহাকে একপ্রকার বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এইরূপে শিখযুদ্ধ শেষ হইবার পর যে অবশিষ্ট কাল হার্ডিঞ্জ বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাজকীয় সাধারণ কার্য্যের উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। একটী বিষয়ের জন্য ভারতের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট তিনি চিরপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে রবিবারদিনও সরকারী কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিত না, কিন্তু হার্ডিঞ্জ তাহা বন্ধ করিয়া যান। শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি নূতন পদ্ধতি করিয়াছিলেন। তিনি গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সময়ে দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল এক অক্ষমতা ছাড়া ভাল ভাল কাজকর্ম্ম পাইবার পক্ষে তাঁহাদের অন্য বাধা আর কিছুই নাই। এইরূপ সমদর্শিতার জন্য হার্ডিঞ্জ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আফগান-যুদ্ধে বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিস্তর

টাকা খরচ হওয়ায় অর্থাদি সম্বন্ধেও গবর্মেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। হার্ডিঞ্জ সে ক্ষতিও পূরণ করিয়া সকল দিকে সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার রেলওয়ে কোম্পানীগণ তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ নানা সাধারণ হিতকর ও উন্নতির দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করায় রাজস্বের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর বাড়িয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে রাজসরকারে স্বেচ্ছাচারিতা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত, হার্ডিঞ্জ সেই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। সাহসিকতা, বদান্যতা ও বহুদর্শিতা একাধারে তিনটী গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন। শিখযুদ্ধ শেষ হইলে শান্তিস্থাপনের পর তিনি ভাইকাউণ্ট উপাধি লাভ করেন এবং গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তিন হাজার পাউণ্ড বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও বাৎসরিক ৫০০০ পাউণ্ড পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের স্থানে বৃটীশ সেনার প্রধান অধিনায়কের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেনানায়কত্বকালেই ক্রিমিয়া যুদ্ধ হয় ও তিনি আপোসে নিষ্পত্তি করিবার ভারও গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিল্ড্ মার্সেলের উচ্চপদ লাভ করেন, কিন্তু এই সময় ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ঐ বৎসর ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়েলস্ নামক প্রদেশের নিকটবর্ত্তী তানব্রীজ স্থানে আপন বাটীতে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

হার্ত্র (ক্লী) হর্ত্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা (উৎগাত্রাদিভ্যোঽঞ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি হর্ত্তৃ-অঞ্। হর্ত্তার ভাব বা কর্ম্ম, হর্ত্তার কার্য্য, হরণ।

হার্ত্ত্য (পুং) হর্ত্তৃ অপত্যার্থে কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। হর্ত্তৃর গোত্রাপত্য।

হার্দ্দ (ক্লী) হৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্মধা° হৃদয় (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্ (হৃদয়স্য হৃল্লেখযদণ্লাসেষু। পা ৬।৩।৫০) ইতি হৃদাদেশঃ। ১ হেম। ২ স্নেহ। (অমর) ৩ অভিপ্রায়।

"অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মূর্দ্ধজঃ॥" (ভাগবত ১।৭।৫৫)

৪ হৃদয়স্থ। ৫ হৃদয়বেদ্য।

হার্দ্দবৎ (ত্রি) হার্দ্দ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হার্দ্দযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট, প্রেমযুক্ত।

হার্দ্দি (ক্লী) হৃদয়ে অবস্থিত রক্ষণ। "হার্দ্দিভয়মানো ব্যয়েয়ং" (ঋক্ ২।২৯।৬) 'হার্দ্দিহৃদ্যবস্থিতং রক্ষণং' (সায়ণ)

হার্দ্দিক্য (পুং) হৃদিক অপত্যার্থে যাঞ্। হৃদিকের গোত্রাপত্য।

হার্দ্দিন্ (ত্রি) হার্দ্দমস্যাস্তীতি ইনি। স্নেহযুক্ত।

"অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥" (দেবীমা°)

হার্দ্বন্ (ত্রি) হৃদয়প্রিয়। "হার্দ্বানমহর্দ্ধিবাভিরুতিভিঃ" (শুক্লযজু° ২৮।১২) হার্দ্বানং হৃদিবানং গমনং যস্য স হৃদ্বানঃ হৃদ্বান এব হার্দ্বানস্তং স্বার্থেঽণ্ হৃদয়প্রিয়মিত্যর্থঃ' (মহীধর)

হার্য্য (পুং) হ্রিয়তে ইতি হৃ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৫) ইতি ণ্যৎ। ১ বিভীতকবৃক্ষ। (ত্রি) ২ হর্ত্তব্য, হরণীয়।

"ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।" (কুমার ৫।৭০)

৩ হরণীয়াঙ্ক। পর্য্যায়—ভাজ্য। (লীলাবতী) ৪ বহনীয়। গ্রহণযোগ্য। ৬ গ্রাহ্য। ৭ ত্যাজ্য। ৮ অপহরণীয়। ৯ নিবার্য্য।

হার্য্যশ্ব (পুং) হর্য্যশ্ব বিদাদিত্বাৎ অপত্যার্থে অণ্। হর্য্যশ্বের গোত্রাপত্য।

হাল (পুং) হলেন ক্রীড়তীতি অণ্ যদ্বা হলতীতি হল (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি ণ। ১ বলরাম। (ত্রিকা°) ২ শালিবাহনরূপ। (হেম) ৩ হল, লাঙ্গল।

"আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল।" (খনা)

(দেশজ) ৪ অবস্থা।

'রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল।' (বিদ্যাসুন্দর)

হালক (পুং) পীত হরিতবর্ণ অশ্ব।

"হরিতঃ পীতহরিতচ্ছায় স এব হালকঃ।" (হেম)

হাল্কা (দেশজ) লঘু।

হালবাই (মিটিয়া বা হালুইকর), উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ বেহারের মোদক জাতি, কাণ্ডু হইতে ভিন্ন। কাণ্ডুগণের সহিত ইহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। হালবাই শব্দের অর্থ হালুইকর অর্থাৎ যাহারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে।

ইহাদিগের গাঁই গোত্র হইতে ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সমাজের মধ্য হইতে কতকগুলি ভদ্রবংশীয় লোক এই ব্যবসা অবলম্বন করায় এই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে কঠিন নিয়ম রহিয়াছে। ইহারা যেমন সগোত্রীয়াকে বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি মাতৃগোত্রীয়া এবং পিতামহী-গোত্রীয়াকে বিবাহ করিতে নিয়মানুসারে অসমর্থ। সাত পুরুষের মধ্যে ইহাদের বিবাহ-বিধি প্রচলিত নাই।

হালবাইদিগের মধ্যে শৈশব-বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে যদি অর্থাভাববশতঃ ইহারা উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ না দেয়, তাহা হইলে সমাজের চক্ষে নিন্দাভাজন হয় না। বেহারের

অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, হালবাইদের বিবাহপ্রথাও তদনুরূপ। সিন্দুরদানই বিবাহপ্রকরণের প্রধান অঙ্গ। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ আবার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু দুই বারের বেশী বিবাহের নিয়ম নাই। বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে। সাগাই বিধি অনুসারে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের কুলপ্রথা অনুসারে বিধবা যদিও দেবরকে বিবাহ করিতে পারে না, তথাপি সাধারণতঃ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মৃত পতির সন্তানের লালন-পালন জন্য বিধবারা সাধারণতঃ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। যখন অবিবাহিত পুরুষ বিধবাবিবাহ করে, তখন প্রথমে পুরুষের সিন্দূরাঙ্কিত অসির সহিত তাহার বিবাহ হয়। কাণ্ডুদিগের মধ্যে কন্যা যখন অঙ্গহীনতা বা অঙ্গবিকৃতির জন্য বিবাহের অযোগ্যা হয়, তখনও অসির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী বা পুরুষের প্রকৃত বিবাহ একবারের বেশী হইতে পারে না। বিবাহ-চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে হালবাইদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রথা দৃষ্ট হয়। কেহ বা স্ত্রী অসতী হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দেয়। আবার দুই একটী শ্রেণির মধ্যে নিয়ম আছে যে, স্ত্রী যদি অসতী হয় কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর উপরে কুব্যবহার করে, তাহা হইলে উভয়েই পঞ্চায়তের সহায়তা লইয়া বিবাহচুক্তিভঙ্গ করিতে পারে। তাহার পরে স্ত্রী বা পুরুষের অন্য বিবাহ ইচ্ছাধীন।

ইহাদিগের অধিকাংশই বৈষ্ণব। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকও ইহাদিগের মধ্যে বিরল নহে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নানারূপ উৎসবে হালবাইগণ মৈথিল ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘনিনাথঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। বিবাহোপলক্ষে বর এবং কন্যা উভয় পক্ষীয়েরাই এই ঠাকুরের পূজারজন্য ১আনা করিয়া দিয়া থাকে। বন্দী, গোরাইয়া এবং অন্যান্য দেবতাকে ইহারা সম্মান করে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই আবার পাঁচপীর সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা শব দাহ করে। মৃত্যুর পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সমাজে হালবাইদিগের স্থান সম্মানজনক। ব্রাহ্মণগণ ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজে এমন কোন উচ্চ জাতি নাই, যাহারা ইহাদিগের হাতে জলগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। ইহারা কোন জাতির উচ্ছিষ্ট খায় না। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই চাষবাস করিয়া থাকে। ইহারা নানারকম ফলের আচার প্রস্তুত করে।

হাল্‌বান্‌ (আরবী) কোমল ছাগীমাংস।

হালহল (ক্লী) বিষভেদ। (শব্দরত্না°)

হালহাল (ক্লী) বিষভেদ। (শব্দরত্না°)

হালা (স্ত্রী) হল্যাতে কৃষ্যতে এব চিত্তমনয়েতি হল-ঘঞ্‌-টাপ্‌। তালাদিনির্য্যাস, মদ্য, চলিত তাড়ি। (রাজনি°)

'মদ্যন্তু সীধু মৈরেয়মিরা চ মদিরা সুরা।
কাদম্বরী বারুণী চ হালাপি বলবল্লভা॥' (ভাবপ্র°)

হালা (হালা) বোম্বাই বিভাগের অধীন হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৫° ৮´ হইতে ২৬° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৮´ ৩০´´ হইতে ৬৯° ১৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে নৌসহর মহকুমা, পূর্ব্বে থর ও পার্কর, দক্ষিণে হায়দরাবাদ তালুক এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ভূপরিমাণ ২৫২২ বর্গ মাইল। এখানে ৪টী তালুক, ২৭৯টী গ্রাম এবং ৬টী সহর আছে। এই মহকুমার পূর্ব্বদিক্‌ নিরবচ্ছিন্ন বালুময় সমভূমি। পশ্চিমাংশের ভূমিতে খালের জল থাকায় কর্ষণোপযোগী। খালে প্রচুর পরিমাণে বাবলাগাছ জন্মিয়া থাকে। এই মহকুমায় ৬টী মিউনিসিপালিটী ও ১৫টি গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় আছে। এখানে ২২টী মেলা হয়। তাঁহার মধ্যে একটি ছাড়া সকলগুলিই মুসলমানদিগের উৎসব। হিন্দু-মেলায় প্রায় ৩৫ হাজার লোক সমবেত হয়। এখানকার পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ব্রাহ্মণাবাদ এবং খুদাবাদ। নূতন হালা হইতে খুদাবাদ প্রায় ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান সমৃদ্ধিতে এবং আয়তনে এক সময়ে প্রায় হায়দরাবাদের মতন ছিল। এই মহকুমায় কতকগুলি পুরাতন উল্লেখযোগ্য সমাধিস্থান আছে।

২ উক্ত হালা মহকুমার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৩১ বর্গমাইল; এই তালুকে একটী দেওয়ানী ও ৩টী ফৌজদারী আদালত এবং ৬টী থানা আছে।

৩ উক্ত হালা মহকুমার অন্তর্গত একটী নূতন সহর; পূর্ব্বে ইহার মুর্ত্তিজাবাদ নাম ছিল। অক্ষা° ২৫° ৪৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২৭´ ৩০´´ পূঃ। এই স্থান কারুকার্য্যশোভিত মৃত্তিকাপাত্রের জন্য বিখ্যাত। সুইস্‌ নামে পোষাকী কাপড় এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। এখানে পীর মহম্মদের কবর আছে। পীরের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর এই স্থানে দুই বার করিয়া বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। বৃটীশ গবর্মেণ্ট ১৪৮০ টাকা ব্যয়ে এই কবরটীর পুনঃসংস্কার করিয়াছেন।

৪ (পুরাতন হালা), উক্ত মহকুমার অন্তর্গত একটী সহর। সম্ভবতঃ ১৪২২ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং সিন্ধুনদের প্লাবনে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সহরটী পরিত্যক্ত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে নূতন হালার পত্তন হইয়াছে।

হালানী, হায়দরাবাদ জেলার নৌসহর মহকুমার অন্তর্গত একটী সহর। হালানীর নিকট তালপুরসৈন্যগণ কলহোরার শেষ বংশধরদিগকে পরাজিত করে। যুদ্ধে যাঁহাদিগের মৃত্যু হয়, যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে এখনও তাঁহাদিগের কবর বিদ্যমান। একটি রাজপথের পার্শ্বে সহরটী অবস্থিত। অনুমান প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে চাষার সংখ্যাই অধিক।

হালাল্ (আরবী) ১ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত শুভচিহ্ন। ২ বিহিত আহার্য্য জীবজন্তু। ইহার বিপরীত হারাম।

হালাল্খোর (আরবী) ১ মলপরিষ্কারক, মেথর। ২ বিহিত আহারকারী।

হালাহ (পুং) চিত্রবর্ণ ঘোটক।

হালাহল (পুং ক্লী) হালামপি হলতীতি হল-অচ্। বিষভেদ, অতি ভয়ানক বিষ। পর্য্যায়—হালহল, হাহল, হলাহল, হাহাল।

"গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ।
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোঙ্কণেঽপি চ জায়তে॥"

যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষার ন্যায় গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়, পত্র তালপত্রসদৃশ এবং যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ কহে। এই বিষ কিষ্কিন্ধা, হিমালয়, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি এবং কোঙ্কণ-প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষং।" (চাণক্য)

(পুং) হালাহলমস্ত্যস্যেতি অচ্। ২ কীটবিশেষ। পর্য্যায়—অঞ্জনিকা, কুটিলকীটক। (রাজনি°)

হালাহলধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, হালাহলস্য ধরঃ। সর্প।

হালাহলা (স্ত্রী) হালাহলামস্ত্যস্য ইতি অচ্ টাপ্। ক্ষুদ্র মূষিক, চলিত নেংটা ইন্দুর।

'হালাহলাস্ত্বঞ্জনিকা গিরিকা বালমূষিকা।' (জটাধর)

হালাহলী (স্ত্রী) মদিরা। (রাজনি°)

হালি (আরবী) ১ নবোৎপন্ন, নূতন, একেলে, এক বৎসরেরও যাহা পুরাতন নহে। (দেশজ) ২ নৌকাদণ্ড, নৌকার হাল।

হালিক (ত্রি) হলেন খনতি যঃ, হলস্যায়মিতি বা হল (হলসীরাৎ ঠক্। পা ৪।৩।১২৪) ইতি ঠক্। হলী, হলসম্বন্ধী। পর্য্যায়—সৈরিক। (অমর)

"ত্বং হালাহলভৃৎ করোষি মনসো মূর্চ্ছাং সমালিঙ্গিতো
হালাং নৈব বিভর্ষি নৈব চ হলং মুগ্ধে কথং হালিকঃ।
সত্যং হালিককৈতব তে সমুচিতা শক্তস্য গোবাহনে
বক্রোক্ত্যেতি জিতো হিমাদ্রিসুতয়া স্মেরো হরো পাতু বঃ॥"
(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা)

২ লাঙ্গলধারী, কৃষক, চলিত চাষী, ইহারা হলকর্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

হালিঙ্গব (পুং) হলিঙ্গু অপত্যার্থে অণ্। হলিঙ্গুর গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৪।৫।১)

হালিডে, বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ছোট লাট। ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বিচক্ষণ ও কার্য্যকুশল বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হন।

হালিনী (স্ত্রী) স্থূলপল্লী, অঞ্জনিকা, চলিত আজনাই। (হেম)

হালিম্ (দেশজ) লতাভেদ। (Lepidium sativum)

হালিমুগ (দেশজ) মুদ্গভেদ, হারিমুগ, সোণামুগ, হালিমুদ্গ। ঘোড়ামুগ ও কৃষ্ণমুগভেদে মুগ অনেক প্রকার। মুগের মধ্যে সোণামুগই শ্রেষ্ঠ। হালিমুগ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। [মুদ্গ দেখ]

হালিয়াগরু (দেশজ) হলবাহী বলদ, যে গরু হলবহন করে।

হালিয়া সাপ্ (দেশজ) ক্ষুদ্র সর্পবিশেষ। হেলে সাপ। এই সর্প বিষহীন। এই সর্পে কাহাকেও দংশন করে না।

হালিসহর বা হাবেলিসহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা ও তদন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটীর অপর নাম কুমারহট্ট। পূর্ব্বে ইহা একটী বহুজনাকীর্ণ সহর বলিয়া গণ্য ছিল। [কুমারহট্ট শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হালু (পুং) হল্যতেঽনেনেতি হল-উণ্। দন্ত।

হালুআ (আরবী) মিষ্টদ্রব্যবিশেষ। চলিত মোহনভোগ। সুজি ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া লইয়া তাহাতে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে অল্পপরিমাণে মৌরি, এলাচিচূর্ণ ও কর্পূর দেওয়া হয়। ইহা স্বাদু ও পুষ্টিকর, যাহাদের অম্লপিত্ত বা শূলরোগ আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ অপকারক।

হালুইকর (আরবী) মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারক। মিঠাইওয়ালা। [হাল্বাই দেখ।]

হালুইগিরি (পারসী) হালুইকরের কার্য্য, মিঠাই প্রস্তুতকার্য্য।

হাব (পুং) হেব-ঘঞ্। ১ আহ্বান। (জটাধর) ২ স্ত্রীদিগের শৃঙ্গার ভাবজক্রিয়া, লক্ষণ—

'স্ত্রীণাং বিলাসবিব্বোকবিভ্রমা ললিতং তথা।
হেলা লীলেত্যমী হাবাঃ ক্রিয়াঃ শৃঙ্গারভাবজাঃ॥' (অমর)

স্ত্রীদিগের বিলাস, বিব্বোক, বিভ্রম, ললিত, হেলা ও লীলা এই সকল শৃঙ্গারভাবজাত যে ক্রিয়া তাহাকে হাব কহে। স্ত্রীদিগের যে সকল চেষ্টা বা ক্রীড়া দ্বারা অনুরাগী বা কামুক পুরুষগণ আহূত হয়, তাহাই হাব। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হূয়ন্তে রাগিণঃ কামাদ্যাবিনেনেতি করণে বা ঘঞ্। যদুক্তং
যুবানোঽনেন হূয়ন্তে নারীভির্ম্মদনালয়ে।
অতো নিরুচ্যতে হাবস্তে বিলাসাদয়ো মতাঃ॥" (ভরত)

যুবকগণ স্ত্রীদিগের যে হাব ভাবে আকৃষ্ট হইয়া মদনালয়ের দিকে আহূত হয় তাহাকেই হাব কহে। স্ত্রীলোকের বিলাসাদি দ্বারা যুবক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বিলাসাদিই হাবপদবাচ্য। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশটী স্ত্রীদিগের স্বভাবজ ভাব, দশ প্রকার স্বভাবজ ভাব দ্বারা পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে হাব কহে। যৌবনকালে স্ত্রীদিগের বক্তু ও গাত্রে এই সকল স্বভাবজ বিকার উপস্থিত হয়, অনুরাগী পুরুষগণ ইহা স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অলঙ্কারাশ্চ নাট্যজ্ঞৈর্জ্ঞেয়া ভাবরসাশ্রয়াঃ।
যৌবনেঽধিকাঃ স্ত্রীণাং বিকারা বক্তু গাত্রজাঃ॥ তথা—
লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতঞ্চেতি মন্তব্যা দশ স্ত্রীণাং স্বভাবজাঃ॥"(অমরটীকায় ভরত)

উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"গ্রীবা রেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

গ্রীবা রেচকসংযুক্ত ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারক এবং ভাবের যাহাতে ঈষৎ প্রকাশ হয়, তাহাকেই হাব কহে। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, হাব স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিশেষ। যৌবনকালে স্ত্রীদিগের সত্ত্বগুণ হইতে যে ২৮টী ভাব উৎপন্ন হয়, ইহাদিগকে অলঙ্কার কহে। ইহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ অলঙ্কার। ভ্রূ ও নেত্রাদিবিকার দ্বারা সম্ভোগের ইচ্ছাপ্রকাশক যে ভাব এবং যে ভাবে বিকার অতি অল্প পরিমাণেই লক্ষিত থাকে তাহাকে হাব কহে।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অলঙ্কারস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥
ভ্রূনেত্রাদিবিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ।
ভাব এবাল্পসংলক্ষ্য বিকারো হাব উচ্যতে॥"(সাহিত্যদ° অঃ)

লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসি, চকিত ও কেলী এই সকল হাবপদবাচ্য। সাহিত্যদর্পণে ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্ণীত আছে। [তত্তৎ শব্দে ঐ সকল লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

হাবজা (দেশজ) অসার, অপদার্থ, যথা—হাবজা গোবজা।

হাবড় (দেশজ) গাঢ়পঙ্ক, অতিশয় কর্দ্দম।

হাবড়ঘট্ট, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত আসামস্থ একটী প্রাচীন স্থান।

হাবড়া, (হাওড়া) বঙ্গে হুগলীজেলার একটী উপজেলা। অক্ষা° ২২° ১৩´ ১৫´´ হইতে ২২° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৭´ হইতে ৮৮° ২৪´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা গঠিত হয়। রাজাপুর (বর্ত্তমানে জগৎবল্লভপুর), আম্‌তা, কোত্‌রা (এক্ষণে শ্যামপুর), বাগনান, উলুবেড়িয়া, এবং ডোমজুর এই ৫টী থানা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই ৫টী থানা লইয়া এই জেলা। ইহার উত্তরে বালীখাল ও হুগলীজেলার দক্ষিণাংশ, পূর্ব্বে হুগলী নদী, উত্তরে হুগলী ও রূপনারায়ণ এবং দক্ষিণে রূপনারায়ণনদী। দামোদর এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে বিভক্ত করিয়া ফল্‌তার নিকট হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। দামোদরের প্রধান শাখা কাণাদামোদর এই জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত হইয়া আম্‌তার নিকট দামোদরে পতিত হইয়াছে। এ ছাড়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল ও বিল এই জেলায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে সরস্বতীই প্রধান, ইহা সাঁকরাইল গ্রামের নিকট হুগলীতে মিশিয়াছে। এই জেলার উত্তর ও পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ বেশী নাবাল, এ কারণ অনেক সময় ডুবিয়া যায়, নানা প্রকার বাঁধ দ্বারা এই স্থান রক্ষা করিতে হয়। নৌপথ ও কৃষির সুবিধার জন্য উলুবেড়িয়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া বৃহৎ খাল কাটা হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, সরিষা, তামাক, নীল, আদা, শণ, পাট, পাণ, সুপারি ও নারিকেলই প্রধান। স্থানে স্থানে রেশমের পোলু রক্ষার ব্যবস্থা আছে।

২ উক্ত হাবড়া জেলার একটি মহকুমা। হাবড়া, বালী, গোলাবাড়ী, শিবপুর, ডোমজুর ও জগৎবল্লভপুর এই কয়টী থানা উক্ত মহকুমার অন্তর্গত।

৩ হাবড়া জেলাস্থ একটী বহু জনাকীর্ণ সহর ও জেলার মাজিষ্ট্রেটের প্রধান সদর। ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে কলিকাতার ঠিক অপরপারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ ১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২৩´ ১২´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই স্থান একটী সামান্য গ্রাম বলিয়া গণ্য ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান লোভেট সাহেবের দখলে থাকে, তিনি বোর্ড অফ্ রেভিনিউকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। ইহার পরই কলিকাতার সমৃদ্ধির সঙ্গে হাবড়ারও শ্রীবৃদ্ধি হইল। এখন এখানে একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেট ও দেওয়ানী ছোট আদালত আছে। কলিকাতার সহরতলী বলিয়া এখন পরিচিত। এখানে একটী বড় মিউনিসিপালিটী আছে। হাবড়া সহরের সঙ্গে শিবপুর ও রামকৃষ্ণপুর উক্ত মিউনিসিপালিটীর অধীন। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া ও বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের সুবৃহৎ ষ্টেশন আছে। এ ছাড়া বহুতর কলকারখানা, হাট, বাজার প্রভৃতিও রহিয়াছে।

কলিকাতার ন্যায় এই সহরেরও দিন দিন লোকসংখ্যা ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শিবপুরের দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন ও গবর্মেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

হাবড়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

হাবড়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী থানা ও তদধীন একখানি প্রাচীন গ্রাম।

হাবলক (Havelock) বৃটীশ সৈন্যদলে তিন জন হাব্‌লক ভ্রাতা কর্ম্মচারী ছিলেন। উইলিয়াম হাব্‌লক রামনগরে শিখদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া মারা যান। বিসপউইয়ার-মাউথে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি হাব্‌লকের জন্ম। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ডেপুটি আড্‌জুটাণ্ট জেনারলের পদ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড মার্শমানের কনিষ্ঠা কন্যা হানা সেপ্‌হার্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি পূর্ণিয়া ও মহারাজপুরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যযুদ্ধে একটী সৈন্যদলের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ফতেপুর এবং আড়ঙ্গ-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কাণপুরের যুদ্ধে সিপাহীদিগকে পরাজিত করিয়া কাণপুর অধিকার করেন। লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়া তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; সেই যুদ্ধে তাঁহার সহচর আনর্ড অসমসাহসে শত্রুর গোলার মুখে পড়িয়া মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে হাব্‌লক সিপাহীযুদ্ধের অবসানে জীবিত থাকিয়া সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হাবস, আবিসেনিয়া দেশ। যন্ত্ররাজ মতে ইহা ১৮।৩০ অক্ষাংশে অবস্থিত।

হাবসী, আবিসিনীয়া দেশের অধিবাসী। পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল আবিসিনীয়দেশের অধিবাসী ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণও হাবসী নামে খ্যাত।

হাবা (দেশজ) ১ নির্ব্বোধ। ২ বাক্যহীনব্যক্তি, যাহারা কথা কহিতে পারে না।

হাবাতিয়া (দেশজ) ১ হতভাগ্য, মন্দ অদৃষ্ট। ২ নির্ধন। যে অন্নাভাবে হা অন্ন হা অন্ন করে।

হাবির্ধানি (পুং) হবির্ধান অপত্যার্থে ইঞ্। হবির্ধানের গোত্রাপত্য। (ভাগ° ৪।২৪।৯)

হাবিলদার, (পারসী হাবলদার) ১ সৈনিক পুরুষ। ইহার অপভ্রংশে বাঙ্গালায় 'হালদার' শব্দ হইয়াছে। ২ ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত চট্টলস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম।

হাবিষ্কৃত (ক্লী) সামভেদ।

হাবী (দেশজ) হাবা স্ত্রী, বোকা।

হাবু (দেশজ) ভাল মানুষ।

হাবুগেলা (দেশজ) বোকা, হাবা।

হাবুরা, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থলবাসী নীচ জাতি-বিশেষ, চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই উদ্দেশ্যে ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সান্‌সিয়া বা ভাতুজাতির সহিত আচার-ব্যবহারাদি অনেক বিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ উভয়কে এক জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহারা বর্ত্তমান সময়ে স্বশ্রেণীমধ্যে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করায় একটী স্বতন্ত্র থাকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। হাবুরা ও বেরিয়ারা আপনাদিগকে জলেশ্বর পরগণার উত্তরস্থিত নোহখেরা নামক প্রাচীন ধ্বস্ত নগরের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত করে এবং অনেকেই বর্ষাঋতুতে সেই স্থানে গমন করিয়া তথায় বিবাহ সম্বন্ধ এবং জাতিগত গোলযোগের মীমাংসা করিয়া থাকে। বেরিয়া-রমণীগণ গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আপনাপন পরিবারস্থ পুরুষগণের ভরণপোষণ করে বলিয়া উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা পূর্ব্বে একদেশবাসী হইলেও আচারের পার্থক্য হেতু পরস্পরে সম্যক্ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

হাবুরা জাতির উৎপত্তি বিষয়ে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনা যায়। এক শাখা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম রিগ। ইনি মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া একটী শশকের পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং বন হইতে বনান্তর পর্য্যটন করিতে করিতে সীতা যে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেই বনে আসিয়া পড়িলেন। শান্তিপ্রিয়া সীতা বন আড়োলন ও জীবহিংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া রিগকে অভিসম্পাত করেন যে, অকারণে তুমি যেমন শশকনিধনে ব্রতী হইয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশপরম্পরা মৃগয়ার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দিনপাত করিবে।

অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আলীগড় জেলার জারতৌলী নগরবাসী চৌহান-বংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারা পাঠানরাজ আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিলে রাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা বনাশ্রয়ে জীবহিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। কালে কতকগুলি চৌহান সম্রাটের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করে এবং যাহারা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহারা সেই ব্যাঘ্রসঙ্কুল বনবাসকেই সুখপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিল।

এক সময়ে জঙ্গলমধ্যে কোন বয়োবৃদ্ধ চৌহানের মৃত্যু হয়। নগরবাসী আত্মীয়েরা তাহার বিধবা পত্নীর "সহমরণ" সন্দর্শন করিতে সেই বনে আসিয়া উপনীত হন। যখন ঐ পতিব্রতাকে তাহার ভবন হইতে শ্মশানক্ষেত্রে আনা হইতেছিল, তখন সে সম্মুখে একটী শশক দেখিয়া আগ্রহ সহকারে 'হাউ হাউ' শব্দ করিতে করিতে সেই শশকের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। নগরবাসী চৌহানেরা তাঁহার এই অধর্ম্মাচরণে বিরক্ত হইয়া বনবাসী চৌহান মাত্রকেই জাতিচ্যুত করে। তদনন্তর তাহারা সেই ভাবেই সমাজবাহ্য হইয়া আসিতেছে। উক্ত রমণীর 'হাউ হাউ' শব্দ হইতে এই শাখা 'হাবুরা' নামে পরিচিত হয়। বাস্তবিক হাবুরা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ আখ্যান নাই। অনেকে বলেন, প্রাকৃত হাব্বা (সংস্কৃত ভূতযোনি) শব্দ হইতে হাবুরা শব্দের উৎপত্তি, কারণ ভূত যেমন সাধারণের ভীতিপ্রদ, এই হাবুরা জাতিও সেইরূপ পল্লিবাসীমাত্রেরই ভয়ের কারণ।

ইহারা বলে, চৌহান, শোলাঙ্কি, পঁবার, ভট্টী বা রাঠোর শাখার হাবুরাগণ কখন আপনাপন শাখায় বিবাহ করে না। গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহাদের মধ্যে অযোধ্যাবাসী, বদ্ধিক, বহাদ্‌সিয়া, বহালী, বহালিয়া, বাহস, বঞ্জারা, বনোহ্‌রা, বনবার বা বনবারিয়া, বারচণ্ডী, চৌহান, চিড়িয়ামার, ঢালী, ডোম, গৌড়িয়া, হিন্দুবালানা, যদবার, কালকানোড়, কারিগর, খোনা, খোরখাল, লোধ, মর্দ্দারবাট্টী, মারবার, নহালী, নন্দক, ফার্লী ও তহালী নামক থাক পাওয়া যায়। উহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ইহাদের সমাজে নানা স্থানের লোক প্রবেশ করিয়াছে। বিজনৌরে দুইটী থাক আছে, তাহাদের একদল গলায় কণ্ঠী পরে অপর দল কণ্ঠী ধারণ করে না। যাহাদের সহিত নিতান্ত রক্ত-সংস্রব আছে, অথবা যাহারা এক ঘরের বা দলের লোক, এরূপ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তাহারা স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের জাতীয়সভা পঞ্চায়ৎ নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চায়তের সভাপতি বা প্রধান নায়ক বলিয়া গণ্য, তিনি সর্দ্দার বলিয়া সাধারণে গৃহীত।

পূর্ব্বে হাবুরারা অপরাপর নিকৃষ্ট জাতির কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিত। যখন হইতে এই অবৈধ অত্যাচার-নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়ে, তখন হইতে তাহারা এই উপায় বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এ চেষ্টার ফলেও তাহারা আজ পর্য্যন্ত অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির পরিত্যক্তা রমণীকে স্বসমাজে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়া আসিতেছেন বিজনৌরের হাবুরা-সমাজে প্রকৃত হাবুরা-গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা অন্য সমাজ হইতে গৃহীতা রমণীর সন্তানেরা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

একটী হাবুরা কন্যার বিবাহে বরকর্ত্তাকে ২৫৲ টাকা কন্যাপণ দিতে হয়। তদুপরি তাহাকে বিবাহের কুটুম্বভোজের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হয়। ইহাদের সমাজে চরিত্রহীনতা বড়ই ঘৃণার্হ। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও পরিণীতা বনিতাগমন করে, তাহা হইলে সে স্বজাতি ও সমাজে ১২০৲ টাকা দণ্ডস্বরূপ দিতে বাধ্য, নতুবা তাহাকে জাতি ও সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী কন্যা যদি কাহারও প্রেমাসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা ততদূর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। বিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐ নিয়ম কিছু গুরুতর। স্ত্রীলোকেরা নানা স্থানে স্বেচ্ছায় উদাসীন ভাবে পরিভ্রমণ করিলেও তাহাদের জীবন ততদূর ধর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পায় না। চরিত্রহীনতার পরিচয় বিদ্যমান থাকিলেও বেরিয়া জাতির ন্যায় পুরুষের আদেশে রমণীর ব্যভিচার তাহাদের মধ্যে কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। বিধবা ও পরিত্যক্তা রমণীগণ 'করাও' বা ধরাও প্রথায় পুনরায় স্বসমাজে সম্মানের সহিত বিবাহিত হইতে পারে এবং ইহাদের গর্ভজাত সন্তানাদিও পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহাদের স্বজাতীয় বিচৌলিয়ারা বিবাহসম্বন্ধ করে। ঐ ব্যক্তি বরের পিতার নিকট হইতে দুইটী টাকা লইয়া কন্যার পিতার কাছে যায় এবং বিবাহপ্রস্তাব করে। কন্যার পিতা যদি ঐ সম্বন্ধে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করিবেন এবং তাহাতেই বিবাহসম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। যদি কোন কারণে বরপক্ষ এই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, তাহা হইলে বরকর্ত্তাকে জাতীয় সভায় ২০৲।২৫৲ টাকা দণ্ড দিতে হয়। কন্যাকর্ত্তা ও উক্ত বিচৌলিয়া বিবাহের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সমাপন করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে না। স্বজাতিসমাজে বর ও কন্যা পরস্পরে স্বামী ও স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তদনন্তর বর ও কন্যাকে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া তাহাদের উভয়কে বিবাহমঞ্চের চারিদিকে সাতপাক ঘুরাইয়া আনা হয়। ইটা জেলায় ইহাদের আর একরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। তথায় বর ও কন্যাপক্ষের আত্মীয় কুটুম্ব একত্র হইলে, এক জন অকস্মাৎ অশ্বারোহণে বিবাহসভা হইতে দূরে প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া যায়। তখন সমবেত নরনারীমাত্রই তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। কেবল মাত্র বর ও কন্যা সেই স্থানে থাকে। সকলে প্রস্থান করিলে পর, বর কন্যার হাত ধরিয়া অদূরবর্ত্তী পর্ণ-কুটীরে গমনপূর্ব্বক তথায় শয়ন করে। এই সহবাসই বিবাহ-বন্ধনের প্রকৃষ্ট নিয়ম। অনন্তর আত্মীয়বর্গ প্রত্যাগত হইয়া নৃত্য গীত ও নানা আনন্দোৎসব করে। বিধবাবিবাহের প্রথা অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির ন্যায়।

সূতিকাগৃহে ভঙ্গীজাতীয় রমণীরা ইহাদের নবজাত শিশুর

নাড়ীচ্ছেদন করে। তৎপরে স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরাই প্রসূতির আবশ্যকীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ষষ্ঠদিনে যথারীতি ষষ্ঠীপূজা (ছটি) হয় এবং দশদিনে প্রসূতি কুঁয়াপূজা করিতে গমন করে।

ইহাদের নির্দ্দিষ্ট অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি কিছু নাই। কোথাও শবদাহ, কোথাও ভূগর্ভে সমাধি, আবার কোথাও জঙ্গলমধ্যে শবদেহ রক্ষা করিয়া ইহারা মানবদেহের শেষ সংকার করে। দাহকালে অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে ইহারা প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড বা পিষ্টক দান করে। মৃতাহের পর প্রথম সোমবার বা বৃহস্পতিবারে শোকার্ত্ত আত্মীয়েরা ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিয়া 'কাঁধ কাটা' বা শববাহীদিগকে ভোজ দিয়া থাকে। দ্বাদশাহে ব্রাহ্মণদিগকে অপক্ক দ্রব্য দিয়া তাহারা আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দেয়। তৎপরে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে তাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করে এবং তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে অঞ্জলি ভরিয়া জলসিঞ্চন করিয়া থাকে। আলীগড়ে ধনবান্ হাবুরাগণ আত্মীয়ের মৃত্যু-স্থলে বেদী বাঁধিয়া রাখে এবং প্রতিবর্ষে তাহাতে বসিয়া প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। ইটাজেলায় দাহান্তে অস্থি লইয়া সমাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ অস্থিসমাধি হইতে তাহাদের অশৌচকালের তৃতীয় ও ত্রয়োদশ দিন নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহারা বৃদ্ধের সমাধিগুলিকে দেবস্থান বলিয়া জ্ঞান করে এবং জ্ঞানবৃদ্ধ লোক মাত্রেই তথায় আসিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রেতের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে।

ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মকার্য্যেই ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য গ্রহণ করে না। বালকগণের দ্বাদশ বর্ষ হইলে পিতা প্রথমে তাহাকে যোগি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তদনন্তর তাহাকে গৌর-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকে। বালক সুশিক্ষিত হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারা সাধারণতঃ কালী ও ভবানীর পূজা করে। আশ্বিন ও চৈত্রমাসে মথুরার হাবুরারা গ্রাম্য কেলা দেবীর পূজা করিয়া থাকে এবং দেবীর উদ্দেশে মহিষ,ছাগ প্রভৃতি বলি দেয়। ঐ বলি সাধারণতঃ তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণেই হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নান ইহারা পুণ্যজনক বলিয়া জ্ঞান করে। মথুরার দাউজী মন্দির ইহাদের প্রধান পুণ্যস্থান।

গাভীকে ইহারা ভগবতী বলিয়া মান্য করে। এই জন্য কেহ গোমাংস স্পর্শ করে না। চামার, ভঙ্গী, ধোবী ও কলার জাতি ইহাদের নিকট হেয়, ইহারা কখনও তাহাদের স্পৃষ্টদ্রব্য গ্রহণ করে না। গোধা, গিরগিটা, শূকর, শৃগাল, বনবিড়াল, কচ্ছপ, মহিষ, ছাগ ও হরিণমাংস, মৎস্য, কুম্ভীর, মুরগী প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ইহারা মদ্যও পান করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রধানত দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। যে সকল হাবুরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া কৃষকবৃত্তি অবলম্বনে কতক পরিমাণে সামাজিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের কুক্রিয়াচারী মন্দস্বভাব স্বজাতিগণের ঘৃণিতাচার প্রভৃতি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে, তাহারাই সমাজে সম্মানিত। এই শ্রেণীর রমণীরা ছাগমাংস অথবা শ্রাদ্ধের খাদ্যাদি পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। এই প্রকার খাদ্য স্পর্শ করিলেও তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করা হয়।

পীড়িত হইলে ইহারা বড় একটা ঔষধাদি সেবন করে না; এ সময় দেবীভবানী অথবা জাহির-পীরের পূজা, উপবাস প্রভৃতি মানত করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মা কুপিত হইয়া এই সকল পীড়ার উৎপত্তি করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টিকে ইহারা বড় ভয় করে। ডাইন প্রভৃতির দৃষ্টি অপনোদনার্থ ইহারা কোন যোগী বা ফকীরকে ডাকিয়া খানিকটা জলপড়া করিয়া দেয় ও সেই জলে রোগীকে স্নান করাইয়া থাকে। স্ত্রীলোক যদি সমাজ-বহির্ভূত কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত ব্যভিচার-নিরত হইয়া ধৃত হয়, তাহা হইলে তাহার বাম হস্তে তপ্ত লৌহশলাকার তিনটী দাগ দিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনা হয় এবং তাহার স্বামী সমাজে ভোজ দিতে বাধ্য হয়। ইহারা স্বজাতিমধ্যে সত্যবাদী, কিন্তু অপরের কাছে যেরূপ মিথ্যা বা প্রবঞ্চনাই হউক না কেন, তাহাতে কখন পশ্চাৎপদ হয় না।

নিম্ন শ্রেণীর হাবুরাগণ নিরন্তরই চৌর্য্য বা ডাকাতি করিয়া থাকে। ঐ সময়ে যদি পুলিশ তাহাদের ধরিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহারা আত্ম-রক্ষার চেষ্টা ব্যতীত বিশেষ কোন অত্যাচার করে না। যদি কেহ ধৃত হয়, সে কখনই অপরাপর সঙ্গীর কথা প্রকাশ করে না। দলস্থ লোকে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে। যদি কোন নিরীহ লোক ধরা পড়ে, তাহা হইলে দোষী ব্যক্তিই তাহার পরিবারবর্গ পালন করিতে বাধ্য। ইহারা কখনও স্বর্ণজহরতাদির অলঙ্কার পরিধান করে না। দস্যুবৃত্তি দ্বারা যাহা পায়, তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নিকটস্থ কোন জমীদার বা ধনীলোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বিক্রীত মূল্যের চতুর্থাংশ কমিসন পাইয়া থাকে।

চৌর্য্যে ব্রতী হইবার কালে তাহারা কতকগুলি সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, সে সকল ভাষা অন্য সময়ে আর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

হাবেরি, বোম্বাই-প্রদেশস্থ ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী সহর এবং মিউনিসিপালিটি। ধারবার সহরের ৫৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে পুণা হইতে বঙ্গলুরের পথে অবস্থিত। এখানে সব্‌জজের আদালত আছে। তুলাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

হাবেলি, (হিন্দী) সহরতলী, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগ।

হাস (পুং) হস-ঘঞ্। ১ হাস্য। হাস্যরসের স্থায়িভাব হাস। (অমর) ২ বিকাশ। "বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥" (ভট্টি ২।৩)
৩ কন্দুষ্ঠ, বর্ণমুক্তিকাবিশেষ।

হাসক (পুং) মৃদু হাস্য।

হাসকল (দেশজ) দরজার জন্য লৌহনির্ম্মিত কজাবিশেষ। দরজায় হাসকল এবং চৌকাটে ডুমনী দিতে হয়। ডুমনীতে হাসকল দিয়া দরজা ঝুলাইতে হয়।

হাসন (ত্রি) হাস্যশীল।

হাসপাতাল (দেশজ) চিকিৎসালয়, এই শব্দ ইংরাজী Hospital (হস্পিতাল) শব্দের অপভ্রংশ।

হাসস্ (পুং) জহাতি শীতকিরণমিতি হা (বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন্ তস্য সুট্ চ। চন্দ্র।

হাসি (দেশজ) হাস্য।

হাসিকা (স্ত্রী) হাস্য। (হেম)

হাসিন্ (ত্রি) হস-ণিনি। হাস্যকারী, এই শব্দ প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যথা—চারুহাসিনী, মধুরহাসিনী ইত্যাদি।

হাসিনী (স্ত্রী) অপ্সরা। (ভারত)

হাসিল (আরবী) ১ লভ্য। ২ উৎপন্ন দ্রব্য। ৩ কার্য্যসিদ্ধি। ৪ বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া যে জমি আবাদ করা হইয়াছে।

হাসিলপুর, মধ্য ভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত হাসিলপুর পরগণাস্থ একটী সহর। মানপুরের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে এই সহর অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত পাণের চাষ আছে, এস্থান হইতে অন্য দেশে পাণের রপ্তানি হয়। মহারাজ হোলকর এখানে ইষ্টকবেষ্টিত পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানের জলাভাব দূর করিয়াছেন। এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুরের চাষ হইয়া থাকে। আইন্-ই-অকবরীতে হাসিলপুর পরগণার উল্লেখ আছে।

হাসুয়া, গয়া জেলার অন্তর্গত একটি সহর ও থানা। অক্ষা° ২৪° ২৯´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৭´ ৩৫´´ পূঃ। তিলিয়া নদীর ডানতীরে এবং নবাদা পথে, নওাদা হইতে ৯ মাইল এবং গয়া হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

হাস্ত (ত্রি) হস্তসম্বন্ধীয়।

হাস্তিক (ক্লী) হস্তিনাং সমূহঃ হস্তিন্ (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্। পা ৪।২।৪৭) ইতি ঠক্। ১ হস্তিসমূহ। (অমর)
"দত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতং।
সগোহাস্তিকদাসীকং সাজাবি গতবান্ বনং॥" (ভারত ৯।৪৯।১০)
হস্তিনা চরতীতি (চরতি। পা ৪।৪।৮) ইতি ঠক্। (ত্রি) ২ হস্ত্যারোহ।

হাস্তিদন্ত (ত্রি) হস্তিদন্ত-অণ্। হস্তিদন্তসম্বন্ধীয়, হস্তিদন্তনির্ম্মিত।

হাস্তিদায়ি (পুং) হস্তিদায় অপত্যার্থে ইঞ্। হস্তিদায়ের গোত্রাপত্য।

হাস্তিন (ক্লী) হস্তিনা নৃপেণ নিবৃত্তমিতি হস্তিন্-অণ্। ১ হস্তিনাপুর। (ত্রিকা°) হস্তীপ্রমাণমস্য। হস্তিন্ (পুরুষহস্তিভ্যামণ্ চ। পা ৫।২।৩৮) ইতি অণ্। ২ গজপরিমাণ। (ত্রি) ৩ হস্ত বা হস্তিসম্বন্ধী।

হাস্তিনপুর (ক্লী) হস্তিনং পুরং। হস্তিনাপুর। (ভারত ৯।৩৫।৬)

হাস্তিনায়ন (পুং) হস্তিন্ অপত্যার্থে নড়াদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) হস্তীর গোত্রাপত্য।

হাস্তিশীর্ষী (পুং) হস্তি-শিরস্ অপত্যার্থে ইঞ্, (অচিশীর্ষঃ। পা ৬।১।৬১) ইতি শিরসো শীর্ষাদেশঃ। হস্তিশিরার গোত্রাপত্য।

হাস্য (ক্লী) হস-ণ্যৎ। ১ হাস, হাসি। (পুং) ২ রসবিশেষ, পর্য্যায়—হাস, হস, হসন, ঘর্ঘর, হাসিকা। কাব্যের রসভেদ, হাস্যরস, ইহা নব রসের মধ্যে দ্বিতীয় রস। কৌতুক দ্বারা এই রসের উদ্ভব হয়।
"বিকৃতাকারবাগ্‌বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাসো হাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥
বিকৃতাকারবাক্‌চেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।
অনুভাবোঽক্ষিসঙ্কোচবদনস্মেরতাদিকঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥
জ্যেষ্ঠানাং স্মিতহসিতে মধ্যানাং বিহসিতাবহসিতে চ।
নীচানামপহসিতং তথাঽতিহসিতঞ্চ ষড়্‌ভেদাঃ॥
ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরঃ।
কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২২৮)

বিকৃত আকার, বাক্য, বেশ, ও চেষ্টাদি কুহক হইতে হাস্যরসের উদ্ভব হইয়া থাকে, অর্থাৎ নট বাক্য, বেশ ও আকৃতি প্রভৃতি বিকৃতি করিয়া অভিনয় করিলে এই হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। হাস্যরসের হাস স্থায়িভাব, ইহা শুভ্রবর্ণ, ইহার দেবতা প্রমথ। লোক সকল বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য ও বিকৃত চেষ্টাদি অবলোকন করিয়া যে হাস্য করে, তাহা এই রসের আলম্বন; যাহাতে হাস্য হয়, তাহার চেষ্টা ইহার উদ্দীপন; বিভাব, অক্ষিসঙ্কোচ ও বদনস্মেরতাদি ইহার অনুভাব; নিদ্রা, আলস্য ও

অবহিত্যাদি ইহার ব্যভিচারি ভাব। জ্যেষ্ঠের স্মিত ও হসিত, মধ্যের বিহসিত ও অবহসিত এবং নীচের অপহসিত ও অতি-হসিত হাস্যের এই ৬ প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যে হাস্যে নয়ন ঈষৎ বিকসিত এবং অধর অল্প স্পন্দিত হয়, তাহাকে স্মিতহাস্য; যে হাস্যে দন্তশ্রেণী কিঞ্চিৎ লক্ষিত হয়, তাহাকে হসিত; যে হাস্যে মনোহর স্বর বহির্গত হয়, তাহাকে বিহসিত; যাহাতে স্কন্ধ ও শিরঃকম্প হয়, তাহাকে অবহসিত; যে হাস্যে নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হয়, তাহাকে অপহসিত এবং যাহাতে অঙ্গসকল বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে অতিহসিত কহে।

"মধুরস্বরং বিহসিতং সাংসশিরঃকম্পমবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রাক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতং॥"

(সাহিত্যদ° ৩।২২৮)

উদাহরণ—পাঁচ দিন মীমাংসাশাস্ত্র, তিন দিন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তর্ক ও বাদশাস্ত্র অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র আঘ্রাণ করিয়া কুক্কুটমিশ্রপাদ সমাগত হইয়াছেন। এই স্থলে যাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না, তাহা বর্ণিত হওয়ায় হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে।

"গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩)

হাস্যরস সাক্ষাৎ রূপে বর্ণনা করা যায় না, বিভাবাদি সামর্থ্য দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"যস্য হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে।
তথাপ্যেবিভাবাদিসামর্থ্যাদুপলভ্যতে॥
অভেদেন বিভাবাদিঃ সাধারণ্যাৎ প্রতীয়তে।
সামাজিকৈস্ততো হাস্যরসোঽয়মনুভূয়তে॥" (সাহিত্যদ° ৩।২২৯)

ভয়ানক ও করুণরসের সহিত হাস্যরসের বিরোধ। উক্ত দুইটী রসবর্ণনকালে হাস্যরস বর্ণন করিতে নাই। বিরোধী রসের বর্ণন করিলে রসভঙ্গ হইয়া থাকে।

"ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যো বিরোধভাক্।"

(সাহিত্যদ° ৩।২৪২)

গরুড়পুরাণে হাস্যের শুভাশুভ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, অকম্প অর্থাৎ যে হাসিতে কোন রূপ শিরঃকম্পাদি হয় না, তাহা শ্রেষ্ঠ এবং মীলিতাক্ষ অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয় মিলিত করিয়া যে হাস্য হয়, তাহা পাপনাশক এবং বারংবার হাসি নিন্দিত।

"অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং মীলিতাক্ষমঘাপহং।
অসকৃদ্ধসিতং দুষ্যেৎ তৎ সোন্মাদস্য নৈকধা॥"

(গরুড়পু° ৬।১৩৫)

কুলললনাদিগের অধরে হাস্য থাকিবে, কিন্তু বাহিরের লোক তাহা জানিতে পারিবে না, এইরূপ হাস্যই শ্রেষ্ঠ। অট্টহাস বিশেষ নিন্দিত। মৃদু ও মধুর হাস্যই শ্রেষ্ঠ ও হাস্যের উপযুক্ত। (ত্রি) ২ হাস্যযোগ্য।

হাস্যকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্, হাস্যস্য করঃ। হাস্যজনক, হাস্যকারী।

হাস্যকার (ত্রি) হাস্যং করোতীতি কৃ কর্ম্মণ্যুপপদে অণ্। যিনি হাস্য করেন, যিনি হাসেন।

হাস্যকৃৎ (ত্রি) হাস্যং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। হাস্যকার।

হাস্যতা (স্ত্রী) হাস্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। হাস্যত্ব, হাস্যের ভাব বা ধর্ম্ম, হাসযোগ্য, হাস্য।

হাস্যবদন (ত্রি) হাস্যযুক্তং বদনং যস্য। ১ হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট, যাহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে। (ক্লী) ২ হাস্যযুক্ত মুখ।

হাস্যরস (পুং) কাব্যের হাস্যাত্মক রসবিশেষ। [হাস্য দেখ]

হাহস্ (পুং) দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভরত)

হাহা (পুং) দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ, হাহা, হূহূ ও তুম্বুরু শব্দ দেব-গন্ধর্ব্বপদবাচ্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—এই শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি করিলে হাহস্ এইরূপ সান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাড়ি প্রভৃতির মতে এই শব্দ ব্যুৎপন্ন না হইলেও 'হাহা' এইরূপ একটী শব্দ আছে—

"দেবতানাং হাহাহূহূবিশ্বাবসুতুম্বুরুচিত্ররথপ্রভৃতয়ো গন্ধর্ব্ব-শব্দবাচ্যাঃ। অব্যুৎপন্নোঽয়ং হাহাশব্দঃ। হাহতি শব্দং জহতীতি ত্রাসুসিতি হাকো বিচ্, ইত্যেবং ব্যুৎপন্নে তু শসাস্যচি খোরালোপঃ। অসি-প্রত্যয়ে হাহা-শব্দশ্চ সান্তোঽপি।

'গন্ধর্ব্বো হাহসি প্রোক্তো গন্ধর্ব্বো গায়নেঽপি চ॥' (ভরত)

(অব্য°) ২ বিস্ময় ও শোকবাচক শব্দ, হাহা এই শব্দ প্রয়োগ করিলে শোক ও বিস্ময় বুঝাইয়া থাকে।

"ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥" (চণ্ডী ৩,৪০)

৩ সম্ভ্রমসূচক শব্দ, শোকধ্বনি।

হাহাকার (পুং) হাহা ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং। ১ কলরব। ২ শোকধ্বনি, কাতরতা-জন্য কলরব।

"উদ্বহো বিকটো বায়ুঃ করালো ব্যত্যয়ান্বিতঃ।
দেশবৃক্ষলতানাঞ্চ হাহাকারায় কল্পতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ যুদ্ধকলরব। ৪ অশ্বাদিপ্রেরণধ্বনি।

হাহাল (ক্লী) বিষ। (শব্দরত্না°)

হি, ১ গতি। ২ প্রেরণ। ৩ বৃদ্ধি। স্বাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। এই ধাতু বৃদ্ধি অর্থে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। লট্ হিনোতি। লিট্ জিঘায়। লুট্ হেতা। লৃট্ হেষ্যতি। লুঙ্ অহৈষীৎ, অহৈষ্টাং, অহৈষুঃ। সন্ জিঘীষতি। যঙ্ জেঘীয়তে। যঙ্লুক্

জেঘয়ীতি, জেঘেতি। নিচ্ হায়য়তি। লুঙ্ অজীহয়ৎ। সন্ জিঘাপয়িষতি। প্র+হি=প্রেরণ। প্রক্ষেপণ।

হি (অব্য) হেতু। কারণ। হেত্বর্থে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্তামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥"
(শকুন্তলা ১ অ°)

২ অবধারণ, নিশ্চয়। (অমর) ৩ পাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণস্থলে চ, বা, তু, হি এই চারিটী শব্দের প্রয়োগ হয়। ৪ হেত্বপদেশ। ৫ সম্ভ্রম। ৬ অসূয়া। (মেদিনী) ৭ শোক।

হিউএন্‌সিয়াং, (যুঅন্ চুঅঙ্গ্), সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ যতি। কিংবদন্তী ও চীনগ্রন্থে তাঁহার যে বংশের আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, চীন-রাজ্যের সুপ্রাচীন সান্‌রাজকুলে তাঁহার জন্ম। ইতিহাস-প্রমাণে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি চ'এন্ নামক একটী রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ সকলেই গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তাঁহারা প্রায় দ্বিশতাব্দকাল পু-চৌ নগরে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

হিউএন্ সিয়াং এর প্রপিতামহ চ-ইন্ আফতের রাজ-বংশের অধীনে সান্‌সিপ্রদেশের যঙ্গ-ত'অঙ্গ নগরের শাসন-কর্ত্তা (Prefect) ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ক'অঙ্গ সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তিনি চই রাজবংশের অধীনে সেই রাজধানীর জাতীয় বিদ্যালয়ের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন। পরিব্রাজকের পিতা চ'এন হুই সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার উচ্চ অন্তঃ-করণ ও সৎস্বভাব তাঁহাকে জনসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন করিয়াছিল। তিনি কন্‌ফুচীর প্রাচীন মতাবলম্বী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রবণ হুই রাজ্যমধ্যে অরাজকতা-স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া পূর্ব্বতন নিবাসভূমি কৌ-সিহ নগর পরিত্যাগ করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী চ'এন্‌প্সত্ত-কু গ্রামে যাইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। এই স্থানে খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে পরিব্রাজক যুঅন্ চুঅঙ্গের জন্ম হয়, এই কারণে তাঁহাকে তদ্দেশবাসীরা "কৌ-সির লোক" সংজ্ঞায়ও অভিহিত করিত।

চ'এন হুইর চারিপুত্রের মধ্যে যু-অন্-চু-অঙ্গ সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় উপযুক্ত পিতা ও অন্য গুরুর নিকট বহুশাস্ত্রে বিচক্ষণতা লাভ করেন। অধিকন্তু বালক যুঅন্ চুঅঙ্গ কিছু অতিরিক্ত চতুর ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি অপর ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় ক্রীড়া বা বেশবিন্যাস ভাল বাসিতেন না, নির্জ্জনে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেই ভাল বাসিতেন। প্রথম জীবনে তিনি পিতার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি কন্‌ফুচীমতপোষক যাবতীয় শাস্ত্র ও নীতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তিনিও এই নবীন ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তিনিও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধদিগের নানা সঙ্ঘারামে পরিভ্রমণ করিয়া সঙ্ঘারামে কালাতিপাত করিতে মনস্থ করেন। অতঃপর বৌদ্ধ যতি হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, তদনুসারে তিনি নবীন শ্রামণেরের ন্যায় বিশেষ আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে কিছুকাল শ্রামণের থাকিয়া বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি শ্রমণধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে তিনি সঙ্ঘারামস্থ বৌদ্ধ পণ্ডিত-বর্গের সহবাসে থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিবার অবসর পান। অচিরে এই যুবকশ্রমণের জ্ঞান-জ্যোতি চীনজগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি অধিকদিন নিশ্চেষ্টভাবে চীনরাজ্যে বসিয়া জীবনপাত করিতে চাহিলেন না। যে বুদ্ধের বাক্যাবলী তাঁহার হৃদয়ে অভিনব ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই বুদ্ধ-ধর্ম্মলীলার পবিত্রক্ষেত্র ভারতের বৌদ্ধতীর্থসমূহ এবং বুদ্ধোপদেশা-বলীর প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ নিজনয়নে নিরীক্ষণ করিতে তাঁহার হৃদয়ে বলবতী বাসনা জন্মিল। কারণ বৌদ্ধগ্রন্থনিচয়ের চীন ভাষার অনুবাদ পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে তিনি প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন না এবং তাহা উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না, এইরূপ একটী দুর্ভাবনা তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন তিনি মূলগ্রন্থসংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বৌদ্ধমতে দৃঢ়বিশ্বাসী ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ ধর্ম্মতত্ত্বের যে নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, তাহাই অবগত হওয়া তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

ভারতাগমন উদ্দেশ্যে নানা সন্ধান ও সুযোগ দেখিয়া এবং ভারতযাত্রার যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ গোপনে চ' অঙ্গ-অন্ (বর্ত্তমান হসি-অন্-ফু) রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতযাত্রায় বহির্গত হন। তিনি ৬৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে অথবা অক্টোবরের প্রারম্ভে ভারতে পদার্পণ করেন। অতঃ-পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ও বৌদ্ধতীর্থ সন্দর্শন করিয়া তিনি ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বদেশযাত্রায় উদ্যোগী হইলেন, কিন্তু স্বদেশে উপনীত হইতে তাঁহার ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি যে সকল তীর্থ ও তৎকালের রাজন্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী (ত ত"

অঙ্গ-ত-ৎজু-এন-স্থ-সন্‌-ৎসঙ্গ-ফ-শিহ-চুঅন্‌) ও ভ্রমণবিবরণী (ত ত'অঙ্গ-হ্‌সি-যুকি) গ্রন্থে বিবৃত আছে।

স্বদেশ পরিত্যাগের ষোড়শ বর্ষ পরে ৬৪৫ খৃঃ অব্দে য়ু-অন্‌-চুঅঙ্গ চ'-অঙ্গ-অন্‌ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তৎকালে রাজা ত'অঙ্গ ৬-অই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি পরিব্রাজকের সম্মানার্থ উৎসবের আদেশ দিলেন। স্বয়ং চীনসম্রাট্‌, অমাত্য, সচিববর্গ, রাজকর্ম্মচারিসমূহ, বণিক্‌-বৃন্দ ও জনসাধারণ কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজধানীর প্রত্যেক নরনারী তাঁহার সম্মানের জন্য উল্লাসভরে নৃত্য গীত করিয়া ধ্বজচ্ছত্র ধারণপূর্ব্বক পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিতে কি, তৎকালে চীনরাজধানী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। তৎকালে আকাশচ্যুত বারি-রাশি তাঁহার দেব-অভিনন্দনের শুভ নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করিয়াছিল।

তুষারাবৃত শৈলশিখরে ও অনুর্ব্বর মরু-ক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্মের দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়া পরিব্রাজক যুঅন্‌-চুঅঙ্গ অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন এবং তিনি প্রত্যাগমনকালে ভারত হইতে অতিশয় মূল্যবান্‌ সম্পত্তি সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা শুনিয়া নানা স্থান হইতে কৌতূহলপরবশ হইয়া চীনবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। চীনপরিব্রাজক এই উপলক্ষে ভারত হইতে ৬৫৭খানি তালপত্র-লিখিত পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ (বিনয়, ত্রিপিটক ইত্যাদি) লইয়া যান। উহা ভারতীয় দেবভাষায় লিখিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক ও চন্দনকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত বুদ্ধ ও নানা বৌদ্ধাচার্য্য বা বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি অত্যদ্ভুত চিত্র ও ১৫০টী বুদ্ধদেবের প্রকৃষ্ট স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল দ্রব্য ২০টী অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তিনি সেই উৎসবের শোভা-যাত্রার সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিয়া নগরে প্রবেশ করেন।

তৎকালে সম্রাটের আদেশ ব্যতীত কোন চীনবাসীরই দেশান্তরে যাইবার অধিকার ছিল না। হিউ-এন্‌-সিয়াং এবম্বিধ রাজাদেশ অমান্য করিলেও সম্রাট্‌ ত'-অইৎসুঙ্গ কুপিত হন নাই,বরং তৎকর্তৃক সংসাধিত এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনপূর্ব্বক চির-মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজক যুঅন্‌-চুঅঙ্গকে স্বীয় গুপ্ত মন্ত্রণাগারে লইয়া তাঁহার মুখে অজ্ঞাত ভারতের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করেন। সম্রাট্‌ তৎকালে তাঁহাকে কষ্টকর ধর্ম্ম-জীবন পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মগ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি আর সংসারে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরিব্রাজক স্বীয় সঙ্ঘারামের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থগুলি চীন-ভাষায় অনুবাদ করিতে মনোযোগী হইলেন। একাকী ঐ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিয়া প্রচার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব জানিয়া তিনি সম্রাট্‌-সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট্‌ পরিব্রাজকের সাহায্যার্থ অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে অনুবাদ, লিপিকরণ ও মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি কার্য্যে নিযোজিত করেন। ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের (হ্‌সি-য়ু-চি) প্রথম খসড়া সম্রাট্‌-হস্তে প্রদত্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ গ্রন্থখানি ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

অনুবাদকার্য্যে চীন-পরিব্রাজকের যে সময় অতিবাহিত হইত তদতিরিক্ত কাল তিনি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শেষ জীবন ধীর ও শান্তভাবে কাটাইয়া ছিলেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মাসের ৬ষ্ঠ দিবসে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

তিনি দেখিতে পিতার ন্যায় দীর্ঘাকার ও সুন্দরাকৃতি ছিলেন। তাঁহার নৈতিক জীবন অতীব মধুর ছিল, ঐ সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ থাকায় তাঁহার হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য যেন পূর্ণ বিকশিত ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে ঘোর বিশ্বাসী শাক্য-মুনির অনুরক্ত ভক্ত হইলেও দেশের প্রাচীন মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন না। ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেও তাঁহার হৃদয়ে পুত্রের কর্ত্তব্য জাগিয়া ছিল। তিনি পূর্ব্বতন প্রথায় পিতার উপযুক্ত সমাধি দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া ছিলেন। স্বয়ং নানা চেষ্টায় পিতার সমাধিক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া স্বীয় ভগিনী শ্রীমতী চঙ্গাকে অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করেন এবং তাঁহার সাহায্যে পিতার সমাধি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। পরে সম্রাটের আদেশ লইয়া তিনি পিতার সমাধিস্থ অস্থি উত্তোলন করিয়া কুলপ্রথানুসারে মহোৎসব সহ পুনরায় তাহা সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন ভাবনা ছিল না। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম্মমত-প্রচার করেন, তাহাতে আস্থাবান্‌ হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ছিল। তিনি হীনযান মতকে নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করি-তেন। বুদ্ধের সরল উপদেশাবলী তাঁহার আলোচনার এক মাত্র উপকরণ ছিল। নালন্দা বিহারে বৌদ্ধযতি শীলভদ্র যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুকরণে যুঅন্‌-চুঅঙ্গ চীন-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের চতুর্থসাম্প্রদায়িক মত প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

হিং (দেশজ) হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ। [হিন্দু দেখ।]

হিংচা (দেশজ) শাকভেদ, হিলমোচিকা।

হিংস, হিংসা। রুধাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্‌। এই ধাতু ইদিৎ, হিসি হিংস। লট্‌ হিনস্তি, হিংস্ত, হিংসন্তি। লিঙ্‌ হিংস্যাৎ। লোট্‌-হি হিন্ধি। লঙ্‌ অহিনঃ, অহিংস্তাং, অহিংসন্‌। লিট্‌-

জিহিংস। লুট্ হিংসিতা। লৃট্ হিংসিষ্যতি। লুঙ্ অহিংসীৎ, অহিংসিষ্টাং, অহিংসিষুঃ। সন্ জিহিংসিষতি। যঙ্ জেহিংস্যতে যঙ্-লুক্ জেহিংস্তি। হিসি-চুরাদি°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হিংসয়তি। লুঙ্ অজিহিংসৎ।

হিংসক (ত্রি) হিংস-ণ্বুল্। ১ হিংসাকর্ত্তা, বধকর্ত্তা, পর্য্যায়—বাতুক, হিংস্র, শরারু, হন্তা। (শব্দরত্না°) হিংসক অষ্টবিধ, ভোক্তা, অনুমন্তা, সংস্কর্ত্তা, ক্রেতা, বিক্রেতা, বধকর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও ঘাতয়িতা এই ৮ প্রকার হিংসক, ইহারা অধম।

"ভোক্তানুমন্তা সংস্কর্ত্তা ক্রয়িবিক্রয়িহিংসকাঃ।
উপহর্ত্তা ঘাতয়িতা হিংসকাশ্চষ্টধাধমাঃ॥" (কাশীখণ্ড)

হিংসক শাস্ত্রে নিন্দিত বলিয়া অভিহিত। হিংসা করিতে নাই, যে হিংসা করে, তাহার নরক হইয়া থাকে। যদি কেহ শরণাগতকে হিংসা করে, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে সেই ব্যক্তি অব্যবহার্য্য, অর্থাৎ তাহার সহিত আহারাদি করিবে না, সেই ব্যক্তি পতিত হইবে।

"শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু।
চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(পুং) হিনস্তি তচ্ছীলঃ, হিংস-ণ্বুল্। ২ হিংস্রপশু। ৩ শত্রু। ৪ অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণ।

হিংসন (ক্লী) হিংস-ল্যুট্। ১ হিংসা, হত্যা, বধ, হনন। ২ অপকার, ক্ষতি। ৩ দ্বেষ, ঈর্ষা।

হিংসনীয় (ত্রি) হিংসা-অনীয়র্। হিংসার যোগ্য, হিংসার্হ।

হিংসা (স্ত্রী) হিংসনমিতি হিংসা-অ-টাপ্। ১ ঘাত, হত্যা, বধ।

শাস্ত্রে হিংসা পাপজনক বলিয়া অভিহিত। যজুর্বেদ বলিয়াছেন যে, "মা হিংসী" হিংসা করিও না। দর্শন ও স্মৃতি-শাস্ত্রে হিংসা পাপজনক কি না, এ বিষয়ের বিশেষভাবে বিচার আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥
যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন॥
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫।৪৩-৪৮)

কি গৃহস্থাশ্রমে কি গুরুগৃহে কি অরণ্যবাসকালে কি বিপদে পড়িলে বেদবিরুদ্ধ হিংসা করা আত্মজ্ঞ দ্বিজের কথনই উচিত নয়। এই জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ বেদ হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশ-বর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে বিনাশ করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর কোন সময়েই সুখলাভ করিতে পারেন না, যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধবন্ধনাদি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করিয়া সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখসম্ভোগ করেন। যিনি কাহারও হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়েন, সে সমুদায়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণিহিংসা না করিলে কথনই মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণিবধ স্বর্গজনক নহে, অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। এই সমস্ত সবিশেষ আলোচনা করিয়া কি বৈধ কি অবৈধ সকল প্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে।

পশুহিংসার অনুমতিদাতা, হতপশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপরিবেশক এবং মাংসভক্ষক এই কয়জনই ঘাতক বা হিংসকের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ইহারা হিংসাজনিত পাপভাগী। এই নিয়ম অবৈধ হিংসাবিষয়ক বুঝিতে হইবে। অবৈধ হিংসায় পূর্ব্বোক্তরূপ পাপ হইবে, এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন—

"যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বো হ মারণং।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ-দৈবত-কর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥
এষ্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং॥" (মনু ৫।৩৮-৪২)

বৃথা পশুহিংসক জন্মজন্মান্তরে পশুশরীরস্থ রোমসংখ্যানুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ংই যজ্ঞকর্ম্মের জন্য পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের হিতের জন্য যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। অতএব যজ্ঞে যে পশুহিংসা করা হয়, তাহাতে পশুহিংসা জন্য পাতক হয় না। ধান্য যবাদি ওষধি সকল, পশুসকল, বৃক্ষ সকল, তির্য্যক্জাতি এবং পক্ষীসকল যজ্ঞের জন্য নিধনপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়, মধুপর্কের জন্য জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য এবং দৈবপিত্র্যাদিকার্য্যের জন্য পশুহিংসা করিবে।

অন্য কোন উপলক্ষে পশুহিংসা করিতে নাই; মনুও ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকলের জন্য, পশুহিংসা করিয়া বেদতত্ত্বার্থজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর উভয়েরই সদগতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যজ্ঞে পশুহিংসা করিয়া সেই পশুর মাংস ভোজন করা যাইতে পারে। মনু বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থ মাংসভোজনকে দেববিধান, অন্যথা শরীর পুষ্ট্যাদির জন্য মাংসভোজনকে রাক্ষসোচিত অনুষ্ঠান বলিতে হইবে।

"যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।

অতোঽন্যথাপ্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।" (মনু ৫।৩১)

ধর্ম্মশাস্ত্রেরও এই মত। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে পূজাদির বলিদানসম্বন্ধে বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, যজ্ঞে যে পশ্বাদির হিংসা করা হয়, তাহাতে পাপ হইবে না। বৈধ হিংসা পাপজনক নহে, অবৈধহিংসাই পাপজনক, অতএব কদাচ শরীরপুষ্টির জন্য অবৈধ হিংসা করিবে না। অবৈধ হিংসাজাত যে মাংস তাহাও ভোজন করিবে না। যজ্ঞে যে পশুহিংসা করা হয়, তাহাতে পাপ হইবে না বলিয়া কথিত হইয়াছে, যজ্ঞে পশুবধ করিলে তাহার নিকৃষ্ট পশুজন্ম নিবৃত্তি হইয়া উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়, দাতারও স্বর্গ হইয়া থাকে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের উপকারসাধন করিয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র কিন্তু ইহা স্বীকার করে না। দর্শনশাস্ত্রকার বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, হিংসা করিলেই পাপ হইবে এবং ঐ পাপফলে নরকও অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে বৈধাবৈধ বিচার নাই। বৈধ হিংসায়ও পাপ এবং অবৈধ হিংসায়ও পাপ। তাঁহারা বলেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" (শ্রুতি) কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য হিংসামাত্রই বর্জ্জনীয়। হিংসা করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় হইয়া থাকে। আবার কোন কোন শ্রুতি বলে"অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" (শ্রুতি) অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে। এই শ্রুতি দ্বারা অভিহিত হইয়াছে যে, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে পশুহিংসা করিতে হয়। পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে হিংসা করিও না, ইহা সামান্য বিধি, যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে পুনরায় বিশেষ করিয়া বলায় ইহা বিশেষ বিধি। অতএব সামান্যতঃ হিংসা নিষিদ্ধ হইলেও বিশেষ বিধি অনুসারে যজ্ঞে হিংসা নিষিদ্ধ নহে। দর্শনশাস্ত্রকার বলেন যে, কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, ইহা সামান্য বিধি সত্য, আর অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে বিশেষ বিধি সামান্য বিধির বাধক হইলেও এই স্থলে তাহা হইবে না, কারণ বিরোধস্থলেই পূর্ব্বোক্তরূপ বাধ্যবাধক ভাব হইয়া থাকে, পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্যবাধক ভাব হয় না। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়ে কোনরূপ বিরোধ নাই, সুতরাং বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, একটী শ্রুতি বলিতেছে যে, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, আর একটী শ্রুতিতে বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে। এই শ্রুতিদ্বয়ের কোনরূপ বিরোধ নাই। উভয়ের ভিন্ন বিষয়, একটী বলিতেছে, হিংসা করিও না, অপর বলিতেছে, অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, পশু হিংসা ব্যতীত অগ্নিষোম যজ্ঞ হইবে না, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য। যজ্ঞে হিংসা করিলে যে পাপ হইবে না, এরূপ ইহার তাৎপর্য্য নহে। পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক এবং হিংসামাত্রই পাপজনক, সুতরাং এই দুইটী বিধি পরস্পর বাধ্যবাধক নহে। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে, অগ্নিষোমীয় পশুহিংসায় পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদক নহে, এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

সাংখ্যাচার্য্যগণ এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বৈধ হিংসাতেও পাপ হইবে। তবে তাঁহারা বলেন যে, বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন। তখন হিংসাজন্য পাপের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাহাকে উপভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ সুখের মোহিনী শক্তি-প্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন। যজ্ঞে প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় ও হিংসাজন্য অল্প পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রভূত পুণ্যের ফলে বহুকাল স্বর্গবাস হয়, হিংসাজন্য সামান্য পাপে অল্প দিন নরক হয়, এই সামান্য নরকভোগকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, এই মাত্র। (সাংখ্যদ°)

শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় বৃহন্মনুবচনে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ বৈধ হিংসাও করিবেন না, কারণ তিনি সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে সাত্ত্বিক ব্যক্তি বৈধহিংসা করিবেন না, রাজসিক ও তামসিকগণ বৈধহিংসা করিতে পারেন।

"হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।

ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥"

(শ্রাদ্ধবিবেক-টীকা ধৃত বৃহন্মনু°) [বৈধ হিংসা ও বলিদান দ্রষ্টব্য]

২ অপকার, ক্ষতি, যদি কেহ কাহারও প্রতি হিংসা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা করিলে দোষ হইবে না।

"কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতং।
ন তত্র দোষং পশ্যামি দুষ্টে দোষং সমাশ্রয়েৎ ॥"(গরুড়পু° ১১৫।৪৭)

৩ চৌরাদি কর্ম্ম। 'হিংসা চৌর্য্যাদিকর্ম্ম চ।' (অমর)

ভরত অমরটীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"চৌরস্য কর্ম্ম চৌর্য্যং আদিনা বন্ধনতাড়নবৃত্তিনাশত্রাসাদি চ চকারাদ্বধোঽপি হিংসা" (ভরত) বন্ধন, তাড়ন, বৃত্তিনাশ ও ত্রাসাদিকেও হিংসা কহে। ৪ দ্বেষ। ৫ ঈর্ষা।

হিংসাকর্ম্মন্ (ক্লী) হিংসাপ্রধানং কর্ম্ম। অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রযন্ত্রাদিনিষ্পাদিত মারণোচ্চাটনাদি। পর্য্যায়—অভিচার। (অমর) অথর্ব্ববেদবিহিত অভিচারকর্ম্ম, এই অভিচারকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি হয়, হিংসারূপ কার্য্য।

হিংসারু (পুং) হিনস্তীতি হিংস-আরু। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রিকা°)

হিংসালু (ত্রি) হিংস-আলু। ১ বধশীল। ২ ঘাতুক।

হিংসালুক (পুং) হিংসালু স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ হিংসাশীল, কুক্কুর।

'হিংসালুকঃ খাদ্বকঃ শ্বা যোগিতোঽলর্ক ইষ্যতে।' (হারাবলী)

২ হননশীল।

হিংসিত (ত্রি) হিংস-ক্ত। হিংসাপ্রাপ্ত, যাহাকে হিংসা করা হয়।

"যস্তু ভাগবতান্ দৃষ্ট্বা ভূত্বা ভাগবতঃ শুচিঃ।
অভ্যুত্থানং ন কুর্ব্বীত অহং তেনাপি হিংসিতঃ॥" (বরাহপু°)

২ হত, নষ্ট।

হিংসীর (পুং) হিনস্তীতি হিংস (হিংসেরীরনীরচৌ। উণ্ ৫।১৮) ইতি ঈরন্। ১ ব্যাঘ্র। (ত্রি) ২ খল।

হিংস্য (ত্রি) হিংস-ণ্যৎ। হিংসাযোগ্য, বধ্য, হিংসনীয়।

হিংস্র (ত্রি) হিনস্তীতি হিংস (নমিকম্পীতি। পা ৩।২।১৬৭) ইতি র। ১ হিংসাশীল, যাহার স্বভাব হিংসাকরা, পর্য্যায়—শরারু, ঘাতুক, হিংসক, হন্তা, শার্ব্বর। (জটাধর) ২ হিংসাকারকজন্তু, হিংসাশীল পশু, ব্যাঘ্রাদি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হিংস্রপশুর হিংসা করিলে তাহাতে পাপ হইবে না।

"কৃপা কার্য্যা সতাং শশ্বদহিংস্রেষু জন্তুষু।
হিংসায়াং ন হি দোষশ্চ হিংস্রাণাঞ্চ ব্রজেশ্বর॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৫ অ°)

(পুং) ২ ঘোর। ৩ ভীমসেন। ৪ হর। (উজ্জ্বল)

হিংস্রক (পুং) হিংস্র এব কন্। ১ হিংস্রপশু। ২ হিংসাশীল।

হিংস্রপশু (পুং) হিংস্রঃ পশুঃ। হিংস্রজন্তু, হিংসাশীল পশু। পর্য্যায়—ব্যাড়, হিংস্রক, হিংসক, শিবি, শ্বাপদ। (ত্রিকা°)

হিংস্রা (স্ত্রী) হিংস্র-টাপ্। ১ জটামাংসী। (রাজনি°) ২ কণ্টকারী। ৩ শিরা। (শব্দচ°) ৩ কণ্টকপালীলতা, চলিত গুড়কাঁউনী, কেলেকড়া। ৪ গবেধুকা, চলিত গরগণ্ডা।

হিকবিকানিক (ক্লী) সামভেদ।

হিক্ক, ১ কূজন, অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি°, উভয়পদী, অক°, সেট্। লট্ হিক্কতি-তে। লিট্ জিহিক্ক-ক্কে। লুট্ হিক্কিতা। লৃট্ হিক্কিষ্যতি-তে। লুঙ্ অহিক্কীৎ, অহিক্কিষ্ট। সন্ জিহিক্কিষতি-তে, যঙ্ জেহিক্ক্যতে, যঙ্লুক্ জেহিক্কীতি, জেহেক্তি। নিচ্ হিক্কয়তি, লুঙ্ অজিহিক্কৎ। ২ হিংসা। চুরাদি°, আত্মনেপদী, সক°, লট্ সেট্। হিক্কয়তে।

হিক্কা (স্ত্রী) হিক্ক কূজনে গুরোশ্চেত্যঃ টাপ্ যদ্বা হিক্কাতেঽনয়েতি, হিক্ক-করণে ঘঞ্। ১ রোগের উপসর্গবিশেষ, চলিত হিচ্‌কী। সকল রোগেই এই উপসর্গ হইতে পারে। বায়ু প্রবল হইয়া এই উপসর্গ হইয়া থাকে। ২ রোগবিশেষ, হিক্কারোগ, হেচ্‌কীউঠা রোগ।

"বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভিরুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্নানরজোধূমাতপানিলৈঃ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগঘাতাপতর্পণৈঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে॥
মুহুর্মুহুর্বায়ুরুদেতি সস্বনো যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্।
স ঘোষবানাশু হিনস্তি যস্মাত্তস্ত হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ॥
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাং করোতি চ।
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা॥" (মাধবনি°)

বিদাহি দ্রব্য, গুরু, বিষ্টম্ভি, রুক্ষ, শীতল ও অভিষ্যন্দি দ্রব্যভোজন, শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান, নাসিকারন্ধ্রে ধূলা ও ধূমপ্রবেশ, রৌদ্র ও উষ্ণ বায়ুসেবন, ব্যায়াম, ভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, এবং উপবাস আদি এই সকল কারণে মানবের বায়ু কুপিত হইয়া হিক্কা, শ্বাস ও কাসরোগ উৎপন্ন হয়। প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু পুনঃ পুনঃ 'হিক্' শব্দ করিয়া যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্রসমূহকে যেমন মুখে আনিয়া বহির্গত করিতেছে এইরূপ বোধ হয়, একারণ পণ্ডিতগণ ইহাকে হিক্কা কহেন। এই রোগে জীবনসংশয় হয়। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া পাঁচ প্রকার হিক্কা রোগ উৎপাদন করে। যথা অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী হিক্কা।

হিক্কার পূর্ব্বরূপ—হিক্কারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষ দেশের গুরুত্ব, মুখে কষায়রসের অনুভব এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ হইয়া থাকে।

অন্নজা হিক্কা—ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কারোগ উৎপন্ন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যমলা—যে হিক্কা উপর্য্যুপরি দুইটী বা ততোধিক সংখ্যায়

বেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় এবং যে হিক্কায় রোগীর মস্তক বা গ্রীবাদেশে কম্প উপস্থিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে।

ক্ষুদ্রা—যে হিক্কা জক্রর মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া অল্প বেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রা কহে।

গম্ভীরা—যে হিক্কা গম্ভীর শব্দ সহকারে নাভিদেশ হইতে সমুত্থিত হয় এবং যে হিক্কায় রোগী তৃষ্ণা ও জরাদি বহুবিধ উপদ্রবে প্রপীড়িত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মহতী—যে হিক্কা বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান পীড়ন করিয়া সতত উদ্ভূত হয় এবং রোগীর সর্ব্বশরীর কম্পিত করে, তাহাকে মহতী হিক্কা কহে।

উক্ত পাঁচ প্রকার হিক্কার মধ্যে গম্ভীরা ও মহতী হিক্কা অসাধ্য।

যে হিক্কাতে রোগীর সর্ব্বশরীরে কম্প হয়, চক্ষু উপরে উঠিয়া যায়, এবং মোহ উপস্থিত হয়, সে হিক্কা অসাধ্য। যে হিক্কা-রোগে রোগীর আহারে অনভিপ্রায় ও শরীর ক্ষীণ হয়, তাহাও আরোগ্য হয় না। হিক্কারোগে রোগীর আহারে অত্যন্ত অনভিলাষ জন্মে। কৃশ ব্যক্তির, ব্যাধি কর্ত্তৃক ক্ষীণদেহ ব্যক্তির ও অতিশয় মৈথুনকারীর হিক্কা জন্মিলে এবং আয়াস দ্বারা হিক্কারোগ উৎপন্ন হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। যমিকা হিক্কায় প্রলাপ, মোহ, ও তৃষ্ণা থাকিলে রোগীর প্রাণ যায়। যে ব্যক্তি ক্ষীণ নহে, যাহার মনের প্রসন্নতা, ধাতু ও ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরতা থাকে, তাহার যমিকা হিক্কা সাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। হিক্কা প্রবল হইলে অচিরে রোগীর প্রাণবিয়োগ হয়। যদি রোগবিশেষে হিক্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রথমে যাহাতে হিক্কা প্রশমিত হয়, তাহা করিবে।

ইহার চিকিৎসা—হিক্কা এবং শ্বাসরোগীকে প্রথমে গাত্রে তৈল মাখিয়া স্বেদপ্রদান এবং বমন বিরেচন দ্বারা শোধন করিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিরেচন দিবে না, তাহাদিগকে সংশমন ঔষধ দেওয়া বিধেয়। হিক্কারোগী প্রাণবায়ু রুদ্ধ অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে হিক্কা নিবৃত্ত হয়। তর্জ্জন, বিস্ময়জনন, শীতলজল-পরিষেক এবং বিবিধ হিতবাক্য প্রয়োগ দ্বারা হিক্কা প্রশমিত হয়। ছাগীদুগ্ধ পাক করিয়া তাহার সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কা কমিয়া যায়। মধু ও সৌবর্চ্চল লবণের সহিত ছোলঙ্গ লেবুর রস পান থাকিলে হিক্কা আশু নিবারিত হয়। যষ্টিমধু-চূর্ণ মধুর সহিত, পিপ্পলীচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত নস্যগ্রহণ ; প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা এবং পিপুল ও গেরিমাটী সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা লেহন ; মনঃশিলা ও গোশৃঙ্গ, কুড় বা ধুনা দ্বারা অথবা কুশদ্বারা ধূমপ্রয়োগ, হিঙ্গু ও মাষকলায়চূর্ণ সমভাগে ধূম-রহিত অঙ্গারে নিঃক্ষেপ করিয়া ধূমপান এবং বর্ত্তুল কলায়ের চূর্ণ দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান এই সকল উপায়ে হিক্কা আশু প্রশমিত হয়। চন্দ্রশূর অর্থাৎ হালিম ফলবীজ আটগুণ জলে নিক্ষেপ করিয়া অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া একপল মাত্রায় পুনঃপুনঃ পান করিলে অত্যন্ত হিক্কারোগও প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকা° হিক্কারোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই রোগের বিবিধ মুষ্টিযোগ ও ঔষধ লিখিত আছে। প্রথমে হিক্কারোগীর উদরের উপরে এবং শ্বাসরোগীর হৃদয়ে তৈলমর্দ্দন করিয়া উষ্ণস্বেদ বা জলস্বেদ দিবে, ঘৃতাদি স্নিগ্ধদ্রব্য লবণ সহ সেবন করাইয়া বায়ুর লঘুতা সম্পাদন করিবে। বলবান্ ব্যক্তিকে বমন ও বিরেচন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন দ্বারা পিত্ত ও কফের সমতা করিয়া আরোগ্যের চেষ্টা করিবে।

কুলবীজের শস্য, রসাঞ্জন ও খইচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত কট্‌কী এবং স্বর্ণগেরিমাটি সমভাগে মধুসহ, পিপ্পলী, আমলকী, চিনি ও শুণ্ঠী সমভাগে মধুর সহিত হীরাকস এবং কৎবেলের শস্য সমভাগে মধুর সহিত, পারুলের ফল ও পুষ্প মধুর সহিত, অথবা পিপ্পলী ও খেজুরের সহিত সমভাগে মধুর সহিত এই ছয় প্রকার অবলেহের যে কোনটী হউক উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ মাষা মাত্রায় দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কা আশু প্রশমিত হয়।

স্তন্যদুগ্ধের সহিত মক্ষিকাবিষ্ঠা মিশাইয়া কিংবা স্তন্যদুগ্ধে আল্‌তা গুলিয়া অথবা স্তন্যদুগ্ধে রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। টাবা লেবুর রস ২ তোলা, মধু অর্দ্ধতোলা, সচল লবণ অভাবে সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধতোলা একত্র করিয়া সেবন করিবে। শুণ্ঠী ২ তোলা ও ছাগীদুগ্ধ একপোয়া, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া পান করিবে। কেশের-মূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সত্বর হিক্কা প্রশমিত হয়। মাষকলায়ের ধূম গ্রহণ করিলে নিশ্চয় হিক্কা আরোগ্য হয় এবং এলাচচূর্ণ ২ মাষা চিনির সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা দূর হয়। মরিচ-চূর্ণ চিনির সহিত বারংবার সেবন ও কদলীমূলের রস মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কাও থামিয়া যায়। পিপ্পলী, আমলকী এবং শুণ্ঠীচূর্ণ মধু, চিনি ও ঘৃতসহ বারংবার সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি হয়। ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে অর্থাৎ আবদ্ধ পাত্রে রাখিবে, পরে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে হিক্কা এবং প্রবল শ্বাস আরোগ্য হয়।

হরীতকীচূর্ণ ও শুণ্ঠিচূর্ণ সমভাগে উষ্ণোদকের সহিত পান

করিবে কিংবা কুড়চূর্ণ যবক্ষার ও মরিচচূর্ণ উষ্ণোদকসহ পান, ইন্দ্রযবচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লেহন, ধুস্তূর ফল, পাথা ও পত্র কুটিয়া শুষ্ক করিয়া তাহার ধূমপান করিলেও হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন হরিদ্রাদিচূর্ণ, শৃঙ্গাদিচূর্ণ, ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, ডামরেশ্বরাভ্র, পিপ্পলাদ্যলোহ, কনকসার ও বৃহচ্চন্দনাদিতৈল প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে প্রযোজ্য। (ভৈষজ্যরত্না° হিক্কাশ্বাসাধি°) চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে ও গরুড়পুরাণে ১৪৫ অধ্যায়ে ইহার নিদান ও চিকিৎসাদি বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হিক্কিকা (স্ত্রী) অল্পহিক্কা।

হিক্কিন্ (ত্রি) হিক্কা অস্ত্যর্থে ইনি। হিক্কারোগী।

হিঙ্কার (পুং) হিমিতাব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ ব্যাঘ্র। ২ হিং এই শব্দের উচ্চারণ।

"হিঙ্কারায় স্বাহা হিঙ্কৃতায় স্বাহা" (শুক্লযজু° ২২।৭)

হিঙ্গ (পুং) ১ জনপদবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৮।৫২) ২ হিঙ্গু। [হিঙ্গু দেখ।]

হিঙ্গলাচী (স্ত্রী) যক্ষিণী। (তারনাথ)

হিঙ্গনঘাট, ১ মধ্যপ্রদেশে বর্দ্ধা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২০° ১৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ২০° ৪৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭২১ বর্গমাইল। এই স্থানে একটী সহর এবং ২৯০টী গ্রাম এবং শাসনের জন্য ২টী দেওয়ানি ও ৩ টী ফৌজদারি আদালত ও ৮ টী থানা আছে।

২ বর্দ্ধা জেলার অন্তর্গত উক্ত মহকুমাস্থ একটী সহর। বর্দ্ধা সহরের ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৩৩ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫২´ ৩০´´। এই সহরটী তূলা ব্যবসায়ের একটা কেন্দ্র, এখানকার তূলা ভারতবর্ষের ও অন্যান্য স্থানের তূলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তূলা বিলাতে রপ্তানী করিবার জন্য এখানে ইংরাজ-বণিক্‌গণ কুঠি করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কটন্-মিলস্ কোম্পানী নামে তূলা হইতে সূতা করিবার জন্য হিঙ্গনঘাটে একটী ইংরাজসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৫০ হইতে ৪০০ লোক এই মিলে খাটিতেছে। মাড়বারীরাই এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। অন্যান্য স্থান বিশেষতঃ বোম্বাইয়ের সহিত ইহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান সহরটী নূতন হিঙ্গনঘাট এবং পুরাতন হিঙ্গনঘাট লইয়া গঠিত। পুরাতন সহরটি বর্দ্ধা নদীর প্লাবনে নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। 'বর্দ্ধা-ক্যালি-ষ্টেট রেলওয়ের' একটী ষ্টেশন, সরাই, বাংলা এবং ইংরেজি স্কুল প্রভৃতিও এখানে আছে।

হিঙ্গলাজ, পারস্যসীমান্তে মক্‌রান্‌প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন-নগর ও তীর্থস্থান। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ৮০ মাইল পশ্চিমে ও আরবসমুদ্র হইতে ১২ মাইল দূরে, যেখানে গিরিমালা মক্‌রান্ ও লুসকে পৃথক্ করিয়াছে, সেই গিরিমালার প্রান্তভাগে হিঙ্গ্‌লাজ অবস্থিত। গিরির শিরোভাগে একটী ভীষণা কালী-মন্দির আছে, স্থানীয় লোকের নিকট সেই কালী 'নানী' বা 'মহামায়ী' বলিয়া অভিহিত। এই দেবীর জন্য এই স্থান হিন্দু-গণের নিকট মহাপীঠস্থান বলিয়া পূজিত।

তন্ত্রচূড়ামণি ও বৃহন্নীলতন্ত্রে এই স্থান 'হিঙ্গুলা' এবং শিব-চরিত নামক তান্ত্রিক-গ্রন্থে 'হিঙ্গলা' নামে পরিচিত। উক্ত তন্ত্র-সমূহের মতে উহা ৫১ মহাপীঠের মধ্যে একটী। এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়। এখানকার শক্তির নাম কোট্টরী বা কোট্টরীশা এবং ভৈরবের নাম ভীমলোচন। [পীঠ দেখ।]

এই তীর্থস্থান নিতান্ত দুর্গম বলিয়া এখানে অধিক হিন্দু-যাত্রীর সমাগম হইতে পারে না।

হিঙ্গলাজগড়, দেশীয় ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৪° ৪০´ উঃ দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ পূঃ। ২০০ ফিট্ গভীর এবং ২৫০ ফিট্ বিস্তৃত একটি পার্ব্বত্যখাদ সহরকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং দুর্ভেদ্য প্রাচীর উর্দ্ধমুখী পর্ব্বতগাত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। তিনটি ভিন্নমুখী সেতু দ্বারা বাহিরের সঙ্গে ইহার যাতায়াতের সম্পর্ক। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, এই দুর্গটি অভেদ্য, কিন্তু ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মেজর সিনক্লেয়ার সাহেব মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময়ে এই দুর্গটী অধিকার করেন।

হিঙ্গু (ক্লী) স্বনামখ্যাত দ্রব্য, মূলবিশেষ, নির্য্যাস, চলিত হিং। বঙ্গে হিং, হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রে ইঙ্গু, কলিঙ্গে লেমু, তৈলঙ্গে ইঙ্গুর। সংস্কৃত পর্য্যায়—সহস্রবেধ, জতুক, বহ্লিক, রামঠ, বাহ্লিক, রমঠ, জন্তুঘ্ন, পিণ্যাক, বাহ্লী, সহস্রভেদী, গৃহিণী, মধুরা, সূপধূপন, জতু, কেশর, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, জন্তুনাশন, সূপাঙ্গ, রক্ষোঘ্ন, উগ্রবীর্য্য, অদৃঢ়গন্ধ, জরণ, ভেদন, দীপ্ত।

হিঙ্গু এক জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও পুষ্পের রস। এই জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণতঃ দক্ষিণ তুর্কিস্থানে, পারস্যের খোরা-সান নামক প্রদেশে, আফগানিস্থানে এবং মধ্য এসিয়ার কাস্পি-য়ান ও আরল হ্রদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। ভারতে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, মূলতানে অতি সামান্য জন্মে। য়ুরোপের উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্‌গণ বহুদিন হইতে ইহার ইতিহাসসংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের ভৈষজ্যশাস্ত্রে হিঙ্গু Ferula asafœtida নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও ইহার জাতিগত বিচার লইয়া মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ডাক্তার ফাল-কোনার কাশ্মীরের আস্তর উপত্যকায় ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখিতে

পান। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি "আসাফিটিডার" বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইবে। ডাক্তার ফালকোনার-সংগৃহীত উক্ত উদ্ভিদের মূল সাহারনপুরের বোটানিক গার্ডেনে ও তৎপরে এডিনবরার রয়েল বোটানিক গার্ডেনেও পাঠান হইয়াছিল। এই দুই স্থলে বহুদিনে ও বহু চেষ্টার পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ইহার স্বাভাবিক অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাওয়া যায় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোন কোনটাতে ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাহা হইতে বীজ পাওয়া যায়। ঐ সকল বীজ জগতের নানা স্থানের বোটানিকাল গার্ডেনে প্রেরিত হয়। তখন বৈদেশিক উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার তথ্যসংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিন্তু বহু বিচারের পর দেখা গেল যে, য়ুরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে যে হিঙ্গু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। ডাক্তার হুকার ৫১৬৮-সংখ্যক 'বোটানিকাল মাগাজিনে' ঐ উদ্ভিজ্জের আকৃতির একটি চিত্র প্রকাশ করেন এবং তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখেন যে "এই জাতীয় উদ্ভিদ্ অতি উৎকৃষ্ট হিঙ্গু উৎপাদন করে এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ রসে পূর্ণ, কিন্তু য়ুরোপে যে হিঙ্গুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট ও এরূপ সুন্দর নয়।"

উক্ত মাসিকপত্রিকায় ডাক্তার হুকার স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইহার যথার্থ বিচার এক্ষণে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ডাক্তার ফালকোনারের বহু পূর্ব্বে জর্ম্মণভ্রমণকারী কিম্ফার (Kœmpfer) পারস্যদেশীয় এক জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখিতে পান, আসাফিটিডা ভাবিয়া তাহা য়ুরোপে লইয়া যান। উহা বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ছিল; ডাক্তার লিনিয়স্ ইহাকেই 'ফেরিউলা আসাফিটিডা' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু ফালকোনার বহু পরীক্ষার পর স্থির করিলেন যে, তিনি কাশ্মীরপ্রদেশে যে উদ্ভিদ্ দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অতএব ইহাকে যদি "ফেরিউলা আসিফিটিডা" বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংগৃহীত উদ্ভিদ্‌টীকে কিছুতেই উক্ত নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না, সুতরাং তিনি তখন তাঁহার আবিষ্কৃত উক্ত উদ্ভিদ্‌টীর Narthex asafœtida এই নাম প্রদান করেন। এইরূপে বহু দিন ধরিয়া ইহার সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধ চলিতে থাকে। শেষে ডাক্তার ডাইমক প্রথম এ প্রশ্নের মীমাংসা করেন। তিনি বলেন, ভারতে খুব উচ্চ দরে যে হিঙ্গু বিক্রয় হয়, তাহা য়ুরোপের বাজারে বিক্রীত "আসাফিটিডা" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং তিনি ইহার দেশীয় নামের পার্থক্য দেখাইয়াও ইহার ভেদাভেদ বুঝাইয়া দেন। হিঙ্গ ও হিঙ্গারা এই দুই দেশীয় নাম বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে বেশি দরে যে "আসাফিটিডা" বিক্রয় হয় তাহারই নাম হিঙ্গ; আর য়ুরোপে যাহার কাট্‌তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক 'হিঙ্গ' নহে, উহার নাম "হিঙ্গারা", ইহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। কিন্তু অনেকে আবার তাহাও স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে নানা প্রকার ভেজাল-দ্রব্যের মিশ্রণে উহার এইরূপ পার্থক্য ঘটা সম্ভব। অন্য মতে ভিন্ন দেশের জলহাওয়ার পার্থক্যবশতঃ এইরূপ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পরীক্ষায় ডাক্তার ঐচিসন্ এ প্রশ্নের এক প্রকার শেষ মীমাংসা করেন। তাঁহার মতে যাহা হইতে ঠিক হিং পাওয়া যায়, তাহাকে "আসাফিটিডা" বলা যাইতে পারে না, তিনি উহাকে Ferula alliacea ও Ferula fœtida এই নামে অভিহিত করেন। আর যাহা হইতে গঁদ প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহারই নাম Ferula asafœtida। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার ও ডামইকের মধ্যে লেখা লেখি চলে, শেষে উভয়েই একমত হইয়া স্থির করেন যে, ভারতে যে হিঙ্গুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা মসলাদিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা উক্ত "ফেরিউলা আলিসিয়া" হইতে উদ্ভূত। উদ্ভিদের ফুল হইতে উৎকৃষ্ট বিবেচনায় বাছিয়া লইয়া যে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়, তাহাকেই কান্দাহারী (বা মুলতানী) হিঙ্গ বলা হইয়া থাকে, ইহাই ভারতে উচ্চ দরে বিক্রীত হয়। য়ুরোপের বাণিজ্যে "আসাফিটিডা" নামে যাহা চলিত দেখা যায়, তাহা উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের অপরিষ্কৃত নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত। ফল কথা ঐ সকল মতদ্বৈধ সত্ত্বেও ইহাই শেষ দেখা যাইতেছে, কোন এক জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে হিঙ্গ ও হিঙ্গারা এই উভয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে কিম্বা এই উভয় প্রকার ভৈষজ্যপদার্থই অবস্থাভেদে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট। এক্ষণে বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধানের পর তাঁহারা কেবল এইটুকু স্থির করিতে পারিয়াছেন যে পারস্য হইতে সমুদ্রপথে অধিকাংশ উক্ত ভৈষজ্যদ্রব্য যাহা ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা হিঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বোক্ত ফেরিউলা আল্‌সিয়া হইতে উদ্ভূত। কিন্তু পারস্য ও তুর্কিস্থান হইতেও বহু পরিমাণে হিঙ্গারার আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আসাফিটিডা নামক ভৈষজ্যদ্রব্য যাহা আফগানস্থানের প্রান্তর হইতে নদীপথে ভারতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই ফেরিউলা ফিটিডা হইতে উদ্ভূত।

ভারতই উক্ত হিঙ্গের প্রধান বাণিজ্যস্থান। বোম্বাই, সিন্ধুপ্রদেশ, করাচীবন্দর, মাঁদ্রাজ ও বঙ্গদেশে যথেষ্ট হিঙ্গ্ আমদানি হয়। ইহার মধ্যে বোম্বাই ও করাচি বন্দরেই এই হিঙ্গের বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ পারস্য-উপসাগর হইতে জলপথে যাহা আমদানি হইয়া থাকে, সে সমস্তই বোম্বাই ও করাচীবন্দরে প্রেরিত হয়। পারস্য হইতে যাহা আমদানি

হয়, সে সমস্ত পারস্য-উপসাগর হইতে সমুদ্রপথে বোম্বাই আসিয়া পৌছে এবং আফগানিস্থানের কাবুল ও কান্দাহার হইতে যাহা স্থলপথে প্রেরিত হয়, সে সমস্ত কান্দাহার ষ্টেট-রেলওয়ে এবং নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়ে দিয়া আসিয়া থাকে। সিংহল ও আদেন হইতেও জলপথে ইহার আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা কেবল বঙ্গদেশেই আসে। কিন্তু অপরাপর স্থানে তাহার আমদানি কম।

কান্দাহারী বা মুলতানী হিঙ্গ যাহা উচ্চদরে বিক্রীত হয়, তাহা বোম্বাইয়ের বাজারে অল্পপরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিঙ্গ যখন প্রথমে ভারতে আসিয়া পৌছায়, তখন ইহা টুকরা টুকরা স্বচ্ছ পাথরের কুঁচির মত দেখায়, হাতে করিলে একটু আর্দ্রভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, ঘর্ষণে রক্তবর্ণ তিলের ন্যায় এক প্রকার নির্য্যাস বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুকাল রাখিলেই উহা কঠিন হইয়া যায় এবং কোঁকড়া কোঁকড়া আকারে পরিণত হয়। বর্ণও আর পূর্ব্বের মত থাকে না। তখন অনেকটা কটাবর্ণের মত দেখিতে হয়। গন্ধের তীব্রতাও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। গন্ধের তীব্রতা সম্বন্ধে অনেকে এইরূপও বলেন যে, বেশীদরে বিক্রয় করিবার জন্য অন্য দ্রব্যের মিশ্রণে মহাজনেরা এইরূপ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার প্রতি মণের দর ২৫৲ টাকা। উত্তম হিঙ্গারার আকৃতি টুকরা টুকরা পাথরখণ্ডের মত এবং ভাঙ্গিয়া দেখিলে প্রায়ই ইহার মধ্যে বালির কুচা পাওয়া যায়, উপরিভাগ দেখিতে পীতবর্ণ, কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভাঙ্গিয়া দেখিলে শ্বেতবর্ণ দেখায়, কিন্তু ক্রমশঃ বাতাস লাগিয়া ইহার রং অপরিষ্কৃত পীতবর্ণ হয়। ইহার দর কান্দাহারী হিঙ্গের অপেক্ষা মণকরা ২০ টাকা কম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কান্দাহারী হিঙ্গের দর মণকরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে এবং হিঙ্গারা মণকরা ১৪ টাকা দরেও বিক্রয় হইয়া থাকে।

গুণ—হৃদ্য, কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, কফ, বিবন্ধ, আধ্মান, শূল ও গুল্মনাশক, চক্ষুষ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পাচক, উষ্ণ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাত ও বলাসরোগনাশক, রসে ও পাকে কটু, স্নিগ্ধ, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও কৃমিনাশক এবং পিত্তজনক।

২ বংশপত্রী। (ভাবপ্র°) ৩ কাকাদনী।

(গরুড়পু° ২০৮ অ°)

হিঙ্গুক (পুং) হিঙ্গু স্বার্থে কন্। হিঙ্গুশব্দার্থ।

হিঙ্গুনাড়িকা (স্ত্রী) হিঙ্গুনঃ নাড়িরিব নাড়ির্যস্যাঃ কপ্-টাপ্। নাড়ীহিঙ্গু, চলিত হিঙ্গারা বা হিঙ্গেড়া। (রাজনি°)

হিঙ্গুনির্য্যাস (পুং) হিঙ্গুন ইব নির্য্যাসো যস্য। নিম্ববৃক্ষ। (অমর)

'নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমদশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি ॥' (ভাবপ্র°)

২ হিঙ্গুরস, হিং। (মেদিনী)

হিঙ্গুপত্র (পুং) হিঙ্গুন ইব পত্রমস্য। ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

হিঙ্গুপত্রী (স্ত্রী) হিঙ্গুনঃ পত্রং হিঙ্গুপত্রমিব পত্রমস্যাঃ। স্বনামখ্যাত তৃণ, বংশপত্রতৃণ, পর্য্যায়—কারবী, পৃথুলা, পৃথু, বাষ্পিকা, কবরী, পৃথ্বী, স্বকৃপত্রী, কস্বরী, পৃথ্বীকা, বাষ্পিকা, বাষ্পকা, বাষ্পা, পত্রী, দীর্ঘিকা, তন্বী, দারুপত্রী, বিশ্বী, বাষ্পী। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, আম ও কৃমিনাশক, রুচিকর, পথ্য, দীপন, পাচন। (রাজনি°)

"হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্ বিবন্ধার্শঃ শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা ॥" (ভাবপ্র°)

ভাবপ্রকাশমতে রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচক, কটু, হৃদ্রোগ, বস্তি, বিবন্ধ, অর্শঃ, শ্লেষ্ম, গুল্ম ও বায়ুনাশক।

হিঙ্গুপর্ণী (স্ত্রী) হিঙ্গুন ইব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। বংশপত্রী।

হিঙ্গুল (পুং ক্লী) হিঙ্গু তদ্বর্ণং লাতীতি হিঙ্গু-লা-ক। স্বনামখ্যাত পারদভূয়িষ্ঠ দ্রব্য। (Vermilion) রাগদ্রব্যভেদ, ইহা রক্তবর্ণ। পর্য্যায়—হিঙ্গুলু, রক্ত, মর্কটশীর্ষ, দরদ, রস, হংসপাদ, কুরুবিন্দ, হিঙ্গুলি, রক্তপারদ, বর্ব্বর, সুরঙ্গ, সুগর, রঞ্জন, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ, চূর্ণপারদ, চর্ম্মারক, মণিরাগ, রসোদ্ভব, রঞ্জক, রসগর্ভ। গুণ—মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, বাত, কফ, ত্রিদোষ, হৃদ্দোষ ও জ্বরনাশক।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হিঙ্গুল ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইলে তাহা শোধন করিয়া লইতে হয়। অশোধিত হিঙ্গুল অপকারক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে গন্ধক ও হিঙ্গুল প্রভৃতি উপরসমধ্যে পরিগণিত। ইহাতে আংসিক রসের গুণ আছে বলিয়া ইহাকে উপরস কহে। দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ এই সকল হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদনামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক। এই তিন প্রকার হিঙ্গুলের মধ্যে চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ নামক হিঙ্গুল জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধে হিঙ্গুল প্রয়োগ করিতে হইলে হংসপাদ হিঙ্গুলই ব্যবহার করিতে হয়। হিঙ্গুল যথাবিধানে মারণ করিয়া উর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্রে পাক করিয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ। এতদ্রূপ বিশুদ্ধ হিঙ্গুল পুনরায় আর শোধন করিতে হয় না।

এই শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত, কটু, কষায় রস এবং চক্ষুরোগ,

কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক। (ভাবপ্র°) রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে,—হিঙ্গুল অম্লবর্গে পেষণ করিয়া মহিষীদুগ্ধে ৭ বার পেষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

মেষদুগ্ধে ৭ বার ও অম্লবর্গে ৭ বার ভাবনা দিলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়। অন্যবিধ—জম্বীর লেবুর রসে দোলাযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিয়া অম্লবর্গে ৭ বার ভাবনা দিলে শোধিত হয়। অন্য প্রকার—আদা ও লকুচ রসে ৭ বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হয়। রসগন্ধকের ন্যায় তেলাকুচা ফলের আভা সদৃশ হিঙ্গুলই শ্রেষ্ঠ। এই বিশুদ্ধ হিঙ্গুল মেহ ও কুষ্ঠ-নাশক, রুচিকর, বলপ্রদ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক। হিঙ্গুলের মধ্যে পারদের ভাগ অধিক আছে। মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে যে পারদ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হিঙ্গুল হইতে বাহির করিয়া লইতে হয়। ঔষধ কার্য্যে হিঙ্গুলোত্থ পারদই শ্রেষ্ঠ। হিঙ্গুল হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। জম্বীর ও কাগচী লেবুর রসে এক দিন হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ পাতন-যন্ত্রে পাক করিবে। পরে তাহা হইতে পারদ গ্রহণ করিবে। এই পারদ নাগবঙ্গাদি দোষরহিত এবং রসকর্ম্মে প্রশস্ত।

হিঙ্গুলক (পুং ক্লী) হিঙ্গুল স্বার্থে কন্। হিঙ্গুলশব্দার্থ।

হিঙ্গুলা (স্ত্রী) পীঠস্থানবিশেষ। [হিঙ্গলাজ দেখ।]

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥" (তন্ত্রচূড়ামণি)

এই পীঠস্থানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিপতিত হয়, এ খানে যে শক্তি আছেন, তাহার নাম কোট্টরী, এবং ভৈরব ভীমলোচন। বামনপুরাণের ৬৭ অধ্যায়েও এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিঙ্গুলাজা (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ। হিঙ্গলাজে অধিষ্ঠিতা দেবী। [হিঙ্গলাজ দেখ।]

হিঙ্গুলাকৃষ্টরস (পুং) হিঙ্গুল হইতে গৃহীত পারদ রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে এই রস গ্রহণ করিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে,—হিঙ্গুল খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে লইয়া তিন দিন জম্বীর লেবুর রসে ভাবনা দিবে, তারপর আমকলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া জম্বীর লেবু ও চাঙ্গেরী লেবুর রসে পরিপ্লুত করিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। মালসা বা হাঁড়ির নীচে খড়ি মাখাইয়া হাঁড়ির মুখে দিয়া সন্ধিস্থান লেপন করিবে। তৎপরে হাঁড়ির নীচে জ্বাল এবং উপরিস্থ পাত্রের মধ্যে শীতল জল প্রদান করিবে, জল উষ্ণ হইলে তুলিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ শীতল জল প্রদান করিবে। এইরূপে ত্রিশবার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা নির্ম্মল পারদ ঊর্দ্ধে পতিত হইয়া খড়িমাখান পাত্রের সংলগ্ন হইয়া যাইবে। পরে এই নির্ম্মল পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা সীসকাদি দোষহীন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। মতান্তরে কেহ বলেন যে, পালিদা মাদারের রসে ও জম্বীর লেবুর রসে এক এক প্রহর হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে, এই পারদ সপ্ত কঞ্চুকবর্জ্জিত এবং রসকর্ম্মে নির্ম্মিত।

হিঙ্গুলি (পুং) হিঙ্গু ইব বর্ণং লাতীতি লা-কি। হিঙ্গুল।

হিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) হিঙ্গুল ইব বর্ণোঽস্যাস্তীতি হিঙ্গুল-ঠন্। কণ্টকারী। (শব্দচ°)

হিঙ্গুলী (স্ত্রী) ১ বার্ত্তাকী। (অমর) ২ বৃহতী। (ভাবপ্র°)

হিঙ্গুলু (পুং ক্লী) হিঙ্গুল। (অমর)

"হিঙ্গুলে হিঙ্গুলুর্যাতি দরদং শুকতুণ্ডকঃ।" (রসেন্দ্রসারস°)

হিঙ্গুলেশ্বর (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পিপুল, শোধিত হিঙ্গুল ও শোধিত বিষ এই সকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধসেবনে বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

হিঙ্গুলোত্থিতরস (পুং) হিঙ্গুলনিষ্কাশিত পারদ, হিঙ্গুল হইতে যে পারদ বাহির করা হয়। [হিঙ্গুল ও পারদ শব্দ দেখ।]

হিঙ্গুশিরাটিকা (স্ত্রী) হিঙ্গুল ইব শিরাং অটতীতি অট্-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রত্নমালা)

হিঙ্গুল (ক্লী) মধুমুল, চলিত আলু। (শব্দচ°)

হিঙ্গোনা, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম, কুবারি নদীর বামতটে অবস্থিত। মহারাজপুরের যুদ্ধের পূর্ব্বে লর্ড এলেনবরা দুর্গ গাফের সহিত এই গ্রামে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

হিঙ্গোলা, নিজামরাজ্যের অন্তর্গত গর্ভাণী মহকুমার একটী সহর। হায়দরাবাদ হইতে একোলা যাইবার পথে এই সহরটী অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৭ পূঃ। এখানে একটী বিখ্যাত তূলার বাজার আছে। ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হণ্ডা গ্রামে একটী বৃহৎ শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ (ক্লী) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণের উপযুক্ত পরিমাণে যে মাত্রা জীর্ণ হওয়া সম্ভব, সেই মাত্রায় ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃত সহ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নাশ হয়। ভানুদাস বলেন যে অন্নের উপরি ভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য। এই চূর্ণ অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

হিজড়, হিজ্ড়া (হিন্দী) ক্লীব, নপুংসক, খোজা।

হিজরা (আরবী) মুসলমান-জগতে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ অব্দ,

হিজিরা। হিজরা শব্দের মূল অর্থ পলায়ন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের পলায়নই প্রধানতঃ 'হিজরা' নামে খ্যাত। [মহম্মদ দেখ।] বিপক্ষগণের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মহম্মদ পঞ্চদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে 'হাবস' দেশে যে পলাইয়া যান, ইহাই প্রথম হিজরা। মহম্মদের এই প্রথম পলায়ন হইতে হিজরা অব্দ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু মক্কা হইতে মেদিনায় তাঁহার দ্বিতীয়বার পলায়ন-কাল হইতেই হিজ্‌রা অব্দ প্রচলিত হয়। ৬২২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই অব্দের আরম্ভ দিন। হিজরা বর্ষ ১২ মাসে ও প্রত্যেক মাস ২৯ দিন ও ৪৪ মিনিটে বিভক্ত। হিজরার এক বর্ষে ৩৫৫ দিন ৮ ঘণ্টা ও ৪৮ মিনিট। হিজ্‌রা মাসের নাম যথা—

	দিনসংখ্যা		দিনসংখ্যা
১ মহরম	৩০	৭ রজব	৩০
২ সফর	” ২৯	৮ সাবান	” ২৯
৩ রবিউল্ আবল্	” ৩০	৯ রমজান	” ৩০
৪ রবিউস্‌সানি	” ২৯	১০ শাবাল	” ২৯
৫ জমাদ-উল্ আবল্	৩০	১১ জিলকদা	” ৩০
৬ জমাদি-উস্‌সানি	” ২৯	১২ জিলাহজ্জ	” ২৯

[সংবৎসর দেখ।]

হিজল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, হিজ্জলবৃক্ষ।

হিজলদাগা (দেশজ) অশিষ্ট, যাহারা কথা শোনে না।

হিজলী, মেদিনীপুর জেলাস্থ একটী সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ভূভাগ। রূপনারায়ণের মোহনা হইতে পশ্চিমে হুগলী বা ভাগীরথীর তীর এবং উত্তরে বালেশ্বর জেলার সীমা পর্য্যন্ত এই ভূভাগ বিস্তৃত। অক্ষা° ২১° ৩৭′ হইতে ২২° ১১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২৭′ ৩০″ হইতে ৮৮° ১′ ৪৫″ পূঃ। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ১০১৪ বর্গমাইল। গবর্মেণ্টের এক চেটিয়া লবণব্যবসায় উঠিবার পূর্ব্বে এখানে অতি বিস্তৃত লবণের কারবার ছিল। সমুদ্রের লবণাক্ত জল সিদ্ধ করিয়া সেই লবণ প্রস্তুত হইত। লিবারপুল-লবণের প্রতিযোগিতায় এখানকার কারবার উঠিয়া যায়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে হিজলী তমলুক ও মহিষাদল লইয়া এক বৃহৎ পরগণা বলিয়া গণ্য ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তমলুক ও মহিষাদল পৃথক্ হইয়া যায় এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হিজলী ও মেদিনীপুর জেলার এবং ইহার দক্ষিণাংশের তিনটী পরগণা ও বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। দেশাবলী-বিবৃত গ্রন্থে এই স্থান 'হিজ্জল' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজলীবাদাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

হিজলীমেন্দী (দেশজ) একপ্রকার মেন্দী গাছ।

হিজ্জ (পুং) হিজ্জলবৃক্ষ, হিজল গাছ। (শব্দচ°)

হিজ্জল (পুং) হিজ্জ ইতি নাম লাতীতি লা-ক। বৃক্ষবিশেষ, হিজল গাছ। হিন্দী—সমুন্দর ফল, ইজর। মহারাষ্ট্র—পয্যালু। কলিঙ্গ-তোরেগণগিল। উৎকল—কিজোলী। বম্বে সমুদ্রফল ও পরেল। সংস্কৃত পর্য্যায়—নিচুল, ইজ্জল পিচুল, নদীকান্ত, অম্বুজ, ধনদ, কান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, রক্ত, কাম্মুক। গুণ—কটু, উষ্ণ, পবিত্র, ভূত, বাতাময় ও নানা গ্রহচারাদিদোষনাশক। ভাবপ্রকাশমতে ইহা জলবেতসের ন্যায় গুণযুক্ত এবং বিষনাশক।

"ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্বেত্তো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

হিঞ্জীর (পুং) হস্তিপাদবন্ধনরজ্জু বা শৃঙ্খল।

'বিন্দুজালং পুনঃপদ্মং শৃঙ্খলো নিগড়োঽন্দুকঃ।
হিঞ্জীরশ্চ পাদপাশো বারিস্ত গজবন্ধভূঃ॥' (হেম)

হিড়, ১ গতি। ২ অনাদর। ভ্বাদি°, আত্মনে°, সক°, সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, হিডি হিড় ধাতু। লট্ হিণ্ডতে। লোট হিণ্ডতাং। লিট্ জিহিণ্ডে। লুট্ হিণ্ডিতা। লুঙ্ অহিণ্ডিষ্ট, সন্ জিহিণ্ডিষতে, যঙ্ জেহিণ্ড্যতে।

হিড়িম্ব (পুং) এক প্রসিদ্ধ রাক্ষস। মহাভারতের আদিপর্ব্বে হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি—পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া বনে গমন করিলে পর একদিন রজনীতে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, ভীম জাগ্রত থাকিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। ইহার অনতিদূরে শালবৃক্ষে হিড়িম্ব ও তাহার ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসী বাস করিত। হিড়িম্ব অনেক দিন পরে মানুষের শব্দ পাইয়া মনুষ্যসমাগম জানিল এবং উল্লাসে বলিল, ভগিনী, আজ বহুদিন পরে মানুষের গন্ধ পাইতেছি। এই ঘোর বনে কে আসিয়াছে, একবার দেখিয়া আইস, বহুদিনের পর আজ আমাদের নরমাংসে পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে। অতঃপর হিড়িম্বা ভ্রাতার আদেশে তথায় গমন করিয়া দেখিল, যুধিষ্ঠিরাদি নিদ্রিত আছেন, ভীম জাগিয়া আছে। হিড়িম্বা ভীমের অনন্য কমনীয়কান্তি অবলোকন করিয়া কামাতুরা হইয়া পড়িল এবং অতিশয় সুন্দরী স্ত্রীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভীমের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, আপনি কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন। সম্মুখে দেবরূপী যাঁহারা নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহারাই বা কে? এই গহনবন রাক্ষসবেষ্টিত, তাহা কি আপনারা অবগত নহেন। এই বনে অতি ক্রূরপ্রকৃতি হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস আছে। আমি তাহার ভগিনী। হিড়িম্ব মানুষের গন্ধ পাইয়া আমাকে সন্ধানে পাঠাইয়াছে। আমি আপনার দেবোপম রূপ দেখিয়া কামবশগা হইয়াছি, অতএব আমি আপনার হিতসাধন করিব। এই স্থানে থাকিলে হিড়িম্বের হাতে নিস্তার

পাইবার আশা নাই। আপনি ইহাদিগকে সত্বর নিদ্রা হইতে জাগ্রত করুন। আমি সকলকে লইয়া দূরে প্রস্থান করিতেছি।

ভীম হিড়িম্বার কথা শুনিয়া হাস্য সহকারে কহিল, আমার ভ্রাতৃগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে, তোমার কথায় ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিব না, তোমার ভ্রাতার ভয়ে আমরা ভীত নহি। রাক্ষস, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতি কাহাকেও আমরা ভয় করি না। এদিকে হিড়িম্ব হিড়িম্বার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সেই বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তখন হিড়িম্বকে আসিতে দেখিয়া অতি করুণ ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, নির্দ্দয় ক্রূররাক্ষস হিড়িম্ব এদিকে আসিতেছে, আসিয়াই আপনাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, অতএব আপনি আপনার ভ্রাতাদিগকে জাগরিত করিয়া আমার পৃথুল শ্রোণিদেশে উপবেশন করুন, আমি অনায়াসে আপনাদিগকে অচিরে সুদূরে লইয়া যাইব। এমন সময় হিড়িম্ব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, হিড়িম্বা অতিশয় রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত কথোপকথন করিতেছে। ইহাতে হিড়িম্ব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগিনীকে তিরস্কার করিয়া কহিল, দুর্ব্বৃত্তে! তুই কামবশবর্ত্তিনী হইয়া মানুষকে কামনা করিয়া আমার অপকার করিতেছিস্, অতএব অগ্রে তোকে বিনাশ করিয়া এই মানুষদিগকে সুখে ভক্ষণ করিব।

ভীম তাহার এই কথা শুনিয়া কহিল, আমার ভ্রাতৃগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া এবং নিরপরাধিনী তোমার ভগিনীকে কিছু না বলিয়া আমার নিকটে আইস, তাহা হইলেই তোমার গর্ব্ব অচিরে বিনষ্ট হইবে। তোমার আসন্নকাল উপস্থিত, নচেৎ এই রূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইল কেন। হিড়িম্ব ভীমের এই কথায় অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। তখন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাহাদের যুদ্ধের শব্দে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তখন ভীম অচিরে হিড়িম্বকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে কুন্তী হিড়িম্বার অমানুষরূপ অবলোকন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই বনের দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নরকন্যা, নচেৎ মানুষের এইরূপ অলৌকিক রূপ সম্ভবে না। হিড়িম্বা কুন্তীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী, নাম হিড়িম্বা। পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস এই বনের অধিপতি। হিড়িম্ব সপুত্র আপনাকে হনন করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি আপনার পুত্রকে দেখিয়া কামবশগা হইয়া আপনার পুত্রকেই ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছি।

এমন সময়ে ভীম হিড়িম্বকে নিধন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া হিড়ম্বাকে কহিল, হিড়িম্বে! এখন তুমিও তোমার ভ্রাতার পদ অনুসরণ কর। ভীম এই কথা বলিলে যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, স্ত্রী অবধ্য, অতএব ইহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিও না।

পরে হিড়িম্বা কৃতাঞ্জলি হইয়া কুন্তীকে কহিতে লাগিল, আর্য্যে! আপনি স্ত্রীদিগের অনঙ্গজদুঃখ অবগত আছেন, আমি সুহৃদ্, আত্মীয়স্বজন ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতএব আপনি আপনার পুত্রকে বলিয়া দিন। তখন ভীম কুন্তীর আদেশ অনুসারে তাহাকে কহিলেন, যতদিন তোমার পুত্র না হইবে, ততদিন তোমার সহিত থাকিব।

পরে হিড়িম্বা পরমরূপ ধারণপূর্ব্বক রাত্রিকালে ভীমসেনকে লইয়া রমণীয় সরোবর, নদী, দ্বীপ, প্রদেশ, গিরিনদী প্রভৃতি রমণীয় স্থানসমূহে বিহার করিতে লাগিল। রাত্রিকালে ভীমসেনকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ ও এইরূপে বিহার করিত, আবার প্রাতঃকালে ভীমসেনকে যথাস্থানে আনিয়া দিত। এইরূপে কিছুদিন অবস্থানের পর তাহার গর্ভ হইল। এই গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। পুত্র হইলে ভীম হিড়িম্বাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটোৎকচ ভারতযুদ্ধে কর্ণহস্তে নিহত হন।

(ভারত আদিপর্ব্ব) [বিশেষ বিবরণ ঘটোৎকচ শব্দে দেখ]

হিড়িম্বজিৎ (পুং) হিড়িম্বং জিতবান্ জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। ভীমসেন।

হিড়িম্বনিসূদন (পুং) হিড়িম্বং নিসূদয়তীতি নি-সূদ-ণিচ্-ল্যু। ভীম।

হিড়িম্বভিৎ (পুং) হিড়িম্বং ভিনত্তীতি-ভিদ্-ক্বিপ্। ভীম।

হিড়িম্বা (স্ত্রী) হিড়িম্বরাক্ষসের ভগিনী, ঘটোৎকচের মাতা।

[বিশেষ বিবরণ হিড়িম্ব ও ঘটোৎকচশব্দে দেখ]

হিড়িম্বাপতি (পুং) হিড়িম্বায়াঃ পতিঃ। ১ ভীম। ২ হনুমান্।

হিড়িম্বারমণ (পুং) হিড়িম্বায়াঃ রমণঃ। ১ ভীমসেন। ২ হনুমান্। (ত্রিকা°)

হিণ্ডক (পুং) ১ চালক। ২ ভ্রমণশীল।

হিণ্ডন (ক্লী) হিণ্ড-ল্যুট্। ১ ভ্রমণ। ২ যান। ৩ ক্রীড়া। ৪ রত।

হিণ্ডিক (পুং) লগ্নাচার্য্য। (হারাবলী)

হিণ্ডির (পুং) হিণ্ডীরশব্দার্থ। [হিণ্ডীর দেখ]

হিণ্ডী (স্ত্রী) দুর্গা। (ত্রিকা°)

হিণ্ডীর (পুং) হিণ্ডাতে ইতস্ততো গচ্ছতীতি হিণ্ড-ঈরণ্ (উণ্ ৪।৩০) ১ সমুদ্রফেনা।

"এতদ্বিভাতি চরমাচলচূড়চুম্বিহিণ্ডীরপিণ্ডরুচিশীতমরীচিবিম্বং।
উজ্জ্বালিতস্য রজনীং মদনানলস্য ধূমং দধৎ প্রকটলাঞ্ছন-কৈতবেন॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৮৩)

২ বার্ত্তাকু, বেগুন। ৩ পুরুষ। ৪ রুচক। (ক্লী) ৫ দাড়িম।

হিণ্ডুক (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

হিত (ত্রি) হি গতি-প্রেরণে বা ধারণে পুষ্টৌ বা ক্ত। ১ পথ্য। ২ গত। ৩ ধৃত। (মেদিনী) ৪ ইষ্টসাধন। মঙ্গল, শুভ। যাহাতে ইষ্ট সাধন হয়, তাহাই হিতশব্দবাচ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা হিতাহিতবিচারশূন্য, তাহারা পশুতুল্য, পশু আর তাহাদের কোন প্রভেদ নাই।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো ন যৎ।
সত্বসত্বহিতার্থায় তৎ পশোরিব চেষ্টিতং॥
অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিসময়ৈর্বহুভির্বর্জ্জিতস্য।
উদরভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ॥"
(গরুড়পু° ১১৫অ°)

৩ মিত্র, জ্যোতিষমতে গ্রহদিগের অবস্থানভেদে সংজ্ঞাবিশেষ।

"হিতসমরিপুসংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তা
অধিহিতহিতমধ্যাস্তেঽপি তৎকালমিত্রৈঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গ্রহদিগের স্বাভাবিক হিত, অধিহিত ও সম আছে, কিন্তু অবস্থান বিশেষে ইহার অন্যথা হইয়া থাকে। গ্রহদিগের যিনি স্বাভাবিক হিত অর্থাৎ মিত্র, তিনি তৎকালে অর্থাৎ জাতচক্রের অবস্থানকালেও হিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি অধিহিত হন। বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল হিত, এবং বৃহস্পতি যে রাশিতে অবস্থিত আছেন সেই রাশি হইতে যদি উক্ত তিনটী গ্রহ ৪, ১০, ২, ৩ ও একাদশ স্থানস্থিত হন, তাহা হইলে তাহারা অধিহিত হইয়া থাকেন, স্বাভাবিক হিতগ্রহ অহিত স্থানে থাকিলে সম হইয়া থাকেন। লগ্নের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপ হিতগ্রহ শুভ ফল এবং অধিহিত গ্রহ অধিক শুভফল-দায়ক হইয়া থাকেন। ৫ যোগ্য, উপযুক্ত, ৬ উপকারক, ৭ প্রিয়। ৮ অনুকূল।

হিতক (পুং) হিতমর্হতীতি সংজ্ঞায়াং কন্। ১ শিশু। (রাজনি°) হিত স্বার্থে কন্। ২ হিতশব্দার্থ।

হিতকর (ত্রি) করোতীতি করঃ হিতস্য করঃ। মঙ্গলদায়ক, উপকারী, যিনি সর্ব্বদা হিত করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতকরী।

হিতকর্ম্মন্ (ক্লী) হিতং কর্ম্ম। মঙ্গলজনক কর্ম্ম, হিতকার্য্য, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে হিত অর্থাৎ মঙ্গল হইয়া থাকে।

হিতকাম (ত্রি) হিতঃ কামঃ কামনা যস্য। হিতকামী, হিতাভিলাষী, যিনি সর্ব্বদা মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন।

"সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।
বিপদ্ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥" (হিতোপ°)

যিনি হিতকামী বন্ধুর বাক্য শুনেন না, তাহার বিপদ্ অতি নিকট এবং তিনি শত্রুদিগের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকেন।

হিতকাম্যা (স্ত্রী) হিতমিচ্ছতি হিত-কাম্যচ্, অঙ্ টাপ্। হিতেচ্ছা, হিতাভিলাষ।

"এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ধর্ম্মস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্॥" (মনু ১২।১১৭)

হিতকারক (ত্রি) হিতস্য কারকঃ। মঙ্গলকারক, হিতকর, যিনি হিত করেন।

হিতকারিন্ (ত্রি) হিতং করোতীতি কৃ-ণিনি, মঙ্গলকারক, শুভকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতকারিণী।

হিতকৃৎ (ত্রি) হিতং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। হিতকারী।

হিতপ্রণী (পুং) হিতং প্রণয়তীতি প্র-নী-ক্বিপ্। চর, দূত।

হিতপ্রয়স (ত্রি) প্রেরিত ধন, যিনি ধন প্রেরণ করিয়াছেন। "হিতপ্রয়সা বিষ্ণু যজ্য" (ঋক্ ১০।৬১।১৫) 'হিতপ্রয়সা প্রেরিতধনৌ' (সায়ণ)

হিতবাদিন্ (ত্রি) হিতং বদতি বদ-ণিনি। হিতকথনশীল, যিনি হিত কথা বলেন। হিতকথনশীল, সৎপরামর্শদায়ক।

হিতবুদ্ধি (স্ত্রী) হিতা বুদ্ধিঃ। ১ শুভ বুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধি। (ত্রি) হিতা বুদ্ধির্যস্য। ২ শুভ বুদ্ধিবিশিষ্ট, হিতকর বুদ্ধিযুক্ত।

হিতমিত্র (ত্রি) হিতকর মিত্রবিশিষ্ট। "উক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা" (ঋক্ ১৭৩৩) 'হিতমিত্রঃ হিতানি অনুকূলানি মিত্রাণি যস্য' (সায়ণ)

হিতবচন (ক্লী) হিতং হিতকরং বচনং। হিতকর বাক্য, হিতকথা।

"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্ভং বচঃ" (ভারবি ১ স°)

হিতবৎ (ত্রি) হিত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। হিতবিশিষ্ট।

হিতরামরায়, একজন হিন্দী কবি। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস তাঁহার রাগকল্পদ্রুমে 'ভগবান্ হিতরামরায়' নামে ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হিতলোহিত (পুং) তুবর, যাবনাল। (রাজনি°)

হিতহরিবংশ স্বামী গোঁসাই, একজন বিখ্যাত হিন্দীকবি। ইনি হরিরাম শুক্ল ওরফে ব্যাসস্বামীর পুত্র এবং নরবাহন প্রভৃতি বহু হিন্দীকবির গুরু। ইনি সংস্কৃতভাষায় 'রাধা সুধানিধি' ও হিন্দীভাষায় 'হিত চৌরাসিধাম' রচনা করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনিও বিদ্যমান ছিলেন, ইহার সাধুচরিত্রের জন্য সকলেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

হিতাইত, হিত্তাইৎ (Hittite) বাইবেলবর্ণিত একটী পরাক্রান্ত জাতি। (I Kings x. 29, Kings vii. 6) চারি হাজার বর্ষপূর্ব্ব হইতে ইহারা সিরীয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রাচীন মিসরবাসিগণ ইহাদিগকে 'খেতা' ও আসিরীয়গণ 'খেত্তা' নামে ডাকিত। অল্পদিন হইল, এসিয়ামাইনরের অন্তর্গত বোঘজ্‌কোই নামক স্থান হইতে প্রায় ১৪০০

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তৎপূর্ব্ব হইতেই হিতাইতগণ এসিয়ামাইনরে আধিপত্য করিতেছিল। মিতানি বা উত্তর মেসোপোটেমিয়ার অধিপতিগণের সহিত হিতাইতপতির সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। অবশেষে উভয়জাতি সন্ধিসূত্রে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। উক্ত সুপ্রাচীন শিলালিপিতে উভয় পক্ষীয় রাজবংশের উপাস্য দেবদেবীর পরিচয় আছে।* এই লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, হিতাইতগণের প্রতিপক্ষ মিতনিগণ মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যযুগল প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উপাসক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দূর অতীতকালেও এসিয়ামাইনরে বৈদিক দেবপূজা প্রচলিত হইয়াছে।†

১৩৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিতাইতগণ ২য় রমেশের (Rameses II) নিকট পরাজিত ও তাহাদের রাজধানী কেতেশ বিধ্বস্ত হয়। ঐ রাজধানী 'কদম' নামেও পরিচিত। আধুনিক পুরাবিদ্‌গণ ওরন্তিন নদীর বামতীরে বর্ত্তমান 'তেল-নবি-মহন্দি' নামে যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আছে, এই স্থানে এক সময়ে হিতাইতগণের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। এই সুপ্রাচীন রাজধানী যে কিরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, পাহাড়ের উপর ইহার অবস্থান ও ওরন্তি হ্রদের বাঁধ এবং প্রাচীন গড়খাই পরিদর্শন করিলে সহজেই অনুমিত হয়।

হিতাইতদিগের অভ্যুদয়কালে তাহাদের ব্যবহৃত লিপিই এসিয়ার প্রতীচ্য ও য়ুরোপের প্রাচ্যভূভাগের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। ৮৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শালমনেসর সকল হিতাইতপতিকে পরাজয় করেন, এই সময় হইতে এই জাতির অবনতির সূত্রপাত এবং আসিরীয়পতি সারগণের সময় ৭১৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিতাইতপতি পিসিরির পতনের সহিত হিতাইত-রাজ্য বিলুপ্ত ও হিতাইতলিপির প্রচলন বন্ধ হয়। এই সময় হইতেই আসিরীয় কোণাকার লিপি হিতাইতলিপির স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এসিয়ামাইনর ও সাবপ্রদেশের নানাস্থানে হিতাইতদিগের সুপ্রাচীন পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

হিতাধায়িন্ (ত্রি) হিতকর, হিতকারক।

হিতানুবন্ধিন্ (ত্রি) হিতকামী।

হিতার্থিন্ (ত্রি) হিতমর্থয়তীতি অর্থি-ণিনি। হিতাভিলাষী, হিতকামী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতার্থিনী।

হিতাবলী (স্ত্রী) হিতানাং আবলী যত্র। স্বনামখ্যাত ঔষধবৃক্ষবিশেষ। হিন্দী হিয়াবলী। পর্য্যায়—হৃদ্ধাত্রী, কুষ্ঠঘ্নী, অঙ্গারগ্রন্থি, গ্রন্থিল। গুণ—সারক, তিক্ত, প্লীহা, গুল্মোদর, কৃমি, ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। (রাজনি°)

হিতাশংসা (স্ত্রী) হিতস্য আশংসা। হিতেচ্ছা, হিতাভিলাষ।

হিতাহিত (ত্রি) হিত ও অহিত, শুভাশুভ, ভালমন্দ।

হিতৈষিন্ (ত্রি) হিতমিচ্ছতীতি হিত-ইষ-ণিনি। হিতেচ্ছাকারী, হিতাভিলাষী, যিনি হিত করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হিতৈষিণী।

হিতোক্তি (স্ত্রী) হিতস্য উক্তিঃ। পথ্যবচন, হিতকথন।

হিতোপদেশ (পুং) হিতানামুপদেশঃ। সৎপরামর্শদান, হিতবাক্যোপদেশ।

"হিতোপদেশশ্চ পথি ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
বিদুরেণ কৃতো যত্র হিতার্থং ম্লেচ্ছভাষয়া॥" (ভারত ১।২।১০১)

হিতানামুপদেশো যত্র। ২ গ্রন্থবিশেষ। বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা একখানি নীতিগ্রন্থ। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিটী বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই হিতোপদেশ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃতভাষায় পটুতা, সকলস্থলে বাক্যের বৈচিত্র্য এবং নীতিবিদ্যা লাভ হয়। এই গ্রন্থের প্রথমে এই শ্লোক লিখিত আছে—

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাত্তস্য ধূর্জ্জটেঃ।
জাহ্নবীফেনরেখেব যন্মূর্দ্ধ্নি শশিনঃ কলা॥ ১
শ্রুতো হিতোপদেশোঽয়ং পটুত্বং সংস্কৃতোক্তিষু।
বাচাং সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ॥" ২ (হিতোপদেশ)

এই গ্রন্থে বালকদিগকে কাককূর্ম্মাদির কথাচ্ছলে নীতি উপদেশ করা হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মা উন্মার্গগামী রাজপুত্রকে কথাচ্ছলে এই গ্রন্থ উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও উপাদেয়।

পঞ্চতন্ত্র নামে যে অতি প্রাচীন আখ্যায়িকা পুস্তক প্রচলিত ছিল, হিতোপদেশ তাহারই একটী পুনঃসংস্করণ। ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত। রাজকুমারগণের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের জন্য তাঁহাদিগকে এই হিতোপদেশ পড়ান হইত। পাটলিপুত্রপতি একদিন মূর্খ রাজকুমারগণের ভাবিজীবনের অবস্থা ভাবিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক পণ্ডিত তাহা শুনিতে পান, তিনি ছয়মাসের মধ্যে রাজকুমারদিগকে নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিবার জন্য এই হিতোপদেশ রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। ১ম—মিত্রলাভ, ২য়—সুহৃদ্ভেদ, ৩য়—বিগ্রহ (যুদ্ধ) ও ৪র্থ—খণ্ডে সন্ধি। প্রথম দুই খণ্ড সর্ব্বসাধারণের উপযোগী, কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড রাজা ও মন্ত্রিগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। বিষ্ণুশর্ম্মা এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশুপক্ষী লইয়া হিতোপদেশের

* Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft, Nro.35.

† Journal of the Royal Asiatic Society for 1910, p. 456 ff.